শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কৃত

বিবেকচূড়ামণি

অনুবাদক

স্বামী বেদান্তানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

'বিবেকচূড়ামণি' অদ্বৈত বেদান্তের একটি প্রকরণ-গ্রন্থ। অনুবাদকের মুখবন্ধে পাঠকগণ ইহার বিশেষ পরিচয় পাইবেন। যাঁহারা আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের সহিত মূল বেদান্ত গ্রন্থ পড়িতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বেদান্ত-প্রবেশের পথ সুগম ও সুখবোধ্য করিয়া দিবে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব আমরা বহুকাল হইতে অনুভব করিতেছিলাম। অনুবাদক অশেষ যত্নে অন্বয়, শব্দার্থ ও অনুবাদসহ এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আমাদের ও পাঠকবর্গের সেই অভাব দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আশা করি তাঁহার সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রকাশক

মুখবন্ধ

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের প্রকরণ-গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিবেকচূড়ামণি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আচার্য শঙ্করবিরচিত এই গ্রন্থে শ্রুতিসিদ্ধ মূল তত্ত্বসমূহ সুললিত কবিতায় বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। নামরূপাত্মক সংসারের মিথ্যাত্ব, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তার অনস্তিত্ব এবং জীবের সচ্চিদানন্দরূপত্ব প্রতিপাদন ইহার বিষয়। ভাষার মনোহারিত্বহেতু এবং বিষয়বস্তু-উপস্থাপনের কৌশলে এই প্রকার উচ্চতত্ত্ব-সমন্বিত গ্রন্থও প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট সুখবোধ্য হইয়াছে। ইহা বেদান্তদর্শনে প্রবেশার্থীর এবং মুমুক্ষু সাধকের সমান প্রিয়।

এই গ্রন্থের কোন প্রাচীন টীকা পাওয়া যায় না। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং যুক্তির সুগমতার জন্য বোধ হয় ইহার কোন টীকা রচিত হয় নাই। অথবা রচিত হইয়া থাকিলেও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বামী কেশবাচার্য ইহার প্রভা-নাম্নী সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন। এই ব্যাখ্যা এবং নারায়ণ-মুনি রচিত ভাষা-ভাবার্থদীপিকা নামক হিন্দি ব্যাখ্যা সহ বিবেকচূড়ামণির একটি সংস্করণ কনখলের মুনিমণ্ডল কর্তৃক ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা এখন আর পাওয়া যায় না। শ্রীহরিনামদত্ত-বিরচিত 'সুবোধিনী'-টীকা সহ বিবেকচূড়ামণির আর এক সংস্করণ বর্তমান শতকের প্রথমে কাশীধাম হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাও এখন ছাপা নাই। শৃঙ্গেরি মঠের অধ্যবহিতপূর্ব শঙ্করাচার্য কর্তৃক রচিত বিবেকচূড়ামণির টীকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য অন্বয়, শব্দার্থ এবং অনুবাদ সহ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বাঙ্গলা ভাষায় বিবেক-চূড়ামণির এই প্রকার একটি সংস্করণের অভাব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দজী আমাকে এই অনুবাদকার্যে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দুইখানি সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে আচার্য শঙ্করের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজ বুদ্ধি-শুদ্ধির জন্য স্বাধ্যায়ের অঙ্গরূপে বর্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই। এই অনুবাদের সহায়ে সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থের মর্ম গ্রহণে সহায়তা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করিব।

অনুবাদ কার্যে উল্লিখিত গ্রন্থ দুইটি হইতে প্রভূত সহায়তা পাইয়াছি। উহাদের লেখক ও প্রকাশকগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামী ধীরেশানন্দ অনুবাদের অধিকাংশ দেখিয়া উহার উৎকর্ষসাধনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ইতি

রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম
রাঁচি
মহালয়া, ১৩৭[illegible]

স্বামী বেদান্তানন্দ

সাঙ্কেতিক সূচী

ঈ. = ঈশাবাস্য উপনিষৎ	কে. = কেন উপনিষৎ
ক. = কঠ „	প্র. = প্রশ্ন „
মু. = মুণ্ডক „	মা. = মাণ্ডুক্য „
ঐ. = ঐতরেয় „	তৈ. = তৈত্তিরিয় „
ছা. = ছান্দোগ্য „	বৃ. = বৃহদারণ্যক „
শ্বে. = শ্বেতাশ্বতর „	কৌ. = কৌষিতকী „

গী. = শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

বিবেকচূড়ামণিঃ

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্ ।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥ ১

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং (সকল বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়) অগোচরং (বাক্যমনের অতীত) পরমানন্দং (পরমানন্দস্বরূপ) সদ্‌গুরুং (সদ্‌গুরু) তং (সেই) গোবিন্দং (পরমাত্মাকে) অহং (আমি) প্রণতঃ অস্মি (প্রণত হই) ।

অথবা

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং (সকল বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়) অগোচরং (বাক্যমনের অতীত) পরমানন্দং (পরমানন্দরূপ পরমাত্মার স্বরূপ) সদ্‌গুরুং তং গোবিন্দং (গোবিন্দনামধেয় আমার সেই সদ্‌গুরুকে) অহং প্রণতঃ অস্মি (আমি প্রণত হই) ॥ ১

[সুকৌশলে রচিত এই শ্লোকটির দ্বারা গ্রন্থকর্তা একসঙ্গে পরমাত্মাকে এবং স্বীয় গুরু গোবিন্দপাদকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন ।]

সকল বেদান্তসিদ্ধান্তের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, অথচ যিনি বাক্যমনের অগোচর, যিনি পরমানন্দস্বরূপ, যিনি সকল গুরুর গুরুস্বরূপ, সেই বেদান্তবেদ্য পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি । অথবা—

সকল বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়, বাক্যমনের অতীত পরমানন্দস্বরূপ আমার সদ্‌গুরু আচার্য গোবিন্দপাদকে আমি প্রণাম করি । ১

গো শব্দের অর্থ বাণী বা বেদান্তবাক্য । বেদান্তবাক্য-সহায়ে যাঁহাকে লাভ করা যায়, জানা যায়—তাঁহাকে বলা হয় গোবিন্দ ।

জন্তুনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্‌বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥ ২

জন্তুনাং (জীবগণের) নরজন্ম (মনুষ্যশরীর-লাভ) দুর্লভম্ (দুর্লভ)। অতঃ (ইহা হইতে—মনুষ্যশরীরপ্রাপ্তি হইলেও) পুংস্ত্বং (পুরুষদেহ-লাভ) [দুর্লভ]। ততঃ (তাহা হইতে) বিপ্রতা (ব্রাহ্মণশরীর-লাভ) [দুর্লভ]। তস্মাৎ (ব্রাহ্মণশরীর-লাভ হইলেও) বৈদিকধর্মমার্গপরতা (বেদবিহিত ধর্মমার্গে নিষ্ঠা) [দুর্লভ]। অস্মাৎ (ইহা হইতে) বিদ্বত্ত্বং (শাস্ত্রের তাৎপর্যজ্ঞান) পরম্ (উৎকৃষ্ট)। আত্মানাত্মবিবেচনং (আত্মা ও অনাত্মবিষয়ে বিবেক), স্বনুভবঃ (নিজের স্বরূপের অনুভব), ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতিঃ (ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে অবস্থিতি) [এই সকলের পূর্বেরটি অপেক্ষা পরেরটি উৎকৃষ্ট]। [ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবে অবস্থানরূপ] মুক্তিঃ (মুক্তি) শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ (শতকোটি জন্মে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত) পুণ্যৈঃ বিনা (নিষ্কামভাবে পুণ্যকর্মসমূহের অনুষ্ঠান ব্যতীত) নো লভ্যতে (প্রাপ্ত হওয়া যায় না)॥২

মনুষ্যজন্ম-লাভ দুর্লভ। মনুষ্যজন্ম-লাভ হইলেও পুরুষদেহ-প্রাপ্তি, পুরুষদেহ পাইলেও ব্রাহ্মণজাতিতে জন্মলাভ, ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলেও বৈদিক ধর্মে নিষ্ঠা, ধর্মনিষ্ঠা থাকিলেও শাস্ত্রের মর্মজ্ঞান—জগতে এই সকলের পূর্বেরটি অপেক্ষা পরেরটি দুর্লভতর। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও আত্মানাত্ম-বিচার দুর্লভ, স্বস্বরূপের অনুভূতি দুর্লভতর এবং ব্রহ্মের সহিত সর্বদা অভেদভাবে স্থিতি দুর্লভতম। শতকোটি জন্মে সুচারুরূপে নিষ্কাম পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত এইপ্রকার মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। ২

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্‌দেবানুগ্রহহেতুকম্ ।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥ ৩

মনুষ্যত্বং (মনুষ্যজন্ম) মুমুক্ষুত্বং (মুক্তিলাভের আগ্রহ) মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ) এতৎ ত্রয়ম্ এব (এই তিনটিই) দুর্লভম্ (দুর্লভ); দেবানুগ্রহহেতুকম্ (ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাওয়া যায়) ॥ ৩

মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তি, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আগ্রহ এবং জ্ঞানী সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ, এই তিনটি জগতে দুর্লভ। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে এইগুলি পাওয়া সম্ভব হয়। ৩

লব্‌ধ্বা কথঞ্চিন্‌নরজন্ম দুর্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্ ।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ ॥ ৪

কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে) দুর্লভং নরজন্ম (দুর্লভ নরজন্ম), তত্র অপি (সেই নরদেহে) পুংস্ত্বং (পুরুষশরীর) [এবং] শ্রুতিপারদর্শনং (বেদান্তবিচারে কুশলতা) লব্‌ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) যঃ তু মূঢ়ধীঃ (যে বিবেকরহিত নির্বোধ ব্যক্তি) আত্মমুক্তৌ ন যতেত (নিজের মুক্তির জন্য যত্ন করেন না) সঃ আত্মহা (সেই আত্মঘাতী পুরুষ) হি (নিশ্চয়ই) অসদ্‌গ্রহাৎ (মিথ্যাবস্তুকে গ্রহণের ফলে) স্বং (নিজেকে) বিনিহন্তি (বিনাশ করেন) ॥ ৪

কোন পূর্বার্জিত পুণ্যকর্মের ফলে মানুষজন্ম এবং সেই মানুষজন্মে পুরুষদেহ এবং বেদবেদান্তে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও যিনি নিজের মুক্তি-লাভের জন্য যত্ন করেন না, সেই ব্যক্তি যথার্থ আত্মঘাতী। কেন-না, মিথ্যাবস্তুকে গ্রহণের ফলে তিনি নিজেকে বিনাশ করেন—অধোগতির পথে অগ্রসর হন। ৪

পরমানন্দ-স্বরূপ স্বতঃপ্রকাশমান আত্মাকে অস্বীকার করিয়া মিথ্যা-বস্তু দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ আত্মহত্যারই তুল্য।

শ্রুতি বলেন—

"অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ঈ, ৩

"যাহারা আত্মভাবে ভাবিত নয়, তাহারা দেবতা মনুষ্য বা আর যাহাই হউক না কেন, অসুরপদবাচ্য। তাহাদের আবাসভূত লোকসমূহ অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম ও জীবন দৃষ্টিপ্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত। যে সকল ব্যক্তি আত্মঘাতী—অবিদ্যা দ্বারা যাহারা সারা জীবন অভিভূত রহিল, বাঁচিয়া থাকিতে যাহাদের আত্মানুভূতি হইল না—মৃত্যুর পর তাহাদের অসুরদিগের লোকসমূহে গতি অর্থাৎ বিভিন্ন হীন যোনিতে জন্ম হয়।"

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" কে, ২।৫

"এই জীবনেই যদি কেহ সত্য জানে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়, তবে তাহার জীবন কৃতকৃত্য, ধন্য হয়। আর এই জন্মে যদি জ্ঞানলাভ না হয় তো মহতী বিনাশপ্রাপ্তি, বারবার সংসারদুঃখ-ভোগ হয়।"

মুক্তিলাভে উদাসীন মানুষকে মূঢ় বলিয়া অভিহিত করার আরও কারণ বলিতেছেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলে পাগল; কিন্তু যথার্থ স্বার্থ কী, কোন্ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে যে বোঝে না, সে নির্বোধ বৈ আর কিছু নয়।

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫

যঃ (যে ব্যক্তি) দুর্লভং মানুষং দেহং (দুর্লভ মানুষদেহ) তত্র অপি (আরও মানুষজন্মে) পৌরুষং (পুরুষশরীর) প্রাপ্য তু (পাইয়াও) স্বার্থে প্রমাদ্যতি (যথার্থ স্বার্থবিষয়ে ভুল করিয়া বসে) ইতঃ নু (ইহার অপেক্ষা অধিক) কঃ মূঢ়াত্মা অস্তি (কে নির্বোধ ব্যক্তি আছে)? ৫

দুর্লভ মানুষজন্ম এবং পুরুষদেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি নিজের যথার্থ স্বার্থ বুঝিতে না পারে, আলস্যের বশে নিজের মুক্তিসাধনে উৎসাহী না হয়, তাহার অপেক্ষা অধিক নির্বোধ ব্যক্তি জগতে আর কে আছে? ৫

ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যানুভূতি মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। কোন কর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্বন্তু কর্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥ ৬

[পুরুষাঃ] [পুরুষগণ] শাস্ত্রাণি বদন্তু (শাস্ত্র পাঠ করিয়া সে বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে পারেন), দেবান্ যজন্তু (দেবগণের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করিতে পারেন), কর্মাণি কুর্বন্তু (শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন), দেবতাঃ ভজন্তু (ইষ্টদেবতাগণের উপাসনা করিতে পারেন)। অপি (এ সকল সত্ত্বে) আত্মৈক্যবোধেন বিনা (ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার একত্ববোধ ব্যতীত) ব্রহ্মশতান্তরে অপি (একশত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও) মুক্তিঃ ন সিধ্যতি (মুক্তিলাভ হইবে না)। ৬

কেহ শাস্ত্র পাঠ ও বিচার করিতে পারেন, যজ্ঞাদি করিতে পারেন, শাস্ত্রবিহিত বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, ইষ্টদেবতার উপাসনা

করিতে পারেন ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এই সকল সাধনার দ্বারা তাঁহার শতব্রহ্মার আয়ুষ্কালের (অর্থাৎ অনন্তকালের) মধ্যেও মুক্তিলাভ হইবে না ॥ ৬

ব্রহ্মার আয়ুঃ=মানুষের হিসাবের ৪,৩২,০০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এইরূপ এক দিন জগতের স্থিতিকাল। ব্রহ্মা এইরূপ দিনের এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাকেন। ইহার পর মহাপ্রলয় হয়।

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ ॥ ৭

বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) অমৃতত্বস্য আশা (অমৃতত্বের, মুক্তির আশা) ন অস্তি ইতি (নাই)—এব হি (এই প্রকারই) শ্রুতিঃ ব্রবীতি (শ্রুতি বলেন)। যতঃ (যে শ্রুতি-বাক্য হইতে) কর্মণঃ (কর্মের) মুক্তেঃ (মুক্তিবিষয়ে) অহেতুত্বং (অকারণত্ব) স্ফুটম্ (স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে) ॥ ৭

"বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই" এই বাক্যের দ্বারা শ্রুতি 'কোন কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না' এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৭

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস-গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয় সম্পত্তি তাঁহার দুই পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে চাহিলেন। ঋষির অভিপ্রায় শুনিয়া মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, ধনপরিপূর্ণা সমগ্র পৃথিবী যদি আমার হয়, তাহার দ্বারা আমি কি অমর হইতে পারিব ?" উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ধনী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ ভোগপূর্ণ হইবে। কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বলাভের আশা নাই।" "অমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেন

[illegible]।" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহার দ্বারা আমি অমর [illegible] না তাহা লইয়া আমি কি করিব ?"—"যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং [illegible] কুর্যাম্ ?" বৃ উ, ২।৪।২-৩

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥ ৮

অতঃ (এই হেতু) বিদ্বান্ (বুদ্ধিমান্ পুরুষ) সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্ (বাহ্য বিষয়ে সুখভোগের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া) সন্তং মহান্তং দেশিকং (সদ্গুণসম্পন্ন, উদারচরিত আত্মজ্ঞ সদ্গুরুকে) সমুপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) তেন উপদিষ্টার্থ-সমাহিতাত্মা (সেই গুরুর উপদিষ্ট বিষয়ে মনকে সমাহিত করিয়া) বিমুক্ত্যৈ (মুক্তিলাভের জন্য) প্রযতেত (প্রযত্ন করিবেন) ॥ ৮

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমস্ত বাহ্যসুখভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ-পূর্বক সাধু আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উপদিষ্ট সাধনায় মনকে একাগ্র করিবেন এবং মুক্তিলাভের জন্য যত্নশীল হইবেন ॥ ৮

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯

সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠয়া (আত্মদর্শননিষ্ঠা-সহায়ে) যোগারূঢ়ত্বম্ (যোগারূঢ় অবস্থা) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সংসারবারিধৌ মগ্নম্ (সংসারসমুদ্রে মগ্ন) আত্মানম্ (আত্মাকে) আত্মনা (নিজের দ্বারা) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে) ॥ ৯

সংশয় ও বিপর্যয়রহিত এবং আত্মনিষ্ঠ চিত্তবৃত্তি-সহায়ে ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়ে এবং সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন আত্মাকে নিজের সাধনাসহায়ে উদ্ধার করিবে ॥ ৯

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" গী, ৬।৪

"সমস্ত সংকল্পত্যাগকারী সাধক যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল বিষয়ে বা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মে আসক্তিশূন্য হন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা হয়॥"

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥" গী, ৬।৫

"বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা নিজেকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিবে। কখনও নিজেকে বিষয়াসক্ত করিবে না। শুদ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত হিতকারী বন্ধু। আবার বিষয়াসক্ত মন মানুষের সংসারবন্ধনের হেতু পরম শত্রু॥"

**সংন্যস্য সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ॥ ১০**

আত্মাভ্যাসে উপস্থিতৈঃ (বেদান্তশ্রবণমননাদি ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনায় তৎপর) **ধীরৈঃ** (উদ্বেগশূন্য) পণ্ডিতৈঃ (শাস্ত্রতাৎপর্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ) **সর্বকর্মাণি সংন্যস্য** (সকল সকাম কর্ম ত্যাগ করিয়া) ভববন্ধ-বিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য) যত্যতাম্ (যত্নপরায়ণ হইবেন)॥ ১০

বেদান্তশ্রবণমননাদি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের মুখ্য সাধনায় তৎপর, উদ্বেগশূন্য, শাস্ত্রতাৎপর্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্বকর্মপরিত্যাগ-পূর্বক সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যত্নপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। ১০

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥" ঈ, ২

"যে ব্যক্তি এই জগতে শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক, তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এইপ্রকার দেহাভিমানী তোমার পক্ষে কর্ম করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, যাহার দ্বারা অশুভ কর্মের ফলের দ্বারা লিপ্ত না হইয়া তুমি থাকিতে পার।"

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।" গী, ৩।৫

"কাজ না করিয়া কেহ কখনও ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না।"

শাস্ত্রে বহুস্থলে এই প্রকারে কর্ম অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই সকল বিধি সংসারসুখে আসক্ত দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের জন্য। এইরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কর্ম অবশ্য কর্তব্য। সকাম কর্মের ফল যখন অচিরস্থায়ী এবং তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে, তখন নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্তি আসিবে। নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধি যাহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মবিচারে অধিকারী। আলোচ্য শ্লোকে কেবল সকামকর্ম-ত্যাগের বিধান দেওয়া হইতেছে।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ॥ ১১

কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) চিত্তস্য শুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) [সমর্থং ভবতি (সমর্থ হয়)] তু (কিন্তু) বস্তু-উপলব্ধয়ে (আত্মবস্তু-জ্ঞানের পক্ষে) ন [সমর্থম্ (সমর্থ নয়)]। বস্তুসিদ্ধিঃ (আত্মস্বরূপের উপলব্ধি) বিচারেণ (বিচারের দ্বারা) [সম্ভবতি (সম্ভব হয়)]। কর্মকোটিভিঃ (কোটি কর্মের দ্বারা) কিঞ্চিৎ (লেশমাত্র) ন (হয় না)॥ ১১

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। কেবলমাত্র বিচারের দ্বারা বস্তুস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কিন্তু কোটি কোটি কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না॥ ১১

চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশিত হয়।

সম্যগ্ বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২

ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী (ভ্রান্তপুরুষের অজ্ঞানবশতঃ মহাসর্পভয়জনিত কম্পাদি-দুঃখের নাশক) রজ্জুতত্ত্বাবধারণা (রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান) সম্যক্-বিচারতঃ (যথাযথভাবে বিচারের দ্বারা) সিদ্ধা (সিদ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১২

যথার্থদর্শনের অভাবহেতু রজ্জুতে সর্প দর্শন করিয়া মানুষ যে ভয় পায় এবং সেই ভয় হইতে হৃৎকম্প প্রভৃতি যে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, প্রদীপাদিসহায়ে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানা সেই দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায়। ১২

যে বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ করিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়, সেই আরোপিত বস্তুকে দূরে সরাইয়া অধিষ্ঠানের স্বরূপকে জানার ফলে ভ্রমনিবৃত্তি হয়।

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টঃ বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩

বিচারেণ (বিচারের দ্বারা) হিতোক্তিতঃ (হিতকারী গুরুর উক্তি হইতে) অর্থস্য (পদার্থের) নিশ্চয়ঃ (স্বরূপজ্ঞান) দৃষ্টঃ (অনুভূত) [ভবতি (হয়)] স্নানেন ন দানেন ন প্রাণায়ামশতেন বা ন (স্নান, দান বা শত প্রাণায়ামের দ্বারা হয় না)॥ ১৩

বস্তুর স্বরূপদর্শনের অনুকূল বিচারের দ্বারা এবং বস্তুর স্বরূপাভিজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষী সদ্গুরুর উপদেশ হইতে বস্তুর যথার্থস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে। স্নান, দান বা শত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানের দ্বারা বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয় না॥ ১৩

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ॥ ১৪

[বিচারস্য (বিচারের)] ফলসিদ্ধিঃ (যথার্থজ্ঞান) বিশেষতঃ (বিশেষভাবে) অধিকারিণম্ (অধিকারীকে) আশাস্তে (অপেক্ষা করে)। দেশকালাদ্যাঃ (উপযুক্ত দেশকাল প্রভৃতি) উপায়াঃ (উপায়সমূহ) অস্মিন্ (ইহাতে—ফলসিদ্ধি-বিষয়ে) সহকারিণঃ (সহায়ক) সন্তি (হইয়া থাকে)। ১৪

উপযুক্ত অধিকারীরই বিচারের যথাযথ ফললাভ হইয়া থাকে। অধিকারীর পক্ষে নির্জন স্থানে বাস, ব্রাহ্মমুহূর্তাদি কাল, গুরুর সহায়তা প্রভৃতি, যথার্থজ্ঞানের সহায়ক কারণরূপে গণ্য হয়॥ ১৪

অধিকারীর লক্ষণ পরবর্তী ১৬শ এবং ১৭শ শ্লোকে বলিতেছেন।

অতো বিচারঃ কর্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্॥ ১৫

অতঃ (এই হেতু) ব্রহ্মবিদুত্তমং দয়াসিন্ধুং গুরুং (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, দয়ালু গুরুকে) সমাসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) জিজ্ঞাসোঃ (জিজ্ঞাসুর) আত্মবস্তুনঃ (আত্মবস্তুর) বিচারঃ (বিচার) কর্তব্যঃ (করা উচিত)॥ ১৫

এই কারণে, ব্রহ্মজ্ঞ দয়ালু সদ্‌গুরুকে লাভ করিয়া তাঁহার নিকটে নিরন্তর আত্মস্বরূপের বিচার করা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য॥ ১৫

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ॥ ১৬

মেধাবী (মেধাবী) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) উহ-অপোহবিচক্ষণঃ (প্রশ্নোত্তর-বিজ্ঞানে চতুর) উক্তলক্ষণলক্ষিতঃ (বেদান্তশাস্ত্রোক্ত অধিকারিলক্ষণযুক্ত, অথবা এখানে কথিত তিনটি লক্ষণযুক্ত) পুরুষঃ (ব্যক্তি) আত্মবিদ্যায়াম্ (আত্মবিদ্যার অনুশীলনে) অধিকারী (অধিকারী)॥ ১৬

শ্রুত উপদেশের ধারণা করিতে সমর্থ, সত্যাসত্য-বিচারে দক্ষ এবং

বেদসম্মত যুক্তির গ্রহণে ও বেদবিরুদ্ধ যুক্তির খণ্ডনে নিপুণ—এইরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষই আত্মবিদ্যালাভের অধিকারী ॥ ১৬

উহ=শ্রুতিসম্মত তর্ক। অপোহ=শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের খণ্ডন।

ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী ব্যক্তির অন্যান্য লক্ষণ ঃ

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা ॥ ১৭

বিবেকিনঃ (বিবেকীর) বিরক্তস্য (বৈরাগ্যবানের) শমাদিগুণশালিনঃ (শমাদি-গুণযুক্তের) মুমুক্ষোঃ এব (মুমুক্ষু ব্যক্তিরই) হি (অবশ্য) ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ে যোগ্যতা) মতা (ব্রহ্মজ্ঞগণের অভিমত)॥ ১৭

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে নিত্যানিত্যবস্তু-বিচারশীল, বৈরাগ্যবান্, শমাদিগুণসম্পন্ন, মুক্তিকাম সাধকই ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের অধিকারী ॥ ১৭

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮

অত্র (এই আত্মজিজ্ঞাসায়) চত্বারি সাধনানি (চারিটি সাধন) মনীষিভিঃ (মনীষিগণ-কর্তৃক) কথিতানি (কথিত হইয়াছে)। যেষু সৎসু এব (যে সকল থাকিলে তবে) সৎ-নিষ্ঠা (আত্মনিষ্ঠা) [সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়)]; যৎ-অভাবে (যে সকল না থাকিলে) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ১৮

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আত্মজিজ্ঞাসার জন্য চারিটি সাধনার কথা বলিয়াছেন। এই চারিটি সাধন থাকিলে তবে সাধকের আত্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। ঐগুলির অভাব থাকিলে আত্মজ্ঞান হয় না ॥ ১৮

চারিটি সাধনের বর্ণনা করিতেছেন :

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্ ॥ ১৯

আদৌ (প্রথমে) নিত্য-অনিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক) পরিগণ্যতে (গৃহীত হয়)। তদনন্তরম্ (তাহার পর) ইহ-অমুত্র-ফলভোগ-বিরাগঃ (ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ) শমাদি-ষট্‌ক-সম্পত্তিঃ (শমাদি-ষট্‌সম্পত্তি) মুমুক্ষুত্বম্ (মুমুক্ষুত্ব) ইতি স্ফুটম্ (নিঃসন্দিগ্ধরূপে গৃহীত হয়)॥ ১৯

চারিটি সাধনের প্রথমটি হইতেছে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। ইহার পর পর গুলি হইতেছে ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি-ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব ॥ ১৯

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২০

ব্রহ্ম সত্যং (ব্রহ্ম সত্য) জগৎ মিথ্যা (জগৎ মিথ্যা) ইতি-এবংরূপঃ (এই প্রকারেরই) বিনিশ্চয়ঃ (নির্ধারণ) সঃ অয়ং (সেই এই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলিয়া কথিত হয়)॥ ২০

'ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা' এই প্রকার দৃঢ় প্রত্যয়ই নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া কথিত হয় ॥ ২০

বিচার করিয়া দেখিলে জগতের কোন বস্তুই নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী নয়। সব-কিছুই পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল। যে বস্তু কাল আমার নিকট অতি মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, আজই আবার তাহা অতি তুচ্ছ, ঘৃণ্য বা ত্যাজ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আমরা এই সকল পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে সত্য ও সুখদায়ক বলিয়া আঁকড়াইয়া

ধরিয়া থাকি এবং জন্মজন্মান্তর ধরিয়া, এইক্ষণে সুখ পরক্ষণে আবার দুঃখ, অনুভব করি। বিচারের দ্বারা, জগতের সমস্ত বস্তু মিথ্যা এবং ব্রহ্মই চিরসত্য, এই প্রকার দৃঢ়-প্রত্যয়কে বলা হয় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ।
দেহাদিব্রহ্মপর্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি॥ ২১

দেহ-আদি-ব্রহ্ম-পর্যন্তে (নিজের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার দেহ পর্যন্ত) হি অনিত্যে ভোগবস্তুনি (অনিত্য ভোগ্যপদার্থসমূহে) দর্শন-শ্রবণাদিভিঃ (দোষদর্শন এবং দোষশ্রবণের দ্বারা উৎপন্ন) যা (যে) জিহাসা (ত্যাগের ইচ্ছা) তৎ (তাহা) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) [বলিয়া কথিত হয়]। ২১

নিজের দেহ হইতে ব্রহ্মার দেহ পর্যন্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তুসমূহের দোষদর্শন ও শ্রবণের ফলে মনে সে সকল বিষয়ত্যাগের যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, সেই ইচ্ছাকে বৈরাগ্য বলা হয়। ২১

মানুষের শরীর যে অনিত্য, তাহা সকলের প্রত্যক্ষের বিষয়। পুণ্যকর্মের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মা হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মার শরীর দীর্ঘস্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নয়; ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত সুখেরও একদিন না একদিন অবসান হয়। কোন কোন বস্তুর অনিত্যত্ব আমরা নিজেরা দেখিয়া জানি; আবার কতকগুলির মিথ্যাত্ব শাস্ত্র হইতে বা জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ হইতে শুনিয়া স্থির করি।

বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্মুহুঃ।
স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে॥ ২২

মুহুর্মুহুঃ (বারংবার) দোষদৃষ্ট্যা (দোষদর্শনের দ্বারা) বিষয়ব্রাতাৎ (বিষয়সমূহ হইতে) বিরজ্য (বৈরাগ্য-প্রাপ্তির দ্বারা) মনসঃ (মনের) স্বলক্ষ্যে (নিজের আশ্রয়-

মনস (লক্ষ্যে) নিয়ত-অবস্থা (নিশ্চলরূপে অবস্থান) শমঃ উচ্যতে (শম বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২২

পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দোষদর্শনের দ্বারা বিষয়সমূহে বৈরাগ্য আসার ফলে, মনের নিজের লক্ষ্য ব্রহ্মে যে স্থিতি, তাহাকে শম বলা হয় ॥

ব্রহ্ম জীবের স্বলক্ষ্য। "ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" মু, ২।২।৪

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা ॥ ২৩

উভয়েষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং (উভয় ইন্দ্রিয়সমূহের) বিষয়েভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) পরাবর্ত্য (বিমুখ করিয়া) স্ব-স্ব-গোলকে (নিজের নিজের স্থানে) স্থাপনং (নিশ্চলভাবে রক্ষা), সঃ দমঃ পরিকীর্তিতঃ (তাহাই দম বলিয়া কথিত হয়)। বৃত্তেঃ (বিষয়প্রকাশক মনের পরিণতির) বাহ্য-ন-আলম্বনং (বাহ্য অনাত্ম-বস্তুর আকারে আকারিত না হওয়া) এষা উত্তমা উপরতিঃ (ইহাই উত্তমা উপরতি বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২৩

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে ভোগ্যবিষয়-সকল হইতে সরাইয়া লইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের নিজের নিজের স্থানে নিশ্চল ভাবে রাখিয়া দেওয়াকে দম বলা হয়। (দমের সাধনের ফলে শম সাধিত হয়।) চিত্তবৃত্তিসমূহের বাহ্যবিষয়াকারে পরিণত না হওয়ার অবস্থাকে উপরতি বলা হয় ॥ ২৩

সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥ ২৪

সর্বদুঃখানাম্ (সকলপ্রকার দুঃখের) চিন্তা-বিলাপ-রহিতং (চিন্তা ও বিলাপহীন) অপ্রতীকারপূর্বকম্ (প্রতীকার না করিয়া) সহনং (সহ্য করিয়া যাওয়া) সা (তাহা) তিতিক্ষা নিগদ্যতে (তিতিক্ষা বলিয়া কথিত হয়) ॥ ২৪

যে কোন প্রকারের দুঃখ উপস্থিত হউক না কেন, তাহার জন্য মনে

কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করিয়া বা দুঃখের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া এবং দুঃখের প্রতীকারের জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া সহ্য করিয়া যাওয়াকে তিতিক্ষা বলে ॥ ২৪

মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ ভোগ করে। মানসিক কষ্টভোগকে বলা হয় আধ্যাত্মিক দুঃখ।

শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত দুঃখ আধিদৈবিক এবং কোন প্রাণী হইতে প্রাপ্ত দুঃখ আধিভৌতিক বলিয়া কথিত হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখকে ত্রিতাপ বলা হয়।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্‌ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে ॥ ২৫

গুরুবাক্যস্য (গুরুবাক্যের) [এবং] শাস্ত্রবাক্যস্য (বেদান্তবাক্যের) সত্যবুদ্ধি-অবধারণম্ (যথার্থজ্ঞানে অন্তরে নিশ্চয় করিয়া লওয়া), যয়া (যে নিশ্চয়ের সহায়তায়) বস্তু উপলভ্যতে (আত্মবস্তুর উপলব্ধি হয়) সা (তাহা) শ্রদ্ধা কথিতা (শ্রদ্ধা বলিয়া সজ্জনগণের দ্বারা কথিত হয়) ॥ ২৫

গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা যথার্থ সত্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অন্তরে গ্রহণ করাকে জ্ঞানিগণ শ্রদ্ধা আখ্যা দিয়া থাকেন। এই শ্রদ্ধার সহায়ে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় ॥ ২৫

সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্বদা।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্ ॥ ২৬

সর্বদা (সকল সময়) শুদ্ধে ব্রহ্মণি (শুদ্ধ ব্রহ্মে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সর্বদা (সর্বপ্রকারে) স্থাপনং (স্থিরীকরণ) তৎ (তাহা) সমাধানম্ ইতি উক্তম্ (সমাধান বলিয়া কথিত হয়)। তু (কিন্তু) চিত্তস্য লালনং (কৌতূহলবশে বেদান্ততত্ত্বের আলোচনা করিয়া মনে তৃপ্তিলাভ) ন (সমাধান নয়)। ২৬

সকল সময় সর্বপ্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধব্রহ্মে লগ্ন করিয়া রাখাকে বলা

...া সমাধান। কৌতূহলবশে বেদান্ততত্ত্বের আলোচনা করার ফলে ...নে যে তৃপ্তিলাভ হইতে পারে, তাহাকে সমাধান বলা যায় না ॥ ২৬

শাস্ত্রপাঠের ফলে একপ্রকার মানসিক তৃপ্তিলাভ হইতে পারে; ...ন্তু তাহাতে মজিয়া থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

অহংকারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা ॥ ২৭

অহংকার-আদি-দেহ-অন্তান্ (অহংকার হইতে স্থূলদেহ পর্যন্ত) বন্ধান্ (বন্ধন... ...) অজ্ঞান-কল্পিতান্ (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন)। [সে সকল হইতে] স্ব-স্বরূপ-...বোধেন (আত্মস্বরূপের জ্ঞানের সহায়ে) মোক্তুম্ ইচ্ছা (মুক্ত হইবার ইচ্ছা) ...তা (মুক্তিলাভের ইচ্ছা) [বলিয়া কথিত হয়] ॥ ২৭

আত্মস্বরূপের উপলব্ধির সহায়ে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম অহংকার ...তে আরম্ভ করিয়া স্থূলদেহ পর্যন্ত সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা ...ক্ষুতা নামে অভিহিত হয় ॥ ২৭

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্ ॥ ২৮

...া ইয়ং (সেই এই) [মুমুক্ষুতা] মন্দমধ্যমরূপা অপি (অল্প বা মধ্যমপ্রকারের ...) বৈরাগ্যেণ (বৈরাগ্যের সহায়ে), শমাদিনা (শমদম প্রভৃতির সহায়তায়), ...রোঃ প্রসাদেন (গুরুর কৃপায়) প্রবৃদ্ধা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) [হইয়া] ফলং সূয়তে (মোক্ষফল ...ন করে) ॥ ২৮

অধিকারিবিশেষে মুক্তির ইচ্ছা কাহারও অল্প, কাহারও বা মধ্যমরূপে ...মে উৎপন্ন হইলেও সেই অল্প বা মধ্যম মুমুক্ষুতা, বৈরাগ্য এবং শমদমাদিসাধন-সহায়ে ও গুরুর কৃপায় কালে তীব্ররূপ ধারণ করিয়া ...সাক্ষাৎকাররূপ ফল উৎপন্ন করে ॥ ২৮

বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ ॥ ২৯

তু (কিন্তু) যস্য (যে সাধকের) বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) চ (এবং) মুমুক্ষুত্বং (মুমুক্ষুত্ব) তীব্রং (অধিক, পূর্ণমাত্রায়) বিদ্যতে (বর্তমান থাকে) তস্মিন্ এব (সেই সাধকের পক্ষেই) শমাদয়ঃ (শমদমাদি) অর্থবন্তঃ (সার্থক, প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু) ফলবন্তঃ (মোক্ষসাধক) স্যুঃ (হয়) ॥ ২৯

কিন্তু যে সাধকের বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে, সেই সাধকের শমাদি সাধন সার্থক অর্থাৎ মোক্ষসহায়ক হয় ॥ ২৯

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা ॥ ৩০

যত্র (যে সাধকে) এতয়োঃ (এই দুই) বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ (বৈরাগ্য এবং মুমুক্ষার) মন্দতা (শিথিলতা) [থাকে] তত্র (সেই সাধকে) মরৌ (মরুভূমিতে) সলিলবৎ (দৃষ্ট বারিপ্রবাহের ন্যায়) শমাদেঃ (শমাদিসাধনের) ভানমাত্রতা (আভাসমাত্র) [দৃষ্ট হয়] ॥ ৩০

যে সাধকের—বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুতা—এই দুই সাধনেরই অল্পতা থাকে, তাঁহার শমদমাদি-সাধনের চেষ্টা মরীচিকায় দৃষ্ট বারি-প্রবাহের ন্যায় আভাসমাত্রে পর্যবসিত হয় ॥ ৩০

মরীচিকায় দৃষ্ট বারিপ্রবাহ মরুভূমিকে অতি অল্পমাত্রও সিক্ত করিতে পারে না। সেইরূপ বৈরাগ্য এবং মুক্তিলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্তরে না থাকিলে শম-দম প্রভৃতির সাধনা ভানমাত্রে পরিসমাপ্ত হয়; তাহাতে সাধকের কোন আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয় না।

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ ॥ ৩১

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং (মোক্ষের সাধনসমূহের মধ্যে) ভক্তিঃ এব (ভক্তিই) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ)। স্ব-স্বরূপ-অনুসন্ধানং (নিজের স্বরূপের চিন্তন) ভক্তিঃ ইতি অভিধীয়তে (ভক্তি বলিয়া কথিত হয়)। অপরে (অপর কেহ) স্ব-আত্মতত্ত্ব-অনুসন্ধানং (নিজের এবং পরমাত্মার তত্ত্ববিচার) ভক্তিঃ ইতি জগুঃ (ভক্তি বলিয়া থাকেন) ॥ ৩১

মোক্ষের সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। নিজের স্বরূপচিন্তন ভক্তিনামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, আত্মার* ও পরমাত্মার তত্ত্ববিচারের নাম ভক্তি ॥ ৩১

অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্নের ন্যায় দৃষ্ট অনাত্মবস্তুসমূহ হইতে নিজের স্বরূপ পৃথক করিয়া বিচারকে অদ্বৈতবাদিগণ ভক্তি-শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন।

উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ।
উপসীদেদ্ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্‌বন্ধবিমোচনম্ ॥ ৩২

উক্তসাধনসম্পন্নঃ (পূর্বোক্তসাধনসম্পন্ন) আত্মনঃ (আত্মার) তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক) প্রাজ্ঞং (জ্ঞানী) গুরুম্ উপসীদেৎ (গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবেন)। যস্মাৎ (যে গুরু হইতে) বন্ধবিমোচনম্ (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি) [ঘটে] ॥ ৩২

পূর্বোক্তসাধনসম্পন্ন মুক্তিকাম ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সমীপে উপস্থিত হইবেন। এইরূপ গুরুর উপদেশে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি ঘটে (সংসারবন্ধনের হেতু অজ্ঞানের নাশ হয়) ॥ ৩২

গুরুর লক্ষণ ঃ

শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥ ৩৩

শ্রোত্রিয়ঃ (বেদজ্ঞ) অবৃজিনঃ (পাপরহিত) অকামহতঃ (কামনাশূন্য) যঃ ব্রহ্মবিত্তমঃ (যে ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রহ্মণি উপরতঃ (বাহ্যবিষয় ত্যাগানন্তর ব্রহ্মচিন্তায় নিরত) শান্তঃ (আত্মসুখে তুষ্ট) নিরিন্ধনঃ অনলঃ ইব (জ্বলিত কাষ্ঠ অতএব ধূমশূন্য অগ্নিতুল্য) অহেতুক-দয়াসিন্ধুঃ (প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়া দয়াপরায়ণ) আনমতাং সতাং (প্রণত সৎকর্মকারী ব্যক্তিগণের) বন্ধুঃ (হিতকারী)॥ ৩৩

বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, কামনাশূন্য যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বাহ্যবিষয় ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন, শান্ত, জ্বলিতকাষ্ঠ ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অহেতুক-দয়াপরায়ণ (তিনি) প্রণত সৎ ব্যক্তিগণের বন্ধুস্বরূপ॥ ৩৩

তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥ ৩৪

[এই প্রকার] তম্ (সেই) গুরুং (গুরুকে) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) প্রহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ (প্রণাম, নম্রতা ও সেবাদ্বারা) আরাধ্য (পূজা করিয়া) প্রসন্নং তম্ (প্রসন্ন তাঁহার) অনুপ্রাপ্য (করজোড়ে সমীপে উপস্থিত হইয়া) আত্মনঃ (নিজের) জ্ঞাতব্যং (জ্ঞাতব্য) পৃচ্ছেৎ (জিজ্ঞাসা করিবেন)॥ ৩৪

এই প্রকার গুরুকে ভক্তিসহকারে প্রণাম, নম্রতা ও সেবাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করিবেন॥ ৩৪

গুরুসমীপে জ্ঞানলাভের জন্য শ্রুতির নির্দেশ এইরূপ। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং সঃ গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

(মু:, ১।২।১২)—"কর্মলভ্য ফলসমূহ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিবেন : এই সংসারে নিত্যবস্তু কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না। এইরূপ বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং নিত্যবস্তু জানিবার জন্য যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে গমন করিবেন।"

স্বামিন্ নমস্তে নতলোকবন্ধো
কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্ব্যাঽতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ৩৫

[হে] স্বামিন্ (প্রভো), নতলোকবন্ধো (প্রণতজনের হিতকারী) কারুণ্যসিন্ধো (করুণাসিন্ধু) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার)। ভবাব্ধৌ (সংসার-সমুদ্রে) পতিতং মাং (পতিত আমাকে) ঋজ্ব্যা (সরল) অতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা (করুণামৃতধারার বর্ষণকারী) আত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা (নিজের কৃপাদৃষ্টির দ্বারা) উদ্ধর (উদ্ধার কর) ॥ ৩৫

প্রণতজনের হিতকারী দয়াসিন্ধু হে প্রভো, তোমার সরল করুণামৃত-ধারাবর্ষণকারী স্নিগ্ধ কৃপাকটাক্ষপাতের দ্বারা সংসার-সমুদ্রে পতিত আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৩৫

দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে ॥ ৩৬

দুর্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং (দুর্নিবার্য সংসাররূপ দাবানলে দগ্ধ) দুরদৃষ্টবাতৈঃ (দুরদৃষ্টরূপ দারুণ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা) দোধূয়মানং (অতিকম্পিত) মৃত্যোঃ ভীতং (মরণের ভয়ে ভীত) প্রপন্নং (শরণাগতকে) পরিপাহি (সর্বতোভাবে রক্ষা কর),

যৎ (যে কারণে) অন্যৎ (তোমা ছাড়া অন্য) শরণ্যং (শরণাগত-পালক) অহং (আমি) ন জানে (জানি না)॥ ৩৬

জন্মমরণরূপ দুর্নিবার্য সংসার-দাবানলে দগ্ধ এবং দুরদৃষ্টরূপ বায়ু-প্রবাহের দ্বারা অতিকম্পিত, মৃত্যুভয়ে ভীত, তোমার শরণাগত আমাকে রক্ষা কর। তোমা ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল আমি জানি না॥ ৩৬

অতীতজীবনে কৃত কর্মসমূহের সমষ্টি, যাহার ফল বর্তমান জীবনে ভোগ হয়, তাহাকে অদৃষ্ট বলা হয়। দুরদৃষ্ট অর্থে অতীতজীবনের মন্দকর্মসমূহের ফলের সমষ্টি।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং
জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩৭

বসন্তবৎ (বসন্ত-ঋতুর ন্যায়) লোকহিতং চরন্তঃ (লোককল্যাণকর্মের অনুষ্ঠানকারী) শান্তাঃ (শান্ত) মহান্তঃ (মহাশয়) সন্তঃ (মহাত্মাসকল) নিবসন্তি (বাস করেন—আছেন)। স্বয়ং (তাঁহারা নিজেরা) ভীমভবার্ণবং (ভয়ংকর সংসারসমুদ্র) তীর্ণাঃ (উত্তীর্ণ হইয়াছেন)। অহেতুনা অপি (নিজেদের কোন প্রয়োজন ব্যতীত) অন্যান্ জনান্ (অন্য লোকদিগকে) তারয়ন্তঃ (পারের কাণ্ডারী হইয়া) [আছেন]॥ ৩৭

(বসন্ত-ঋতু যেমন তরুলতায় নব পত্র-পুষ্প-ফলের সম্ভার প্রদান করিয়া জীবজগতের সুখবর্ধন করে, সেই প্রকার) বসন্ত-ঋতুর ন্যায় না-চাহিতে-দাতা, রাগলোভাদিশূন্য, মহাশয় সাধুব্যক্তিরা এজগতে বাস করেন; তাঁহারা নিজেরা সাধনবলে দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হইয়া, শরণাগত অন্য ব্যক্তিদিগকে কোনরূপ প্রাপ্তির আশা না রাখিয়াই জ্ঞান-প্রদানের দ্বারা সংসার-সমুদ্রের পারে লইবার জন্য অবস্থান করেন॥ ৩৭

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৩৮

মহাত্মনাং (মহাত্মা ব্যক্তিগণের) যৎ (যে) পরশ্রম-অপনোদ-প্রবণং (পরের দুঃখ-নিবারণে তৎপরতা) অয়ং স্বভাবঃ (এই স্বভাব) স্বতঃ এব (স্বাভাবিকই)। [যেমন] এষঃ (এই) সুধাংশুঃ (চন্দ্র) স্বয়ং কিল (নিজেই) অর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তাম্ (সূর্যের তীক্ষ্ণ কিরণে তপ্ত) ক্ষিতিং (পৃথিবীকে) অবতি (রক্ষা করেন)॥ ৩৮

অপরের দুঃখনিবারণে তৎপরতা মহাপুরুষগণের স্বাভাবিক বৃত্তি। না চাহিলেও তাঁহারা সহায়তা করিতে অগ্রসর হন; চন্দ্র যেমন তীব্র সূর্যকিরণে তাপিত পৃথিবীকে নিজের স্নিগ্ধ-কিরণবর্ষণদ্বারা তৃপ্ত করেন॥ ৩৮

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈঃ
যুষ্মদ্বাক্কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥ ৩৯

ভবতাপ-দাবদহন-জ্বালাভিঃ (ভবতাপরূপ দাবাগ্নির দহনজ্বালায়) সন্তপ্তম্ (তাপিত) এনং (ইহাকে— এই শরণাগত দাসকে) ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ (ব্রহ্মানন্দ-রসানুভূতি দ্বারা মধুর) পূতৈঃ (পবিত্র) সুশীতৈঃ (শান্তিসুখদায়ক) যুতৈঃ (অসংকীর্ণ) যুষ্মৎ-বাক্কলসোজ্ঝিতৈঃ (আপনার বাক্যরূপ কলস হইতে নির্গত) শ্রুতিসুখৈঃ (শ্রবণসুখদায়ক) বাক্যামৃতৈঃ (বাক্যামৃতের দ্বারা) সেচয় (সিঞ্চন কর)। প্রভো (হে প্রভো) [যে (যাহারা)] ভবৎ-ঈক্ষণ-ক্ষণগতেঃ (আপনার দৃষ্টিপথে ক্ষণমাত্রের

জন্য পতিত হইবার) পাত্রীকৃতাঃ (বিষয়রূপে গৃহীত) [ভবদ্ভিঃ (আপনার দ্বারা)] স্বীকৃতাঃ (অনুগৃহীত) তে (তাহারা) ধন্যাঃ (ধন্য) ॥ ৩৯

সংসাররূপ দাবানলের দহনজ্বালায় তাপিত এই শরণাগত দাসকে আপনার বচনরূপ কলস হইতে নির্গত ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিদ্বারা মধুর, পবিত্র, শান্তিসুখদায়ক, উদার, শ্রবণসুখদায়ক বাক্যামৃত সিঞ্চন দ্বারা তৃপ্ত কর। হে প্রভো, যাহারা ক্ষণকালের জন্যও আপনার কৃপাদৃষ্টি-লাভের পাত্র হয় তাহারা ধন্য ॥ ৩৯

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো
সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥ ৪০

এতং (এই) ভবসিন্ধুং (সংসারসমুদ্র) কথং (কি প্রকারে) তরেয়ম্ (উত্তীর্ণ হইব)? কা বা (কী বা) মে (আমার) গতিঃ (আশ্রয়)? কতমঃ (কি) উপায়ঃ (উপায়—সংসারসমুদ্রের পারে যাওয়ার) অস্তি (আছে)? কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) ন জানে (জানি না)। প্রভো (হে প্রভো) কৃপয়া (দয়া করিয়া) মাম্ (আমাকে) অব (রক্ষা কর)। সংসারদুঃখক্ষতিম্ (সংসারদুঃখের বিনাশ) আতনুষ্ব (বিস্তার কর) ॥ ৪০

কি উপায়ে আমি এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব? এ জগতে আমার কী বা যথার্থ আশ্রয়? [কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে] কোন্ উপায় আমি সাধনরূপে গ্রহণ করিব? এই সকল কিছুই আমি জানি না। হে প্রভো, দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা কর; আমার সংসারদুঃখের নাশ কর ॥ ৪০

তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং
সংসারদাবানলতাপতপ্তম্।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা
দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪১

তথা (এই প্রকার) বদন্তং (যিনি বলিতেছেন তাঁহাকে) স্বং শরণাগতং (নিজের শরণাগত) সংসারদাবানল-তাপতপ্তং (সংসারদাবানলের তাপ দ্বারা তপ্তকে) কারুণ্য-রসার্দ্রদৃষ্ট্যা (কৃপাদৃষ্টি দ্বারা) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) মহাত্মা (গুরু) সহসা (শীঘ্র) অভীতিং (অভয়) দদ্যাৎ (প্রদান করিবেন) ॥ ৪১

এই প্রকার উক্তিকারী, সংসারজ্বালায় দগ্ধ, শরণাগত মুমুক্ষু ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া মহাপুরুষ গুরু শীঘ্র অভয়প্রদান করেন ॥ ৪১

বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীয়ুষে
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্যাৎ ॥ ৪২

সঃ (সেই) বিদ্বান্ (গুরু) সাধু (সম্যক্-রূপে) যথোক্তকারিণে (উপদেশপালনে তৎপর অথবা শাস্ত্রবিহিত সৎকর্মপরায়ণ) প্রশান্তচিত্তায় (চাঞ্চল্যরহিত, বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত) শমান্বিতায় (শমযুক্ত) উপসত্তিম্ ঈয়ুষে (অনন্যভাবে শরণাগত, শিষ্যভাব-প্রাপ্ত) মুমুক্ষবে (মুক্তিকাম) তস্মৈ (তাহাকে) কৃপয়া (কৃপামাত্রপরবশ হইয়া) তত্ত্বোপদেশং কুর্যাৎ (তত্ত্বোপদেশ দিবেন) ॥ ৪২

সেই বিদ্বান্ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সম্যক্-রূপে উপদেশপালনে তৎপর, চাঞ্চল্য-রহিত, শমযুক্ত, শরণাগত, মুক্তিকাম তাহাকে কৃপাপরবশ হইয়া (কোন প্রকার লৌকিক লাভের আশা না রাখিয়া) তত্ত্বোপদেশ দিবেন ॥ ৪২

"তস্মৈ সঃ বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥" মু, ১।২।১৩
—"যথাবিধানে সমীপাগত, প্রশান্তচিত্ত এবং সংযত সেই শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, যে ব্রহ্মবিদ্যাসহায়ে অক্ষর পরমপুরুষকে জানা যায় সেই বিদ্যা, যথাযথরূপে উপদেশ দিবেন।"

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥ ৪৩

বিদ্বন্ (হে বিদ্বন্) মা ভৈষ্ট (ভয় পাইও না)। তব (তোমার) অপায়ঃ (বিনাশ—পুনরায় জন্মমৃত্যু) ন অস্তি (নাই)। সংসারসিন্ধোঃ (সংসারসমুদ্র) তরণে (উত্তীর্ণ হওয়ার) উপায়ঃ (উপায়) অস্তি (আছে)। যেন এব (যে উপায়ের দ্বারা) যতয়ঃ (যতিগণ, সংযমী সাধকগণ) অস্য (এই সংসারসমুদ্রের) পারং যাতাঃ (পারে গিয়াছেন) তং মার্গম্ এব (সেই পথ-ই) তব নির্দিশামি (তোমাকে উপদেশ দিব)॥ ৪৩

হে বিদ্বন্, ভয় পাইও না। তোমার আর সংসারে গতাগতি হইবে না। এই সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় আছে। যে উপায়-অবলম্বনে সাধকগণ ইহার পারে গিয়াছেন তোমাকে সেই উপায়ের উপদেশ দিব॥ ৪৩

অস্ত্যুপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
তেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৪

সংসারভয়নাশনঃ (সংসারভয়-নাশক) মহান্ (অবশ্যফলপ্রদ) কশ্চিৎ (কোন এক বিশেষ) উপায়ঃ (উপায়) অস্তি (আছে)। তেন (সেই উপায়ের দ্বারা) ভবাম্ভোধিং (সংসারসমুদ্র) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) পরমানন্দং আপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৪৪

সংসারভয়নাশক, অবশ্যফলপ্রদ, এক বিশেষ উপায় আছে। সেই উপায়-অবলম্বনে সংসারসমুদ্র অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবে ॥ ৪৪

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু ॥ ৪৫

বেদান্তার্থ-বিচারেণ (উপনিষৎসমূহের তাৎপর্য-বিচারের দ্বারা) উত্তমং (সংশয়াদি-রহিত এবং মোক্ষলাভের উপায়ভূত) জ্ঞানং (জ্ঞান) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। অনু (পশ্চাৎ—এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে) তেন (সেই জ্ঞানের দ্বারা) আত্যন্তিক-সংসার-দুঃখনাশঃ (সংসারদুঃখের সর্বতোভাবে নাশ) ভবতি (হয়) ॥ ৪৫

উপনিষৎসমূহের তাৎপর্যবিচারের দ্বারা সংশয়াদিরহিত জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সংসারদুঃখের সর্বতোভাবে নাশ হয় ॥ ৪৫

মুক্তিলাভের উপায় ঃ

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্ মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ ॥
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য
মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতদেহবন্ধাৎ ॥ ৪৬

শ্রুতেঃ (শ্রুতির) গীঃ (বাক্য) মুমুক্ষোঃ (মুমুক্ষুর) শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগান্ (শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান—এই ত্রিবিধ যোগ) মুক্তেঃ (মুক্তিলাভের) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ-ভাবে) হেতূন্ (কারণ) বক্তি (বলেন)। যঃ (যিনি) বৈ (নিশ্চয়রূপে) এতেষু এব (কেবল এইসকল সাধনে) তিষ্ঠতি (নিযুক্ত থাকেন) অমুষ্য (তাঁহার) অবিদ্যা-কল্পিতাৎ (অবিদ্যাকল্পিত) দেহবন্ধাৎ (দেহবন্ধন হইতে) মোক্ষঃ (মোক্ষ) [ভবতি (হয়)] ॥ ৪৬

শ্রুতি বলেন—শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ধ্যান—এই তিনটি যোগ মুমুক্ষুর মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ হেতু। যিনি চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এই সকল সাধনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার অবিদ্যাকল্পিত দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়॥ ৪৬

অবিদ্যাবশতঃ দেহকে 'আমি' বলিয়া বোধ হয়। এই অজ্ঞানই জীবের বন্ধন। "তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি।" কৈ, ১।২—পিতামহ ব্রহ্মা আশ্বলায়ন ঋষিকে বলিয়াছিলেন, "শ্রদ্ধা (আস্তিক্যবুদ্ধি), ভক্তি (ভজন—একমাত্র আত্মবস্তুতে নিষ্ঠা) এবং ধ্যান (একনিষ্ঠ ভাবনা), এই তিন যোগের দ্বারা অর্থাৎ উপায়ে ব্রহ্মকে জান।"

শ্রদ্ধা=আস্তিক্যবুদ্ধি বা সাধনচতুষ্টয়। ভক্তি=আত্মানুসন্ধান বা শ্রবণমননে তৎপরতা। ধ্যান=নিদিধ্যাসন এবং সমাধি। এই তিনটিকে যোগ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে যুক্ত হইবার উপায় বলা হইল। ২৫, ৩১ ও ৩২ শ্লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব
হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্বিবেকোদিতবোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্যং প্রদহেৎ সমূলম্॥ ৪৭

পরমাত্মনঃ হি (বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপ) তব (তোমার) অজ্ঞানযোগাৎ (স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে) অনাত্মসম্বন্ধঃ (জড় দেহাদিতে 'আমি আমার' বোধ), ততঃ এব (সেই অনাত্মসম্বন্ধ হইতে) সংসৃতিঃ (জন্মমরণরূপ সংসার)। তয়োঃ (আত্মা এবং অনাত্মার) বিবেকোদিত-বোধবহ্নিঃ (বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি) অজ্ঞানকার্যং (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অহংকারাদি) সমূলং (মূলের সহিত, অজ্ঞানের সহিত) প্রদহেৎ (দগ্ধ করিবে, নিবারণ করিবে)॥ ৪৭

স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপ তোমার অনাত্মায় অর্থাৎ দেহাদি জড়বস্তুতে 'আমি-আমার-জ্ঞান' আসিয়াছে।

আর, সেই জড়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ তোমার জন্মমরণরূপ সংসার দৃষ্ট হইতেছে। আত্মা ও অনাত্মার বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি অজ্ঞানের সহিত তাহার কার্য অহংকারাদি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে ॥ ৪৭

শিষ্য উবাচ

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্ প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ ॥ ৪৮

শিষ্যঃ উবাচ (শিষ্য বলিলেন)—স্বামিন্ (প্রভো), ময়া (আমার দ্বারা) অয়ং (এই) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) ক্রিয়তে (করা হইতেছে)। কৃপয়া (দয়া করিয়া) শ্রূয়তাম্ (শুনুন)। ভবৎ-মুখাৎ (আপনার মুখ হইতে) যৎ-উত্তরং (যাহার উত্তর) শ্রুত্বা (শুনিয়া) [অহং (আমি)] কৃতার্থঃ স্যাম্ (কৃতার্থ হইব) ॥ ৪৮

শিষ্য বলিলেন—প্রভো, আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। দয়া করিয়া শুনুন। আপনার মুখ হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আমি কৃতার্থ হইব ॥ ৪৮

কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ
কথং প্রতিষ্ঠাঽস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা
তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্ ॥ ৪৯

বন্ধঃ নাম (বন্ধন) কঃ (কী)? এষঃ (ইহা) কথম্ (কি প্রকারে) আগতঃ (আসিল)? অস্য (ইহার) কথম্ (কি প্রকারে) প্রতিষ্ঠা (স্থিতি)? কথং (কিপ্রকারে) বিমোক্ষঃ (মুক্তি হয়—ইহা হইতে)? অসৌ (এই) অনাত্মা (অনাত্মা) কঃ (কি বস্তু)? কঃ পরমঃ আত্মা (পরমাত্মাই বা কী)? তয়োঃ (এই দুই অনাত্মা ও আত্মার) বিবেকঃ (বিবেক) কথম্ (কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়)? এতৎ উচ্যতাম্ (এই প্রশ্নসমুদায়ের উত্তর দিন) ॥ ৪৯

বন্ধন বলিয়া যাহাকে বলা হয়, সেই বন্ধনের স্বরূপ কী? সেই বন্ধন কোথা হইতে আসিল? ইহা থাকে কি প্রকারে? ইহা হইতে মুক্তিরই বা কি উপায়? অনাত্মাই বা কি বস্তু? আর আত্মার স্বরূপই বা কী? এই অনাত্মা ও আত্মার পার্থক্যজ্ঞান কোন্ উপায়ে লাভ করা যায়?—আমাকে এই প্রশ্নসমুদায়ের উত্তর দয়া করিয়া দিন ॥ ৪৯

শ্রীগুরুরুবাচ

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫০

শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বলিলেন)—[তুমি] ধন্যঃ অসি (ধন্য হও), কৃতকৃত্যঃ অসি (কৃতকৃত্য হও), ত্বয়া (তোমার দ্বারা) তে (তোমার) কুলং (কুল) পাবিতম্ (পবিত্র হইয়াছে)। যৎ (যেহেতু) অবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা (অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া) ব্রহ্মীভবিতুম্ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির জন্য) ইচ্ছসি (ইচ্ছুক হইয়াছ) ॥ ৫০

গুরু বলিলেন: হে শিষ্য, তুমি ধন্য—তুমি কৃতার্থ। তুমি তোমার বংশকে পবিত্র করিলে। অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ-উপলব্ধির ইচ্ছা হইতে তুমি ধন্য হইলে ॥ ৫০

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্তা তু স্বস্মাদন্যো ন বিদ্যতে ॥ ৫১

পিতুঃ (পিতার) ঋণমোচনকর্তারঃ (ঋণপরিশোধের কর্তা) সুতাদয়ঃ (পুত্রাদি) সন্তি (থাকেন)। তু (কিন্তু) বন্ধমোচনকর্তা (অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্তিদানের কর্তা) স্বস্মাৎ (নিজের হইতে) অন্যৎ (অপর) কঃ চন (কেহই) ন (না) ॥ ৫১

পুত্রাদি পিতাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্তিদানের কর্তা নিজে ছাড়া আর কেহই নাই ॥ ৫১

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। আর জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিদ্যা-নাশের দ্বারা অন্তরে জ্ঞানের প্রকাশ, স্বস্বরূপের অনুভূতি সাধককে নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে। অপর কেহ তাহা করিয়া দিতে পারে না।

মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখন্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ ॥ ৫২

মস্তকন্যস্ত-ভারাদেঃ (মস্তকের উপর স্থাপিত ভার প্রভৃতির) দুঃখম্ (কষ্ট) অন্যৈঃ (অপরের দ্বারা) নিবার্যতে (নিবারিত হইতে পারে)। তু (কিন্তু) ক্ষুধাদিকৃত-দুঃখম্ (ক্ষুধাপিপাসা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন দুঃখ) স্বেন বিনা (নিজে ছাড়া) কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) ন (না) [নিবার্যতে (নিবারিত হয়)] ॥ ৫২

মাথার উপর স্থাপিত বোঝা হইতে যে কষ্ট হয়, সে কষ্ট অপরে দূর করিতে পারে। কিন্তু নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা নিজের চেষ্টা ছাড়া অপরের দ্বারা নিবারিত হয় না। (অপরে খাইলে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে না) ॥ ৫২

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্মণা ॥ ৫৩

যেন রোগিণা (যে রোগিদ্বারা) ঔষধসেবা চ পথ্যং (ঔষধসেবা ও পথ্য) ক্রিয়তে (করা হয়) অস্য (এইরূপ রোগীর) আরোগ্যসিদ্ধিঃ দৃষ্টা (আরোগ্য হইতে দেখা যায়)। অন্য-অনুষ্ঠিত-কর্মণা ন (অপরের দ্বারা অনুষ্ঠিত ঔষধসেবাদিদ্বারা হয় না) ॥ ৫৩

যে রোগী নিয়মিতভাবে ঔষধসেবন ও সুপথ্যগ্রহণ করেন, তাঁহার আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে। অপর কেহ ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিলে রোগী নিরাময় হয় না॥ ৫৩

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা
স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্॥ ৫৪

বস্তুস্বরূপং (আত্মস্বরূপ) স্বেন এব (নিজেরই দ্বারা) স্ফুটবোধচক্ষুষা (জ্ঞানদৃষ্টি-সহায়ে) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য); পণ্ডিতেন তু ন (কিন্তু পণ্ডিতের দ্বারা নয়)। চন্দ্রস্বরূপম্ (চন্দ্রের স্বরূপ) নিজচক্ষুষা এব (নিজের চক্ষুর দ্বারাই) জ্ঞাতব্যম্ (জানিতে হইবে)। অন্যৈঃ (অপরের দ্বারা) কিম্ (কী) অবগম্যতে (জানা হইবে) ? ৫৪

আত্মার স্বরূপ নিজের সংশয়বিপর্যয়রহিত জ্ঞানের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। অপরে (জ্ঞানী গুরু) জানিলে তাঁহার জ্ঞানের ফলে মুমুক্ষুর কি লাভ হইবে ? (গুরুর জ্ঞানের ফলে শিষ্যের স্বরূপের বোধ জন্মিবে না)। চাঁদ কেমন জানিতে হইলে নিজের চক্ষু দ্বারা দেখিয়াই জানিতে হইবে। অপরে বহু চক্ষু দ্বারা দেখিলেও আমার কাছে তাহাদের দেখার কী মূল্য, যদি আমি নিজের চক্ষু দ্বারা না দেখি ? ৫৪

"বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥" গী, ১৫।১০

"মূঢ়ব্যক্তিগণ আত্মার স্বরূপ জানিতে পারে না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ আত্মস্বরূপ দর্শন করেন।"

অবিদ্যাকামকর্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্‌বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৫

আত্মানং বিনা (নিজে ছাড়া) কল্পকোটিশতৈঃ অপি (শতকোটি কল্পেও) অবিদ্যা-কামকর্মাদি-পাশবন্ধং (অবিদ্যাকামকর্মাদি-রূপ রজ্জুর বন্ধন হইতে) বিমোচিতুং (বিমুক্ত করিতে) কঃ (কে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হয়)? ৫৫

নিজের প্রযত্ন ছাড়া অবিদ্যা, কাম ও কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে শতকোটিকল্পেও আর কে সমর্থ হয়? (অর্থাৎ অপর কেহ মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তির জন্য নিজেকেই সাধনা করিতে হইবে)॥ ৫৫

কল্প=ব্রহ্মার একদিন=এক সৃষ্টি আরম্ভ হইতে প্রলয় পর্যন্ত সময়।

অবিদ্যা অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের বিষয়ে অজ্ঞতা হইতে কামের উৎপত্তি এবং কাম হইতে কর্মের উদ্ভব। এই তিন হইতে আমাদের জন্মজন্মান্তর ধরিয়া দুঃখভোগ।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৫৬

যোগেন (অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা) সাংখ্যেন (তত্ত্ববিচারের দ্বারা) কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্মের দ্বারা) বিদ্যয়া (শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারা) মোক্ষঃ (মোক্ষ) নো সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) অন্যথা (অন্য উপায়ে) ন (না) [সিদ্ধ হয় না]। ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব-বোধেন (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞানে) [সিধ্যতি (মোক্ষ-প্রাপ্তি ঘটে)]॥ ৫৬

অষ্টাঙ্গযোগ, প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ববিচার, বৈদিক যজ্ঞাদি বা দানাদি কর্ম, শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞান, এসকলের কোনটির বা সকলগুলির দ্বারা মোক্ষলাভ ঘটে না। মোক্ষলাভের আর কোন উপায়ও নাই। একমাত্র ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান হইতে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে॥ ৫৬

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" শ্বে, ৩৷৮

"সেই আত্মাকে জানিতে পারিলেই তবে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে ; মরণের হাত হইতে নিস্তারলাভের অন্য উপায় নাই।"

অদ্বৈতবেদান্ত-মতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি ব্যতীত মুক্তিলাভ অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না।

বীণায়া রূপসৌন্দর্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৭

বীণায়াঃ (বীণার) রূপসৌন্দর্যং (রূপের সৌন্দর্য) তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবং (বীণাবাদনে চাতুর্য) প্রজারঞ্জনমাত্রম্ (শ্রোতার আনন্দ-উৎপাদনের হেতুমাত্র) [হইতে পারে]। তৎ (সে সকল) সাম্রাজ্যায় (সাম্রাজ্যলাভের পক্ষে) ন কল্পতে (সমর্থ হয় না) ॥ ৫৭

বীণার সৌন্দর্য বা উহা বাজাইবার নৈপুণ্যে শ্রোতাদের আনন্দ উৎপাদনমাত্র হইতে পারে। ঐসকল দ্বারা সাম্রাজ্যলাভ হয় না ॥ ৫৭

বহু পুণ্যকর্ম এবং বীরত্বাদি অনেক সদ্‌গুণ থাকিলে তবে সাম্রাজ্যলাভ সম্ভব হয়। ব্রহ্মানুভূতিও এইরূপ বহু সাধনার ফলে মেলে। তাহা হাসিয়া খেলিয়া পাওয়া যায় না। সাম্রাজ্যলাভের সঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্তির তুলনা করা হইয়াছে।

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ ৫৮

বৈখরী বাক্ (ভাষায় অভিজ্ঞতা) শব্দঝরী (শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য), শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-কৌশলম্ (শাস্ত্রব্যাখ্যায় চাতুর্য), তৎ-বৎ (আর এইপ্রকার) বৈদুষ্যং (পাণ্ডিত্য) বিদুষাং (লৌকিক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণের) ভুক্তয়ে (ভোগের, ধনাদিপ্রাপ্তির সহায়ক), তু (কিন্তু) মুক্তয়ে ন (মুক্তির সাধক হয় না) ॥ ৫৮

ভাষার উপর অধিকার, শব্দপ্রয়োগে নৈপুণ্য, শাস্ত্রব্যাখ্যায় চাতুর্য, আর কাব্য-অলঙ্কারাদিতে পাণ্ডিত্য, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের ভোগ্যবস্তু-প্রাপ্তির সহায়ক হইতে পারে। এসকল কিন্তু মুক্তিলাভের সহায়তা করে না॥ ৫৮

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—বাকের এই চারি বিভাগ। যে স্থূল বাক্য মানুষ উচ্চকণ্ঠে তৎপরতার সহিত উচ্চারণ করে এবং যাহা সকলের শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বৈখরী বলে। এইপ্রকার বাক্যজাল-বিস্তার করিয়া সুবক্তা শ্রোতার মনোহরণ করিতে পারে; কিন্তু তাহা তাহার নিজের মুক্তিসাধক হয় না। পরা বাক্ অতি সূক্ষ্ম, মূলাধারচক্রস্থ বায়ু হইতে ইহার উদ্ভব হয়। ইহা শ্রুতিগোচর হয় না। পশ্যন্তী বাক্ নাভিচক্রস্থ বায়ু হইতে অভিব্যক্ত যোগিগণের প্রত্যক্ষগোচর শব্দ। মধ্যমা বাক্ হৃৎচক্রস্থ বায়ু হইতে উদ্ভূত সূক্ষ্ম শব্দ।

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥৫৯

পরে তত্ত্বে **অবিজ্ঞাতে** (পর-তত্ত্ব অবিজ্ঞাত থাকিলে) তু (অবশ্য) **শাস্ত্রাধীতিঃ** (শাস্ত্রাধ্যয়ন) **নিষ্ফলা** (বিফল হয়)। পরে তত্ত্বে বিজ্ঞাতে অপি (পরতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার পরেও) **শাস্ত্রাধীতিঃ** (শাস্ত্রপাঠ) **নিষ্ফলা** (নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়)॥ ৫৯

আত্মস্বরূপ অবিজ্ঞাত থাকিলে শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল হয়। আর আত্মস্বরূপ বিজ্ঞাত হওয়ার পর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ॥৫৯

শাস্ত্রপাঠের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রপাঠের দ্বারা জ্ঞাত তত্ত্ব যদি জীবনে অনুভূত না হয়, ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ না জন্মে, তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠ ব্যর্থ হইয়া যায়। আর যে

সাধক ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন থাকে না।

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞৈস্তত্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৬০

শব্দজালং (অনেক শাস্ত্রসমুদায়) মহারণ্যং (নিবিড়বনের সদৃশ) চিত্তভ্রমণ-কারণম্ (চিত্তে সংশয় উৎপাদনের কারণ) [হয়]। অতঃ (অতএব) তত্ত্বজ্ঞৈঃ (বিচারশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা) প্রযত্নাৎ (প্রযত্নের সহিত) আত্মনঃ তত্ত্বং (আত্মার স্বরূপ) জ্ঞাতব্যম্ (জানা কর্তব্য) ॥৬০

মহাবনের সদৃশ বিভিন্ন শাস্ত্রসমুদায় চিত্তে সংশয় উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বিচারশীল ব্যক্তিগণ যত্নের সহিত শ্রবণমননাদি সহায়ে আত্মার স্বরূপ অবগত হইবেন ॥ ৬০

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বেদৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ ॥ ৬১

অজ্ঞান-সর্পদষ্টস্য (অজ্ঞানরূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট পুরুষের) ব্রহ্মজ্ঞান-ঔষধং বিনা (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতীত) বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ চ (বেদের দ্বারা বা শাস্ত্রের দ্বারা) কিমু (কী ফল লাভ হয়)? মন্ত্রৈঃ ঔষধৈঃ কিম্ (মন্ত্রের দ্বারা বা ঔষধের দ্বারা কীই বা হয়)?

অজ্ঞানরূপ সর্পের দ্বারা আহত ব্যক্তির বেদপাঠে বা শাস্ত্রপাঠে কী ফললাভ হয়? আর মন্ত্র বা ঔষধের দ্বারাই বা তাহার কী উপকার হয়? একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধের দ্বারা তাহার মরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব ॥ ৬১

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে ॥ ৬২

পানং বিনা (পান ব্যতীত) ঔষধশব্দতঃ ('ঔষধ'-শব্দের উচ্চারণের দ্বারা) ব্যাধিঃ (রোগ) ন গচ্ছতি (চলিয়া যায় না)। অপরোক্ষানুভবং বিনা (অপরোক্ষানুভব ব্যতীত) ব্রহ্ম-শব্দৈঃ (ব্রহ্মশব্দের উচ্চারণের দ্বারা) [জীব] ন মুচ্যতে (মুক্তিলাভ করে না) ॥ ৬২

ঔষধ পান না করিয়া কেবল 'ঔষধ'-শব্দ উচ্চারণ করিলে রোগ যায় না। অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত কেবল 'ব্রহ্ম'-শব্দের উচ্চারণের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৬২

বিবেকবিচারহীন পণ্ডিতদিগের উপদেশ এইরূপ—"ব্রহ্মাস্মি শুদ্ধমেবাহং ত্বং চাসি ব্রহ্ম চিদ্‌ঘনম্। শ্রোতারশ্চ ভবন্তোঽমী ব্রহ্মাঽতো মাং সমর্চত॥" "আমি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তুমি চিদ্‌ঘন ব্রহ্মস্বরূপ। এই সকল শ্রোতারাও ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব সকলে আমাকে পূজা কর।" প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে শাস্ত্রচর্চার ফলে অহংকারবৃদ্ধির আশংকা থাকে।

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
ব্রহ্মশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্ ॥ ৬৩

দৃশ্যবিলয়ম্ অকৃত্বা (দৃশ্যের বিলয় না করিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) তত্ত্বং (স্বরূপ) অজ্ঞাত্বা (না জানিয়া) ব্রহ্মশব্দৈঃ ([বাহ্য] ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা) উক্তিমাত্রফলৈঃ (মাত্র জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণসহায়ে) নৃণাং (মানুষের) কুতঃ (কী প্রকারে) মুক্তিঃ (মুক্তি) [সম্ভব হয়] ? ৬৩

দৃষ্ট পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় না করিয়া, আত্মার স্বরূপ না অনুভব করিয়া কেবলমাত্র জিহ্বাদ্বারা বাহ্যশব্দের উচ্চারণের ফলে ('আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বলার দ্বারা) মানুষের মুক্তিলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? [অর্থাৎ কখনও সম্ভব নয়] ॥ ৬৩

দৃশ্য বলিতে সকল ইন্দ্রিয় এবং মনের অনুভবগোচর বিষয়সমূহ বোঝায়। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন উপযুক্ত অধিকারী সাধক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর

মুখ হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্যশ্রবণের ফলে সত্ত আত্মানুভবে সমর্থ হন এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু যে শুষ্ক কঠিন ভূমি চাষ করা হয় নাই, বারিবর্ষণ যেমন তাহার কোনও উপকারে আসে না, শব্দ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন হইলেও অনধিকারী ব্যক্তি তাহার উচ্চারণের দ্বারা কোন ফল লাভ করে না। সাধকের মন হইতে ভেদজ্ঞান এককালে তিরোহিত হইলে তবে অজ্ঞান সমূলে নষ্ট হইবে। অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে কিনা, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা, ইহা সাধকের নিজের অনুভবের বিষয়।

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাঽখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৪

শত্রুসংহারম্ অকৃত্বা (শত্রুসংহার না করিয়া) অখিল ভূ-শ্রিয়ম্ (রাজ্যলক্ষ্মী এবং কোষবলাদি) অগত্বা (না পাইয়া) অহং রাজা (আমি রাজা) ইতি শব্দাৎ (এই শব্দের উচ্চারণের দ্বারা) রাজা ভবিতুম্ (রাজা হইতে) নো অর্হতি (যোগ্য হয় না) ॥ ৬৪

প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে বিনাশ না করিয়া এবং রাজ্যলক্ষ্মী এবং রাজকোষ ও সৈন্যাদি আয়ত্তে না আনিয়া কেবলমাত্র 'আমি রাজা' এই শব্দের উচ্চারণের দ্বারা কেহ রাজা হইতে পারে না ॥ ৬৪

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরিশিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতিং
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে
মায়াকার্যতিরোহিতং স্বমমলতত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥ ৬৫

[যথা (যেমন)] নিক্ষেপঃ (ভূমধ্যে রক্ষিত ধনরত্নাদি) আপ্তোক্তিং (জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ), খননং (ভূমিখনন) তথা (আর) উপরি-শিলাদি-উৎকর্ষণং (ধনের উপরিস্থ

পাথর প্রভৃতি সরান), স্বীকৃতিং (ধনগ্রহণ) সমপেক্ষতে (অপেক্ষা করে), তু (কিন্তু) শব্দৈঃ (শব্দের দ্বারা—আহ্বানের দ্বারা) ন নির্গচ্ছতি (বাহিরে আসে না) তৎ-বৎ (সেইরূপ) মায়া-কার্য-তিরোহিতং (অহংকারাদি হইতে মুক্ত) অমলং (নির্মল) স্বং তত্ত্বং (আত্মতত্ত্ব) ব্রহ্মবিদা (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা) উপদেশ-মনন-ধ্যানাদিভিঃ (উপদেশ এবং সেই উপদেশের মনন ও ধ্যানাদি হইতে) লভ্যতে (প্রাপ্ত হওয়া যায়); দুর্যুক্তিভিঃ ন (কুতর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না) ॥ ৬৫

ভূগর্ভে রক্ষিত ধনরত্নাদি পাইতে হইলে প্রথমে যেমন যে ব্যক্তি উহার সন্ধান জানেন তাঁহার উপদেশপ্রাপ্তির এবং পরে ভূমিখননের, ধনের উপর স্থাপিত প্রস্তরাদির অপসারণের এবং ধনাদি স্বয়ং গ্রহণের প্রয়োজন হয়, কেবল শব্দ করিলে অর্থাৎ 'ধন, তুমি এস' বলিয়া ডাকিলে ধনলাভ হয় না, সেইরূপ মায়ানির্মুক্ত নিজের শুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির পর মনন-ধ্যানাদির প্রয়োজন হয়। কেবল তর্কবিচারের দ্বারা আত্মানুভূতি হয় না ॥ ৬৫

'উপদেশ-মনন-ধ্যানাদিভিঃ'—এই 'আদি'-শব্দের দ্বারা শ্রুতির আবৃত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।" ৪।১।১ "শ্রুতি বারবার আত্মার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব অনুভূতির জন্য শ্রুতির উপদেশের বারবার আবৃত্তি করিতে হইবে।"

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে অমৃতত্বলাভের উপায় বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!" বৃ, ২।৪।৫ "মৈত্রেয়ি, আত্মাই অনুভবনীয়, শ্রবণীয়, বিচার্য এবং নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়।"

"যথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।" ছা, ৮।৩।২—"যেমন বারবার উপরে বিচরণ করিয়াও নিধিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূগর্ভে প্রোথিত ও

সংরক্ষিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় না, ঠিক তেমন জীবগণ প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও তাঁহাকে লাভ করে না; কেননা, তাহারা মিথ্যা (অজ্ঞানসম্ভূত বিষয়তৃষ্ণা) দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে।"

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৬

[তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্বপ্রযত্নেন (সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া) ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য) স্বৈঃ পণ্ডিতৈঃ এব (বিচারশীল ব্যক্তিগণের নিজেদের দ্বারা) যত্নঃ কর্তব্যঃ (উপায়সমূহ-অবলম্বন কর্তব্য); রোগাদৌ ইব (রোগ হইলে আরোগ্যলাভের জন্য যেমন নিজেকে ঔষধসেবনাদি করিতে হয় তেমন) ॥ ৬৬]

রোগ হইতে আরোগ্য-লাভের জন্য যেমন নিজেকে ঔষধসেবনাদি করিতে হয়, সেই প্রকার ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনসমূহ অবলম্বন করা বিচারশীল ব্যক্তিগণের কর্তব্য ॥ ৬৬

যস্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৭

[অদ্য (আজ) যঃ প্রশ্নঃ (যে প্রশ্ন) ত্বয়া কৃতঃ (তুমি করিয়াছ) [তাহা] বরীয়ান্ (অতি উৎকৃষ্ট), শাস্ত্রবিৎ-মতঃ (শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমর্থিত) সূত্রপ্রায়ঃ (স্বল্প কথায় হইলেও বহু অর্থসূচক), নিগূঢ়ার্থঃ (গভীর ভাবপূর্ণ) [এবং] মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য) ॥ ৬৭]

আজ তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। এইরূপ প্রশ্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সমর্থিত, অতি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাবপূর্ণ এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য ॥ ৬৭

নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ

কারণে যম প্রসন্ন হইয়া নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন, "ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা"—"তোমারই সদৃশ জিজ্ঞাসু যেন আমাদের নিকট আসে।" ক, ১।২।৯

উপযুক্ত শিষ্য পাইলে গুরু আনন্দের সহিত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন।

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্যতে।
তদেতচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৬৮

[বিদ্বন্ (হে বিদ্বন্) ময়া যৎ সমুদীর্যতে (আমার দ্বারা যাহা কথিত হইতেছে) তৎ (তাহা) অবহিতঃ শৃণু (অবধান সহ শ্রবণ কর)। এতৎ-শ্রবণাৎ (ইহার শ্রবণ হইতে) সদ্যঃ (অচিরে) ভববন্ধাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) বিমোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ৬৮]

হে প্রিয় শিষ্য, তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণের ফলে তুমি অচিরে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৬৮

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা
ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্মণাং ভৃশম্ ॥ ৬৯

[অনিত্যবস্তুষু (অনিত্য বস্তুসমূহে) অত্যন্তং বৈরাগ্যম্ (তীব্র বৈরাগ্য) মোক্ষস্য (মুক্তিলাভের) প্রথমঃ হেতুঃ নিগদ্যতে (প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়)। ততঃ (তাহার পর) শমঃ চ অপি দমঃ তিতিক্ষা (শম আর দম আর তিতিক্ষা), প্রসক্তাখিলকর্মণাং (শ্রুতিবিহিত, অবশ্য-কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত কর্মসমূহের) ভৃশং (অত্যন্ত) ন্যাসঃ (ত্যাগ, উপেক্ষা) এই সকল মুক্তির হেতু ॥ ৬৯]

অনিত্য বস্তুসমূহে তীব্র বৈরাগ্য মোক্ষলাভের প্রধান কারণ বলিয়া

কথিত হয়। ইহার পর মোক্ষলাভের অন্যান্য সহায়ক—শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রুতিবিহিত কর্মসমূহের নিঃশেষে ত্যাগ ॥ ৬৯

শ্রুতিবিহিত সকাম কর্মসমূহ ত্যাগ করিতে হইবে।

ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং স্বতত্ত্বধ্যানং
চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব
নির্বাণসুখং সমৃচ্ছতি ॥ ৭০

[ততঃ (তাহার পর) শ্রুতিঃ (আত্মার স্বরূপ এবং মহাবাক্য-শ্রবণ), তৎ-মননং (তাহা মনন করা), চিরং (সুদীর্ঘকাল) নিত্যনিরন্তরং (সর্বক্ষণ অব্যবহিতভাবে) সতত্ত্বধ্যানং (আত্মতত্ত্বধ্যান, নিদিধ্যাসন) মুনেঃ (মুনির, বিচারশীল সাধকের) [কর্তব্য]। ততঃ (ইহার পর) অবিকল্পং পরম্ (নির্বিকল্প পরব্রহ্ম) এত্য (পাইয়া) ইহ এব (এই জীবনেই) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) নির্বাণসুখং (নির্বাণসুখ) সমৃচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭০]

(সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সাধকের সাধনক্রম এইরূপ)—প্রথমে গুরুমুখে আত্মার স্বরূপ এবং মহাবাক্য-শ্রবণ, তাহার পর শ্রুতিবাক্যের মনন, পরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বক্ষণ অব্যবহিতভাবে আত্মস্বরূপের ধ্যান। এই সকলের অনুষ্ঠানের ফলে বিচারশীল সাধক বিকল্পরহিত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই নির্বাণসুখ লাভ করেন ॥ ৭০

'অবিকল্পকং পরম্' এই দুই পদের অর্থ 'নির্বিকল্প-সমাধি'ও হইতে পারে। নির্বিকল্প-সমাধিতে বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞান নিঃশেষে তিরোহিত হইয়া যায়।

যদ্‌বোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মানাত্মবিবেচনম্।
তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাঽত্মন্যবধারয় ॥ ৭১

[যৎ (যে) আত্মানাত্মবিবেচনম্ (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যবিচার) তব (তোমার) বোদ্ধব্যং (বোঝা প্রয়োজন), তৎ (তাহা) ময়া (আমার দ্বারা) উচ্যতে (কথিত হইতেছে)। সম্যক্ শ্রুত্বা (ভালভাবে শুনিয়া) আত্মনি (মনে) অবধারয় (নিশ্চয় করিয়া লও) ॥ ৭১]

আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে পার্থক্যবিচার তোমার জানা প্রয়োজন তাহা এখন তোমাকে বলিতেছি। উহা ভালভাবে শুনিয়া নিজের মনে বেশ করিয়া বুঝিয়া লও ॥ ৭১

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্ম-
ত্বগাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-
রঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ ॥ ৭২

[মজ্জা-অস্থি-মেদঃ-পল-রক্ত-চর্ম-ত্বক্-আহ্বয়ৈঃ (মজ্জা-অস্থি-মেদ-মাংস-রক্ত-চর্ম-ত্বক্-নামক) এভিঃ ধাতুভিঃ (এই ধাতুগুলি দ্বারা) অন্বিতং (সমন্বিত) [এবং] পাদ-উরু-বক্ষঃ-ভুজ-পৃষ্ঠ-মস্তকৈঃ অঙ্গৈঃ উপাঙ্গৈঃ (পা-উরু-বুক-হাত-পিঠ-মাথা—এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গের দ্বারা) এতৎ উপযুক্তম্ (ইহা [এই দেহ] যুক্ত) ॥ ৭২]

মজ্জা, অস্থি, চর্বি, মাংস, রক্ত, চামড়া ও ত্বক্—এই সাতটি ধাতুর দ্বারা গঠিত এবং পা, উরু, বুক, হাত, পিঠ ও মাথা—এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গসংযুক্ত এই শরীর ॥ ৭২

অনাত্মবস্তুকে আত্মা বলিয়া ভ্রমের ফলে জীবের যত দুঃখ। অনাত্মবস্তুর স্বরূপ না জানিলে বন্ধনের স্বরূপ, বন্ধনের কারণ ও বন্ধনের আশ্রয় জানা যায় না। আর বন্ধনের জ্ঞান না হইলে বন্ধননিবৃত্তির ফল মোক্ষের স্বরূপও বোঝা যায় না। তাই গুরু প্রথমে অনাত্মবস্তুর বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং
মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্যতে বুধৈঃ।
নভো নভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ
সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৩

[অহং মম ইতি ('আমি আমার' এই প্রকার) প্রথিতং (প্রসিদ্ধ) মোহাস্পদং (মোহের আশ্রয়) স্থূলং শরীরং (স্থূল শরীর) ইতি বুধৈঃ ঈর্যতে (ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন)। নভঃ-নভস্বৎ-দহন-অম্বু-ভূময়ঃ (আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবী) তানি সূক্ষ্মাণি ভূতানি (এই সকল সূক্ষ্মভূত) ॥ ৭৩]

'আমি ও আমার' এই প্রকার মোহের আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ, এই দেহকে পণ্ডিতগণ স্থূলশরীর বলিয়া থাকেন। (এই স্থূলশরীরে) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত আছে। ৭৩

মানুষের স্থূলশরীরে 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি গৌরবর্ণ' 'আমি স্থূল' এই প্রকার 'আমি'-জ্ঞান এবং 'আমার হাত,' 'আমার মাথা' ইত্যাদি প্রকারের 'আমার' জ্ঞান সর্বদা হইতেছে।

পরস্পরাংশৈর্মিলিতানি ভূত্বা
স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।
মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি
শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ ॥ ৭৪

[সূক্ষ্মভূতসমূহ] পরস্পরাংশৈঃ (পরস্পরের অংশের সহিত) মিলিতানি ভূত্বা (মিলিত হইয়া) স্থূলানি (স্থূল) চ (এবং) স্থূল-শরীর-হেতবঃ (স্থূল শরীর গঠনের হেতু) [হইয়া থাকে]। তদীয়াঃ মাত্রাঃ (সূক্ষ্মপঞ্চভূতের গুণসমূহ) ভোক্তুঃ সুখায় (ভোক্তা জীবের সুখ-উৎপাদনের জন্য)-শব্দাদয়ঃ পঞ্চ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি) বিষয়াঃ ভবন্তি (এই পাঁচটি বিষয় হয়) ॥ ৭৪

[পঞ্চীকরণের নিয়মানুসারে] এই সূক্ষ্মভূতসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্থূলশরীর-উৎপত্তির হেতু পাঁচটি স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়। পঞ্চ-সূক্ষ্মভূতের গুণসমূহ ভোক্তা জীবের সুখ-উৎপাদনের জন্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়ের রূপগ্রহণ করে ॥ ৭৪

পঞ্চীকরণ=কোন সূক্ষ্মভূতের অর্ধাংশের সহিত অবশিষ্ট চারিটি সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেকটি ⅛ অংশ মিলিত হইলে যে সূক্ষ্মভূতের অর্ধাংশ গৃহীত হইয়াছে সেই নামের স্থূলভূতে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত, সূক্ষ্ম (ক্ষিতি ½+ জল ⅛+অগ্নি ⅛+বায়ু ⅛+আকাশ ⅛) =স্থূল ক্ষিতি। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাকে পঞ্চীকরণ বলে।

য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা
রাগোরুপাশেন সুদুর্দমেন।
আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ উর্ধ্বমুচ্চৈঃ
স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৫

[যে মূঢ়াঃ (যে মূঢ় ব্যক্তিগণ) সুদুর্দমেন (দুর্ভেদ্য) রাগ-উরু-পাশেন (বিষয়াসক্তিরূপ বিস্তীর্ণ বন্ধনরজ্জুদ্বারা) এষু বিষয়েষু (এই সকল ভোগ্য বিষয়ে) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ থাকে) [তাহারা] স্বকর্মদূতেন (স্বকর্মরূপ দূতের দ্বারা) জবেন নীতাঃ (বলের সহিত চালিত হইয়া) অধঃ (স্থাবর পর্যন্ত নীচ জন্ম) উচ্চৈঃ উর্ধ্বং (উর্ধ্বে স্বর্গলোক পর্যন্ত) আয়ান্তি যান্তি চ (আসে ও যায়—অর্থাৎ সংসারে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করে) ॥ ৭৫]

যে-সকল মূঢ়ব্যক্তি তীব্র আসক্তির বশে বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকে, তাহারা স্বস্ব কর্মফলের দ্বারা চালিত হইয়া কখনও বা পশু, তির্যক প্রভৃতি জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; আবার কখন স্বর্গাদি লোকের সুখভোগ করে। (এইভাবে তাহারা জন্মমৃত্যুরূপ সংসারদুঃখ ভোগ করিতে থাকে)॥ ৭৫

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গা
নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্ ॥ ৭৬

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভৃঙ্গাঃ (কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ) [এই] পঞ্চ (পাঁচ প্রাণী) শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিঃ এব (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচ গুণের দ্বারাই) স্বগুণেন বদ্ধাঃ (নিজ নিজ এক বিশেষ গুণের দ্বারা বদ্ধ হইয়া) পঞ্চত্বম্ আপুঃ (মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে)। নরঃ (মানুষ) পঞ্চভিঃ অঞ্চিতঃ (এই পাঁচগুণের দ্বারা যুক্ত থাকিয়া) কিম্ (কী) [মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে না] ? ৭৬

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন ও ভৃঙ্গ—এই পাঁচ প্রাণী, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচগুণের মধ্যে নিজ নিজ বিশেষ প্রিয় কোন একগুণে আসক্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাঁচগুণেরই বশীভূত মানুষের তাহা হইলে কী দুর্দশাই বা হইতে পারে ? ৭৬

কুরঙ্গ (হরিণ) ধরিবার জন্য ব্যাধ বংশীধ্বনি করিতে থাকে। বাঁশির মধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া হরিণ ব্যাধের নিকটে আসে ও ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারায়। মাতঙ্গ (হাতি) ধরিবার জন্য লোকে খেদা (কাঠের মজবুদ ঘেরা জায়গা) প্রস্তুত করে। ঐ খেদায় প্রবেশের একটিমাত্র রাস্তা থাকে। খেদার নিকটে শিক্ষিত হস্তিনী ছাড়িয়া রাখা হয়। বন্য হস্তী খেদার নিকট আসিলে শিক্ষিত হস্তিনী উহার শুঁড়ে শুঁড় জড়াইয়া উহাকে স্পর্শসুখ দেয়। ঐ স্পর্শসুখের লোভে বন্যহস্তী হস্তিনীর সহিত ধীরে ধীরে খেদার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বদ্ধ হয়।

পতঙ্গ (পোকা) আগুনের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও প্রাণ দেয়। মীন (মাছ) বঁড়শীসংলগ্ন মাংস আস্বাদের লোভে

।।৭শী ।গলিয়া প্রাণ দেয়। ভৃঙ্গ (ভ্রমর) পদ্মের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ৭৫। ৬।ড়িতে চায় না। শেষে সন্ধ্যাবেলা পদ্ম মুদ্রিত হইলে ভ্রমর উহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়।

এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলেই জীবের প্রাণসংশয় হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দাস মানুষের দুর্গতির শেষ নাই।

দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্ ॥ ৭৭

।বিষয়: (বিষয়) দোষেণ (স্বভাবদোষে) কৃষ্ণসর্পবিষাৎ অপি (কৃষ্ণসর্পের বিষ অপেক্ষা) তীব্রঃ (তীব্র)। বিষং (বিষ) ভোক্তারং (ভক্ষককে) নিহন্তি (নিহত করে)। অয়ং (এই [বিষয়]) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) দ্রষ্টারম্ অপি (দর্শককেও) [নিহত করে] ॥ ৭৭

রূপ-রসাদি-বিষয়সমূহ রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন করার দোষে কৃষ্ণসর্পের বিষ হইতেও মারাত্মক। বিষ ভক্ষণকারীরই মাত্র মৃত্যুর কারণ হয়। কিন্তু চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট (বা অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত) বিষয় মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ৭৭

বিষয়ত্যাগের ফল :

বিষয়াশামহাপাশাদ্ যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্‌শাস্ত্রবেদ্যপি ॥ ৭৮

সুদুস্ত্যজাৎ (যাহা ত্যাগ করা অতি কঠিন এমন) বিষয়-আশা-মহাপাশাৎ (বিষয়-ভোগের আশারূপ দারুণ বন্ধন হইতে) যঃ (যিনি) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়াছেন) সঃ এব (তিনিই) মুক্ত্যৈ কল্পতে (মোক্ষলাভে সমর্থ হন)। অন্যঃ (অপরে—যিনি বিষয়ে বদ্ধ) ষট্‌শাস্ত্র-বেদী অপি (ষট্‌শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও) ন ([মুক্তিলাভে অধিকারী হন] না) ॥ ৭৮

সুদুস্ত্যজ বিষয়ভোগের আশারূপ দারুণ বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মোক্ষলাভের অধিকারী হন। কিন্তু ষড়্দর্শনজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি যদি বিষয়ভোগে আকৃষ্ট থাকেন তো তাঁহার (কেবল শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা) মুক্তির কোন আশা নাই ॥ ৭৮

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা— এই ছয় দর্শনশাস্ত্র।

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ ॥ ৭৯

ভবাব্ধিপারং (সংসারসমুদ্রের পার) প্রতিযাতুম্ (যাইতে) উদ্যতান্ (উদ্যত) আপাতবৈরাগ্যবতঃ (অল্পবৈরাগ্যযুক্ত) মুমুক্ষূন্ (মুমুক্ষুদিগকে) আশাগ্রহঃ (ভোগাকাঙ্ক্ষা-রূপ কুম্ভীর) কণ্ঠে নিগৃহ্য (গলায় ধরিয়া) বেগাৎ বিনিবর্ত্য (দারুণ বেগে সাধনার পথ হইতে ফিরাইয়া) অন্তরালে (মধ্যপথে) মজ্জয়তে (ডুবাইয়া দেয়) ॥ ৭৯

সংসারসমুদ্রের পারে যাইতে উদ্যত, অল্পবৈরাগ্যসম্পন্ন মুক্তিকাম সাধকদিগকে ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ কুম্ভীর গলায় ধরিয়া বেগে সাধনার পথ হইতে ফিরাইয়া মধ্যপথে ডুবাইয়া মারে ॥ ৭৯

বৈরাগ্য দৃঢ় না হইলে সাধকের যে কোন সময় পতনের ভয় থাকে।

বিষয়াখ্যো গ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জিতঃ ॥ ৮০

যেন (যাঁহার দ্বারা) বিষয়াখ্যঃ গ্রহঃ (বিষয়নামক কুম্ভীর) সুবিরক্তি-অসিনা (দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ তরবারির আঘাতে) হতঃ (নিহত হয়), সঃ (তিনি) প্রত্যূহবর্জিতঃ

(বাঞ্ছাশূন্য হইয়া) ভবাম্ভোধেঃ (সংসারসমুদ্রের) পারং গচ্ছতি (পারে গমন করেন)। ৮০

যে দৃঢ়-বৈরাগ্যবান্ পুরুষ, তীব্র বৈরাগ্যরূপ তরবারির আঘাতে বাসনারূপী কুম্ভীরকে বিনাশ করেন, তিনিই বিষয়ভোগেচ্ছা হইতে উৎপন্ন বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হন। ৮০

তীব্র বৈরাগ্যলাভের উপায়ঃ

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ
প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ বিদ্ধি।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮১

বিষম-বিষয়মার্গৈঃ (দুঃখদায়ক রূপরসাদি বিষয়ভোগের পথে) গচ্ছতঃ (গমনকারী) অনচ্ছবুদ্ধেঃ (অশুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের) এষঃ মৃত্যুঃ অপি (এই মৃত্যুরূপী দুঃখও) প্রতিপদম্ (পদে পদে, সকল কর্মে) অভিযাতঃ (সর্বতোভাবে সঙ্গে গমনশীল) [ইহা] বিদ্ধি (জানিবে)। হিত-সুজন-গুরু-উক্ত্যা (হিতকারী, সজ্জন গুরুর উপদেশ-অনুসারে) [এবং] স্বস্য যুক্ত্যা (নিজের যুক্তিবিচার-অবলম্বনে) গচ্ছতঃ (গমনকারী সাধকের) ফলসিদ্ধিঃ (সাফল্যলাভ) প্রভবতি (হয়), ইতি সত্যং বিদ্ধি (ইহা সত্য বলিয়া জানিবে)। ৮১

যে নির্বোধ ব্যক্তি দুঃখদায়ক বিষয়সমূহের ভোগে লিপ্ত থাকে, মৃত্যু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে থাকে। কিন্তু যে সাধক হিতকারী সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া নিজের বিচারসহায়ে অগ্রসর হয়, তাহার এই জীবনেই সাফল্যলাভ অর্থাৎ জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। ৮১

মোক্ষস্য কাঙ্‌ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতি দূরাদ্ বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবৎ তোষদয়াক্ষমার্জব-
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ ॥ ৮২

যদি বৈ (যদি) তব (তোমার) মোক্ষস্য (মুক্তির) কাঙ্‌ক্ষা (কামনা) অস্তি (থাকে) [তাহা হইলে] যথা বিষং (বিষ যেমন) [সেই প্রকারে] বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) অতিদূরাৎ (অতি দূর হইতে) ত্যজ (ত্যাগ কর)। আদরাৎ (আদরের সহিত) তোষ-দয়া-ক্ষমা-আর্জব-প্রশান্তি-দান্তীঃ (সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শম ও দম—এই সকল সদ্‌গুণ) পীযূষবৎ (অমৃতের ন্যায়) নিত্যং (সর্বদা) ভজ (অনুশীলন কর)। ৮২

যদি তোমার মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-সমূহকে বিষের ন্যায় দূরে পরিহার কর। আর আদরের সহিত অমৃততুল্য উপকারী ভাবিয়া সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শম ও দম—এই সকল সদ্‌গুণের সর্বদা অনুশীলন কর। ৮২

দেহে আসক্তির দোষ ঃ

অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যম্
অনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোঽমুষ্য পোষণে
যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি ॥ ৮৩

অনাদি-অবিদ্যাকৃত-বন্ধ-মোক্ষণম্ (অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ) অনুক্ষণং (সর্বদা') যৎ কৃত্যম্ (যে সাধনাভ্যাস করণীয়) [তাহা] পরিহৃত্য (ত্যাগ করিয়া) অয়ং (এই) পরার্থঃ দেহঃ (পরের অর্থাৎ কুকুরশৃগালের

(মাশনের জন্য প্রাপ্ত দেহ), অমুষ্য (এই দেহের) পোষণে (পালনে) যঃ (যে ব্যক্তি) সজ্জতে (আসক্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) অনেন (এই দেহপোষণের দ্বারা) স্বম্ (নিজেকে) হন্তি (বিনাশ করে)। ৮৩

অনাদি-অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন 'দেহাদিতে আমি-আমার-বোধরূপ' যে অজ্ঞানবন্ধন, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধনা প্রতিক্ষণে অবশ্য করণীয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি—এই-যে দেহ যাহাতে পরের অধিকার (অর্থাৎ মরণের পর যাহা কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য)—সেই দেহের পালনপোষণে আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি দেহপোষণের দ্বারা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত থাকে (ফলে আত্মঘাতীর সমান হীনদশা প্রাপ্ত হয়)। ৮৩

দেহাসক্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হয় না।

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স গচ্ছতি ॥ ৮৪

যঃ (যে ব্যক্তি) শরীরপোষণার্থী সন্ (শরীরপোষণে ব্যাপৃত থাকিয়া) আত্মানং দিদৃক্ষতি (আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে) সঃ (সে) গ্রাহং (কুমীরকে) দারুধিয়া (কাঠ মনে করিয়া) ধৃত্বা (ধরিয়া) নদীং তর্তুং (নদী পার হইতে) গচ্ছতি (যায়)। ৮৪

শরীরের পালন-পোষণে ব্যাপৃত থাকিয়া যে ব্যক্তি স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করার কামনা করে, সে কাষ্ঠবুদ্ধিতে কুমীরকে ধরিয়া নদী পার হইতে চেষ্টা করে। ৮৪

কেহ কুমীরের পিঠে চড়িলে কুমীর তাহার গলা কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে নদীতে ডুবাইয়া মারে ও খাইয়া ফেলে। এই প্রকার দেহের ভোগসম্পাদনে তৎপর থাকিয়া যদি কেহ মনে করে যে, তাহার সহায়ে মুক্তিলাভ করিবে তবে তাহার সংসারে বারংবার যাতায়াত হয়।

মোহ এব মহামৃত্যুর্মুমুক্ষোর্বপুরাদিষু।
মোহো বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি ॥ ৮৫

মুমুক্ষোঃ (মুমুক্ষুর) বপুরাদিষু (দেহাদিতে) মোহঃ এব (মোহ-ই) মহামৃত্যুঃ (মহামৃত্যুস্বরূপ)। যেন (যাহার দ্বারা) মোহঃ (মোহ) বিনির্জিতঃ (জিত হইয়াছে) সঃ (তিনি) মুক্তিপদম্ (মুক্তিপদ) অর্হতি (লাভের অধিকারী হন)। ৮৫

দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে 'আমি-আমার' জ্ঞান করিয়া সে-সকলের তৃপ্তিসাধনে ব্যাপৃত থাকা মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে মরণের সমান। কেননা, এইরূপ আসক্তির ফলে জন্মমৃত্যুপ্রবাহ চলিতেই থাকে। যিনি মোহকে জয় করিয়াছেন—দেহাদিতে আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন—তিনি মুক্তিলাভের অধিকারী হন। ৮৫

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৬

দেহ-দার-সুতাদিষু (দেহ এবং স্ত্রীপুত্রাদিতে) মহামৃত্যুং (মহামৃত্যুর সদৃশ) মোহং (আসক্তিকে) জহি (নাশ কর)। যং (যাহা) জিত্বা (জয় করিয়া) মুনয়ঃ (মুনিগণ) বিষ্ণোঃ তৎ পরমং পদং (বিষ্ণুর সেই পরম পদ) যান্তি (প্রাপ্ত হন)। ৮৬

নিজের দেহে এবং স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্তিরূপ মৃত্যুর কারণকে ত্যাগ কর। এই মোহকে জয় করিয়া মুনিগণ সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ৮৬

বিষ্ণু=সর্বব্যাপী পরমাত্মা। পরম পদ=নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম। "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥" ক, ১।৩।৯ "যে ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক মনোরূপী বল্‌গা যাঁহার অধীন, তিনি সংসারমার্গের পরপারে উত্তীর্ণ হন। সেই পরপারই বিষ্ণুরূপী সর্বোত্তম অধিষ্ঠান।"

।।চারের ফলে দেহাভিমানের নাশ—

ত্বঙ্-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ ॥ ৮৭

ত্বক্-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদঃ-মজ্জা-অস্থি-সংকুলম্ (ত্বক্ মাংস রক্ত স্নায়ু মেদ মজ্জা এবং অস্থিসমন্বিত) মূত্র-পুরীষাভ্যাং পূর্ণং (মূত্র ও মলে পূর্ণ) ইদং (এই) স্থূলং বপুঃ (স্থূল দেহ) নিন্দ্যঃ (নিন্দনীয়)। ৮৭

ত্বক মাংস রক্ত স্নায়ু মেদ মজ্জা ও অস্থির সমবায়ে গঠিত এবং মলমূত্রে পরিপূর্ণ এই স্থূল শরীর ঘৃণার বস্তু। ৮৭

যে দেহের উপর মানুষের তীব্র আসক্তি বর্তমান, বৈরাগ্য-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সেই স্থূল শরীরের নিন্দা করা হইল।

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্বকর্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।
অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ ॥ ৮৮

পঞ্চীকৃতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতসমূহের সমবায়ে) পূর্বকর্মণা (জীবের পূর্বকর্ম-অনুসারে) আত্মনঃ (আত্মার) ভোগায়তনম্ (ভোগের স্থান) ইদং স্থূলং (এই স্থূল দেহ) সমুৎপন্নম্ (উৎপন্ন হইয়াছে)। [এই স্থূল দেহ] তস্য (জীবের) জাগরঃ অবস্থা (জাগ্রৎ অবস্থা), যতঃ (যেহেতু) [ইহাতে] স্থূলার্থানুভবঃ (স্থূল পদার্থসমূহের অনুভব হইয়া থাকে)। ৮৮

পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতসমূহের সমবায়ে জীবের পূর্বকর্মানুসারে তাহার ভোগের স্থান এই স্থূল দেহ উৎপন্ন হয়। এই দেহে অভিমান করিয়া জীব স্থূল পদার্থসমূহ ভোগ করে। এই দেহে অভিমান জীবের জাগ্রৎ অবস্থা। ৮৮

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং
স্রক্-চন্দন-স্ত্র্যাদি-বিচিত্ররূপাম্ ।
করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা
তস্মাৎ প্রশস্তির্বপুষোঽস্য জাগরে ॥ ৮৯

জীবঃ (জীব) বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ (বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা) স্রক্-চন্দন-স্ত্রী-আদি-বিচিত্ররূপাম্ (মাল্য, চন্দন, স্ত্রী প্রভৃতি বিবিধরূপ) স্থূলপদার্থসেবাং (স্থূল পদার্থসমূহ ভোগ) এতদাত্মনা (এই স্থূল শরীরকে 'আমি'-জ্ঞান করিয়া) স্বয়ং (নিজে স্বতন্ত্র হইলেও) করোতি (করিয়া থাকে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) অস্য বপুষঃ (এই স্থূল শরীরের) জাগরে (জাগ্রৎ-অবস্থায়) প্রশস্তিঃ (প্রাধান্য দৃষ্ট হয়)। ৮৯

জীব, বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়তায় মালা-চন্দন-স্ত্রী-প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের স্থূলপদার্থসমূহ উপভোগ, এই স্থূল শরীরকে আশ্রয় করিয়া করিয়া থাকে। এই হেতু জাগ্রৎ-অবস্থায় এই স্থূল দেহের বিশেষ প্রাধান্য বা প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ৮৯

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন—

সর্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনঃ ॥ ৯০

পুরুষস্য (জীবের) সর্বঃ অপি (সকল প্রকারেরই) বাহ্যসংসারঃ (স্ত্রী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্য-আদি) যদাশ্রয়ঃ (যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে) [তাহা] গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থের) গৃহবৎ (গৃহের ন্যায়) ইদং (এই) স্থূলং দেহং (স্থূল দেহকে) বিদ্ধি (জানিবে)। ৯০

গৃহস্থ যেমন গৃহে বাস করিয়া সকল কর্ম করে, জীবও সেই প্রকার এই স্থূলদেহের আশ্রয়ে থাকিয়া স্ত্রী-পুত্র-ধন-ঐশ্বর্যাদি সকলপ্রকার স্থূলভোগ্যপদার্থসমূহ উপভোগ করিয়া থাকে। ৯০

স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্মাঃ
স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা বহুধাঽময়াঃ স্যুঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ॥ ৯১

সম্ভব-জরা-মরণানি (জন্ম, জরা ও মৃত্যু) ধর্মাঃ (এই সকল ধর্ম) স্থূলস্য (স্থূল দেহের)। [এবং] বহুবিধাঃ (বহু প্রকারের) স্থৌল্য-আদয়ঃ (স্থূলতা, কৃশতা প্রভৃতি) শিশুতা-আদি-অবস্থাঃ (শৈশব, যৌবন প্রভৃতি অবস্থা) বর্ণাশ্রমাদি-নিয়মাঃ (ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের নিয়মসমূহ) বহুধা আময়াঃ (নানা প্রকারের রোগ) পূজা-অবমান-বহুমান-মুখাঃ (পূজা, অপমান বা বহু সম্মান প্রভৃতি) বিশেষাঃ (বহুবিধ ধর্ম) [স্থূল দেহেরই] স্যুঃ (হইয়া থাকে)। ৯১

জন্ম, জরা ও মৃত্যু—এই সকল স্থূলদেহের ধর্ম। আর স্থূলতা-কৃশতা প্রভৃতি, শৈশব-যৌবন-আদি অবস্থা, চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের পালনীয় নিয়মসকল, বিবিধ রোগ, পূজা-অপমান বা বহুমান প্রভৃতি স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। (দেহাভিমানী জীব স্থূলদেহের ধর্মসমূহ নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে)। ৯১

জন্ম, অস্তিত্ব (কিছুকালের জন্য বর্তমান থাকা), বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ—দেহের এই ষড়্‌বিধ বিকার হয়। "জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি"—যাস্ক ঋষির মত।

এখন সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে (৯২-১০০ শ্লোক):

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষি-
ঘ্রাণং চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদা গুদমপ্যুপস্থঃ
কর্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্মসু॥ ৯২

বিষয়-অববোধনাৎ (বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য) শ্রবণং ত্বক্ অক্ষি ঘ্রাণং জিহ্বা চ (কর্ণ ত্বক্ চক্ষুঃ নাসিকা ও জিহ্বা) বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) [বলিয়া কথিত হয়]। বাক্-পাণি-পাদাঃ গুদম্ অপি উপস্থঃ (মুখ হাত পা মলদ্বার এবং লিঙ্গ) কর্মসু প্রবণেন (কর্মসমূহে প্রবৃত্তিবশতঃ) কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়) [বলিয়া কথিত হয়]। ৯২

বিষয়ের জ্ঞান জন্মায় বলিয়া কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, নাসিকা ও রসনাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। আর কর্মসমূহে প্রবৃত্তিবশতঃ মুখ (বাক্‌শক্তি), হাত, পা, মলদ্বার ও লিঙ্গকে কর্মেন্দ্রিয় বলে। ৯২

নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনোধী-
রহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্তু সংকল্পবিকল্পনাদিভি-
র্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্মতঃ ॥ ৯৩
অত্রাভিমানাদহমিত্যহংকৃতিঃ
স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্ ॥ ৯৪

অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) স্ববৃত্তিভিঃ (নিজের বৃত্তিভেদহেতু) মনঃ-ধীঃ-অহংকৃতিঃ-চিত্তম্ (মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত) ইতি (এই চারি নামে) নিগদ্যতে (কথিত হয়)। সংকল্প-বিকল্পনাদিভিঃ তু (সংকল্প ও বিকল্প করার জন্য) মনঃ (মন), পদার্থ-অধ্যবসায়-ধর্মতঃ (কোন বস্তুকে 'ইহা এই' বলিয়া নিশ্চয় করার সামর্থ্যের জন্য) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), অত্র (এই দেহাদিতে) অহম্ (আমি) ইতি অভিমানাৎ (এই-অভিমান হেতু) অহংকৃতিঃ (অহংকার), স্বার্থ-অনুসন্ধান-গুণেন (নিজের সুখ-সাধক বস্তুর চিন্তা করার জন্য) চিত্তম্ (চিত্ত) [বলিয়া কথিত হয়]। ৯৩-৯৪

অন্তঃকরণ নিজের বিভিন্ন বৃত্তি-অনুসারে মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চারি নামে কথিত হয়। অন্তঃকরণ যখন সংকল্প-বিকল্প

করে, তখন তাহাকে মন বলা হয়; কোন বস্তুকে 'ইহা এই' বলিয়া যখন নিশ্চয় করে, তখন তাহাকে বুদ্ধি বলা হয়; দেহপ্রভৃতিতে যখন তাহার 'আমি এই' বলিয়া অভিমানের প্রকাশ দেখা যায়, তখন অন্তঃকরণের নাম দেওয়া হয় অহংকার; আর নিজের সুখসাধক বস্তুর যখন চিন্তা করে তখন তাহাকে বলা হয় চিত্ত। ৯৩-৯৪

সংকল্প-বিকল্প—কোন বস্তুকে 'ইহা এই, ইহা এই নয়' এইরূপ চিন্তা।

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ।
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্ বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ ॥ ৯৫

অসৌ প্রাণঃ (এই প্রসিদ্ধ প্রাণ) সুবর্ণ-সলিলাদি-বৎ (সুবর্ণ, সলিল প্রভৃতির ন্যায়) বৃত্তিভেদাৎ (বৃত্তিভেদহেতু) বিকৃতিভেদাৎ (বিভিন্ন বিকৃতিবশতঃ) স্বয়ম্ এব (নিজেই) প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমানাঃ (প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান) [এই পঞ্চ বায়ুরূপে] ভবতি (পরিণত হয়)। ৯৫

একই প্রাণ সুবর্ণ বা সলিলের ন্যায় বৃত্তিভেদে ও বিকৃতিভেদে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চবায়ুরূপে পরিণত হয়। ৯৫

সুবর্ণের বিকৃতিভেদ—একই সুবর্ণ হার, কংকণ প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়।

সলিলের বৃত্তিভেদ—একই জলের ফেন, তরঙ্গ, বুদ্‌বুদ্ ইত্যাদি আকারে পরিণতি।

দেহের মধ্যে পঞ্চবায়ুর এই সকল স্থান নির্দিষ্ট আছে।—প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়ে, অপানবায়ুর মলনালীতে, সমানবায়ুর স্থান নাভিতে, উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশে এবং ব্যানের স্থান সর্বদেহে।

বাগাদি পঞ্চ শ্রবণাদি পঞ্চ
প্রাণাদিপঞ্চাভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্মণী
পুর্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ ॥ ৯৬

বাক্‌-আদি পঞ্চ (বাক্‌ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—১) শ্রবণাদি পঞ্চ (শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—২) প্রাণাদি পঞ্চ (প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু—৩) অভ্রমুখানি পঞ্চ (আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত—৪) বুদ্ধি-আদি অবিদ্যা অপি (বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণের চারি রূপ—৫ এবং অবিদ্যা—৬) চ কামকর্মণী (এবং কাম ও কর্ম—৭।৮) [এই] পুরী-অষ্টকং (আটটি পুরী—জীবরূপী রাজার বাসস্থান) সূক্ষ্মশরীরম্‌ (সূক্ষ্মশরীর) আহুঃ ([পণ্ডিতগণ] বলিয়া থাকেন)। ৯৬

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ মহাভূত, অন্তঃকরণের বুদ্ধি প্রভৃতি চারিভেদ, অবিদ্যা, কাম এবং কর্ম—এই আটটি পুরীকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। ৯৬

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং
লিঙ্গং ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্‌।
সবাসনং কর্মফলানুভাবকং
স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ ॥ ৯৭

[হে শিষ্য] শৃণু (শোন), ইদং সূক্ষ্ম-সংজ্ঞিতং শরীরং (এই সূক্ষ্মশরীর) লিঙ্গং তু (লিঙ্গশরীর বলিয়াও কথিত হয়)। [ইহা] অপঞ্চীকৃত-ভূত-সম্ভবম্‌ (অপঞ্চীকৃত মহাভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন), সবাসনং (বাসনাসংযুক্ত), কর্মফল-অনুভাবকং (সুখদুঃখাদিরূপ কর্মফলের উৎপাদক) স্ব-অজ্ঞানতঃ (স্বীয় স্বরূপের জ্ঞানের অভাববশতঃ) আত্মনঃ (জীবের) অনাদিঃ উপাধিঃ (অনাদি উপাধি)। ৯৭

শোন। এই সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীরও বলা হয়। (কর্মসমূহ সূক্ষ্মরূপে ইহাতে লীন থাকে বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গশরীর।) ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সমবায়ে গঠিত, বাসনাসংযুক্ত, কর্মফলের সম্পাদক এবং স্বস্বরূপের জ্ঞানের অভাববশতঃ ইহা জীবের অনাদি উপাধি। ৯৭

স্মৃতি ও বাসনা লিঙ্গশরীরে বর্তমান থাকে।

স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীরের বিশেষ প্রকাশ—

স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা
স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।
স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ-
কালীননানাবিধবাসনাদিভিঃ ॥ ৯৮
কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে
যত্র স্বয়ং ভাতি হ্যয়ং পরাত্মা।
ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী
ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্মলেশৈঃ ॥
যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্মভি-
র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ ॥ ৯৯

অস্য (এই সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী জীবের) বিভক্তি-অবস্থা (জাগ্রৎ হইতে ভিন্ন অবস্থা) স্বপ্নঃ ভবতি (স্বপ্নাবস্থা হইয়া থাকে)। যত্র (স্বপ্নে) [ইহা] স্বমাত্রশেষেণ (বাহ্যকরণশূন্য হইয়া নিজের রূপে) বিভাতি (নানাভাবে প্রতীত হয়)। তু বুদ্ধিঃ স্বয়ম্ এব (বুদ্ধি নিজেই) জাগ্রৎকালীন-নানাবিধ-বাসনাদিভিঃ (জাগ্রৎসময়ের নানা বাসনার সহায়ে) কর্তৃ-আদি-ভাবং (কর্তা-কর্ম-করণ প্রভৃতি ভাব) প্রতিপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) রাজতে (প্রকাশ পায়)। যত্র (সেই স্বপ্নে) অয়ং (চিৎস্বরূপ আত্মা)

স্বয়ম্ এব (নিজেই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহায়তা-ব্যতিরেকে) ভাতি (প্রকাশ পায়, মনের বিচিত্র বিলাস প্রকাশ করে)। পরাত্মা (পরমাত্মা) অশেষসাক্ষী (স্বপ্নে সৃষ্ট সকল বস্তুর দ্রষ্টা) ধী-মাত্রক-উপাধিঃ (কেবলমাত্র বুদ্ধিরূপ উপাধিসংযুক্ত) তৎকৃত-কর্মলেশৈঃ (বুদ্ধির দ্বারা রচিত পুণ্য বা পাপ কর্মের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না)। [আত্মা] যস্মাৎ (যেহেতু) অসঙ্গঃ (সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত), ততঃ এব (সেই কারণে) উপাধিনা কৃতৈঃ (বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা কৃত) কর্মভিঃ (কর্মসমূহের দ্বারা) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র, কোনপ্রকারে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না)। ৯৮-৯৯

স্বপ্ন, এই সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী জীবের জাগ্রৎ হইতে ভিন্ন অবস্থা। স্বপ্নে জীব বাহ্যকরণশূন্য হইয়া নিজের রূপে প্রকাশ পায়। স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিজেই জাগ্রৎকালীন নানা বাসনার সহায়তায় কর্তা-কর্ম-করণ ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়। স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীরের সাক্ষী পরমাত্মা কেবল বুদ্ধিমাত্র-উপাধিযুক্ত থাকিয়া বুদ্ধিকৃত কর্মের দ্বারা লিপ্ত হয় না। যেহেতু আত্মা অসঙ্গ সেইহেতু বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা কৃত কর্মের দ্বারা কিছুমাত্র লিপ্ত হয় না। (স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য পুনরুক্তি করা হইল)। ৯৮-৯৯

"যদ্বৈ কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।"

—"স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন, তিনি তাহার দ্বারা লিপ্ত হন না ; কারণ, এই পুরুষ অসঙ্গ।" বৃ, ৪।৩।১৫

'বুদ্ধি'-পদটি এখানে 'অন্তঃকরণ'-অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

স্বপ্নে অন্তঃকরণ বহির্জগতের সহায়তা-ব্যতীত বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়।

সর্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।
বাস্যাদিকমিব তক্ষ্ণস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোঽয়ম্ ॥ ১০০

তক্ষ্ণঃ (ছুতার মিস্ত্রির) বাস্য-আদিকম্ ইব (বাস্যলি প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায়) চিদাত্মনঃ (চৈতন্যস্বরূপ) পুংসঃ (পুরুষের) সর্বব্যাপৃতি-করণম্ (সকল ব্যাপারের সাধন) ইদং লিঙ্গং স্যাৎ (এই লিঙ্গ শরীর হইয়া থাকে)। তেন এব (এই কারণে) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) অসঙ্গঃ ভবতি (অসঙ্গ হন)। ১০০

সূত্রধর যেমন বাস্যলি প্রভৃতির সহায়ে আপনার কাজ করে, লিঙ্গশরীরের দ্বারা সেই প্রকারে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সকল ব্যাপার সাধিত হয়। নিজের যন্ত্রাদি হইতে সূত্রধর সর্বদা ভিন্ন থাকে, এই আত্মাও সেই প্রকারে লিঙ্গশরীর হইতে পৃথক্ থাকেন। ১০০

অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্মাঃ
সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।
বাধির্যমূকত্বমুখাস্তথৈব
শ্রোত্রাদিধর্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ॥ ১০১

হি চক্ষুষঃ (চক্ষুরই) সৌগুণ্য-বৈগুণ্য-বশাৎ (নির্দোষ বা সদোষ হওয়ার জন্য) অন্ধত্ব-মন্দত্ব-পটুত্ব-ধর্মাঃ (অন্ধ হওয়া, অল্পদৃষ্টি বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া) [ঘটে], তথা এব (সেই প্রকারে) বাধির্য-মূকত্ব-মুখাঃ (বধিরতা, মূকতা প্রভৃতি) শ্রোত্রাদিধর্মাঃ (কর্ণপ্রভৃতির ধর্ম) ; তু (কিন্তু) বেত্তুঃ আত্মনঃ ন (বেত্তা আত্মার নয়)। ১০১

চক্ষুরই দোষে বা গুণে মানুষ অন্ধ হয়, অল্প দেখে বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সেই প্রকার কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দোষই বধির, মূক প্রভৃতি হওয়ার কারণ হয়। অন্ধত্ব প্রভৃতি দোষ বা গুণ এই সকলের জ্ঞাতা আত্মার হয় না। ১০১

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" ক, ২।২।১১

"সূর্য যেমন জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হইয়াও চাক্ষুষ পাপ ও

অশুচিদর্শনাদিরূপ বাহ্য দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হইয়াও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না; কেননা তিনি এ সকলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন।"

উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎ-
প্রস্যন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
প্রাণস্য ধর্মাবশনাপিপাসে॥ ১০২

উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস-বিজৃম্ভণ-ক্ষুৎ-প্রস্যন্দনাদি-উৎক্রমণাদিকাঃ (শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ, হাইতোলা, হাঁচি, কফাদির নিঃসরণ, দেহ-পরিত্যাগ প্রভৃতি) ক্রিয়াঃ (কর্ম) প্রাণাদি-কর্মাণি (প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর কাজ) তজ্জ্ঞাঃ (প্রাণাদির স্বরূপ যাঁহারা জানেন তাঁহারা) বদন্তি (বলেন)। [অধিকন্তু] অশনা-পিপাসে (ক্ষুধা ও পিপাসা) প্রাণস্য ধর্মৌ (প্রাণের দুই ধর্ম)। ১০২

শ্বাসত্যাগ (বা কোষ্ঠবায়ু-ত্যাগ), শ্বাসগ্রহণ, হাইতোলা, হাঁচি, নাকের বা কানের ময়লা নির্গমন প্রভৃতি প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর কাজ; অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ক্ষুধা ও পিপাসা, প্রাণের আর দুই ধর্ম। ১০২

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মণি।
অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা॥ ১০৩

এতেষু (এই সকল) চক্ষুঃ-আদিষু (চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়-সকলে) [এবং] বর্ষ্মণি (শরীরে) অহম্ ইতি অভিমানেন ('আমি' দেখি, 'আমি' শুনি ইত্যাদি প্রকারের বৃত্তি উৎপাদন করিয়া) অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) আভাস-তেজসা (চিদাভাসের তেজে উদ্ভাসিত হইয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)। ১০৩

অন্তঃকরণ আত্মার তেজে উদ্‌ভাসিত হইয়া চক্ষুপ্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়-সমূহে এবং দেহে 'আমি, আমি' এই প্রকার বৃত্তি (আমি দেখি, করি ইত্যাদি) উৎপাদন করিয়া বর্তমান থাকে। ১০৩

কর্তৃত্বাদি ধর্ম অন্তঃকরণের, আত্মার নয়—

অহংকারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্নুতে ॥ ১০৪

সঃ অহংকারঃ (অন্তঃকরণের পরিণতি সেই অহংকার) কর্তা ভোক্তা অভিমানী (পাপপুণ্যাদি ক্রিয়ার স্বাধীন কর্তা, সুখদুঃখের ভোক্তা—এই প্রকার অভিমানী) বিজ্ঞেয়ঃ (বিজ্ঞেয়)। অয়ং চ (ইহাই) সত্ত্বাদিগুণযোগেন (সত্ত্বাদি তিন গুণের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া) অবস্থাত্রয়ম্ (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়)। ১০৪

দেহাদি-ইন্দ্রিয়সংঘাতের অভিমানী এবং অন্তঃকরণের পরিণতি সেই অহংকারকে 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' এই প্রকার অভিমানী বলিয়া জানিবে। এই অহংকার, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ১০৪

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্যয়ে।
সুখং দুঃখং চ তদ্ধর্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ ॥ ১০৫

[সেই অহংকার] বিষয়াণাম্ আনুকূল্যে (বিষয়সমূহ অনুকূল হইলে) সুখী (সুখী), বিপর্যয়ে (বিষয়সকল প্রতিকূল হইলে) দুঃখী (দুঃখী) [হয়])। সুখং দুঃখং চ (সুখ ও দুঃখ) তৎ-ধর্মঃ (সেই অহংকারের ধর্ম); সদানন্দস্য আত্মনঃ (সর্বদা আনন্দস্বরূপ আত্মার) ন (নয়)। ১০৫

বিষয়সমূহ অনুকূল হইলে, সে সকল হইতে সুখ পাইলে অহংকার সুখী হয়; আর বিষয়সমূহ প্রতিকূল হইলে, বিষয় হইতে দুঃখ পাইলে অহংকারই দুঃখ বোধ করে। এই সুখ আর দুঃখ অহংকারের ধর্ম; সদানন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম নয়। ১০৫

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ।
তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন ॥ ১০৬

বিষয়ঃ (বিষয়) আত্মার্থত্বেন হি (আত্মার প্রয়োজনেই) প্রিয়ঃ (প্রিয় হয়), স্বতঃ (বিষয় নিজের গুণে) ন (প্রিয় হয় না)। যতঃ (যে হেতু) আত্মা (আত্মা) স্বতঃ এব হি (নিজের স্বভাবেই) সর্বেষাং প্রিয়তমঃ (সকলের প্রিয়তম), ততঃ (সেই হেতু) আত্মা (আত্মা) সদানন্দঃ (সর্বদা আনন্দময়); অস্য (ইহার) কদাচন (কখন) দুঃখং ন (দুঃখ হয় না)। ১০৬

আত্মাতে বর্তমান থাকিয়া আত্মার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া বিষয়সমূহ জীবের প্রীতি উৎপাদন করে; বিষয় নিজের গুণে প্রিয় হয় না। যে হেতু আত্মা স্বরূপতঃ সকলের প্রিয়তম, সেই হেতু আত্মা সর্বদা আনন্দময়। ইহার কখনও দুঃখ হয় না। ১০৬

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—"ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" "হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।" বৃ, ২।৪।৫

বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" "এই আত্মা

পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ; কারণ এই যে আত্মা ইনি অন্তরতম।" ১।৪।৮

যৎ সুষুপ্তৌ নির্বিষয় আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চ জাগ্রতি ॥ ১০৭

যৎ (যে কারণে—আত্মা সদানন্দ বলিয়া) [মানুষের] সুষুপ্তৌ (প্রগাঢ় নিদ্রার সময়) নির্বিষয়ঃ (বিষয়শূন্য) আত্মানন্দঃ (স্বরূপসুখ) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়)। [এই বিষয়ে—আত্মার আনন্দস্বরূপত্বের প্রমাণরূপে] শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানম্ (শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারি প্রমাণ) চ জাগ্রতি (জাগ্রৎ-রূপে বর্তমান রহিয়াছে)। ১০৭

আত্মা সদানন্দ বলিয়া মানুষ সুষুপ্তির সময় বিষয়শূন্য আত্মানন্দ অনুভব করে। আত্মা যে আনন্দস্বরূপ সে বিষয়ে শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই চতুর্বিধ প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে। ১০৭

শ্রুতিপ্রমাণ-সমূহ :—"এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।" "ইহা ইহার পরম আনন্দ।" বৃ, ৪।৩।৩২

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" [ভৃগু পিতা বরুণের উপদেশে তপস্যা করিয়া] "আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জানিলেন।" তৈ, ৩।৬

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" "এই আত্মা ব্রহ্ম।" বৃ, ২।৫।১৯

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।" "যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্বাধিক তাহাই সুখ।" ছা, ৭।২৩।১

প্রত্যক্ষপ্রমাণ :—গভীর নিদ্রার সময় কোন বিষয়ের অনুভব হয় না। সুতরাং নিদ্রাকালে বিষয় হইতে সুখপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া প্রত্যেকেই অনুভব করে,

'আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম।' আত্মা সুখস্বরূপ বলিয়াই এইরূপ অনুভব হয়।

ঐতিহ্যপ্রমাণঃ—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে আত্মার সুখস্বরূপ অনুভব করেন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

অনুমানপ্রমাণঃ—আত্মা পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া ইহা সদানন্দ। মানুষ নিজেকে যেমন ভালবাসে অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তেমন ভালবাসে না, বাসিতে পারে না।

অতঃপর কারণশরীর বর্ণিত হইতেছে ঃ—

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে॥ ১০৮

ত্রিগুণাত্মিকা (ত্রিগুণাত্মিকা) অব্যক্তনাম্নী (অব্যক্তনাম্নী) পরমেশশক্তিঃ (ব্রহ্মের শক্তি) অনাদি-অবিদ্যা (আদিরহিত অবিদ্যা) পরা (কারণস্বরূপা) মায়া এব (মায়া-ই)। [তাহা] সুধিয়া (তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা) অনুমেয়া (অনুমিত হইয়া থাকে)। যয়া (যে মায়া দ্বারা) ইদং সর্বং জগৎ (এই সকল জগৎ) প্রসূয়তে (সৃষ্ট হয়)। ১০৮

মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। তাহাকে অব্যক্তও বলা হয়। উহা আদিরহিত; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণসমন্বিত এবং কারণস্বরূপা। সৃষ্টিরূপ কার্য হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি উহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। এই মায়া হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হয়। ১০৮

এই মায়া বা অবিদ্যা সাংখ্যদর্শনে বর্ণিতা প্রকৃতি হইতে ভিন্না। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বতন্ত্রা, কিন্তু বেদান্তদর্শনের মতে মায়া ব্রহ্মের শক্তি। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥" "প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়ার সত্তা ও প্রকাশ-সম্পাদক সচ্চিদানন্দ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরের

অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পূর্ণ।" শ্বে, ৪।১০
"অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥" "সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতুবিবর্জিত যে পরমাত্মাকে জানিয়া জীব এই দেহেই মুক্ত হয় এবং মরণের পর পুনরায় দেহপ্রাপ্ত হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ।" ক, ২।৩।৮

"অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।" "অব্যক্ত অর্থাৎ সকল কার্য ও কারণের শক্তিসমষ্টিরূপ মায়াতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ।" ক, ১।৩।১১

প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় উহার গুণসমূহ সম ও অচঞ্চলরূপে অবস্থান করে। ইহা সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা। প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া যখন গুণত্রয় বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

মায়ার কার্য হইতে মায়ার অস্তিত্ব অনুমান করা যায় বলা হইল। কি ভাবে সেই অনুমান করা যায় বলা হইতেছে ঃ—

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো
মহাদ্ভুতাঽনির্বচনীয়রূপা॥ ১০৯

[সেই মায়া] সৎ ন (সৎ—সত্য নয়), অসৎ ন (অসৎ—মিথ্যা নয়), উভয়াত্মিকা অপি নো (সৎ ও অসতের মিশ্রণ নয়); ভিন্না অপি (আত্মা হইতে ভিন্ন) [ন (নয়)], অভিন্না অপি (আত্মার সহিত অভিন্ন) [ন (নয়)], অপি উভয়াত্মিকা নো (আত্মা হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, এই উভয়রূপা নয়), স-অঙ্গা অপি (অঙ্গের সহিত বর্তমান) [ন (নয়)], অনঙ্গা অপি (অঙ্গরহিত) [ন (নয়)], হি উভয়াত্মিকা নো (অঙ্গের সহিত বর্তমান, আবার অঙ্গরহিত—ইহাও নয়), মহা-অদ্ভুতা (অতি-আশ্চর্যরূপা) [এবং] অনির্বচনীয়রূপা (বাক্যের দ্বারা অবর্ণনীয়া)। ১০৯

সেই অবিদ্যা বা মায়া সত্যস্বরূপা নয় (মায়া কেমন তাহা নিরূপণ করা যায় না। আর ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে ইহার নাশ হইত না)। মায়াকে অসৎ বা মিথ্যাও বলা যায় না। (কেননা, মায়ার কার্য দেখা যায় ; জগৎটাই মায়ার সৃষ্টি। মিথ্যা বস্তু হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না ; বন্ধ্যাপুত্র যেমন বন্ধ্যার সুখ বা দুঃখের কারণ হয় না।) মায়া সত্য ও মিথ্যা, এই উভয়রূপা নয়। (সত্য ও মিথ্যা পরস্পরের বিরোধী ; এই উভয়ের একত্র স্থিতি সম্ভব নয়।) মায়া পরমাত্মা হইতে ভিন্না নয়। (এক ব্রহ্ম-ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই।) মায়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাও নয় (যেহেতু ব্রহ্ম নির্বিকার, আর এই সৃষ্টিরূপ বিকার মায়ার কার্য)। মায়া ব্রহ্মের সহিত, একই কালে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ইহাও বলা যায় না (কেননা, ভেদ ও অভেদ এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র সমাবেশ সম্ভব নয়)। মায়ার কোন অঙ্গ নাই (অঙ্গ থাকিলে তাহা দেখা যাইত)। মায়ার অঙ্গ নাই, ইহাও বলা যায় না (কেননা, মায়া অবয়ববিশিষ্ট এই জগতের কারণ)। মায়ার অঙ্গ আছে এবং নাই, ইহা বলা যায় না (কেননা এ কথা স্ববিরোধী)। অতএব, এই মায়া অতি আশ্চর্যরূপা এবং বাক্যের দ্বারা অপ্রকাশ্যা। ১০৯

মায়ানিবৃত্তির উপায়—

শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা
সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা
গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্যৈঃ ॥ ১১০

[এই মায়া] শুদ্ধ-অদ্বয়-ব্রহ্মবিবোধ-নাশ্যা (শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের দ্বারা নাশ পায়), যথা (যেমন) রজ্জুবিবেকতঃ (রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানার ফলে) সর্পভ্রমঃ (সর্পভ্রম) [নষ্ট হয়]। স্বকার্যৈঃ (নিজ নিজ কার্যদ্বারা) প্রথিতৈঃ (প্রসিদ্ধ) রজঃ-তমঃ-সত্ত্বম্ ইতি প্রসিদ্ধাঃ (রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব নামে পরিচিত) তদীয়াঃ (সেই মায়ার) গুণাঃ (গুণসমূহ) । ১১০

যথার্থ জ্ঞানের অভাববশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় ; কিন্তু রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিলে সর্পভয় দূর হইয়া যায়। এই প্রকার মায়া যে-ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শুদ্ধ ও অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান হইলে মায়া নষ্ট হইয়া যায়। সেই মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ স্বস্ব কার্যের দ্বারা—সুখ, দুঃখ ও মোহের উৎপাদকরূপে পরিচিত। ১১০

রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের পরিচয় তাহাদের স্বস্ব ক্রিয়া হইতে পাওয়া যায়, বলা হইল। এখন তাহাদের ক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে :—

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥ ১১১

রজসঃ (রজোগুণ হইতে) ক্রিয়াত্মিকা (ক্রিয়াত্মিকা) বিক্ষেপশক্তিঃ (বিক্ষেপশক্তি) [ভবতি (উৎপন্ন হয়)], যতঃ (যে বিক্ষেপশক্তি হইতে) পুরাণী (চিরপ্রবৃত্তা) প্রবৃত্তিঃ (বিষয়প্রবৃত্তি) প্রসৃতা (বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে)। রাগ-আদয়ঃ (বিষয়াসক্তি প্রভৃতি), দুঃখাদয়ঃ (দুঃখসুখ প্রভৃতি) যে (যে সকল) মনসঃ (মনের) বিকারাঃ (বিকারসমূহ [তে (সেই সকল)] নিত্যম্ (চিরকাল অবিচ্ছেদে) অস্যাঃ (এই বিক্ষেপশক্তি হইতে) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়) । ১১১

যে ক্রিয়াত্মিকা বিক্ষেপশক্তি হইতে অনন্তকাল ধরিয়া বিষয়প্রবৃত্তি প্রবাহাকারে চলিয়াছে, সেই বিক্ষেপশক্তি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন

হয়। জীবের বিষয়াসক্তি প্রভৃতি এবং সুখ-দুঃখাদি যে সকল মনের বিকার, সেসব চিরকাল অবিচ্ছেদে এই বিক্ষেপশক্তি হইতে নির্গত হইতেছে। ১১১

কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাদ্যসূয়া-
হহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।
ধর্মা এতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি-
র্যস্মাদেষা তদ্‌রজো বন্ধহেতুঃ ॥ ১১২

কামঃ ক্রোধঃ লোভ-দম্ভাদি-অসূয়া-অহংকার-ঈর্ষ্যা-মৎসরাদ্যাঃ তু এতে (কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভাদি, অসূয়া, অহংকার, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য প্রভৃতি) ঘোরাঃ (দুঃখদায়ক এবং জীবের সংসারভ্রমণের কারণরূপ) ধর্মাঃ (বৃত্তিসমূহ) রাজসাঃ (রজোগুণের)। যস্মাৎ (যে রজোগুণ হইতে) এষা (কাম-ক্রোধাদি) পুংপ্রবৃত্তিঃ (পুরুষের প্রবৃত্তিসমূহ) [উৎপন্ন হয়] ; তৎ (সেই [ঘোর প্রবৃত্তিসমূহের নিমিত্ত বলিয়া]) রজঃ (রজোগুণ) বন্ধহেতুঃ (বন্ধনের কারণ)। ১১২

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি, অসূয়া, ঈর্ষা, মাৎসর্য প্রভৃতি দুঃখদায়ক এবং জীবের সংসারভ্রমণের হেতুভূত বৃত্তিসমূহ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। পুরুষের কাম-ক্রোধাদি ঘোর প্রবৃত্তিসমূহের নিমিত্ত বলিয়া রজোগুণ জীবের বন্ধনের কারণ। ১১২

এষাহবৃতির্নাম তমোগুণস্য
শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেহন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে-
র্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ ॥ ১১৩

যয়া (যাহার দ্বারা) বস্তু (বস্তু) অন্যথা (যেমনটি নয় সেইরূপে) অবভাসতে (প্রকাশ পায়) এষা (তাহা) তমোগুণস্য (তমোগুণের) আবৃতিঃ নাম শক্তিঃ

(আবরণশক্তি)। সা এষা (সেই এই আবরণশক্তি) পুরুষস্য সংসৃতেঃ নিদানং (পুরুষের সংসৃতির নিদান) বিক্ষেপশক্তেঃ (বিক্ষেপশক্তির) প্রবণস্য হেতুঃ (প্রবৃত্তির হেতু)। ১১৩

যাহার দ্বারা বস্তু (বা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) যেমনটি নয় সেইরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে তমোগুণের আবরণশক্তি বলা হয়। পুরুষের সংসারে যাতায়াতের কারণ রজোগুণোদ্ভূত যে বিক্ষেপশক্তি, এই আবরণশক্তি তাহাকে কার্যোন্মুখ করে। ১১৩

অবিদ্যার দুই শক্তি—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। তমোগুণ হইতে উৎপন্ন আবরণশক্তি বস্তুর স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখে। ইহার প্রভাবে মানুষ আত্মা ও অনাত্মাকে একাকার করিয়া যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা ভাবিতে থাকে। এই আবরণশক্তি রজোগুণোদ্ভূত বিক্ষেপশক্তিকে ক্রিয়ান্বিত করে।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃগ্-
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্‌গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৪

[পুরুষ] প্রজ্ঞাবান্ অপি (প্রজ্ঞাবান, মেধাবী হইলেও) পণ্ডিতঃ অপি (শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও) চতুরঃ অপি (চতুর, লৌকিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইলেও) অত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্ (শাস্ত্রসহায়ে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম দেহাদির বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন) বহুধা সংবোধিতঃ অপি (নানা যুক্তি দ্বারা জ্ঞাপিত হইলেও) তমসা ব্যালীঢ়ঃ (তমোগুণের আবরণশক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া) স্ফুটং ন বেত্তি (নিঃসন্দিগ্ধরূপে [আত্মতত্ত্ব] জানিতে পারে না)। ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) আরোপিতম্ এব (আরোপিত, মিথ্যাভূত দেহ-গেহাদি পদার্থ) সাধু কলয়তি (সত্য এবং সুখপ্রদ বলিয়া মনে করে)। তদ্‌গুণান্ (সেই গুণসকল)

আলম্বতে (অবলম্বন করে, সে সকলে লিপ্ত হয়)। হন্ত (হায়), দুরন্ততমসঃ (দুরন্ত তমোগুণের) আবৃতিঃ শক্তিঃ (আবরণশক্তি), মহতী প্রবলা (বড়ই শক্তিমতী)। ১১৪

যে ব্যক্তি মেধাবী, শাস্ত্রজ্ঞ, চতুর, সূক্ষ্মদেহাদির তত্ত্বজ্ঞ, তেমন ব্যক্তি নানা যুক্তিসহায়ে উপদিষ্ট হইলেও তমোগুণের আবরণশক্তির দ্বারা অভিভূত থাকার জন্য আত্মতত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারে না। ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যা বা তুচ্ছ পদার্থে গুণের আরোপ করিয়া সে সকলকে সুখপ্রদ মনে করে। হায়, দুরন্ত তমোগুণের আবৃতিশক্তি বড়ই প্রবল! ১১৪

আবরণশক্তির দুই কাজ। প্রথম—পরে আর সংশয় আসে না এবং অন্য জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় না, আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে এই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়। দ্বিতীয়—বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে।

আবরণশক্তির বশীভূত পুরুষের শান্তি নাই—

অভাবনা বা বিপরীতভাবনাঽ-
সংভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং
বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্ ॥ ১১৫

অস্যাঃ (এই আবরণশক্তির) সংসর্গযুক্তং (সম্বন্ধযুক্ত) [পুরুষং (পুরুষকে)] অভাবনা (বিচারের অভাব) ন বিমুঞ্চতি (ত্যাগ করে না), বিপরীত-ভাবনা বা (বিপরীত ভাবনাও) [ত্যাগ করে না], অসংভাবনা (অসংভাবনা, সংশয়) [ন বিমুঞ্চতি], বিপ্রতিপত্তিঃ (অনুভবের অভাব) [ত্যাগ করে না]। বিক্ষেপশক্তিঃ (বিক্ষেপশক্তি) [সেই পুরুষকে] ধ্রুবম্ (অবশ্যই) অজস্রং (নিরন্তর) ক্ষপয়তি (বিভ্রান্ত করে)। ১১৫

আবরণশক্তির বশীভূত পুরুষকে অভাবনা অর্থাৎ বিচারের অভাব ত্যাগ করে না; সে সর্বদা বিচারহীন হইয়া অবস্থান করে। যদি কখনও বিচার করে তো সে বিপরীত ভাবনার বশীভূত হয়—অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি যে সকল অনিত্য বস্তু আত্মা নয়, সে সকলকে আত্মা বলিয়া ভাবিতে থাকে। সৎসঙ্গের ফলে যদি বা কখন তাহার যথার্থ আত্মতত্ত্ব-বিচারের সম্ভাবনা ঘটে তো সে অসম্ভাবনা-বোধের দ্বারা অভিভূত হয়—অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেও আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে তাহার সংশয় ও অবিশ্বাস থাকিয়া যায়। গুরুর উপদেশ ও বেদান্তবাক্য-শ্রবণের ফলে যদি-বা তাহার শাস্ত্রসম্মত জ্ঞান হয়, তথাপি তাহার বিপ্রতিপত্তি থাকিয়া যায়, অর্থাৎ তাহার আত্মস্বরূপের যথাযথ অনুভব হয় না। এই প্রকারে বিক্ষেপশক্তি আবরণশক্তির বশীভূত সেই ব্যক্তিকে নিরন্তর অশেষ প্রকারে দুঃখ দেয়। ১১৫

তমোগুণের স্বভাব বলা হইতেছে—

অজ্ঞানমালস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-
প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্-
নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥ ১১৬

অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান), আলস্য-জড়ত্ব-নিদ্রা-প্রমাদ-মূঢ়ত্বমুখাঃ (আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, মূঢ়ত্ব প্রভৃতি) তমোগুণাঃ (তমোগুণের কাজ)। এতৈঃ (এই সকলের দ্বারা) প্রযুক্তঃ (সংসৃষ্ট) [পুরুষ] কিঞ্চিৎ হি (কিছুমাত্রও) ন বেত্তি (জানে না); [কিন্তু] নিদ্রালুবৎ (নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায়) স্তম্ভবৎ এব (কাঠের থামের ন্যায় জড়বৎ) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)। ১১৬

অজ্ঞান, আলস্য, জড়ত্ব, নিদ্রা, প্রমাদ, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি তমোগুণের

কাজ। এই সকলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট পুরুষ কিছুই জানে না বা বোঝে না; কিন্তু নিদ্রিতের ন্যায় বা স্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ অবস্থান করে। ১১৬

এখন সত্ত্বগুণের ধর্মসমূহ বিবৃত হইতেছে ঃ—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি
তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জগৎ ॥ ১১৭

সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিশুদ্ধং জলবৎ (বিশুদ্ধ জলের ন্যায় স্বচ্ছ)। তথা অপি (তাহা হইলেও) তাভ্যাং মিলিত্বা (তাহাদের রজঃ ও তমোগুণের সহিত) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) সরণায় (জন্মমৃত্যুর কারণ হইতে) কল্পতে (সমর্থ হয়)। যত্র (যে সত্ত্বগুণে) আত্মবিম্বঃ (শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ আত্মা) প্রতিবিম্বিতঃ সন্ (প্রতিফলিত হইয়া) অর্কঃ ইব (সূর্যের ন্যায়) অখিলং (সমগ্র) জড়ং (জড়বস্তুসমূহ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ্ করে)। ১১৭

সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ জলের ন্যায় স্বচ্ছ; কিন্তু ইহা রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া জীবের সংসারে যাতায়াতের কারণ হয়। এই সত্ত্বগুণে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের ন্যায় সমগ্র জড় জগৎকে প্রকাশিত করেন। ১১৭

ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে সৃষ্টির কারণ বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে, রজঃ ও তমোগুণ জীবের বন্ধনের কারণ। তবে সত্ত্বগুণের আর কি কাজ? সত্ত্বগুণের সহায়ে জীব এই জগতের জ্ঞানলাভ করিতেছে। দর্পণে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় বলিয়া আমরা দর্পণের মধ্যে অন্য বস্তুর ছায়া দেখিতে পাই। এই প্রকারে আত্মা বুদ্ধিস্থ সত্ত্বগুণে প্রতিফলিত হইলে নিখিল জড়জগতের জ্ঞান হয়। দর্পণের ন্যায় প্রকাশের আধার

[illegible] না থাকিলে রজোতমোগুণের কার্যও চলিত না; আবার [illegible]ের সম্ভাবনা থাকায় মুক্তিও হইত না।

মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মা-
স্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১১৮

[illegible]মানিতা-আদ্যাঃ (অমানিত্ব প্রভৃতি) নিয়মাঃ (নিয়মসমূহ) যম-আদ্যাঃ (যম [illegible]) শ্রদ্ধা চ ভক্তিঃ চ মুমুক্ষুতা চ (এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মুমুক্ষুতা) চ দৈবী সম্পত্তিঃ ([illegible] দৈবী সম্পত্তি) [ও] অসৎ-নিবৃত্তিঃ (অসৎ-আচরণ ত্যাগ) ধর্মাঃ তু (এই সকল [illegible]) মিশ্রস্য সত্ত্বস্য (মিশ্র সত্ত্বগুণের) ভবন্তি (হয়)। ১১৮

অমানিত্ব প্রভৃতি, নিয়মসমূহ, যম প্রভৃতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা, [illegible]ভিন্ন দৈবী সম্পদ, অসদাচরণত্যাগ প্রভৃতি গুণ মিশ্র সত্ত্বগুণ হইতে [illegible]ৎপন্ন হয়। ১১৮

অমানিত্বাদি = অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি যে কুড়িটি গুণকে শ্রীভগবান্ [illegible]ান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গীঃ, ১৩।৮-১২

নিয়মসমূহ = শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায় এবং এবং ঈশ্বরপ্রণিধান।
যম প্রভৃতি = অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।
যম ও নিয়ম মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রে বর্ণিত। দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩০ ও ৩২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

দৈবী সম্পত্তি = অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি প্রভৃতি ছাব্বিশটি সদ্‌গুণকে শ্রীভগবান্ দৈবী সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গীঃ, ১৬।১-৩

অন্য গুণের সহিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কাজ বর্ণিত হইতেছে :—

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি ॥ ১১৯

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য (বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের) গুণাঃ (গুণসমূহ)—প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) স্ব-আত্মা-অনুভূতিঃ (স্ব-স্বরূপের অনুভব) পরমা প্রশান্তিঃ (নিরতিশয় সন্তোষ) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তি) প্রহর্ষঃ (উত্তম আহ্লাদ) [এবং] পরমাত্মনিষ্ঠা (সর্বদা পরমাত্মার সহিত ঐক্যানুভূতি)। যয়া (যে পরমাত্মনিষ্ঠার ফলে) সদানন্দরসং (পরমানন্দরস) সমৃচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়—অনুভব করে)। ১১৯

চিত্তের প্রসন্নতা, স্বস্বরূপের অনুভব, নিরতিশয় সন্তোষ, তৃপ্তি, উত্তম আহ্লাদ এবং পরমাত্মনিষ্ঠা—এই সকল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের কাজ।

পরমাত্মনিষ্ঠা হইতে জীব নিত্য-অবিনাশী আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ১১৯

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে কারণশরীরের উদ্ভব।

অব্যক্তমেতৎ ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং
তৎ কারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা
প্রলীনসর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ ॥ ১২০

ত্রিগুণৈঃ (উক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা) নিরুক্তং (বর্ণিত হইয়াছে) এতৎ অব্যক্তম্ (এই অব্যক্ত), তৎ (তাহা) আত্মনঃ (চিদাভাস আত্মার) কারণং নাম শরীরম্ (কারণনামক শরীর)। এতস্য (এই কারণশরীরাভিমানী আত্মার) প্রলীন-সর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ (সকল ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ যাহাতে লয় হয় এমন) বিভক্ত্যবস্থা (জাগ্রৎ ও স্বপ্ন হইতে পৃথক্ অবস্থা) সুষুপ্তিঃ (সুষুপ্তি)। ১২০

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বর্ণিত অব্যক্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম বা কারণশরীরে অভিমানযুক্ত আত্মার কারণশরীর বলিয়া কথিত হয়। যে-সুষুপ্তিতে সকল ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির বৃত্তিসমূহ লয় পায়, সেই-সুষুপ্তি কারণশরীরাভিমানী জীবের জাগ্রৎ ও স্বপ্ন হইতে পৃথক্ একটি অবস্থা। ১২০

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তির কারণ বলিয়া ইহা কারণশরীর নামে অভিহিত হয়। শীর্ণ হয় বলিয়া এসকলকে শরীর বলা হয়; কারণশরীর একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা শীর্ণ বা নাশপ্রাপ্ত হয়।

সুষুপ্তিতে বৃত্তিসমূহ লয় পায়; সমাধিতেও বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়। তবে সুষুপ্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা; আর সমাধি বিষয়রহিত জ্ঞান ও আনন্দ-অনুভবের অবস্থা।

এখন সুষুপ্তির স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তি-
বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ
কিংচিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২১

সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তিঃ (সকল প্রকার বিষয়জ্ঞানের নিবৃত্তি) [এবং] **বুদ্ধেঃ** (বুদ্ধির) **বীজাত্মনা** (অবিদ্যারূপে) এব অবস্থিতিঃ (অবস্থান) **সুষুপ্তিঃ** [সুষুপ্তির স্বরূপ)। কিংচিৎ (কিছুমাত্র) ন বেদ্মি (জানি না) ইতি (ইহা—এইজ্ঞান) **জগৎপ্রসিদ্ধেঃ** (জগৎপ্রসিদ্ধ—সকল মানুষের অনুভবের বিষয় হওয়ায়) এতস্য (বীজভূত অজ্ঞানের) প্রতীতিঃ (প্রতীতি) কিল (সম্ভব হয়)। ১২১

সুষুপ্তিকালে সকলপ্রকার বিষয়জ্ঞানের (এবং স্মৃতি, ভ্রান্তি প্রভৃতিরও) লয় হয়; বুদ্ধি তখন অবিদ্যারূপে অবস্থান করে। ‘আমি কিছুই

জানি না', সকল মানুষের সুষুপ্তিকালের এই প্রকার অনুভব কারণশরীররূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। ১২১

শুদ্ধ চিদাত্মা নির্বিকার; তাহার কোনরূপ অবস্থা সম্ভব নয়। বুদ্ধি আত্মার উপাধি। বুদ্ধি বিকারশীল বলিয়া ইহার বিবিধ অবস্থা হয়। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে অভিমানের ফলে জীব বিবিধ অবস্থার ভাগী হয়; কিন্তু সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির লয় হয়। আর আত্মা সর্বকালে বর্তমান। সুতরাং বুদ্ধিকৃত অবস্থাসমূহের অভিমান আত্মাতে কখনও থাকিতে পারে না।

মন যে সুষুপ্তিকালেও বর্তমান থাকে, অজ্ঞানাবস্থার স্মৃতি তাহার প্রমাণ।

দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মা নয়—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ
সর্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলং চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্যন্তমিদং হ্যনাত্মা ॥ ১২২

দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদয়ঃ (দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন অহংকার প্রভৃতি) **সর্বে বিকারাঃ** (সকলপ্রকার দেহচেষ্টা), **বিষয়াঃ** (শব্দস্পর্শাদি বিষয়), **সুখাদয়ঃ** (সুখ-দুঃখাদি), **ব্যোম-আদি-ভূতানি** (আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত) **চ** (এবং) **অখিলং বিশ্বম্** (সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) **অব্যক্তপর্যন্তম্** (অব্যক্তনাম্নী মায়া পর্যন্ত) **ইদং** (ইহা, ইন্দ্রিয় ও মনের গোচর সব কিছু) **হি** (অবশ্যই) **অনাত্মা** (অনাত্মা—আত্মা নয়)। ১২২

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি সকলপ্রকার দেহচেষ্টা, শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল, সুখদুঃখাদি মনের বিকার, আকাশাদি পঞ্চ

ভূত, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অব্যক্তনাম্নী মায়া পর্যন্ত এ-সব-কিছু অনাত্মা। (আত্মা এই সকল হইতে পৃথক্ সৎ বস্তু)। ১২২

আত্মা হইতে ভিন্ন সব কিছু মিথ্যা, ইহা বলা হইতেছে—

মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদিদেহপর্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মতত্ত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৩

মায়া (মায়া) [এবং] মহৎ-আদি-দেহ-পর্যন্তং (মহৎ-তত্ত্ব হইতে দেহ পর্যন্ত) মায়াকার্যং (মায়ার সৃষ্টি) সর্বং (সব কিছু) অসৎ (মিথ্যা)। ইদং (এই) অনাত্মতত্ত্বং (আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুসকল) ত্বং (তুমি) মরু-মরীচিকাকল্পং (মরুভূমিতে মরীচিকার সদৃশ) বিদ্ধি (জান)। ১২৩

মায়া এবং মহৎ হইতে স্থূলদেহ পর্যন্ত মায়িক সৃষ্টি—সব কিছুই মিথ্যা। এই সকল অনাত্মবস্তুকে তুমি মরুভূমিতে জলভ্রমের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জান। ১২৩

জগৎকে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা বলা হইল। জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই; কিন্তু প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। যতকাল ভ্রান্তিজ্ঞান আছে, ততকাল জগতের অস্তিত্ব আছে। মরীচিকা একান্তভাবে মিথ্যাবস্তু নয়; মরুভূমিরূপ অধিষ্ঠান না থাকিলে জলভ্রম হইত না। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগদ্ভ্রম হয়। জগৎ আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা নয়। জগৎ আকাশকুসুমের ন্যায় নিরাধার কল্পনামাত্র নয়।

মহৎ হইতেছে বিশ্বমন; মায়া বা প্রকৃতি হইতে ইহা প্রসৃত হয়। মহৎ হইতে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, মন, বিষয়, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ক, ১।৩।১০-১১ দ্রষ্টব্য।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"

"ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে রূপরসাদি বিষয়সকল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ (বিষয়সমূহ সূক্ষ্মতর এবং ব্যাপক বলিয়া); বিষয়সমূহ হইতে মন (মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (প্রাণিগণের অন্তর্নিহিত ব্যাপক হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ; হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত (মায়াতত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ; (সকল কার্য ও কারণের শক্তিসমষ্টিরূপ) মায়াতত্ত্ব হইতে পুরুষ (পরমাত্মা) শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরা কাষ্ঠা। তিনিই পরমগতি।"

আত্মা হইতে যাহা কিছু ভিন্ন, সে সকল বলা হইল। এখন আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—

অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্‌বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥ ১২৪

অথ (অতঃপর) তে (তোমাকে) পরমাত্মনঃ স্বরূপং (পরমাত্মার স্বরূপ) সংপ্রবক্ষ্যামি (বিশেষরূপে বলিব)। নরঃ (অধিকারী ব্যক্তি) যৎ বিজ্ঞায় (যাহা জানিয়া) বন্ধাৎ মুক্তঃ (বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) কৈবল্যম্ (কৈবল্য) অশ্নুতে (লাভ করে)। ১২৪

পরমাত্মার যে স্বরূপ অবগত হইলে অধিকারী সাধক সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্যমুক্তি লাভ করে, পরমাত্মার সেই স্বরূপ এখন তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ১২৪

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ॥ ১২৫

পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ (পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্) অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার সাক্ষী হইয়া) নিত্যং (সর্বদা) অহংপ্রত্যয়লম্বনঃ (অহং-প্রত্যয়ের আশ্রয়) কশ্চিৎ (কেহ একজন, যাহার নাম ও রূপ জানা নাই) স্বয়ং অস্তি (আত্মা আছেন)। ১২৫

পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার দ্রষ্টা, মরণপর্যন্ত জীবের যে 'আমি আমি' জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের সাক্ষী, জড়পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন, চেতন পরমাত্মা আছেন। ১২৫

অহংজ্ঞান চেতন বস্তুরই হওয়া সম্ভব, জড়ের হওয়া অসম্ভব। স্বপ্নদর্শনের সময় কোন জড়বস্তু বর্তমান থাকে না, কিন্তু সেই সময় 'আমি'-জ্ঞান বর্তমান থাকে।

অন্নময় কোষ জীবের স্থূল শরীর ; প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় —এই তিনটি কোষ তাহার সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময় কোষ তাহার কারণশরীর। আত্মা এসকল হইতে ভিন্ন।

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসদ্‌ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্॥ ১২৬

যঃ (যিনি) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালে) বুদ্ধি-তদ্‌বৃত্তি-সদ্‌ভাবম্ অভাবম্ (বুদ্ধির এবং বুদ্ধিবৃত্তির বর্তমানতা ও অভাব), অহম্ ইতি (আমি এই) বিজানাতি (জানেন), [সঃ (সেই)] অয়ম্ (এই আত্মা)। ১২৬

যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধির বৃত্তিসমূহের বর্তমানতা বা বৃত্তিসকলের অভাবকে জানেন এবং 'অহং'-জ্ঞানের সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকেন, সেই এই আত্মা। ১২৬

জাগ্রৎ-অবস্থায় বুদ্ধির এবং বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহের বর্তমানতার জ্ঞান হয়। স্বপ্নে কেবল বুদ্ধির বৃত্তিসমূহের জ্ঞান হয়। আর সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির ও তাহার বৃত্তিসমূহের অভাববোধ থাকে। সুষুপ্তি হইতে জাগরণের পর 'আমি ছিলাম, কিন্তু আমি কিছু জানি নাই' এইরূপ অনুভব হয়। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের লয় হয়। সুতরাং অন্তঃকরণে অহংবোধ থাকে না। অহংবোধ আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে।

সুষুপ্তিকালে যে অহংপ্রত্যয় থাকে, তাহার আশ্রয় ও সাক্ষীকে আত্মা বলা হইল। এই আত্মাই সর্বেশ্বর; ইহার উপরে আর কিছু নাই—এই কথা এখন বলা হইতেছে।

যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যন্ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্ যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২৭

যঃ (যিনি) স্বয়ং (নিজে) সর্বং (সব কিছু) পশ্যতি (দেখেন), কঃ চন (কেহই) যং (যাঁহাকে) ন পশ্যতি (দেখে না), যঃ (যিনি) বুদ্ধ্যাদি (বুদ্ধি প্রভৃতিকে) চেতয়তি (চেতনাদান করেন), যম্ (যাঁহাকে) তৎ (বুদ্ধি প্রভৃতি) ন চেতয়তি (প্রকাশ করে না) অয়ম্ (এই সেই আত্মা)। ১২৭

যিনি নিজে সব কিছু দেখেন, কিন্তু যাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; যিনি বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে সচেতনরূপে প্রকাশ করেন, কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না—তিনিই আত্মা। ১২৭

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥" "চক্ষু দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু যে চৈতন্য-জ্যোতির প্রভাবে লোকে চক্ষুর বৃত্তিসমূহকে প্রকাশিত হইতে দেখে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাহাকে 'ইহা'

শাপা. স্বীয় আত্মা হইতে পৃথক্ অনাত্মবস্তুরূপে উপাসনা বা ধ্যান করে পাহা ব্রহ্ম নয়।" কে, ১।৭

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তম্।" (ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উষস্ত চাক্রায়ণকে বলিতেছেন), "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেহ দেখিতে পারে না; শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারে না; মনোবৃত্তির মননকারীকে কেহ ভাবিতে পারে না; বুদ্ধি-বৃত্তির বিজ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না। সকলের অন্তর্নিহিত তিনিই আপনার আত্মা। এই আত্মা ভিন্ন আর সকল বস্তু বিনাশশীল।" বৃ, ৩।৪।২

এই আত্মা বিশ্বব্যাপী—

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিংচন।
আভারূপমিদং সর্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্ ॥ ১২৮

ইদং বিশ্বং (এই বিশ্ব) যেন ব্যাপ্তং (যাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত) যৎ (যাহাকে) কিঞ্চন (কোন পদার্থই) ন ব্যাপ্নোতি (ব্যাপ্ত করিতে পারে না)।, ইদং সর্বং (এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ) [যে আত্মার] আভারূপং (প্রতিবিম্বস্বরূপ) যং ভান্তং (যিনি স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া) [এই বিশ্ব] অনুভাতি (প্রকাশ পায়) অয়ম্ (ইনি সেই আত্মা)। ১২৮

যাঁহার দ্বারা এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ এবং অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কোন পদার্থ যাঁহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, এই বিশ্ব যাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, যিনি স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া এই বিশ্ব প্রকাশ পায়, তিনিই আত্মা। ১২৮

"পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ছা, ৩।১২।৬

"আকাশাদি চরাচর এই ব্রহ্মের এক পাদমাত্র। ইঁহার অমৃতস্বরূপ-অধিকারী ত্রিপাদ স্বীয় জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।" (মিথ্যা জগতের তুলনায় ব্রহ্ম অনন্ত, ইহা বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা হইল। ব্রহ্ম এক অংশে মাত্র বিবর্তিত হন, কিন্তু অপর তিন অংশে তিনি অমৃত বা নির্বিকার।

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥" ক, ২।২।১৫

"সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসকলও প্রকাশ করে না; এই অগ্নি আবার কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয়; তাঁহার দীপ্তিতেই এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়।"

এতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার স্বরূপের যে বর্ণনা করা হইল, সেবিষয়ে তিনটি আপত্তি উঠিতে পারে—(১) দেহাদি যেমন অন্য বস্তুকে প্রকাশের চেষ্টা করে আত্মাও যদি সেইরূপ জগৎকে প্রকাশের চেষ্টা করেন, তবে আত্মা নির্বিকার, কূটস্থ থাকিবেন না। (২) আত্মা চেষ্টা না করিলে কিছু প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। (৩) দেহাদিবিরহিত স্বীয় স্বরূপের দ্বারা আত্মা জগৎকে প্রকাশিত করিতে থাকেন তো জগতের জ্ঞান চিরকাল মানুষের থাকিয়া যাইবে, অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞান কখনও হইবে না। পরবর্তী শ্লোকে

স্বরূপের আরও বর্ণনা করিয়া উক্ত আপত্তিসমূহের খণ্ডন করিতেছেন।

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব॥ ১২৯

যস্য (যাঁহার) সন্নিধিমাত্রেণ (সমীপতা হইতে) দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) স্বকীয়েষু বিষয়েষু (স্বস্ব-বিষয়ে) প্রেরিতাঃ ইব [ভৃত্যের ন্যায়] (প্রেরিত হইয়া) বর্তন্তে (চেষ্টা করিতে থাকে) [তিনি আত্মা]। ১২৯

যাঁহার উপস্থিতি-মাত্র হইতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—প্রভুর উপস্থিতিতে সেবকগণ যেমন স্বস্ব-কর্মে লিপ্ত থাকে—সেই প্রকার স্বস্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তিনি আত্মা। ১২৯

অহংকারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্ যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা॥ ১৩০

অহংকারাদি-দেহান্তাঃ (অহংকার, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ) বিষয়াঃ (বিষয়সমূহ) চ (এবং) সুখাদয়ঃ (সুখদুঃখ-প্রভৃতি) নিত্যবোধস্বরূপিণা যেন (নিত্যবোধস্বরূপ যে আত্মার দ্বারা) ঘটবৎ (ঘটাদির ন্যায়) বেদ্যন্তে (জ্ঞাত হয়)। ১৩০

অহংকার, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ (যেগুলি বিষয়সমূহের এবং সুখদুঃখাদির ভোক্তা ও ভোগের সাধন), রূপরসাদি বিষয় এবং সুখদুঃখাদি যে নিত্যবোধস্বরূপ আত্মার দ্বারা ঘটাদির ন্যায় বিষয়রূপে প্রকাশিত হয় (সেই আত্মাই তোমার জ্ঞাতব্য)। ১৩০

"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ।" বৃ, ৪।৩।২৩ "দ্রষ্টা [সাক্ষিস্বরূপ আত্মা] অবিনাশী বলিয়া তাঁহার দৃষ্টির বিনাশ নাই।"

অহংকার জড় পদার্থ; ইহা চৈতন্যের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া

দেহাদিকে প্রকাশ করে। সুষুপ্তিকালে অহম্-এর লয় হয়। সুতরাং অহম্ আনন্দের অনুভাবক নয় ; চিদাত্মাই আনন্দানুভব করেন।

এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ১৩১

এষঃ অন্তরাত্মা (এই অন্তরাত্মা, সাক্ষী) পুরাণঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ) নিরন্তর-অখণ্ড-সুখানুভূতিঃ (নিত্য-অখণ্ড-সুখানুভবস্বরূপ) সদা একরূপঃ (সর্বদা একরূপ) প্রতিবোধমাত্রঃ (কেবল জ্ঞানস্বরূপ), যেন ইষিতাঃ (যাঁহারা দ্বারা প্রেরিত হইয়া—যাঁহার ইচ্ছায়) বাক্-অসবঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ) চরন্তি (স্বস্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয়)। ১৩১

যাঁহার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়সমূহ ও প্রাণ স্বস্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয় তিনি এই অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষ, নিত্য-অখণ্ড-সুখানুভবস্বরূপ, সর্ব্বদা একরূপ এবং জ্ঞানমাত্রস্বরূপ (সর্ববৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা)। ১৩১

নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ এই শ্লোকের লক্ষ্য। 'যেন ইষিতাঃ' এই দুই শব্দের দ্বারা কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সেই শ্রুতিবাক্যটি—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥" "কাঁহার অভিপ্রায়-অনুসারে নিয়োজিত হইয়া মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয় ? কাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বপ্রধান প্রাণ স্বকার্যে গমন করে ? কাঁহার অভিপ্রায়-অনুযায়ী (লোকে) এই বাক্য উচ্চারণ করে ? কোন্ জ্যোতিষ্মান্‌ই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্বস্ববিষয়ে নিযুক্ত করেন ?"

'প্রতিবোধ'-শব্দটিও কেনোপনিষৎ হইতে গৃহীত। "প্রতিবোধ-বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।" ২।৪ "যখন প্রতি বুদ্ধি-প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মরূপে ব্রহ্মকে অনুভব করা যায় তখনই প্রকৃত জ্ঞান হয়; কেন না এই প্রকার জ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়।"

'সদা একরূপঃ' ছান্দোগ্য উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (৬।২।১) এই মন্ত্রের প্রতিধ্বনি। এই মন্ত্রের অর্থ—'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব বা সত্য নাই, জীবজগৎও নাই। তিনিই একমাত্র সত্তা।' 'অন্তরাত্মা'-শব্দটির লক্ষ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।৮) মন্ত্রাংশ—'অন্তরতরং যদয়মাত্মা।' 'এই যে আত্মা ইনি বাহ্য সকল বস্তু হইতে অন্তরতম।'

এই আত্মাকে কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে, বলা হইতেছে—

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়া-
মব্যাকৃতাকাশ উশৎপ্রকাশঃ।
আকাশ উচ্চৈ রবিবৎ প্রকাশতে
স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩২ ॥

অত্র এব (এই দেহে), সত্ত্ব-আত্মনি (সত্ত্বগুণ-প্রধান অন্তঃকরণে) ধী-গুহায়াম্ (বুদ্ধিরূপ গুহায়), অব্যাকৃত-আকাশে (মায়াখ্য কারণশরীরে) উশৎপ্রকাশঃ (কমনীয়-তেজোযুক্ত) আকাশঃ (আত্মা) স্বতেজসা (নিজের তেজের দ্বারা) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বকে) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চে অবস্থিত) রবিবৎ প্রকাশতে (সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ থাকেন—সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকেন)। ১৩২

এই দেহে, সত্ত্বগুণপ্রধান অন্তঃকরণে, বুদ্ধিরূপ গুহায় এবং কারণ-শরীরে, জ্যোতিষ্মান্ আত্মা স্বীয় তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া ঊর্ধ্বে প্রকাশমান সূর্যের ন্যায় সাক্ষিরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ১৩২

তৈত্তিরীয় উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্রুতি এই শ্লোকের লক্ষ্য—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। ২।১।৩

"যিনি সত্য-জ্ঞান-ও-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে অবস্থিতরূপে দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞব্রহ্মরূপে যুগপৎ সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করেন।" (তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বগত, সর্বাত্মা ও নিত্যব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হওয়ার ফলে সাংসারিক জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়সহায়ে বিষয়ভোগ করেন না।)

শ্রুতিতে বহুস্থলে 'আকাশ'-শব্দ 'ব্রহ্ম'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত—(১) "অস্য লোকস্য কা গতিরিতি? আকাশ ইতি হোবাচ। সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্॥" ছা, ১।৯।১ (শালাবত্য ঋষি রাজা প্রবাহণ জৈবলিকে প্রশ্ন করিলেন) "এই লোকের আশ্রয় কি?" (উত্তরে রাজা) বলিলেন, "আকাশ। স্থাবরজঙ্গমাদি এই নিখিল ভূতসমূহ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয়; কারণ আকাশই এই সকল হইতে মহত্তর; সুতরাং আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা।"

"আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।" ছা, ৮।১৪।১ "যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ তিনিই নাম ও রূপের অভিব্যক্তির কারণ। ঐ নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে বর্তমান তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা।"

আত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম-ও-কারণ-শরীরের কোনটিই নন; আত্মা সর্ববিধ জড়ভাবের ও দ্বৈতবোধের ঊর্ধ্বে বিরাজমান। আত্মাকে এইরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে।

আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার। মন যেভাবে বিষয়ের জ্ঞাতা হইয়া বিকারী হয়, আত্মা বিষয়সন্নিধানে সেই প্রকার বিকারী হন না।

জ্ঞাতা মনোঽহংকৃতিবিক্রিয়াণাং
দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।
অয়োঽগ্নিবৎতাননুবর্তমানো
ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিংচন ॥ ১৩৩

[আত্মা] মনঃ-অহংকৃতি-বিক্রিয়াণাং (মন এবং অহংকারের বিকারসমূহের), দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-কৃত-ক্রিয়াণাম্ (দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কৃত ক্রিয়াসমূহের জ্ঞাতা জ্ঞাতা); অগ্নিবৎ অয়ঃ (লৌহপিণ্ডে অগ্নির ন্যায়) তান্ (মন-অহংকার-দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে) অনুবর্তমানঃ (অনুবর্তন করিয়া) ন চেষ্টতে (কোন চেষ্টা করেন না); নো বিকরোতি (বিকারী হন না)। ১৩৩

আত্মা মন এবং অহংকারের বিকারসমূহের ও দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়া-সমূহের জ্ঞাতা। (আত্মা কিভাবে জ্ঞাতা তাহা বলা হইতেছে।) জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডে বর্তমান অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডের আকার-অনুসারে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে অগ্নির কোন পরিবর্তন হয় না, সেই প্রকার আত্মা মন-অহংকার-দেহ-ইন্দ্রিয়াদি উপাধিসমূহের ক্রিয়াসকলের জ্ঞাতারূপে সর্বদা বর্তমান থাকেন। আত্মা নিজে কোন কাজ করেন না বা কোনরূপ বিকারপ্রাপ্ত হন না। ১৩৩

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" ক, ২।২।৯

"যেরূপ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া দাহ্যবস্তুর আকার-অনুযায়ী সেই-সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় এবং সর্বান্তর্যামী

আত্মাও জীবদেহসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন; অথচ তাহাদের অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্তরূপে বর্তমান রহিয়াছেন।"

আত্মা সর্ববিধ বিকারবর্জিত—

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্ধতে
ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।
বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্
ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩৪

নিত্যঃ (চিরবর্তমান) [আত্মা] ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), নো ম্রিয়তে (মরেন না), ন বর্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না), ন ক্ষীয়তে (ক্ষয় পান না), নো বিকরোতি (বিকারপ্রাপ্ত হন না)। অমুষ্মিন্ বপুষি (এই দেহ) বিলীয়মানে অপি (নাশ পাইলেও) স্বয়ং (আত্মা নিজে) ন লীয়তে (নাশপ্রাপ্ত হন না); কুম্ভে অম্বরঃ ইব (কুম্ভমধ্যস্থ আকাশের ন্যায়)। ১৩৪

আত্মা নিত্য; তিনি জন্মান না, মরেন না, বৃদ্ধি পান না, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যান না বা বিকৃত হন না। কোন কুম্ভের মধ্যে যে আকাশ থাকে, সেই কুম্ভ ভাঙ্গিয়া গেলে আকাশের যেমন কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হয় না (কুম্ভমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশ হইতে কোন কালে ভিন্ন নয় বলিয়া), সেইপ্রকার এই দেহ নষ্ট হইলে আত্মা নাশপ্রাপ্ত হন না। ১৩৪

আত্মভিন্ন সব কিছুই ছয় প্রকার বিকারের অধীন।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন ৰভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

ক, ১।২।১৮

"ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা অন্য কোন কারণ হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইঁহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা

অনাদি, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না।”

অহংজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ আত্মার স্বরূপবর্ণনা সমাপ্ত করিতেছেন—

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ ॥ ১৩৫

প্রকৃতি-বিকৃতি-ভিন্নঃ (প্রকৃতি অর্থাৎ অব্যাকৃত এবং পঞ্চমহাভূতাদি কারণ এবং বিকৃতি অর্থাৎ দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত কার্য হইতে ভিন্ন), শুদ্ধবোধস্বভাবঃ (শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ) নির্বিশেষঃ (নাম-জাতি-গুণ-ক্রিয়াদিশূন্য) পরমাত্মা (পরমাত্মা) ইদম্ (এই) অশেষং (নিখিল) সৎ-অসৎ (কার্য ও কারণসমূহ, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ) ভাসয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ (সাক্ষাদ্‌ভাবে সাক্ষিরূপে) জাগ্রৎ-আদিষু অবস্থাসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে) অহম্ অহম্ ইতি (আমি আমি এই প্রকারে) বিলসতি (যেন লীলা করিতেছেন)। ১৩৫

কারণ ও কার্য হইতে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা অখিল স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎকে প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই ‘আমি আমি’ বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া যেন লীলা করিতেছেন। ১৩৫

নিষ্ক্রিয় আত্মা বুদ্ধির বিলাসের সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকেন। শ্রুতি বলিতেছেন, “কতম আত্মা ইতি? যোঽয়ং বিজ্ঞানময় প্রাণেষু হৃদ্যন্ত-র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি।” বৃ, ৪।৩।৭

“(জনক জিজ্ঞাসা করিলেন)—‘আত্মা কোনটি?’ (যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন)—‘এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত, এবং

বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ। তিনি বুদ্ধির সমানাকার হইয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যথাক্রমে বিচরণ করেন, এবং যেন ধ্যান করেন ও যেন সচল হন ; কারণ, তিনি স্বপ্নে উপহিত হইয়া অবিদ্যার পরিণামস্বরূপ এই জাগ্রৎকালীন) জগৎকে অতিক্রম করেন।' (আত্মাতে ক্রিয়া না থাকিলেও বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাতে ক্রিয়া আরোপিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার স্বপ্ন ও জাগরণ হয়।)"

জীবের সকল কর্ম বুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় ; নিত্যমুক্ত আত্মা সেসকলের সাক্ষিরূপে বিরাজমান থাকেন।

আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় এবং ফল—

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরংগাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ ॥ ১৩৬

ত্বম্ (তুমি) অমুং (উক্তলক্ষণ) স্বম্ আত্মানং (স্বীয় যথার্থ আত্মস্বরূপকে) নিয়মিত-মনসা (বিষয়গ্রহণে বিরত মনের সহায়ে) বুদ্ধিপ্রসাদাৎ (বুদ্ধি নির্মল হওয়ার ফলে) আত্মনি (স্বদেহে) 'অয়ম্ অহম্' ইতি ('এই শুদ্ধ আত্মাই আমি' ইহা) সাক্ষাৎ বিদ্ধি (প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর)। [এবং এই সাক্ষাৎকারের ফলে) জনি-মরণ-তরংগ-অপার-সংসারসিন্ধুং (জন্মমৃত্যুতরংগসংকুল অপার ভবসাগর) প্রতর (উত্তীর্ণ হও), ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ (ব্রহ্মরূপে স্থিত হইয়া) কৃতার্থঃ ভব (কৃতার্থ হও)। ১৩৬

তুমি সংযতমনের এবং শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে নিজের দেহে (এই জীবনে) পূর্ববর্ণিত আত্মস্বরূপকে 'এই শুদ্ধ আত্মাই আমি' এইপ্রকারে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর এবং ইহার ফলে জন্মমরণতরংগাকুল অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও ; ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়া কৃতার্থ হও। ১৩৬

“ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি” ছা, ২।২৩।১ “ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্বলাভ করেন।” বস্তুতঃ আমরা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে আমরা নিজেদিগকে ক্ষুদ্র ও ভিন্ন মনে করি।

বন্ধন কি, এই প্রশ্নের উত্তর—

> অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ
> প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
> যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎ সত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা
> পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তন্তুভিঃ কোশকৃদ্বৎ॥ ১৩৭

অত্র (এই) অনাত্মনি (দেহাদিতে) অহম্ ইতি মতিঃ (আমি-জ্ঞান) বন্ধঃ (বন্ধন)। অজ্ঞানাৎ প্রাপ্তঃ (অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত) এষঃ (এই বন্ধ) অস্য পুংসঃ (এই পুরুষের) জনন-মরণ-ক্লেশ-সংপাতহেতুঃ (জন্মমরণরূপ ক্লেশপ্রাপ্তির কারণ)। যেন এব (যে অজ্ঞানের দ্বারা) অয়ম্ (এই পুরুষ) ইদম্ অসৎ বপুঃ (এই অনিত্য দেহকে) সত্যম্ ইতি আত্মবুদ্ধ্যা (‘সত্যই ইহা আমি’ এই বুদ্ধিতে) বিষয়ৈঃ (ভোগ্যবিষয়সমূহের দ্বারা) পুষ্যতি (পোষণ করে), উক্ষতি (স্নানাদি করায়), অবতি (পালন করে); তন্তুভিঃ (সূত্রসমূহের দ্বারা) কোশকৃৎ-বৎ (কোশকার কীট অর্থাৎ গুটিপোকা যেমন নিজ পরিশ্রমে গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে)। ১৩৭

এই অনাত্মা দেহাদিতে ‘আমি’-জ্ঞানই বন্ধন। অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত এই বন্ধন পুরুষের জন্মমরণরূপ ক্লেশপ্রাপ্তির কারণ। এই অজ্ঞানের বশীভূত পুরুষ অনিত্য দেহকে ‘সত্যই এই দেহ আমি’ জ্ঞান করিয়া বিবিধ ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা দেহের পোষণ, মার্জন ও পালন করে; গুটিপোকা যেমন পরিশ্রমে সূতা উৎপাদন করিয়া সেই সূতা দ্বারা নিজের মরণের হেতু গুটি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৩৭

বাঁচিতে চাহিলে গুটিপোকাকে যেমন গুটি কাটিয়া বাহিরে আসিতে এবং বহুপরিশ্রমে নির্মিত গুটিটিকে ত্যাগ করিতে হয়, মুক্তিকাম পুরুষকেও সেইরূপ বহুযত্নে পালিত দেহের উপর 'আমি-আমার'-অভিমান ত্যাগ করিতে হয়।

অজ্ঞানবশতঃ যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা বলিয়া গ্রহণ করিলে যে দুঃখ হয় তাহার দৃষ্টান্ত—

অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-
স্ততো যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥ ১৩৮

তমসা (অজ্ঞানের দ্বারা) বিমূঢ়স্য (অভিভূত ব্যক্তির) অতস্মিন্ (যাহা যাহা নয় তাহাতে) তৎ-বুদ্ধিঃ (সেই-বস্তু-জ্ঞান) প্রভবতি (প্রকাশ পায়)। বিবেকাভাবাৎ বৈ (বিবেকের অভাববশতই) ভুজগে (সর্পে) রজ্জুধিষণা (রজ্জু বলিয়া ভ্রম হয়)। ততঃ (এই ভ্রমজ্ঞানের পর) সমাদাতুঃ (সর্পকে রজ্জু বলিয়া গ্রহণকারীর) অধিকঃ (অনেক) অনর্থব্রাতঃ (বিপৎসমূহ) নিপততি (উপস্থিত হয়)। ততঃ (অতএব) সখে (সখে) শৃণু (শোন), যঃ (যাহা) অসদ্‌গ্রাহঃ (মিথ্যাগ্রহণ) সঃ হি (তাহাই) বন্ধঃ ভবতি (বন্ধন হয়)। ১৩৮

অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তির 'যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা' বলিয়া ভ্রম হয়। বিবেকের অভাববশতই সর্পকে রজ্জু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই ভ্রমের বশীভূত ব্যক্তি যদি রজ্জুকে গ্রহণ করিতে যায় তো তাহার বহু বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। শোন সখে, মিথ্যাগ্রহণই বন্ধন। ১৩৮

ভ্রমজ্ঞানই বন্ধ, ইহা বলা হইল। এখন, বন্ধ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা
স্ফুরন্তমাত্মানমনন্তবৈভবম্ ।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা
তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বম্ ॥ ১৩৯

এষা তমোময়ী আবৃতিশক্তিঃ (এই তমোগুণপ্রধানা আবরণশক্তি) অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয়-বোধশক্ত্যা (অখণ্ড, নিত্য ও অদ্বয় স্বীয় চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা) স্ফুরন্তম্ (প্রকাশমান) অনন্তবৈভবম্ আত্মানম্ (অনন্তপ্রভাবশালী আত্মাকে) অর্কবিম্বম্ (সূর্যমণ্ডলকে) রাহুঃ ইব (রাহু যেভাবে আবৃত করে সেইভাবে) আবৃণোতি (আচ্ছাদন করে) । ১৩৯

এই তমোময়ী আবরণশক্তি অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয়, স্বীয় চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা প্রকাশমান অনন্তপ্রভাবশালী আত্মাকে—রাহু যেমন সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে—সেইভাবে আবৃত করিয়া রাখে। ১৩৯

সূর্যমণ্ডলের উপর পতিত ছায়া অতি তুচ্ছ হইলেও পূর্ণগ্রহণকালে মনে হয়, সূর্য যেন নাই ; সূর্য প্রকাশমান থাকিলেও মনে হয়, সূর্য যেন কিরণ দিতেছেন না। এইরূপে মায়ার আবরণশক্তির দ্বারা আবৃত থাকায় আত্মস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে না।

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
ননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি ।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি ॥ ১৪০

অমলতর-তেজোবতি স্বাত্মনি তিরোভূতে (অতিনির্মল স্বীয় আত্মস্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইলে) পুমান্ (পুরুষ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) অনাত্মানং শরীরং (অনাত্মা শরীরকে) অহম্ ইতি (আমি ইহা) কলয়তি (মনে করে)। ততঃ (ইহার

ফলে) রজসঃ (রজোগুণের) বিক্ষেপাখ্যা উরুশক্তিঃ (বিক্ষেপনাম্নী বলবতী শক্তি) অমুং (ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষকে) কাম-ক্রোধ-প্রভৃতিভিঃ বন্ধনগুণৈঃ (কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বন্ধনরজ্জুসমূহের দ্বারা বাঁধিয়া) পরং ব্যথয়তি (নিদারুণ দুঃখ প্রদান করে)। ১৪০

অতিনির্মল স্বীয় আত্মস্বরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইলে পুরুষ মোহবশতঃ অনাত্মা দেহকে 'আমি' বলিয়া ভ্রম করে। পুরুষ এই ভ্রমের বশীভূত হইলে রজোগুণের বিক্ষেপনাম্নী বলবতী শক্তি তাহাকে কামক্রোধাদির বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিদারুণ দুঃখপ্রদান করিতে থাকে। ১৪০

মহামোহ-গ্রাহগ্রসন-গলিতাত্মাবগমনো
ধিয়ো নানাবস্থাং স্বয়মভিনয়ংস্তদ্‌গুণতয়া।
অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ॥ ১৪১

অয়ং কুৎসিতগতিঃ কুমতিঃ (এই নিন্দিত-দুঃখ-ফলভাগী ভ্রান্ত পুরুষ) মহামোহ-গ্রাহ-গ্রসন-গলিত-আত্ম-অবগমনঃ (মূল অজ্ঞানরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পতিত হওয়ার ফলে আত্মস্বরূপের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায়) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) নানা-অবস্থাং (জাগ্রদাদি বিভিন্ন অবস্থা) তদ্‌গুণতয়া (কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধির গুণসমূহ নিজের মনে করিয়া) স্বয়ম্ অভিনয়ন্ (নিজে সে সকলের অভিনয় করিয়া) বিষয়বিষপূরে (বিষয়বিষের দ্বারা পূর্ণ) অপারে সংসারে জলনিধৌ (অপার সংসারসমুদ্রে) নিমজ্জ্য উন্মজ্জ্য (কখনও ডুবিয়া কখনও ভাসিয়া—উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে)। ১৪১

এই নিন্দিত-দুঃখফলভাগী ভ্রান্ত পুরুষ, মূলাজ্ঞানের দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থা এবং গুণসমূহ নিজের

[illegible] গ্রহণ করিয়া, নিজে বুদ্ধির কার্যসমূহের অভিনয় করিতে থাকে এবং বিষয়বিষে পূর্ণ অপার সংসারসাগরে কখনও ডুবিতে কখনও ভাসিতে থাকে। ১৪১

ভানুপ্রভাসংজনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহংকৃতিরাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্ ॥ ১৪২

ভানুপ্রভাসংজনিত-অভ্রপঙ্‌ক্তিঃ (সূর্যের কিরণ হইতে উৎপন্ন মেঘসমূহ) ভানুং তিরোধায় (সূর্যকে আবৃত করিয়া) যথা বিজৃম্ভতে (যে প্রকারে নিজেরাই আকাশে প্রকাশ পায়) তথা (সেই প্রকারে) আত্ম-উদিত-অহংকৃতিঃ (আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকার) আত্মতত্ত্বং তিরোধায় (আত্মতত্ত্বকে আবৃত করিয়া) স্বয়ং বিজৃম্ভতে (নিজেই প্রকাশ পায়)। ১৪২

সূর্যের কিরণ হইতে উৎপন্ন মেঘমণ্ডল যেমন সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া আকাশ জুড়িয়া থাকে, আত্মা হইতে উৎপন্ন অহংকারও সেইরূপ আত্মতত্ত্বকে আবৃত করিয়া নিজে প্রকাশ পায়। ১৪২

মেঘ স্থায়ী বস্তু নয়; মেঘ সরিয়া গেলে সূর্য স্বমহিমায় প্রকাশ পান। এই প্রকার জীবের অজ্ঞান যখন দূরীভূত হয়, তখন সে স্বস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়।

কবলিতদিননাথে দুর্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো যথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৩

যথা (যেমন) দুর্দিনে (মেঘাচ্ছন্ন দিনে) সান্দ্র-মেঘৈঃ (গাঢ় মেঘের দ্বারা) কবলিত-দিননাথে (সূর্য আচ্ছাদিত হইলে) হিমঝঞ্ঝাবায়ুঃ (শীতল প্রবল বায়ু) এতান্ (মেঘসমূহকে) ব্যথয়তি (পীড়া দেয়, ইতস্ততঃ পরিচালিত করে) [সেইরূপ] অবিরত-তমসা (প্রগাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকারের দ্বারা) আত্মনি আবৃতে (আত্মা আবৃত হইলে) তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ (বলবতী বিক্ষেপশক্তি) মূঢ়বুদ্ধিং (অনাত্মজ্ঞ পুরুষকে) বহুদুঃখৈঃ (বহুদুঃখের দ্বারা) ক্ষপয়তি (পীড়িত করে)। ১৪৩

মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য গাঢ় মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে হিমশীতল প্রবল বায়ু যেমন মেঘগুলিকে ইতস্ততঃ তাড়িত করে, প্রগাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকারের দ্বারা আত্মা আবৃত হইলে বলবতী বিক্ষেপশক্তি সেই প্রকারে অনাত্মজ্ঞ পুরুষকে দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করায়। ১৪৩

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ ॥ ১৪৪

এতাভ্যাম্ (উক্ত দুই) শক্তিভ্যাম্ এব (শক্তির দ্বারাই) পুংসঃ (পুরুষের) বন্ধঃ সমাগতঃ (বন্ধন আসিয়াছে)। যাভ্যাং (যে দুই শক্তিদ্বারা) বিমোহিতঃ (মোহিত, স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া) অয়ং (জীব) দেহং (দেহকে) আত্মানং মত্বা (আত্মা মনে করিয়া) ভ্রমতি (সংসারে ভ্রমণ করিতেছে)। ১৪৪

উক্ত আবরণ ও বিক্ষেপনাম্নী শক্তিদুইটিই পুরুষের সংসারবন্ধনের কারণ। ঐ দুই শক্তির প্রভাবে স্বস্বরূপ ভুলিয়া জীব শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছে এবং বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতেছে। ১৪৪

বন্ধনের স্থিতি কোথায় বলা হইতেছে—

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমো দেহাত্মধীরঙ্কুরো
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ ॥ ১৪৫

সংসৃতিভূমিজস্য (সংসারবৃক্ষের) বীজং (উপাদান-কারণ) তু তমঃ (অজ্ঞান-ই), দেহাত্মধীঃ (দেহে আত্মবুদ্ধি) অঙ্কুরঃ (অঙ্কুর), রাগঃ (ইচ্ছা বা অনুরাগ) পল্লবঃ (পল্লব), কর্ম (কর্মসমূহ) অম্বু (জল), বপুঃ (শরীর) স্কন্ধঃ (গুঁড়ি), অসবঃ (প্রাণবায়ুসমূহ) শাখিকাঃ (শাখাসমূহ), অগ্রাণি (অগ্রভাগসমূহ) ইন্দ্রিয়সংহতিঃ চ (ইন্দ্রিয়সমূহ), বিষয়াঃ (শব্দস্পর্শাদি বিষয়সকল) পুষ্পাণি (পুষ্পসমূহ), নানাকর্ম-সমুদ্ভবং বহুবিধং দুঃখং (নানা কর্ম হইতে উৎপন্ন বহুবিধ দুঃখ) ফলম্ (ফল)। অত্র (এই সংসারবৃক্ষে) ভোক্তা জীবঃ (কর্মফলভোগকারী জীব) খগঃ (পক্ষী)। ১৪৫

[সংসারকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইতেছে।] এই সংসাররূপ বৃক্ষের উপাদানকারণ অজ্ঞান। দেহে আত্মবুদ্ধি এই বৃক্ষের অঙ্কুর, আসক্তি ইহার পল্লব, কর্মসমূহ ইহার জল (জলসেচনের দ্বারা যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কর্মসমূহের দ্বারা এই সংসারের স্থিতি হয়), দেহ ইহার স্কন্ধ, প্রাণসমূহ ইহার শাখা, ইন্দ্রিয়সমূহ শাখাসকলের অগ্রভাগস্থানীয়, বিষয়সকল ইহার পুষ্প, এবং নানা কর্ম হইতে উৎপন্ন বহুবিধ দুঃখ এই সংসারবৃক্ষের ফলের সহিত তুলনীয়। কর্মফলভোগকারী জীব এই সংসারবৃক্ষে বাসকারী পক্ষী। ১৪৫

শ্রুতিতেও জীবকে পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মুঃ, ৩।১।১

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত ঈরিতঃ।
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখ-
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য ॥ ১৪৬

অয়ম্ অনাত্মবন্ধঃ (সংসারবন্ধন) অজ্ঞানমূলঃ (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন), নৈসর্গিকঃ (স্বাভাবিক, কারণান্তরশূন্য), অনাদিঃ (আদিরহিত), অনন্তঃ (অন্তরহিত—একমাত্র জ্ঞাননাশ্য) [বলিয়া] ঈরিতঃ (কথিত হয়)। [এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি] অমুষ্য

(জীবের) জন্ম-অপ্যয়-ব্যাধি-জরাদি-দুঃখপ্রবাহপাতং (জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-জরা প্রভৃতি দুঃখপ্রবাহে পতন) জনয়তি (করায়)। ১৪৬

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ সংসারবন্ধন অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, কারণান্তরশূন্য, আদিরহিত ও অন্তরহিত বলিয়া কথিত হয়। এই অনাত্মবন্ধই জীবের জন্মমৃত্যু-ব্যাধি-জরারূপ দুঃখ-প্রবাহে পতনের কারণ হয়। ১৪৬

গীতাতে সংসারকে অব্যয় ও আদ্যন্তহীন অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ১৫।১।৪

অনাত্মবন্ধকে আপেক্ষিকভাবে 'অনন্ত' বলা হইল। যতকাল অজ্ঞান ততকাল বন্ধন; আত্মজ্ঞানের উদয়ে ইহার নাশ হয়। অজ্ঞানের উৎপত্তি কবে কি প্রকারে হইয়াছে তাহা কেহ জানে না। তাই ইহাকে অনাদি বলা হয়।

একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশসাধন সম্ভব—

নাস্ত্রৈর্ন শস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা
ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা
ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা ॥ ১৪৭

[এই বন্ধন] অস্ত্রৈঃ শস্ত্রৈঃ অনিলেন বহ্নিনা (অস্ত্র-শস্ত্র-বায়ু বা অগ্নির দ্বারা) ছেত্তুং ন শক্যঃ (ছেদন করা সম্ভব নয়); চ কর্মকোটিভিঃ ন (কোটি শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত কর্মের দ্বারাও [ইহার ছেদন] সম্ভব নয়)। ধাতুঃ প্রসাদেন (ধাতার অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তৃরূপ চিত্তের প্রসন্নতা ও আত্মাভিমুখিতা) সিতেন (তীক্ষ্ণ) মঞ্জুনা (শোভন) বিবেক-বিজ্ঞান-অসিনা বিনা (আত্মানাত্মবিচার হইতে উদ্ভূত ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদত্ব-জ্ঞানরূপ খড়্গব্যতীত) [এই বন্ধনের নাশ সম্ভব নয়]। ১৪৭

অস্ত্র-শস্ত্র-বায়ু-অগ্নি প্রভৃতি লৌকিক বা দৈব উপায়ের দ্বারা এই বন্ধনচ্ছেদন সম্ভব নয়। শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত অসংখ্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাও ইহাকে ছিন্ন করা যায় না। চিত্তের প্রসন্নতা, আত্মাভিমুখিতা এবং তীক্ষ্ণ ও মনোহর বিচার হইতে উৎপন্ন জ্ঞানরূপ খড়্গ ব্যতীত আর কোন উপায়ে (ইহার উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না)। ১৪৭

মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অজ্ঞান-অবস্থার জীবের 'ধাতৃ' বা বিধাতা। তাহারা যেমন চালায় তেমন চলি। সে সকল প্রসন্ন অর্থাৎ শুদ্ধ হওয়ার পর আত্মানুভূতি সম্ভব হয়।

"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ।" কঠ, ১।২।২০ "ধাতৃসমূহ অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি আত্মার সেই মহিমা দর্শন করেন ('আমিই সেই আত্মা' এইরূপ অনুভব করেন) এবং এই দর্শনের ফলে আর শোকগ্রস্ত হন না।"

মুক্তির উপায় কী, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে—

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্মনিষ্ঠা
তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং
তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ॥ ১৪৮

শ্রুতিপ্রমাণ-একমতেঃ (বেদের প্রামাণ্যে যাহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে তাহার) স্বধর্মনিষ্ঠা (স্বধর্মে নিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে আগ্রহ [হয়])। তয়া এব (স্বধর্মানুষ্ঠান-নিষ্ঠা দ্বারা) অস্য (এই পুরুষের) আত্মবিশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি [হয়])। বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ (যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়াছে তাহার) পরমাত্মবেদনং (ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যজ্ঞান

[হয়])। তেন এব (এই আত্মজ্ঞানের দ্বারাই) সংসারসমূলনাশঃ (মূল অজ্ঞানের সহিত সংসারের নিবৃত্তি [হয়])। ১৪৮

বেদের প্রামাণ্যে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহার স্বধর্মনিষ্ঠা ও নিষ্কামকর্মে প্রবৃত্তি আসে। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয়। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মজ্ঞান-লাভ হইলে মূল-অজ্ঞানের সহিত সংসারের চিরতরে নিবৃত্তি ঘটে। ১৪৮

যে ব্যক্তি যে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ, সেই কাজের অনুষ্ঠান সেই ব্যক্তির পক্ষে স্বধর্ম-আচরণ। নিষ্কামভাবে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়।

আত্মানাত্ম-বিচারের উপায় বর্ণিত হইতেছে—

কোশৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু বাপীস্থম্ ॥ ১৪৯

নিজশক্তি-সমুৎপন্নৈঃ (নিজশক্তির দ্বারা উৎপন্ন) শৈবালপটলৈঃ (শৈবালসমূহের দ্বারা) বাপীস্থম্ (জলাশয়স্থিত) অম্বু ইব (জলের ন্যায়) অন্নময়াদ্যৈঃ (অন্নময় প্রভৃতি) পঞ্চভিঃ কোশৈঃ (পাঁচটি কোশের দ্বারা) সংবৃতঃ (আবরিত) আত্মা ন ভাতি (আত্মা প্রকাশ পায় না)।১৪৯

জল হইতে উৎপন্ন শেওলা প্রভৃতির দ্বারা আবৃত হইয়া পুষ্করিণীস্থিত জল যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই প্রকারে আত্মার অবিদ্যাশক্তি হইতে উৎপন্ন অন্নময়াদি পঞ্চকোশের দ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা প্রকাশ পায় না। ১৪৯

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ ॥ ১৫০

শৈবাল-অপনয়ে (সেই শৈবাল দূরীকৃত হইলে) তৃষ্ণাসন্তাপহরং (পিপাসা-নাশক) সত্তঃ সৌখ্যপ্রদং (পানমাত্র আনন্দদায়ক) সম্যক্ শুদ্ধং সলিলং (স্বাভাবিক নির্মল জল) পুংসঃ পরং প্রতীয়তে (পুরুষের নিকট বাধাশূন্যরূপে প্রকাশ পায়) । ১৫০

জলের উপরে ভাসমান শৈবালাদি দূর করিয়া ফেলিলে তৃষ্ণানাশক, পানমাত্র আনন্দদায়ক, স্বাভাবিক শুদ্ধ নির্মল জল স্পষ্টরূপে পুরুষের নিকট প্রকাশ পায় । ১৫০

এই প্রকারে আত্মার উপরের আবরণ সরাইতে পারিলে আত্মা স্বমহিমায় প্রকাশিত হন ।

পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্‌রূপঃ পরং স্বয়ংজ্যোতিঃ ॥ ১৫১

পঞ্চানাম্ অপি কোশানাম্ (পাঁচটি কোশেরই) অপবাদে (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা এগুলি আত্মা নয় বলিয়া স্থির ধারণা করিলে) অয়ং (স্বীয় আত্মা) শুদ্ধঃ (নির্মল) নিত্যানন্দৈকরসঃ (সদানন্দস্বরূপ) প্রত্যক্-রূপঃ (সাক্ষিস্বরূপ) পরং (শ্রেষ্ঠ) স্বয়ং-জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশস্বভাব) বিভাতি (প্রকাশ পান) । ১৫১

যখন বিবেক-বিচারের দ্বারা পাঁচটি কোশের কোনটিই আত্মা নয়, এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয় জন্মে, তখন শুদ্ধ, সদানন্দময়, প্রত্যেকের অন্তরে সাক্ষিরূপে স্থিত, শ্রেষ্ঠ, প্রকাশস্বভাব আত্মা স্বতই প্রকাশ পান । ১৫১

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ দ্বিতীয় বল্লীতে পঞ্চকোশের বর্ণনা দ্রষ্টব্য ।

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ।
তেনৈবানন্দী ভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্ ॥ ১৫২

বিদুষা (বিচারবান্ ব্যক্তির দ্বারা) বন্ধমুক্তয়ে (মুক্তিলাভের জন্য) আত্মানাত্মবিবেকঃ (আত্মা কি, অনাত্মা কি, এই বিচার) কর্তব্যঃ (করণীয়) । তেন এব (সেই

কোশ অর্থে আবরণ বা আধার। তরবারির কোশ অর্থাৎ খাপের মধ্যে যেমন তরবারিটি থাকে, সেইরকম অন্নময় প্রভৃতি পাঁচটি কোশের অন্তরালে নিত্যশুদ্ধ আত্মা বিরাজমান থাকেন।

পূর্বং জনেরধিমৃতেরপি নায়মস্তি
জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎপরিদৃশ্যমানঃ
স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা ॥ ১৫৫

অয়ং (এই দেহ বা অন্নময় কোশ) জনেঃ পূর্বং (জন্মের পূর্বে) মৃতেঃ অধি অপি (এবং মৃত্যুর পরেও) ন অস্তি (বর্তমান থাকে না)। [ইহা] জাতক্ষণঃ (জন্মমৃত্যুর মধ্যকালে আবির্ভূত) ক্ষণগুণঃ (অল্পকালের জন্য রমণীয়) অনিয়ত-স্বভাবঃ (প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল) ন একঃ (সর্বদা একরূপ নয়) চ জড়ঃ (এবং জড়) ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ (ঘটের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য দৃশ্যমান নামমাত্রভাগী)। [এই দেহ] ভাববিকারবেত্তা (দেহাদির পরিণামের দ্রষ্টা) স্বাত্মা (নিজের আত্মা) কথং ভবতি (কী প্রকারে হইতে পারে)? ১৫৫

এই দেহ জন্মের পূর্বে বা মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকে না। ইহা জন্মমৃত্যুর মধ্যকালে অল্প সময়ের জন্য আবির্ভূত হয় এবং অল্পকালের জন্যই রমণীয়ভাবে প্রকাশ পায়। ইহা যতদিন বর্তমান থাকে ততদিন একরূপও থাকে না (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিণতি-লাভ করে); ইহা ঘটাদির ন্যায় দৃশ্য পদার্থ (ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণামমাত্র এবং ক্ষণস্থায়ী, দেহও সেইরূপ ভূতসমূহের পরিণাম এবং জড় (চৈতন্যরহিত)। এই প্রকারের দেহ কীরূপে দেহমনের সকল-পরিণামের জ্ঞাতা স্বীয় আত্মা হইতে পারে? (অর্থাৎ জড়দেহ কখনই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নয়; আত্মা দেহ হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন)। ১৫৫

দেহ আত্মা নয় কেন? উৎপন্ন হয়, বিনাশ পায়, অল্পসময়মাত্র বর্তমান থাকে, বিভিন্ন পরিণামপ্রাপ্ত হয়, বিকারগ্রস্ত হয়, দৃষ্ট হয় এবং জড়স্বভাব বলিয়া দেহ আত্মা হইতে পারে না।

পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গেঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ॥ ১৫৬

বি-অঙ্গে অপি (অঙ্গহীন হইলেও) জীবনাৎ (জীবন থাকে বলিয়া) পাণি-পাদাদিমান্ দেহঃ (হস্তপদাদিসংযুক্ত দেহ) আত্মা ন (আত্মা নয়); [কোন কোন অঙ্গনাশ হইলে] তৎ-তৎ-শক্তেঃ (সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তির) অনাশাৎ (নাশ হয় না বলিয়া)। [এই আত্মা] নিয়ম্যঃ ন (কিছুর অধীন নয়) [কিন্তু] নিয়ামকঃ (দেহাদির নিয়ন্তা)। ১৫৬

কোন অঙ্গবিশেষের নাশ হইলেও মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া এবং অঙ্গনাশের সঙ্গে অঙ্গের শক্তি নষ্ট হয় না (ভিতরে উহার অনুভব হয়) বলিয়া হস্তপদাদিযুক্ত দেহ আত্মা হইতে পারে না। আত্মা দেহাদির অধীন নয়, কিন্তু দেহাদির পরিচালক। ১৫৬

দেহ-তদ্ধর্ম-তৎকর্ম-তদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
সত এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ॥ ১৫৭

দেহ-তদ্ধর্ম-তৎকর্ম-তৎ-অবস্থাদি-সাক্ষিণঃ (দেহের এবং দেহের ধর্ম, কর্ম ও অবস্থাদির সাক্ষী) সতঃ আত্মনঃ (সৎস্বরূপ আত্মার) তৎ-বৈলক্ষণ্যম্ (দেহ হইতে পার্থক্য) স্বতঃসিদ্ধম্ এব (স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণিত হয়)। ১৫৭

দেহের এবং দেহের ধর্ম-কর্ম-অবস্থাদির দ্রষ্টা সত্যস্বরূপ আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা অতি-সহজভাবে প্রমাণিত হয়। ১৫৭

দেহের ধর্ম—জন্ম, মৃত্যু, স্থূলতা, কৃশতা প্রভৃতি।
দেহের কর্ম—গমন, অবস্থান প্রভৃতি।

দেহের অবস্থা—বাল্য, যৌবন প্রভৃতি।

আদি শব্দের দ্বারা গৌর, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বুঝিতে হইবে।

যে চেতন আত্মা দেহকে জানিতেছেন, সেই আত্মা যে তাঁহার জ্ঞানের বিষয় দেহাদি হইতে পৃথক্, ইহা বুঝাইতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্‌বিলক্ষণঃ॥ ১৫৮

শল্যরাশিঃ (অস্থির সমাবেশে গঠিত) **মাংসলিপ্তঃ** (মাংসের দ্বারা আবৃত) **মলপূর্ণঃ** (মলপূর্ণ) **অতিকশ্মলঃ** (অতি মলিন বা পাপযুক্ত) **অয়ম্** (এই [দেহ]) **এতৎ-বিলক্ষণঃ** (দেহ হইতে পৃথক্ নিরবয়ব) **স্বয়ং বেত্তা** (প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ জ্ঞাতা আত্মা) **কথং ভবেৎ** (কী প্রকারে হইতে পারে) ? ১৫৮

অস্থির দ্বারা গঠিত মাংসলিপ্ত, মলপূর্ণ এবং পাপযুক্ত এই দেহ কী প্রকারে দেহ হইতে পৃথক্ এবং অন্য প্রমাণের সহায়তা ব্যতীত জ্ঞাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে? ১৫৮

জড়দেহ ও চেতন আত্মা কখনও এক অভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন, আত্মা দেহ নয়। এই শ্লোকে বলিলেন, দেহ কখন আত্মা হইতে পারে না।

আপামর সকলে স্থূলদেহে 'আমি-আমার' জ্ঞান করিয়া থাকে। এই মিথ্যা জ্ঞানকে ত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য।

ত্বঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশা-
বহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো
নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্॥ ১৫৯

মূঢ়জনঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষরাশৌ (ত্বক্-মাংস-মেদ-অস্থি-বিষ্ঠাদ্বারা পূর্ণ শরীরে) অহংমতিং (আমি জ্ঞান) করোতি (করে)। বিচারশীলঃ (বিচারপরায়ণ ব্যক্তি) পরমার্থভূতং (যথার্থ) নিজস্বরূপং বেত্তি (নিজের স্বরূপকে জানেন)। ১৫৯

মোহগ্রস্ত ব্যক্তি চর্ম-মাংস-চর্বি-অস্থি ও বিষ্ঠায় পূর্ণ নিজের স্থূল-শরীরকে 'আমি' বলিয়া মনে করে ; কিন্তু বিচারশীল ব্যক্তি সদা-বর্তমান, দেহ হইতে ভিন্ন স্বীয় শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপকে অনুভব করেন। ১৫৯

অধিকাংশ মানুষেই শরীরকে 'আমি' মনে করে বলিয়া তাহাদের জ্ঞান যথার্থ হইবে, এমন কোন কথা নাই।

বিচার-সামর্থ্যের তারতম্য-অনুসারে মানুষের আত্মা-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইয়া থাকে—

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধি-
র্দেহে চ জীবে চ বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো
ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি ॥ ১৬০

জড়স্য এব (অজ্ঞ ব্যক্তিরই) অহম্ দেহঃ (আমি দেহ) ইতি বুদ্ধিঃ (এইপ্রকার বুদ্ধি [হইয়া থাকে]) তু বিদুষঃ (কিন্তু বিদ্বানের—শাস্ত্রাদি-পাঠের দ্বারা যিনি আত্মার স্বরূপের কথা জানিয়াছেন—তাঁহার) দেহে জীবে চ (দেহে এবং জীবাত্মায়) অহংধীঃ ('আমি'-জ্ঞান [হইয়া থাকে])। বিবেকবিজ্ঞানবতঃ (বিচার হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন এমন) মহাত্মনঃ (মহাত্মার) সদা (সর্বকালে) আত্মনি (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মায়) অহম্ ব্রহ্ম এব (আমি ব্রহ্মই) ইতি মতিঃ (এই প্রকার নিশ্চয় হইয়া থাকে)। ১৬০

অজ্ঞ ব্যক্তি দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে করে। (দেহ ছাড়া তাহার আর পৃথক্ কোন সত্তা থাকিতে পারে, এ কথা সে চিন্তা করিতে

পারে না)। শাস্ত্রপাঠের ফলে যিনি আত্মার কথা জানিয়াছেন, তিনি কখনও দেহকে 'আমি' বলিয়া মনে করেন, আবার কখনও প্রাণাদি-উপাধিযুক্ত জীবচৈতন্যকে নিজের স্বরূপ বলিয়া স্থির করেন। আর, আত্মানাত্মবিচারে নিপুণ উত্তম-অধিকারী পুরুষের বিচারের ফলে বিজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যথার্থ অনুভূতি) উৎপন্ন হইলে তিনি সর্বদা 'আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব করিতে থাকেন। ১৬০

অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে
ত্বঙ্মাংস-মেদোঽস্থি-পুরীষরাশৌ।
সর্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে
কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬১

মূঢ়বুদ্ধে (রে নির্বোধ), অত্র ত্বক্-মাংস-মেদঃ-অস্থি-পুরীষরাশৌ (এই ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি ও পুরীষের রাশিতে) আত্মবুদ্ধিং ত্যজ ('আমি'-জ্ঞান ত্যাগ কর)। সর্বাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি (সকলের আত্মস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মে) [আত্মবুদ্ধি] কুরুষ্ব (কর)। [এবং ইহার ফলে] পরমাং শান্তিং (পরম শান্তি) ভজস্ব (অনুভব কর)। ১৬১

রে নির্বোধ, এই ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি ও পুরীষের রাশি শরীরে 'আমি'-জ্ঞান ছাড়িয়া দাও। সকলের আত্মা নির্বিশেষ ব্রহ্মে আত্মভাবনা করিতে থাক এবং এই ভাবনার ফলে পরমা শান্তি অনুভব কর। ১৬১

কোন কুকর্ম, কুবাক্য বা কুচিন্তা ত্যাগ করিতে পারিলে পরোক্ষ লাভ হয়। যেমন কেহ চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা ত্যাগ করিলে সে আর চোর বা মিথ্যাবাদী থাকে না। কিন্তু দেহে 'আমি'-বোধরূপ মিথ্যাজ্ঞানকে ত্যাগ করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ লাভ হয়—পরমশান্তি-প্রাপ্তি অবিলম্বে ঘটে।

যতই শাস্ত্র পড় বা বিচার কর না কেন, দেহাভিমান থাকিতে মুক্তি নাই।

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং
বিদ্বানহংতাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্তাঽ-
প্যস্ত্বেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী ॥ ১৬২

বিদ্বান্ (বিদ্বান্ ব্যক্তি) অসতি দেহেন্দ্রিয়াদৌ (মিথ্যা দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) ভ্রমোদিতাং (মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) অহংতাং ('আমি'-জ্ঞানকে) যাবৎ (যতক্ষণ) ন জহাতি (ত্যাগ না করেন) তাবৎ (ততক্ষণ) তস্য (তাহার) বিমুক্তিবার্তা ন (মুক্তিলাভের কথাই উঠে না) ; অপি (যদিও) এষঃ (এই ব্যক্তি) বেদান্ত-নয়ান্তদর্শী (বেদান্তে ও নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত) অস্তু (হউন)। ১৬২

কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি, বেদান্তদর্শনে ও নীতিশাস্ত্রে যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, যতক্ষণ না অনিত্য দেহেন্দ্রিয়াদিতে (এবং সকল বিষয়ে) ভ্রম হইতে উৎপন্ন 'আমি-আমার'-বোধ ত্যাগ করিতেছেন, ততক্ষণ তাহার মুক্তিলাভের কোন কথাই উঠিতে পারে না। ১৬২

সুতরাং শরীরকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ?

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্-
জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু ॥ ১৬৩

যথা (যেমন) ছায়াশরীরে (নিজের ছায়ায়) প্রতিবিম্বগাত্রে (জলে বা দর্পণে দৃষ্ট দেহের প্রতিবিম্বে) যৎ স্বপ্নদেহে (যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট শরীরে) হৃদি কল্পিতাঙ্গে (হৃদয়ের মধ্যে কল্পিত শরীরে) যথা (যেমন) তব (তোমার) কাচিৎ (কোন প্রকারেই)

আত্মবুদ্ধিঃ ('আমি'-জ্ঞান) ন অস্তি (থাকে না) জীবৎ-শরীরে চ (জীবিত শরীরেও) তথা এব (সেই প্রকারেই) মা অস্তু (না থাকুক)। ১৬৩

নিজের ছায়ায়, শরীরের প্রতিবিম্বে, স্বপ্নে দৃষ্ট দেহে বা মনের দ্বারা কল্পিত শরীরে যেমন কখনও তোমার 'আমি' বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ জীবিত শরীরকেও তোমার যেন কখনও 'আমি' বলিয়া ধারণা না হয়। ১৬৩

দেহাত্মবোধ-ত্যাগে মুক্তি—

দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং
জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।
যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ
ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা॥ ১৬৪

যতঃ (যে হেতু) দেহাত্মধীঃ এব (দেহে আত্মবুদ্ধিই) অসৎ-ধিয়াং নৃণাম্ (অজ্ঞ মনুষ্যসকলের) জন্মাদি-দুঃখ-প্রভবস্য (জন্মমরণাদি দুঃখের উৎপত্তির) বীজম্ (কারণ) ততঃ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) তাং (দেহে আত্মবুদ্ধিকে) প্রযত্নাৎ (যত্নসহকারে) জহি (ত্যাগ কর)। তু (অবশ্যই) চিত্তে ত্যক্তে (চিত্তের দ্বারা উৎপন্ন দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যক্ত হইলে) পুনঃ (পুনরায়) ভব-আশা ন (জন্মাদির সম্ভাবনা থাকে না)। ১৬৪

শরীরে 'আমি'-অভিমান যেহেতু অজ্ঞ মনুষ্যসকলের জন্মমরণাদি-দুঃখোৎপত্তির কারণরূপে বর্তমান থাকে, সেইহেতু তুমি এই দেহাত্ম-বুদ্ধিকে যত্নের সহিত পরিত্যাগ কর। মনঃকল্পিত দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিলে আর জন্মমরণের সম্ভাবনা থাকে না। ১৬৪

মিথ্যাজ্ঞান হইতেই মানুষের আসক্তি, বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হয়। অন্তঃকরণ এই সকল দোষের বশীভূত হইলে মানুষ ভাল-মন্দ নানাবিধ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল কর্মের ফলে জীব

বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। আর জন্ম হইলেই দুঃখভোগ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান-ত্যাগই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়। দেহাত্মবোধ চলিয়া গেলে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বতঃ প্রকাশিত হইবেন এবং অজ্ঞান চিরতরে নষ্ট হইবে।

'ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।' ছাঃ, ৮।১২।১—'যিনি দেহাভিমানী তাঁহার সুখদুঃখের বিরাম নাই। স্বীয় অশরীরী স্বরূপ জানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারিলে সুখদুঃখ আর স্পর্শ করিতে পারে না।'

অন্নময়কোশ-রূপ স্থূলদেহে আত্মাভিমান করিতে নিষেধ করা হইল। অতঃপর অন্য চারিটি সূক্ষ্মকোশের বর্ণনা করিয়া সেগুলিও যে আত্মা নয়, ইহা বলা হইতেছে—

কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোশঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽনুপূর্ণঃ
প্রবর্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু ॥ ১৬৫

পঞ্চভিঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত) অঞ্চিতঃ (সংযুক্ত হইয়া) অয়ং প্রাণঃ তু (এই প্রাণই) প্রাণময়ঃ কোশঃ ভবেৎ (প্রাণময় কোশ হয়)। যেন (যে প্রাণময় কোশের দ্বারা) অনুপূর্ণঃ (ব্যাপ্ত হইয়া) অসৌ অন্নময়ঃ [কোশঃ] (উক্ত অন্নময় কোশ) সকলক্রিয়াসু (সকল কর্মে) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়)। ১৬৫

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাণই প্রাণময় কোশরূপে পরিণত হয়। এই প্রাণময় কোশের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া জড় অন্নময়কোশ চেতনের ন্যায় সকল কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ১৬৫

শ্রুতি বলিতেছেন—'তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ তেনৈষ পূর্ণঃ।' তৈঃ, ২।২—'এই অন্নরসময় দেহপিণ্ড হইতে পৃথক্ অথচ তাহারই অভ্যন্তরে প্রাণের পরিণামভূত এবং আত্মারূপে কল্পিত প্রাণময়-কোশ আছে। সেই প্রাণময় কোশের দ্বারা অন্নময়-কোশ পরিপূর্ণ।'

কর্মেন্দ্রিয় বলিতে হস্তপদাদি দৃশ্যমান স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহ নয়, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে স্থিত ইন্দ্রিয়সমূহের পরিচালক সূক্ষ্মশক্তিসমূহকে বুঝিতে হইবে।

প্রাণময়-কোশ আত্মা নয়। কারণ, ইহা জড়, বিকারবান্ এবং অনিত্য—

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো
গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্বহিরেষঃ।
যস্মাৎ কিঞ্চিৎ ক্বাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ॥ ১৬৬

এষঃ প্রাণময়ঃ অপি (এই প্রাণময়-কোশও) বায়ুবিকারঃ (অপঞ্চীকৃত বায়ুর বিকার) আত্মা ন এব (জীবাত্মা নয়)। যস্মাৎ (যেহেতু) এষঃ (ইহা) বায়ুবৎ (বায়ুর ন্যায়) অন্তঃ-বহিঃ (ভিতরে ও বাহিরে) গন্তা আগন্তা (যাতায়াতকারী), ক্ব অপি (কোন কালে) কিম্-চিৎ (কিছুমাত্র) ইষ্টম্ অনিষ্টং বা (ভাল কিংবা মন্দ) স্বং বা (নিজেকে বা) কিম্-চন অন্যং বা (অন্য কিছুকে বা কাহাকেও) ন বেত্তি (জানে না); [অধিকন্তু] নিত্যং (সর্বদা) পরতন্ত্রঃ (অন্যের অর্থাৎ মনের অধীন)। ১৬৬

প্রাণময়-কোশ অপঞ্চীকৃত প্রাণবায়ুর বিকার বলিয়া ইহা আত্মা নয়। (ইহার আত্মার সহিত অভিন্ন না হওয়ার অন্যান্য কারণ।)

যেহেতু ইহা বায়ুর ন্যায় ভিতরে ও বাহিরে যাতায়াত করে, যেহেতু ইহা কোন কালে কিছুমাত্র ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, 'কে আপন কে বা পর' নির্ণয় করিতে পারে না এবং যেহেতু ইহা সর্বদা পরাধীন, সেইহেতু ইহা আত্মা হইতে পারে না। ১৬৬

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে প্রাণবায়ু স্থূলভাবে প্রকাশ পায়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোশো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াং-
স্তৎপূর্বকোশমভিপূর্য বিজৃম্ভতে যঃ॥ ১৬৭

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) চ মনঃ (এবং মন) মনোময়ঃ কোশঃ স্যাৎ (মনোময়-কোশ বলিয়া কথিত হয়)। মম অহম্ ইতি ('আমার' এবং 'আমি' এই প্রকারের) বস্তুবিকল্পহেতুঃ (নানাবিধ বস্তু-কল্পনার কারণ), সংজ্ঞাদিভেদ-কলনা-কলিতঃ (নাম, রূপ ও ক্রিয়াদির ভেদবিষয়ক কল্পনার সহিত বর্তমান) বলীয়ান্ (বলবান্) যঃ (যে মনোময়-কোশ) তৎ-পূর্বকোশম্ (তাহার পূর্ববর্তী কোশকে অর্থাৎ প্রাণময়-কোশকে) অভিপূর্য (ব্যাপিয়া) বিজৃম্ভতে (প্রকাশ পায়)। ১৬৭

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন একত্র মনোময়-কোশ বলিয়া অভিহিত হয়। 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি প্রকারের নানাবিধ বস্তুকল্পনার কারণ এবং নামরূপ-ক্রিয়াদি বিবিধ ভেদের সহিত বর্তমান এবং বলবান্ এই মনোময়-কোশ তৎপূর্ববর্তী প্রাণময়-কোশকে ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়। ১৬৭

দেহের চেষ্টাসমূহ প্রাণের অধীন বলিয়া দেহ অপেক্ষা প্রাণ বলবান্। আবার প্রাণের ক্রিয়াসমূহ মনের সংকল্পের উপর নির্ভর করে বলিয়া মনোময়-কোশ বলিষ্ঠ। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ :—'তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ

প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ।' তৈঃ, ২।৩ —'উক্ত প্রাণময় হইতে ব্যতিরিক্ত অথচ তদভ্যন্তরে মনোময় আত্মা (কোশ) আছে। সেই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ।'

জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ মস্তিষ্কে অবস্থান করিয়া দৃশ্যমান চক্ষুকর্ণাদির মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। মনোময়-কোশের কার্য বর্ণিত হইতেছে—

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ
প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-
র্মনোময়াগ্নির্বহতি প্রপঞ্চম্॥ ১৬৮

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ এব হোতৃভিঃ (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পাঁচজন হোমকারীর দ্বারা) বহু-বাসনা-ইন্ধনৈঃ (বহুবাসনারূপ কাষ্ঠরাশির দ্বারা) জাজ্বল্যমানঃ (প্রজ্বালিত) [এবং] বিষয়-আজ্য-ধারয়া (বিষয়রূপ ঘৃতের আহুতির দ্বারা) প্রচীয়মানঃ (সংবর্ধিত) মনোময়াগ্নিঃ (মনোময়কোশ-রূপ অগ্নি) প্রপঞ্চম্ (জন্মরূপ ফল) বহতি (বহিয়া আনে, আনয়ন করে)। ১৬৮

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ পাঁচজন আহুতিপ্রদানকারীর দ্বারা বহুবাসনারূপ কাষ্ঠরাশিসহায়ে প্রজ্বালিত এবং বিষয়রূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা সংবর্ধিত মনোময়কোশ-রূপ অগ্নি জীবের জন্মকর্মময় এই সংসাররূপ ফলপ্রদানের কারণ হয়। ১৬৮

একটি রূপকের সহায়ে মনোময় কোশের ক্রিয়ার বর্ণনা করা হইল। যজ্ঞাগ্নি যজমানকর্তৃক কাষ্ঠেন্ধনের দ্বারা প্রজ্বালিত এবং ঘৃতাহুতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া 'অপূর্ব'-নামক ফলের উৎপত্তি করে এবং সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখে। মনোময়কোশ-রূপ অগ্নিও দেহান্তকালে উৎপন্ন স্মৃতির

দ্বারা জীবের জন্মপ্রবাহের কারণ হয়। জীব ইহলোকে মনের দ্বারা বিষয়সমূহের অনুভব এবং বিষয়সুখ ভোগ করে।

কর্মেন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই এই শ্লোকে বিষয়ভোগের ব্যাপারে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের কর্তৃত্ব বর্ণিত হইল।

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে॥ ১৬৯

মনসঃ অতিরিক্তা (মন হইতে পৃথক্ অন্য) অবিদ্যা ন হি অস্তি (অবিদ্যা অবশ্যই নাই)। মনঃ হি (মনই) ভববন্ধহেতুঃ (সংসারবন্ধনের কারণ) অবিদ্যা (অবিদ্যা)। তস্মিন্ বিনষ্টে (সেই মনের নাশ হইলে) সকলং বিনষ্টং (সকল সংসারবন্ধন নষ্ট হইয়া যায়)। অস্মিন্ বিজৃম্ভিতে (এই মনের প্রকাশ হইলে) সকলং বিজৃম্ভতে (সকল সংসার প্রকাশিত হয়)। ১৬৯

মনের অতিরিক্ত অবিদ্যা নাই; মনই সংসারবন্ধনের হেতু অবিদ্যা। মনের নাশ হইলে সকল সংসারবন্ধন নষ্ট হইয়া যায়; আবার মনের প্রকাশের সহিত সকল সংসার প্রকাশিত হয়। ১৬৯

সংকল্পত্যাগের ফলে মনের নাশ হয়।

মনোবিকারের উৎপত্তির দ্বারা অবিদ্যা জীবের সংসারবন্ধনের কারণ হয়।

এইস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে—অবিদ্যা জগতের উপাদান; আর আলোচ্যমান শ্লোকে মনকেই অবিদ্যা বলা হইল।

তাহা হইলে সুষুপ্তিতে যখন মনের নাশ হয়, তখন জগৎও নষ্ট হইয়া যায় না কেন ? কিন্তু তাহা তো হইতে দেখা যায় না। সুষুপ্ত ব্যক্তির জগদ্‌জ্ঞানের অভাব হইলেও অন্য জাগ্রত ব্যক্তির নিকট জগৎ প্রকাশিত থাকে।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়—যাহার মন প্রকাশ পায় সেই ব্যক্তিই জগৎ দেখে।

আত্মা নিত্য, শুদ্ধ ও পূর্ণ ; তাহার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না। অবিদ্যার প্রভাবে আত্মাকে পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে হয়। সাধনার প্রভাবে মন হইতে অবিদ্যার আবরণ দূরীভূত হইলে আত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশ পায়।

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ-
স্তৎসর্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্ ॥ ১৭০

মনঃ এব (মনই) অর্থশূন্যে স্বপ্নে (বিষয়শূন্য স্বপ্নদর্শনে) স্বশক্ত্যা (নিজের শক্তির প্রভাবে) সর্বং (সমস্ত) ভোক্তৃ-আদি বিশ্বং (ভোক্তা এবং ভোগ্যরূপ সমগ্র বিশ্ব) সৃজতি (সৃষ্টি করে)। তথা এব (সেই প্রকারেই) জাগ্রতি অপি (জাগ্রৎকালেও) ; নো বিশেষঃ (কোন পার্থক্য নাই—মনের স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালের সৃষ্টির মধ্যে)। তৎ (সেই কারণে) এতৎ সর্বম্ (এই সকল স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বস্তুনিচয়) মনসঃ বিজৃম্ভণম্ (মনেরই পরিণাম)। ১৭০

স্বপ্নদর্শনকালে বাহ্যপদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও মনই নিজের শক্তির দ্বারা ভোক্তা ও ভোগ্যের সহিত সকল সংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎও ঐ প্রকারে মনেরই সৃষ্টি। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন সৃষ্টির মধ্যে কোন ভেদ নাই। এই কারণে এই উভয় সৃষ্টিই মনের পরিণামমাত্র। ১৭০

মনই সব কিছু সৃষ্টি করে, মনের অতিরিক্ত কোন বাহ্যবস্তু নাই। স্বপ্নকালীন মনোবিলাসের ন্যায় জাগ্রৎকালীন মনোবিলাসও মিথ্যা।

আপত্তি :—স্বপ্ন ক্ষণকালস্থায়ী এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ কখনও বর্তমান থাকে না বলিয়া স্বপ্ন মিথ্যা বলা যাইতে পারে। কিন্তু জাগ্রৎকাল তো দীর্ঘস্থায়ী এবং জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বা অনুভূত বস্তুসমূহও স্থায়ী। সুতরাং সে সকল বস্তু মিথ্যা হইতে পারে কী প্রকারে? জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বস্তু-সমূহের সত্যতাপ্রমাণের উপযোগী দেশকাল প্রভৃতি কারণসমূহ তো সর্বদা বিদ্যমান দেখা যায়।

উত্তর :—জাগ্রৎকালে বর্তমান মনই স্বপ্নকালের ক্ষণিকত্বের কল্পনা করে। আবার স্বপ্নকালে সেই মনই স্বপ্নদর্শন-সময়ের দীর্ঘত্বের কল্পনা করিয়া থাকে। স্বপ্নদশায় কালের দীর্ঘত্ব অনুভূত হয়; সে অবস্থায় দেশকালাদি কারণসমূহও মন নির্মাণ করে। সুতরাং জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই। মনই সকল কার্যের উপাদান।

সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃ কল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥ ১৭১

সুষুপ্তিকালে (সুষুপ্তির সময়) মনসি প্রলীনে (মন অবিদ্যাতে লীন হইয়া গেলে) কিম্-চিৎ এব (কিছুমাত্রও) ন অস্তি (নাই) [এই প্রকার] সকলপ্রসিদ্ধেঃ (সকলের

নিকট অনুভূত হয় বলিয়া)। অতঃ (এই কারণে) এতস্য পুংসঃ (এই পুরুষের) সংসারঃ (সংসার) মনঃকল্পিতঃ এব (মনের দ্বারা কল্পিতই বটে); বস্তুতঃ ন অস্তি (বস্তুতঃ ইহা নাই)। ১৭১

সুষুপ্তির সময় মন অবিদ্যাতে লীন হইয়া গেলে তখন আর জাগ্রৎ বা স্বপ্নকালে দৃষ্ট (বিক্ষেপ-উৎপাদক) কোন বস্তুই থাকে না। ইহা সকলেরই অনুভবের বিষয়। অতএব, এই সংসার পুরুষের মনঃ-কল্পিতই বটে; বস্তুতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। ১৭১

অবিদ্যা হইতে মনের উৎপত্তি। মন অবিদ্যায় লীন হইলে বাহ্য বা আন্তর জগতের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। মন যখন সংকল্প করে না, তখন জীবের সংসার চলিয়া যায়। একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারা মনের সংকল্পবিকল্পের এবং অবিদ্যার চিরতরে নাশ হইতে পারে।

বায়ুনাঽনীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে॥ ১৭২

বায়ুনা (বায়ুর দ্বারা) মেঘঃ আনীয়তে (মেঘ আনীত হয়), পুনঃ (আবার) তেন এব (তাহার দ্বারাই) নীয়তে (অপসারিত হয়)। বন্ধঃ (বন্ধন) মনসা (মনের দ্বারা) কল্প্যতে (কল্পিত হয়), তেন এব (সেই মনের দ্বারাই) মোক্ষঃ (মুক্তি) কল্প্যতে (কল্পিত হয়)। ১৭২

বায়ুর দ্বারা যেমন মেঘসমূহ আনীত হয়, আবার বায়ুর দ্বারাই মেঘ দূরে অপসারিত হয়—তেমন বন্ধন ও মুক্তি দুইই মনের দ্বারা কল্পিত হয়। ১৭২

আত্মা নিত্যমুক্ত।

মন কী প্রকারে বন্ধন এবং মুক্তি দুইয়েরই কারণ হয় ?

দেহাদিসর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্ গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ সুবিধায় পশ্চাদেনং
বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥ ১৭৩

তৎ মনঃ এব (সেই মনই) দেহাদি-সর্ববিষয়ে (দেহে, ইন্দ্রিয়ে এবং রূপ-রসাদিতে রাগং (প্রীতি) পরিকল্প্য (উৎপাদন করিয়া) তেন গুণেন (সেই অনুরাগের রজ্জুর দ্বারা) পশুবৎ (পশুকে যেমন দড়ির দ্বারা বাঁধা হয়, সেই প্রকারে) পুরুষং বধ্নাতি (পুরুষকে বন্ধন করে)। [আবার সেই মনই] পশ্চাৎ (অন্য সময়ে) অত্র (সকল বিষয়ে) বিষবৎ (বিষের ন্যায়) বৈরস্যং (অপ্রীতি, ত্যাগের ইচ্ছা) সু-বিধায় (উৎপন্ন করিয়া) এনং (এই জীবকে) বন্ধাৎ বিমোচয়তি (বন্ধন হইতে মুক্তি-প্রদান করে)। ১৭৩

মনোময়-কোশই দেহে, ইন্দ্রিয়ে এবং রূপরসাদি-বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করিয়া, পশুকে যেমন দড়ি দিয়া বাঁধা হয় সেইরূপে, আসক্তিরূপ রজ্জুদ্বারা পুরুষকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই মনই আবার অন্য সময়ে (সৌভাগ্যক্রমে যখন বিবেক উৎপন্ন হয় তখন) বিষয়সকল বিষের ন্যায় মারাত্মক এই প্রকার প্রতীতি জন্মাইয়া সকল ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য আনয়ন করে এবং এই পুরুষকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। ১৭৩

বিষকে বিষ বলিয়া জানার পর কেহ তাহা গ্রহণে ব্যগ্র হয় না।

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তো-
র্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।
বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ-
র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্‌॥ ১৭৪

তস্মাৎ (সেই হেতু) অস্য জন্তোঃ (এই পুরুষের) বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে (বন্ধন বা মুক্তির বিধান করিতে) মনঃ কারণম্‌ (মনই কারণ)। রজঃ-গুণৈঃ মলিনং (রজোগুণের দ্বারা মলিন) [মনঃ] বন্ধস্য হেতুঃ (বন্ধনের কারণ); বিরজঃ-তমস্কম্‌ (রজঃ এবং তমোগুণ-বর্জিত) শুদ্ধং (শুদ্ধ মন) মোক্ষস্য (মোক্ষের) [কারণ]। ১৭৪

এই যুক্তিতে মনই মানুষের বন্ধনের এবং মুক্তির কারণ হয়। রজোগুণের দ্বারা মলিন মন জীবের বন্ধনের কারণ; আর রজস্তমোগুণরহিত শুদ্ধ মন মুক্তির কারণ। ১৭৪

রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কামলোভাদির দ্বারা মন মলিন হইয়া জীবের বন্ধনের কারণ হয়।

মনের রজস্তমোরূপা মলিনতা দূর করার উপায় কি?

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকাচ্-
ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনো বিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষো-
স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে॥ ১৭৫

বিবেক-বৈরাগ্য-গুণাতিরেকাৎ (বিবেকবৈরাগ্য-গুণের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে) শুদ্ধত্বম্‌ আসাদ্য (শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া) মনঃ (মন) বিমুক্ত্যৈ ভবতি (মুক্তিলাভের কারণ হয়)।

অতঃ (অতএব) বুদ্ধিমতঃ মুমুক্ষোঃ (বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষুর পক্ষে) অগ্রে (প্রথমেই) দৃঢ়াভ্যাং তাভ্যাং (দৃঢ়-বিবেকবৈরাগ্য-সমন্বিত) ভবিতব্যম্ (হওয়া কর্তব্য)। ১৭৫

বিবেক ও বৈরাগ্য বৃদ্ধি পাইলে মন শুদ্ধ হইয়া মানুষের মুক্তির কারণ হয়। অতএব, প্রথমেই দৃঢ়বিবেকবৈরাগ্যবান্ হওয়ার জন্য প্রযত্ন করা বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য। ১৭৫

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭৬

মনঃ নাম মহাব্যাঘ্রঃ (মননামক মহাব্যাঘ্র) বিষয়-অরণ্যভূমিষু (বিষয়রূপিণী বনভূমিতে) চরতি (বিচরণ করে)। অত্র (এই বিষয়ে) মুমুক্ষবঃ (মুক্তিকামী) যে সাধবঃ (যে সকল সাধু আছেন তাঁহারা) ন গচ্ছন্তু (যাইবেন না)। ১৭৬

মননামক মহাব্যাঘ্র বিষয়ারণ্যভূমিতে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। মুক্তিকাম সাধকগণ এই বিষয়ারণ্যে প্রবেশ করিবেন না (বিষয়ে আসক্ত হইবেন না)। ১৭৬

মনোময়-কোশকে ভীষণ ব্যাঘ্রের সহিত তুলনা করা হইল। মুক্তি চাহিলে রূপরসাদি-বিষয়ে আসক্তি অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্ স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্ গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্ ॥ ১৭৭

স্থূলাত্মনা (জাগ্রৎকালে স্থূলরূপে) সূক্ষ্মতয়া (স্বপ্নে সূক্ষ্মরূপে) অশেষান্ বিষয়ান্ (অসংখ্য বিষয়) মনঃ প্রসূতে (মন সৃষ্টি করিয়া থাকে)। চ (এবং) ভোক্তুঃ (ভোক্তা জীবের) শরীর-বর্ণ-আশ্রম-জাতি-ভেদান্ (স্থূল শরীরের আশ্রয়ে বর্তমান চারি বর্ণ, চারি আশ্রম এবং বিভিন্ন জাতি), গুণ-ক্রিয়া-হেতু-ফলানি (গুণ, ক্রিয়া, হেতু এবং ফলসমূহ) নিত্যম্ (অনবরত) [সৃষ্টি করিয়া থাকে]। ১৭৭

মনই স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য-বিষয়সমূহ এবং ভোক্তা জীবের শরীর-বর্ণ-আশ্রম এবং জাতি প্রভৃতি বিবিধ ভেদ আর গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও ফলসমূহ অনবরত সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১৭৭

গুণ—বিষয় ভাললাগা। ক্রিয়া—বিষয়প্রাপ্তির জন্য বিবিধ চেষ্টা। হেতু—বিষয়প্রাপ্তির বিবিধ উপায়। ফল—উপায়সহায়ে চেষ্টা করায় যাহা পাওয়া যায় তাহা। জন্মমরণাদিও ফলের অন্তর্গত।

মনের প্রভাব বর্ণিত হইতেছে। মন কেবল বিষয় প্রসব করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, অধিকন্তু জীবকে বিষয়ভোগে বদ্ধ করিয়া রাখে :

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু ॥ ১৭৮

অসঙ্গ-চিৎ-রূপম্ (সঙ্গরহিত ও চৈতন্যস্বরূপ) অমুং (জীবাত্মাকে) বিমোহ্য (মোহগ্রস্ত করিয়া) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-গুণৈঃ (দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-রূপ বন্ধনরজ্জুর দ্বারা) নিবধ্য (বাঁধিয়া) অহম্ মম ইতি (আমি-আমার-রূপ) ফল-উপভুক্তিষু (সুখ-দুঃখাদি-ফলের উপভোগে) স্বকৃত্যেষু (মনের কাজ কাম-সংকল্প প্রভৃতিতে) মনঃ (মনই) অজস্রং (নিরন্তর) ভ্রময়তি (ভ্রমণ করায়)। ১৭৮

আত্মা স্বরূপতঃ সঙ্গরহিত ও চৈতন্যস্বরূপ (এবং অকর্তা ও অভোক্তা) হইলেও এই মন তাহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া এবং দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া 'আমি'-'আমার'-রূপ অভিমানের সহিত সুখদুঃখাদি ফলের উপভোগে এবং মনেরই কর্ম কাম-সংকল্পাদিতে সর্বদা লিপ্ত করিয়া রাখে। ১৭৮

বিষয়ে আসক্তির ফলে জীব বদ্ধ হয়।

অধ্যাস (একে আর ভ্রম) জন্মাদি দুঃখের কারণ, আর যাহা অধ্যাস তাহাই অবিদ্যা—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। তবে উক্ত শ্লোকে মনকেই দুঃখভোগের কারণ কেন বলা হইল ?

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিরধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনঃ জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ ॥ ১৭৯

পুরুষস্য (অবিবেকী পুরুষের) অধ্যাসদোষাৎ (অধ্যাসরূপ দোষ হইতে) সংসৃতিঃ (জন্মমরণাদি-প্রাপ্তি) [হয়]। অধ্যাসবন্ধঃ (অধ্যাসরূপ বন্ধন) অমুনা (এই মনের দ্বারা) কল্পিতঃ (সম্পন্ন হয়)। রজঃ-তমঃ-দোষবতঃ (রজঃ ও তমোরূপ দোষযুক্ত) অবিবেকিনঃ (বিচারবিহীন পুরুষের) এতৎ (এই মন) জন্মাদি-দুঃখস্য (জন্মমরণাদিরূপ দুঃখের) নিদানম্ (কারণ)। ১৭৯

অধ্যাসরূপ দোষ হইতে জীবের জন্মমরণাদি-রূপ দুঃখপ্রাপ্তি হয়। আর জীবের অধ্যাসরূপ বন্ধন মনের দ্বারাই কল্পিত হয়। এই মনই রজ ও তমোগুণের বশীভূত এবং বিচারবিহীন মানবের জন্মাদিরূপ দুঃখপ্রাপ্তির কারণ। ১৭৯

অধ্যাস মনেরই সৃষ্টি ; সুতরাং মনই জীবের সংসৃতির নিদান।
যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস।

মনই অবিদ্যা—

অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৮০

অতঃ (এই কারণে) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) মনঃ (মনকেই) অবিদ্যাং (অবিদ্যা) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); বায়ুনা (বায়ুর দ্বারা) অভ্রমণ্ডলম্

ইব (মেঘসমূহের ন্যায়) যেন এব (যে অবিদ্যার দ্বারা) বিশ্বং (বিশ্ব) ভ্রাম্যতে (পরিচালিত হয়)। ১৮০

উক্ত কারণে আত্মজ্ঞ বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনকেই অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। বায়ুর দ্বারা মেঘসমূহ যেমন ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, এই অবিদ্যার দ্বারা জগৎও সেইরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৮০

তত্ত্বদর্শী—আত্মদর্শী ; পণ্ডিত—আত্মানাত্মবিচারনিপুণ

মন শুদ্ধ হইলে লাভ—

তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে ॥ ১৮১

মুমুক্ষুণা (মুক্তিকাম সাধকের দ্বারা) প্রযত্নেন (বিশেষ যত্নের সহিত) তৎ-মনঃ-শোধনং (সেই মলিন মনের শোধন করা) কার্যম্ (কর্তব্য)। চ এতস্মিন্ বিশুদ্ধে সতি (এই মন বিশুদ্ধ হইলে) মুক্তিঃ (মুক্তি) করফলায়তে (করতলগত ফলের ন্যায় আয়ত্ত হয়)। ১৮১

উক্ত কারণে, মলিন মনের শোধনে যত্নশীল হওয়া মুক্তিকাম সাধকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। মন বিশুদ্ধ হইলে—মন হইতে রাগদ্বেষাদি দোষ দূরীভূত হইলে—করতলস্থ কোনও ফলের ন্যায় মুক্তি অতিসহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮১

মুক্তিলাভ একমাত্র মানবদেহে সম্ভব ; আর মুক্তিলাভেই মানব-জীবনের সার্থকতা।

সত্ত্বগুণের উদ্রেকে মন শুদ্ধ, নির্মল হয় ; কিন্তু রজোগুণের নাশ না হইলে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয় না। এখন এই রজোগুণ দূর করার উপায় কী ?

মোক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং নির্মূল্য সংন্যস্য চ সর্বকর্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ ॥ ১৮২

যঃ (যিনি) মোক্ষ-এক-সক্ত্যা (মোক্ষলাভের প্রতি একান্ত প্রীতিসম্পন্ন হইয়া) বিষয়েষু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে) রাগং (আসক্তি) নির্মূল্য (নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া) চ (এবং) সর্বকর্ম (সকল সকাম কর্ম) সংন্যস্য (পরিত্যাগ করিয়া) সৎ-শ্রদ্ধয়া (সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্বাসী হইয়া) শ্রবণাদিনিষ্ঠঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে তৎপর) [ভবতি (হন)] সঃ (তিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) রজঃ-স্বভাবং (বহির্মুখী বৃত্তি) ধুনোতি (নাশ করিয়া ফেলেন)। ১৮২

যে অধিকারী সাধক মোক্ষলাভকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন, এবং বিষয়াসক্তি নিঃশেষে বর্জনপূর্বক সকল সকাম কর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া গুরু ও শাস্ত্র-মুখে বেদান্তবাক্য-শ্রবণ করিয়া উহার বিচার ও ধ্যানে নিরত হন, তিনি বুদ্ধির রজঃস্বভাব অর্থাৎ বহির্মুখী বৃত্তির বিনাশসাধনে সমর্থ হন। ১৮২

ফলে তাঁহার মন নির্মল হয় এবং সেই নির্মল মনে আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

কর্মসংন্যাস—সকাম কর্মত্যাগ। 'কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।'—'পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কাম্যকর্মের পরিত্যাগকে সংন্যাস বলিয়া থাকেন।' গীঃ, ১৮।২

বিষয়াসক্তি নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারিলে তবে সকামকর্ম-ত্যাগ সম্ভব হয়।

মনোময় কোশের স্বরূপবর্ণনান্তে, উহা যে আত্মা নয়, এই সিদ্ধান্ত করা হইতেছে—

মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্ বিষয়ত্বহেতোর্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ॥ ১৮৩

আদি-অন্তবৎ-ত্বাৎ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া), পরিণামি-ভাবাৎ (পরিণাম-প্রাপ্ত হয় বলিয়া), দুঃখাত্মকত্বাৎ (দুঃখাত্মক বলিয়া), বিষয়ত্বহেতোঃ (জ্ঞানের বিষয় বলিয়া), হি (অবশ্যই) মনোময়ঃ অপি (মনোময় কোশও) পরাত্মা (পরমাত্মা) ন ভবেৎ (হইতে পারে না)। হি (অবশ্যই) দ্রষ্টা (দ্রষ্টা) দৃশ্যাত্মতয়া (দৃশ্যরূপে) ন দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হন না)। ১৮৩

মনোময় কোশ যে-হেতু উৎপত্তি ও বিনাশশীল, পরিণামী, দুঃখময় এবং জ্ঞানের বিষয়, সেই হেতু ইহা কিছুতেই পরমাত্মা হইতে পারে না। দ্রষ্টা কখনই দৃশ্যবস্তুরূপে কাহারও জ্ঞানের বিষয় হন না। ১৮৩

'অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ'। (ছাঃ, ৬।৫।১)—'ভুক্ত অন্ন ত্রিবিধ আকারে পরিণত হয়। উহার স্থূলতম অংশ মলে, মধ্যমাংশ মাংসে এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।' 'অস্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্।' ছাঃ, ৬।৮।৬—'এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয় তখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়।' এই দুই শ্রুতিবাক্য দ্বারা মনোময় কোশ যে উৎপত্তি ও বিনাশশীল তাহা বলা হইল।

মন পরিণামশীল। 'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতি-রধৃতি-হ্রী-র্ধী-র্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব।' বৃঃ, ১।৫।৩ 'কাম, সংকল্প, সংশয়জ্ঞান, আস্তিক্যবুদ্ধি, অশ্রদ্ধা, দৃঢ়তা, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয়—এ সকলই মনের বিবিধরূপ।'

মন যে দুঃখাত্মক ইহা সকলের অনুভবের বিষয়।

মন আত্মার জ্ঞানের বিষয়। আমাকে আমি কখনও বিষয়রূপে জানি না।

মনোময়-কোশ যে আত্মা নয়, ইহা প্রমাণিত হইল। অতঃপর বিজ্ঞানময়-কোশের বর্ণনা করা হইতেছে—

বুদ্ধির্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং সবৃত্তিঃ কর্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৮৪

বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ৈঃ সার্ধং (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত) সবৃত্তিঃ (অহংকারাদিবৃত্তিযুক্ত) কর্তৃলক্ষণঃ ('আমি কর্তা' এইপ্রকার অনুভবের সহিত বর্তমান) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) বিজ্ঞানময়-কোশঃ স্যাৎ (বিজ্ঞানময়-কোশ বলিয়া কথিত হয়)। [বিজ্ঞানময়-কোশাখ্য এই বুদ্ধিই] পুংসঃ (অভিমানী জীবের) সংসারকারণম্ (জন্মমরণের হেতু) [হয়]। ১৮৪

বুদ্ধি যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত, অহংকারাদি বৃত্তির এবং 'আমি কর্তা' এই অনুভবের সহিত বর্তমান থাকে, তখন তাহা বিজ্ঞানময়-কোশ নামে অভিহিত হয়। এই বিজ্ঞানময়-কোশই জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ। ১৮৪

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তির্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্বিকারঃ।
জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বভিমন্যতে ভৃশম্ ॥ ১৮৫

অনুব্রজৎ-চিৎ-প্রতিবিম্বশক্তিঃ (চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব যাহার অনুগমন করে সেই) প্রকৃতেঃ বিকারঃ (প্রকৃতির বিকার) জ্ঞানক্রিয়াবান্ (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন) বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ (বিজ্ঞানময় বলিয়া কথিত কোশ) [চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত বলিয়া] অজস্রং (সর্বদা) ভৃশং (সম্পূর্ণরূপে) দেহেন্দ্রিয়াদিষু (দেহে এবং ইন্দ্রিয়াদিতে) অহম্ (আমি এইসকল) ইতি (এইরূপ) অভিমন্যতে (অভিমান করিয়া থাকে)। ১৮৫

চিৎ-শক্তির প্রতিবিম্বের সহিত বর্তমান, প্রকৃতির বিকার, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞানময়-কোশ। [স্বভাবতঃ জড় হইলেও চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত হওয়ার জন্য] সর্বদা সম্পূর্ণরূপে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ 'আমি' এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে। ১৮৫

বিজ্ঞানময়-কোশ স্বরূপতঃ জড় এবং চেতনারহিত হইলেও চেতন আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ইহাকে চেতন বলিয়া মনে হয়। ইহা সৃষ্টির উপাদান মায়ার বিকার। ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়সহায়ে জ্ঞানবান্ এবং কর্মেন্দ্রিয়সহায়ে ক্রিয়াবান্ বলিয়া প্রতীত হয়।

অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যান্যপুণ্যানি চ
তৎফলানি ॥ ১৮৬

অয়ম্ (এই) অহং-স্বভাবঃ ('আমি' এই প্রতীতির আশ্রয় বিজ্ঞানময়-কোশ) অনাদিকালঃ (উৎপত্তিকাল-রহিত) জীবঃ (জীব [বলিয়া কথিত হয়])। [এই জীব] সমস্ত-ব্যবহার-বোঢ়া (লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্মের নির্বাহকর্তা)। [ইহা] পূর্ববাসনঃ (পূর্ব-পূর্ব-বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া) পুণ্যানি, অপুণ্যানি কর্মাণি অপি (পুণ্য ও পাপকর্ম-সমূহ) করোতি (করিয়া থাকে) চ (এবং) তৎফলানি (সেই শুভাশুভ কর্মসমূহের ফলসমূহ) [ভোগ করে]। ১৮৬

(পরবর্তী শ্লোকের 'ভুঙ্‌ক্তে' এই পদের সহিত সম্বন্ধ।)

অহংবোধের আশ্রয়, উৎপত্তিরহিত, বিজ্ঞানময়কোশ-রূপ এই জীব লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পূর্ববাসনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহা সৎ ও অসৎ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে এবং সুখদুঃখাদি-রূপ ঐ সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ১৮৬

জীবের কবে উৎপত্তি হইল তাহা বলা যায় না; কিন্তু এই জীব-বোধ চিরকাল থাকে না, সাধনার দ্বারা ইহার অবসান ঘটাইয়া মুক্তিলাভ সম্ভব, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

বিজ্ঞানময়-কোশের দ্বারাই যে কর্মাদি অনুষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপি চ।' তৈঃ, ২।৫—'বিজ্ঞানময়-কোশ যজ্ঞের প্রয়োজক এবং কর্মসমূহের অনুষ্ঠাতা।'

ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্ধ্বমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যবস্থাঃ সুখদুঃখভোগঃ ॥ ১৮৭

['ভুঙ্‌ক্তে' 'ভোগ করে' এই পদ পূর্ববর্তী শ্লোকের অন্বয়ে গৃহীত হইয়াছে।]

এষঃ (এই বিজ্ঞানময়-কোশরূপী জীব) বিচিত্রাসু অপি যোনিষু (বিবিধ যোনিতে) ব্রজন্ (ভ্রমণ করিয়া) ঊর্ধ্বম্ আয়াতি (ঊর্ধ্বদেশে যায়) অধঃ নির্যাতি (নিম্নদেশে পতিত হয়)। অস্য (এই) বিজ্ঞানময়স্য এব (এই বিজ্ঞানময়কোশরূপী জীবেরই) জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি-অবস্থাঃ (জাগ্রৎস্বপ্নাদির অনুভব) [এবং] সুখদুঃখভোগঃ (সুখদুঃখ-ভোগ) [হইয়া থাকে]। ১৮৭

বিজ্ঞানময়কোশরূপী এই জীব নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কখনও ঊর্ধ্বগতি কখনও বা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জাগ্রৎস্বপ্নাদি অবস্থার অনুভব এবং সুখদুঃখাদিরও অনুভব এই বিজ্ঞানময় জীবেরই হইয়া থাকে। ১৮৭

শুদ্ধ আত্মা নির্বিকার। তাহার জন্মমরণ, সুখদুঃখ-ভোগ বা জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থার অনুভব—এসব কিছুই হয় না। এই সকলের অনুভবকর্তা জীব শুদ্ধ আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র।

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্মগুণাভিমানং সততং মমেতি।
বিজ্ঞানকোশোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ॥
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥ ১৮৮

পরাত্মনঃ (পরমাত্মার) প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ (অত্যন্ত সন্নিহিত হওয়ার জন্য) অতিপ্রকাশঃ (অত্যন্ত-প্রকাশস্বভাব) অয়ং বিজ্ঞানকোশঃ (এই বিজ্ঞানময়-কোশ) দেহাদিনিষ্ঠ-আশ্রম-ধর্ম-কর্ম-গুণাভিমানং (দেহাদিতে আশ্রিত আশ্রমবিহিত ধর্ম-কর্ম-গুণাদিতে অভিমান) মম ইতি ('আমারই সব' এই প্রকার) [করোতি (করিয়া থাকে)]। অতঃ (এই কারণে) এষঃ (বিজ্ঞানময়-কোশ) অস্য (শুদ্ধ আত্মার) উপাধিঃ ভবতি (উপাধি হইয়া থাকে)। ভ্রমেণ (অজ্ঞানবশে) যৎ-আত্মধীঃ (যাহাতে আমিত্বের আরোপ করিয়া) [আত্মা] সংসরতি (জন্মমৃত্যু অনুভব করিয়া থাকে)। ১৮৮

অত্যন্ত-প্রকাশস্বভাব এই বিজ্ঞানময়-কোশ শুদ্ধ আত্মার অত্যন্ত সন্নিহিত হওয়ার জন্য দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান এবং আশ্রম-বিহিত ধর্মকর্মগুণাদি 'আমারই সব'—এই প্রকার অভিমান করিয়া থাকে। এই কারণে বিজ্ঞানময়-কোশও শুদ্ধ আত্মার আর একটি উপাধি। ভ্রমবশতঃ 'এই বিজ্ঞানময়-কোশই আমি' এইরূপ অনুভব করিয়া আত্মা জন্মমরণাদির অনুভব করিয়া থাকে। ১৮৮

বিজ্ঞানময়-কোশ যে স্বয়ংপ্রকাশ সে বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৮৯

যঃ অয়ং (এই যে) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানপ্রায়, বুদ্ধির অনুসারী) প্রাণেষু (সকল কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) [এবং] হৃদি (বুদ্ধিতে) স্ফুরতি (প্রকাশিত হয়), অয়ং (এই) জ্যোতিঃ (চৈতন্যস্বরূপ) কূটস্থঃ সন্ (নির্বিকার হইলেও) উপাধিস্থঃ (উপাধিসকলে

বর্তমান থাকিয়া) কর্তা ভোক্তা ভবতি (কর্তা এবং ভোক্তা বলিয়া নিজেকে মনে করেন)। ১৮৯

যে বিজ্ঞানময়-কোশের বিষয় বর্ণনা করা হইতেছে, সেই বিজ্ঞানময় সকল কর্মেন্দ্রিয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে এবং বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ নির্বিকার হইলেও উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া নিজেকে মনে করেন। ১৮৯

আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। 'হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।' মুঃ, ২।২।৯— 'জ্যোতির্ময় এবং শ্রেষ্ঠ কোশমধ্যে (হৃদয়ে) অবিদ্যাদোষরহিত ও নিরবয়ব ব্রহ্ম অবস্থিত ; তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থসমূহেরও অবভাসক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানী (শব্দাদিবিষয়ক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষী বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে জানেন) তাঁহারাই মাত্র এই ব্রহ্মকে অবগত হন।'

আলোচ্য শ্লোকের লক্ষ্য শ্রুতিবাক্য—'কতম আত্মা ইতি? যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ···।' বৃঃ, ৪।৩।৭—'আত্মা কোন্‌টি? এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ।'

বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মার দেহধারণ—

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধেস্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং স্বতঃ পৃথক্‌ত্বেন মৃদো ঘটানিব॥ ১৯০

[আত্মা] সর্বাত্মকঃ সন্ অপি (সর্বাত্মক হইলেও) মৃষাত্মনঃ (মিথ্যাস্বরূপ) বুদ্ধেঃ (বিজ্ঞানময়-কোশের সহিত) তাদাত্ম্যদোষেণ (নিজেকে অভিন্ন মনে করার দোষে দূষিত হইয়া) পরং (পরে) স্বয়ং (নিজে) আত্মানং (নিজেকে) স্বতঃ (নিজের থেকে) পৃথক্‌ত্বেন বীক্ষতে (পৃথক্‌ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন); মৃদঃ (মাটি হইতে) ঘটান্ ইব (ঘটসমূহকে যেমন) [অজ্ঞ ব্যক্তি পৃথক্ মনে করিয়া থাকে]। ১৯০

অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন ঘটকে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে, শুদ্ধ আত্মা সর্বাত্মক হইলেও মিথ্যাস্বরূপ বিজ্ঞানময়-কোশের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করার ফলে বুদ্ধির দোষে দূষিত হইয়া নিজেকে স্ব-স্বরূপ হইতে পৃথক্ দেহধারী জীবরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। ১৯০

মৃত্তিকা ও ঘট মূলতঃ একই বস্তু; তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল নাম ও রূপকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান। আর নাম ও রূপ মনের দ্বারা কল্পিত হয় মাত্র; তাহাদের বাস্তব সত্তা নাই।

আত্মা উপাধির ধর্ম কিভাবে নিজেতে আরোপিত করেন, তাহার দৃষ্টান্ত—

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা হ্যুপাধিধর্মাননুভাতি তদ্‌গুণঃ।
অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ সদৈকরূপোঽপি পরঃ
স্বভাবাৎ ॥ ১৯১

স্বভাবাৎ (নিজের স্বভাবে—স্বরূপে) পরঃ (ভিন্ন—উপাধিসমূহ হইতে) সদা একরূপঃ অপি (সর্বদা অপরিবর্তনীয় হইলেও) পরাত্মা হি (পরমাত্মাই) উপাধিসম্বন্ধবশাৎ (উপাধিসমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ) তদ্‌গুণঃ (উপাধিসমূহের গুণযুক্তরূপে) অনুভাতি (প্রকাশ পান); অবিকারি-বহ্নিবৎ (বিকাররহিত অগ্নি যেমন) অয়ঃ-বিকারান্ (লৌহের বিকার গোল, লম্বা প্রভৃতিরূপ) [ধরিয়া প্রকাশ পায়]। ১৯১

আত্মা স্বভাবতঃ উপাধিসমূহ হইতে ভিন্ন এবং পরিবর্তনরহিত হইলেও (নামরূপাদি) উপাধিসমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উপাধিসমূহের গুণ-অবলম্বনে প্রকাশ পান। (কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তাহার দৃষ্টান্ত)। অগ্নির গোল, লম্বা প্রভৃতি আকার না থাকিলেও তাহাতে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আকারের লৌহখণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অগ্নি যেমন বিভিন্ন

আকারে প্রকাশ পায়, উপাধি-অবলম্বনে আত্মাও সেইরূপ উপাধিমান্‌রূপে প্রকাশ পান। ১৯১

উপাধির দোষ বা গুণের সহিত আত্মা অণুমাত্রও লিপ্ত হন না।

এপর্যন্ত গুরু যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—দেহাদি-সংঘাতে আত্মা-অধ্যাসই জীবের বন্ধন। স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞানরূপ আবরণ ও বিক্ষেপ হইতে বন্ধনের উৎপত্তি। অজ্ঞান যতক্ষণ বন্ধনও ততক্ষণ। এ যেন সূতা ছাড়া যেমন কাপড় থাকে না তেমন। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভূতি হইতে বন্ধনের নিবৃত্তি হয়। বন্ধননিবৃত্তি আর মোক্ষ একই কথা। অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্যন্ত জড়সমূহ অনাত্মা। জড়বর্গের সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান চিদাত্মাই পরমাত্মা।

গুরুর উক্তরূপ উপদেশ হইতে শিষ্যের সংশয়নিবৃত্তি না হওয়ায় শিষ্য আরও বিশদভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলেন।

শিষ্য উবাচ

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাঽস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।
তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে ॥ ১৯২

শিষ্যঃ উবাচ (শিষ্য বলিলেন)—পরাত্মনঃ (শুদ্ধ আত্মার) জীবভাবঃ (জীবত্ব-স্বীকার) ভ্রমেণ (ভ্রমের দ্বারা) বা (অথবা) অন্যথা অপি (অন্য কারণেই) অস্তু (হউক), তৎ-উপাধেঃ (তাহার অবিদ্যা প্রভৃতি উপাধির) অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব স্বীকৃত হয় বলিয়া) অনাদেঃ (আদিহীন বস্তুর) নাশঃ (বিনাশ) ন ইষ্যতে (সম্ভব হয় না)। ১৯২

শিষ্য বলিলেন—শুদ্ধ আত্মার জীবভাব-স্বীকার ভ্রমবশতঃ হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, তিনি যে উপাধি অবলম্বন করেন, সেই

অবিদ্যারূপ উপাধি অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। আর অনাদি বস্তুর নাশ তো সম্ভব হয় না। ১৯২

অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যা ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো বদ ॥ ১৯৩

অতঃ (এই কারণে—উপাধি অনাদি বলিয়া) অস্য (দেহাভিমানী আত্মার) জীবভাবঃ (নিজেকে জীব বলিয়া বোধ) অপি (ও) ন নিবর্তেত (নিবৃত্ত হইতে পারে না), সংসৃতিঃ (সংসারে যাতায়াত) নিত্যা ভবতি (সর্বকালে চলিতে থাকে); [সুতরাং] কথং (কি প্রকারে) মে (আমার) তৎ-মোক্ষঃ (সেই মুক্তি) [হইতে পারে], শ্রীগুরো (হে গুরু) বদ (বলুন)। ১৯৩

উপাধি অনাদি বলিয়া দেহাভিমানী আত্মার জীবভাবেরও নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং তাহার সংসারে যাতায়াত সর্বকাল চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আমার কেমন করিয়া মোক্ষ হইতে পারে, হে গুরো, আমাকে সেই কথা বলুন। ১৯৩

শ্রীগুরুরুবাচ

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্ সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥ ১৯৪

শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বলিলেন)—বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্ শিষ্য), ত্বয়া (তোমার দ্বারা) সম্যক্ পৃষ্টং (উপযুক্ত প্রশ্ন হইয়াছে)। ভ্রান্ত্যা (ভ্রম হইতে উৎপন্ন) মোহিত-কল্পনা (অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের 'আমরা জীব' এইরূপ মিথ্যাকল্পনা) প্রামাণিকী ন ভবতি (প্রমাণসিদ্ধ হয় না)। তৎ (তাহা) সাবধানেন (মনোযোগের সহিত শৃণু (শ্রবণ কর)। ১৯৪

শ্রীগুরু বলিলেন—হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য, তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত মিথ্যা কল্পনা (আত্মার জীবভাব)

কখনও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। তোমার প্রশ্নের উত্তর মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। ১৯৪

শিষ্যের প্রশ্ন—আত্মার জীবভাব ভ্রম হইতে বা অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন? ভ্রম ব্যতীত অন্য কারণ স্বীকার করিলে—অর্থাৎ ভ্রমের অভাবকে স্বীকার করিলে—আত্মার জীবভাবকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নৈয়ায়িকেরা আত্মার জীবভাব সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রের বিচার-অনুসারে আত্মার জীবভাব ভ্রমকল্পিত—গুরু এই উত্তর দিলেন। আত্মার জীবত্ব সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে 'এই দেহই আত্মা', ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? কিন্তু নৈয়ায়িকেরা দেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন না।

আত্মার জীবভাব কেন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন—

ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৫

অসঙ্গস্য (সঙ্গরহিত) নিষ্ক্রিয়স্য (ক্রিয়ারহিত) নিরাকৃতেঃ (আকারশূন্য) [আত্মার] ভ্রান্তিং বিনা (ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কোন কারণে) নভসঃ (আকাশের) নীলতাদিবৎ (নীলবর্ণাদির ন্যায় রূপ বা আকৃতিবিশিষ্ট) অর্থসম্বন্ধঃ (বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ) ন ঘটেত (ঘটে না)। ১৯৫

আকাশকে নীলবর্ণ-বিশিষ্ট (বা বৃহৎ গামলার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ যেমন অজ্ঞান ছাড়া আর অন্য কারণে ঘটে না, অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় নিরাকার আত্মার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বোধ সেইরূপ অজ্ঞান ব্যতীত অন্য কারণে হয় না। ১৯৫

আত্মার বিশেষণ তিনটি শ্রুতি হইতে গৃহীত : (১) অসঙ্গ—কোনও বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য। 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।' বৃঃ, ৪।৩।১৫—'এই আত্মা সঙ্গরহিত।' (২) নিষ্ক্রিয়—ক্রিয়ারহিত।

'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥' শ্বেঃ, ৬।১৯

(৩) নিরাকৃতি—আকারশূন্য। 'অস্থূলম্ অনণুম্ অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্' —বৃঃ, ৩।৮।৮

আকাশের কোন বর্ণ নাই ; উহার বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি আমাদের মনের কল্পিত। শুদ্ধ আত্মার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধও আমাদের মনের কল্পিত।

পরবর্তী নয়টি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইতেছে—

স্বস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য প্রত্যগ্‌বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো মোহাপায়ে
নাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ ॥ ১৯৬

দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টা) নির্গুণস্য (নির্গুণ) অক্রিয়স্য (ক্রিয়ারহিত) প্রত্যক্‌-বোধানন্দরূপস্য (সকলের অন্তরে অবস্থিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ) স্বস্য (আত্মার) জীবভাবঃ (জীববোধ) ভ্রান্ত্যা (ভ্রান্তি হইতে) প্রাপ্তঃ (লব্ধ হয়), ন সত্যঃ (উহা সত্য নয়)। অবস্তুস্বভাবাৎ (সত্যবস্তু নয় বলিয়া) মোহাপায়ে (মোহ দূর হইয়া গেলে) ন অস্তি (উহা থাকে না)। ১৯৬

দ্রষ্টা, নির্গুণ, অক্রিয়, সকল জীবের অন্তরে সত্য-জ্ঞান-আনন্দরূপে প্রকাশিত আত্মার জীবভাব অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় ; উহা কখনও সত্য নয়। উহা সত্য নয় বলিয়াই জীবের মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া গেলে জীববুদ্ধিও নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৬

মিথ্যা বস্তু না থাকিলেও প্রতিভাত হইতে দেখা যায়; যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। দড়িতে সাপ কখনও ছিল না বা থাকিবে না। কিন্তু যতক্ষণ দড়িকে সাপ বলিয়া মনে হয় এবং 'উহা দড়ি, সাপ নয়' বলিয়া না জানা যায়, ততক্ষণ ভয় এবং ভয় হইতে উৎপন্ন কষ্ট থাকে। দড়িকে দড়ি বলিয়া জানার সঙ্গে সঙ্গে আর সাপ বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকারে অজ্ঞানবশতঃ আমরা স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মা হইলেও নিজদিগকে বদ্ধ জীব মনে করিয়া দুঃখ পাই।

'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।' শ্বেঃ, ৬।১১—'আত্মা সকলের সাক্ষী ও চৈতন্যাভিব্যক্তির কারণ, তিনি উপাধিরহিত ও গুণবর্জিত।'

'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ তথাঽরসং নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ যৎ।' কঃ, ১।৩।১৫ —'যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয় ও শাশ্বত।'

আত্মার জীবভাব অজ্ঞানকল্পিত, ইহা বলা হইল। এখন জীবের জন্মমৃত্যুও কল্পনামাত্র ইহা বলা হইতেছে—

যাবদ্ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব ভ্রান্তের্নাশে
নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ॥ ১৯৭

প্রমাদাৎ (বিচারের অভাববশতঃ) মিথ্যাজ্ঞান-উজ্জৃম্ভিতস্য (মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) অস্য (জীবভাবের) সত্তা (বর্তমানতা) যাবৎ (যতক্ষণ) ভ্রান্তিঃ (ভ্রান্তি [থাকে]) তাবৎ এব (ততক্ষণই [থাকে])। রজ্জ্বাং (রজ্জুতে) সর্পঃ (সর্পজ্ঞান) ভ্রান্তিকালীনঃ এব (কেবলমাত্র ভ্রমকালেই [থাকে]); ভ্রান্তেঃ (ভ্রান্তির) নাশে (নাশ হইলে) সর্পঃ অপি (সর্পও) ন এব (থাকে না), তৎ-বৎ (এই প্রকারেই [অজ্ঞান চলিয়া গেলে আমাদের জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়])। ১৯৭

যতক্ষণ ভ্রান্তি থাকে, আত্মস্বরূপ-বিচারের অভাববশতঃ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন জীবভাবও ততক্ষণ-মাত্র বিদ্যমান থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রমকালে মাত্র থাকে, রজ্জুতে সর্পভ্রম নষ্ট হইলে আর সর্প দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ অজ্ঞাননাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবভাবও নষ্ট হইয়া যায়। ১৯৭

রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রাতিভাসিক জ্ঞান, ব্যাবহারিক নয়; যতক্ষণ ভ্রম থাকে ততক্ষণ ঐ জ্ঞান থাকে। রজ্জুবিষয়ক প্রমা (যথার্থজ্ঞান—রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বোধ) উৎপন্ন হইলে সর্পজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়।

আত্মার জীবভাব এবং জন্মমরণাদিরূপ সংসার কল্পিত বলা হইল। কিন্তু জীবের অবিদ্যারূপ উপাধিকে অনাদি বলা হইয়াছে। যাহার আদি নাই তাহার নাশও হয় না বলিয়া তো মনে হয়। আর উপাধির নাশ না হইলে আত্মার জীবভাব এবং সংসারেরও কোন কালে নাশ হইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। এই সংশয় পরবর্তী শ্লোকে নিবারিত হইতেছে—

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি ॥ ১৯৮
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্ ॥ ১৯৯

অবিদ্যায়াঃ (অবিদ্যার) তথা (এবং) কার্যস্য অপি (অবিদ্যার কার্যেরও) অনাদিত্বম্ (অনাদিত্ব) ইষ্যতে (স্বীকৃত হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) বিদ্যায়াম্ উৎপন্নায়াং (বিদ্যা উৎপন্ন হইলে) আবিদ্যকম্ (অবিদ্যার কার্য অন্তঃকরণ ও জগৎ) অনাদি অপি (অনাদি হইলেও) প্রবোধে (জাগরণকালে) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের ন্যায়) সহমূলং (মূল-অবিদ্যার সহিত) বিনশ্যতি (নাশ পায়)। ইদম্ (অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন

জগৎ) অনাদি অপি (অনাদি হইলেও) প্রাগভাবঃ ইব (প্রাগভাবের ন্যায়)। নো নিত্যম্ (নিত্য নয়) [ইহা] স্ফুটম্ (উপলব্ধ হয়)। ১৯৮-১৯৯

অবিদ্যা এবং তাহার কার্য এই সংসার, উভয়ই অনাদি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) উৎপন্ন হইলে অবিদ্যার কার্য অন্তঃকরণ ও জগৎ অনাদি হওয়া সত্ত্বেও উহাদের মূল অবিদ্যার সহিত নষ্ট হইয়া যায়; জাগরণের পর স্বপ্নসমূহ যেভাবে নাশ পায় সেইভাবে নষ্ট হয়। অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন এই জগৎ অনাদি হইলেও প্রাগভাবের ন্যায় নাশশীল, নিত্য নয়; ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। ১৯৮-১৯৯

প্রাগভাব (প্রাক্+অভাব)=কোন বস্তু কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে ইহাও বুঝায় যে সেই বস্তু সেই সময়ের প্রাক্ (পূর্বে) বর্তমান ছিল না; তখন তাহার 'অভাব' ছিল। এই অভাব অনাদি। কিন্তু সেই বস্তুর উৎপত্তির সঙ্গে উহার সেই 'প্রাগভাব'টি নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার অবিদ্যা অনাদি হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার নাশ হয়। তাই বলা হইল অবিদ্যা প্রাগভাবের ন্যায় অনিত্য।

অনাদি অবিদ্যার বিনাশ কিভাবে 'স্ফুট' হয় তাহা বলা হইতেছে—

অনাদিরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্‌বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি ॥ ২০০
জীবত্বং তু ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধস্ত্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥ ২০১

অনাদেঃ (আদিহীন) প্রাক্-অভাবস্য অপি (প্রাগভাবেরও) বিধ্বংসঃ (বিনাশ) বীক্ষিতঃ (দৃষ্ট হয়)। বুদ্ধি-উপাধি-সম্বন্ধাৎ (বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সংযোগ হইতে) যৎ (যাহা) আত্মনি (আত্মায়) পরিকল্পিতং (পরিকল্পিত হয়) [তৎ (তাহা)]

তু (অবশ্যই) জীবত্বম্ (জীবভাব)। তু (কিন্তু) অন্যঃ (শুদ্ধ আত্মা) স্বরূপেণ (নিজের স্বরূপে) বিলক্ষণঃ (জীব হইতে ভিন্ন)। মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ (মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) আত্মনঃ (আত্মার) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ)। ২০০-২০১

প্রাগভাব অনাদি হইলেও তাহার বিনাশ দেখা যায়। সুতরাং বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সংযোগ হইতে আত্মার যে জীবভাবের কল্পনা করা হয় তাহা সত্য নয়। কিন্তু আত্মা স্বরূপে জীব হইতে ভিন্ন। বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। ২০০-২০১

এখানে নৈয়ায়িকদের যুক্তি খণ্ডিত হইতেছে। একটা ঘট উৎপন্ন হওয়ার পর, উৎপত্তির পূর্বে তাহার যে 'অনাদি প্রাগভাব' ছিল তাহা নষ্ট হইয়া যায়। উহা নষ্ট না হইলে ঘটের উৎপত্তি কল্পনা করা যায় না। এইরূপে অবিদ্যাকে অনাদি বলিয়া জানিয়া লইলেও উহার বিনাশের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়।

এখানে নৈয়ায়িকেরা আর এক আপত্তি উত্থাপন করেন। উপাধির সংস্রবে আত্মার জীবভাব কল্পিত হয়, ইহা না হয় মানিয়া লইলাম। কিন্তু উপাধির তো সত্তা স্বীকার করা দরকার। আর সত্তাবিশিষ্ট উপাধির সংস্রব ব্যতীত আত্মায় জীবত্বের আরোপ সিদ্ধ হইতে পারে না।

উত্তরে বৈদান্তিক বলেন—উপাধি সত্য নয়, চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া ইহা মিথ্যা। অগ্নির সংস্রবে আসিলে লৌহপিণ্ড জ্বলিতে থাকে। তখন লৌহপিণ্ডের যে আকার অগ্নিকে সেইরূপ গোল, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট মনে হয়। কিন্তু অগ্নি সত্য, তাহাতে আরোপিত বিভিন্ন আকার মিথ্যা। উপাধির সত্তা নাই।

আপত্তি—তাহা হইলে উপহিত বস্তু (যাহাতে উপাধির আরোপ করা হয়) তাহাও মিথ্যা হউক না কেন ?

উত্তর—না, তাহা হইতে পারে না। উপহিত উপাধি হইতে ভিন্ন এবং স্বরূপে (চৈতন্যস্বরূপ হওয়ার জন্য) মিথ্যা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ বলিয়া। 'স্বরূপেণ' বলার উদ্দেশ্য—ইহা যতক্ষণ উপাধিমান্ ততক্ষণ উপাধির ধর্মযুক্ত বলিয়া মনে হইলেও চিৎ-রূপে ইহা নিত্য-সত্য। অধিষ্ঠান ব্যতীত ভ্রমের আরোপ হইতে পারে না। ভ্রমকল্পনার অধিষ্ঠানরূপে আত্মা সত্য। কিন্তু উপাধি এবং উপাধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ, এই দুইটিই মিথ্যা।

আপত্তি—উপাধি না হয় মিথ্যা হইল, কিন্তু কিভাবে উপাধির নিবৃত্তি হয় বলিতে হইবে। আত্মজ্ঞান হইতে উপাধির নিবৃত্তি হইতে পারে না। উপাধি হইতে উৎপন্ন আত্মজ্ঞান উপাধির নিবর্তক হইতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যারূপ উপাধির নিবর্তক কোন্ বস্তু, তাহা নিরূপণ করিতে না পারায় চিদাত্মা যেমন সত্য, উপাধিও সেইরূপ সত্য হউক না কেন ?

এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—

বিনিবৃত্তির্ভবেৎ তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং শ্রুতের্মতম্ ॥ ২০২

সম্যক্-জ্ঞানেন (যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা) তস্য (উপাধির) বিনিবৃত্তিঃ (বিনাশ) ভবেৎ (হয়) অন্যথা ন (অন্য কোন উপায়ে হয় না)। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং (ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বজ্ঞান) সম্যক্-জ্ঞানং (যথার্থ জ্ঞান) [ইহা] শ্রুতেঃ (শ্রুতির) মতম্ (মত)। ২০২

যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা জীবের অবিদ্যারূপ উপাধির বিনাশ হয়, অন্য কোন উপায়ে ইহার নাশ হয় না। ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বানুভবই জ্ঞান, শ্রুতি ইহা বলেন। ২০২

কর্ম বা উপাসনাদির দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয় না ; সাংখ্যমতানুসারে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে ভিন্ন বলিয়া জানিলেও হয় না। শ্রুতি বলেন 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' মাঃ, ২—'এই আত্মাই ব্রহ্ম।' এই অভেদজ্ঞান হইতেই অবিদ্যার নাশ হয়।

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্ বিবেকেনৈব সিধ্যতি।
ততো বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ ॥ ২০৩

তৎ (সেই জ্ঞান) আত্মা-অনাত্মনোঃ (আত্মা এবং অনাত্মার—চিৎস্বরূপের এবং জড়ের) সম্যক্-বিবেকেন (যথাযথ বিচারের দ্বারা) সিধ্যতি (উৎপন্ন হয়)। ততঃ (এই কারণে) প্রত্যক্-আত্ম-সৎ-আত্মনোঃ (প্রত্যগাত্মার অর্থাৎ জীবের এবং সদাত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের) বিবেকঃ (বিচার) কর্তব্যঃ (করণীয়)। ২০৩

আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি, এই বিচার যথাযথ ভাবে করিতে পারিলে আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা কর্তব্য। ২০৩

কিভাবে বিচার করিতে হইবে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥ ২০৪

অত্যন্তং (অত্যন্ত) পঙ্কবৎ (পঙ্কযুক্ত) জলং (জল) পঙ্ক-অপায়ে (পঙ্ক দূরীভূত হইলে) যথা (যেমন) স্ফুটং (নির্মল) ভাতি (প্রকাশ পায়) তথা (সেই প্রকারে) আত্মা অপি (আত্মাও) দোষ-অভাবে (অবিদ্যারূপ দোষ দূর হইলে) স্ফুটপ্রভঃ (স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পায়)। ২০৪

অত্যন্ত কর্দমাক্ত জল যেমন (ফটকিরি প্রভৃতির সংযোগে) কাদা থিতাইয়া যাওয়ার পর স্বচ্ছ ও নির্মল হইয়া যায়, অবিদ্যা-দোষ দূরীভূত হইলে আত্মাও সেইরূপ স্ব-মহিমায় প্রকাশ পায়। ২০৪

মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে নিত্যসত্য চৈতন্যময় আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায় না—

অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এব সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ॥ ২০৫

অসৎ-নিবৃত্তৌ (মিথ্যা বুদ্ধিপ্রভৃতি-উপাধি নিরাকৃত হইলে) **তু** (অবশ্যই) **এতস্য** (এই) **প্রতীচঃ** (জীবের বাস্তবস্বরূপ চিদাত্মার) **সদাত্মনা** (সদ্রূপে অবস্থিত শুদ্ধ আত্মারূপে) **স্ফুটং** (প্রত্যক্ষভাবে) **প্রতীতিঃ** (সাক্ষাৎকার বা জ্ঞান) **ভবেৎ** (হয়)। **ততঃ** (সেই হেতু) **সৎ-আত্মনঃ** (সৎস্বরূপ আত্মা হইতে) **অহম্-আদিবস্তুনঃ** (অন্তঃকরণ-প্রভৃতি মিথ্যা বস্তুর) **সাধু** (সম্যগ্‌রূপে) **নিরাসঃ** (বিচারের দ্বারা মিথ্যাত্বনিশ্চয়) **এব** (অবশ্যই) **করণীয়ঃ** (কর্তব্য)। ২০৫

মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জীবের অন্তরতম আত্মাই যে নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্ম, ইহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হয়। এই কারণে সম্যগ্‌রূপে বিচারের দ্বারা আত্মাতে আরোপিত অন্তঃকরণাদি-অনিত্যবস্তুসমূহের নিরাস করা অবশ্য কর্তব্য। ২০৫

বিজ্ঞানময়-কোশ যে চিদাত্মার একটা উপাধিমাত্র, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উহা যে কারণে আত্মা হইতে পারে না তাহা বলা হইতেছে—

অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্ বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিকারিত্বাজ্‌জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্‌ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে॥ ২০৬

অতঃ (অতএব) **অয়ং** (এই) **বিজ্ঞানময়-শব্দভাক্** (বিজ্ঞানময় বলিয়া কথিত কোশ) **পরাত্মা** (পরমাত্মা) **ন স্যাৎ** (হইতে পারে না)। **বিকারিত্বাৎ** (বিকারশীল বলিয়া) **জড়ত্বাৎ** (জড় বলিয়া) **পরিচ্ছিন্নত্ব-হেতুতঃ** (যেহেতু ইহা সীমাবদ্ধ সেই

কারণে) দৃশ্যত্বাৎ (দৃশ্য বলিয়া) ব্যভিচারিত্বাৎ (সর্বদা একরূপে থাকে না বলিয়া) অতঃ (পূর্বে কথিত যুক্তিসমূহের বলে) অয়ং (এই) বিজ্ঞানময়-শব্দভাক্ (বিজ্ঞানময়-শব্দের দ্বারা কথিত বস্তু) পরাত্মা (পরমাত্মা) ন স্যাৎ (হইতে পারে না)। অনিত্যঃ (অনিত্য বস্তু) নিত্যঃ ন ইষ্যতে (নিত্য হইতে পারে না)। ২০৬

পূর্বে যেসকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে সেইসকল-অনুসারে বিজ্ঞানময়-কোশ চিদাত্মা হইতে পারে না। এই বিজ্ঞানময়-কোশ বিকারশীল (কাম, সংকল্প প্রভৃতি বিকার ইহাতে উৎপন্ন হয়)। ইহা জড়, দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, দৃশ্যবস্তু এবং ব্যভিচারী (সর্বকালে একরূপে থাকে না—যেমন সুষুপ্তিকালে ইহা প্রকাশ পায় না)। এই প্রকার অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না। ২০৬

বিজ্ঞানময়-কোশ যে আত্মা নয়, তাহা প্রমাণিত হইল। অতঃপর আনন্দময়-কোশের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে—

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুর্বৃত্তিস্তমোজৃম্ভিতা
স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং
সর্বো নন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা ॥ ২০৭

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুঃ (আনন্দরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশমান) তমোজৃম্ভিতা (অবিদ্যার পরিণাম) বৃত্তিঃ (বৃত্তি) আনন্দময়ঃ স্যাৎ (আনন্দময়-কোশ বলিয়া অভিহিত হয়)। [যে আনন্দময় কোশ] প্রিয়াদিগুণকঃ (প্রিয়প্রভৃতি-গুণযুক্ত) স্ব-ইষ্টার্থ-লাভ-উদয়ঃ (বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশিত)। [ইহা] কৃতিনাম্ (সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের) পুণ্যস্য (পুণ্যকর্মের) অনুভবে (অনুভবকালে) স্বয়ং (স্বতই) বিভাতি (প্রকাশ পায়), যত্র (যে আনন্দময়-কোশে) সর্বঃ (সকল) তনুভৃৎ-মাত্রঃ (দেহধারী জীব) প্রযত্নং বিনা (বিনা চেষ্টায়) সাধু (সম্যগ্রূপে) নন্দতি (সুখানুভব করে)। ২০৭

বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে প্রকাশপ্রাপ্ত, প্রিয়-মোদ-প্রমোদরূপে পরিণত, স্থূলীভূত এবং অন্তর্মুখ-তমোবৃত্তি আনন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া আনন্দময়-কোশরূপে পরিণত হয়। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের পুণ্যকর্মের অনুভবের সময় এই আনন্দময় কোশ স্বতঃ প্রকাশ পায়। দেহধারী জীবমাত্র বিনা চেষ্টায় এই আনন্দময়-কোশে সুখানুভব করে। ২০৭

সুষুপ্তিকালে আনন্দময়-কোশকে আশ্রয় করিয়া জীবের আনন্দানুভব হইয়া থাকে। পরে ইহা বর্ণিত হইতেছে। সুষুপ্তি প্রগাঢ় অজ্ঞানের অবস্থা ; অতএব আনন্দময়-কোশ অবশ্যই অবিদ্যার পরিণাম।

'প্রিয়াদিগুণকঃ'—প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ—আনন্দ-সম্ভোগের এই ত্রিবিধ প্রকার আনন্দময়-কোশের গুণ। (তৈঃ, ২।৫)

বাঞ্ছিত বিষয়ের দর্শনে যে আনন্দ হয় তাহা 'প্রিয়,' ঐ বিষয়প্রাপ্তিতে যে আনন্দ তাহা 'মোদ' এবং উহা সম্ভোগের আনন্দ 'প্রমোদ' বলিয়া কথিত হয়।

আনন্দময়কোশস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা॥ ২০৮

আনন্দময়-কোশস্য (আনন্দময়-কোশের) সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিকালে) উৎকটা (পূর্ণরূপে) স্ফূর্তিঃ (প্রকাশ) [হয়] ; স্বপ্নজাগরয়োঃ (স্বপ্নদর্শনের সময় এবং জাগ্রৎকালে) ইষ্ট-সন্দর্শনাদিনা (বাঞ্ছিত বস্তুসমূহেব দর্শনাদি হইতে) ঈষৎ (অল্প) [প্রকাশ হয়]। ২০৮

সুষুপ্তিকালে আনন্দময়-কোশের বিশেষ প্রকাশ হয়। স্বপ্নদর্শনের সময় বা জাগ্রৎকালে বাঞ্ছিত বস্তুসমূহের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে ইহার অল্প প্রকাশ দেখা যায়। ২০৮

সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের সমস্ত বিরোধী বৃত্তি লীন হইয়া যায় বলিয়া তখন আনন্দময়-কোশের বিশেষ স্ফুরণ হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বৃত্তিসমূহ যে পরিমাণে অন্তর্মুখ থাকে, সেই পরিমাণে আনন্দময়-কোশের প্রকাশ হয়।

ইষ্টসন্দর্শনাদি—এখানে দর্শন বলিতে জাগ্রৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের সহিত বিষয়ের সংযোগের ফলে রূপরসাদির অনুভব এবং স্বপ্নাবস্থায় ঐ সকলের স্মৃতি বুঝিতে হইবে।

আনন্দময়-কোশ কেন আত্মা হইতে পারে না তাহা বলা হইতেছে—

নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ।
কার্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়া বিকারসংঘাতসমাহিতত্বাৎ॥ ২০৯

সোপাধিকত্বাৎ (তমোগুণরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া), প্রকৃতেঃ (অবিদ্যার) বিকারাৎ (কার্য বলিয়া), সুকৃত-ক্রিয়ায়াঃ (পুণ্যকর্মসমূহের) কার্যত্বাৎ (কার্য বলিয়া), বিকার-সংঘাত-সমাহিতত্বাৎ (অন্নময়াদি বিকারাত্মক কোশসমূহের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া) অয়ম্ (এই) আনন্দময়ঃ (আনন্দময়-কোশ) পরাত্মা এব ন (পরাত্মা হইতে পারে না)। ২০৯

তমোগুণরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া, প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া, পূর্বকৃত পুণ্যকর্মসমূহের ফলে উৎপন্ন বলিয়া এবং অন্নময়াদি বিকারসমূহের মধ্যে বর্তমান বলিয়া এই আনন্দময় কোশও পরমাত্মা হইতে পারে না। ২০৯

আনন্দময়-কোশ যে 'বিকারসংঘাতসমাহিত' সে বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (দ্বিতীয় অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

পঞ্চানামপি কোশানাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধি সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥ ২১০

যুক্তিতঃ (যুক্তির দ্বারা) শ্রুতেঃ (শ্রুতি-প্রমাণের সহায়ে) পঞ্চানাম্ অপি কোশানাং (পাঁচটি কোশই) নিষেধে (নিষিদ্ধ হইলে—অনাত্মা বলিয়া প্রমাণিত হইলে) তৎ-নিষেধ-অবধি (সেই নিষেধসমূহের আশ্রয়) সাক্ষী (প্রকাশক) বোধরূপঃ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মা) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন)। ২১০

যুক্তির দ্বারা এবং শ্রুতিপ্রমাণের সহায়ে অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ আত্মা নয় ইহা প্রমাণিত হইলে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত এই কোশসমূহ যাহার আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়, সেই স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। ২১০

রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইয়া গেলে সেই ভ্রমের অধিষ্ঠান রজ্জু, যাহা সর্পভ্রমের পূর্বে এবং সর্পভ্রমের সময়ে বর্তমান ছিল, তাহা একই রূপে বর্তমান থাকিয়া যায়। অপরিবর্তনশীল রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, সাক্ষী ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় দেহ, ইন্দ্রিয়-পঞ্চকোশাদির, এমন কি, সমস্ত জগতের ভ্রম হইয়া থাকে।

বোধরূপ আত্মাকে 'নিষেধাবধি' বলা হইল। কেননা, যুক্তি বা বিচার আত্মাতে গিয়াই নিরস্ত হয়, ইহার পর যাইতে পারে না। বিচারসহায়ে আনন্দময়-কোশও আত্মা নয়, এই নিশ্চয় দৃঢ় হইলে সাধকের আত্মস্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাকে।

আত্মা যে পঞ্চকোশ হইতে বিলক্ষণ সে বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণঃ "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমোঽবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাগ্ অমনোঽতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যং ন তৎ অশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।" বৃ, ৩।৮।৮ —'আত্মা স্থূল সূক্ষ্ম হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন। (দ্রব্যের এই চারিটি গুণ আত্মায় নাই)। আত্মা

(অগ্নির গুণ) লৌহিত্য এবং (জলের গুণ) শীতলতাবর্জিত। আত্মা ছায়া বা অন্ধকার নহেন। আত্মা বায়ু বা আকাশ নহেন। তিনি আসক্তিরহিত, রসবর্জিত, গন্ধবিহীন ; তিনি চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-মনঃ-তেজঃ-প্রাণ-মুখরহিত। তিনি পরিমাণ-রহিত (অপরকে পরিমাণ করেন না, নিজেও অন্যের দ্বারা পরিমিত হন না)। তিনি অবকাশরহিত ও বাহ্যশূন্য (তাঁহার ভিতরে বা বাহিরে দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই)। তিনি কিছু আহার করেন না, অপরেও তাঁহাকে ভক্ষণ করে না।'

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥ ২১১

যঃ অয়ম্ আত্মা (এই যে আত্মা) পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ (পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন) স্বয়ং-জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) [অস্তি (আছেন)], [সঃ এব (তিনিই)] অবস্থাত্রয়-সাক্ষী সন্ (অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী হইয়া) নির্বিকারঃ (বিকাররহিত) নিরঞ্জনঃ (নির্মল) [এবং] সদানন্দঃ (আনন্দস্বরূপ)। বিপশ্চিতা (বিদ্বান্ ব্যক্তির দ্বারা) সঃ (এই শুদ্ধ আত্মা) আত্মত্বেন (নিজের আত্মা বলিয়া) বিজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য)। ২১১

'সন্' এই পদকে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে গ্রহণ না করিয়া বিশেষণ 'সৎ' অর্থাৎ 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিলে এই শ্লোকের অন্বয় এইরূপ হইবে—'যঃ অয়ম্ আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ অবস্থাত্রয়-সাক্ষী সৎ (সত্যস্বরূপ) নির্বিকারঃ নিরঞ্জনঃ সদানন্দঃ সঃ বিপশ্চিতা স্বাত্মত্বেন বিজ্ঞেয়ঃ।'

পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন স্বপ্রকাশ এই যে আত্মা, তিনিই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, তিনি নির্বিকার, নিরঞ্জন এবং আনন্দস্বরূপ। বিদ্বান্ ব্যক্তি

(শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবসহায়ে) এই শুদ্ধ আত্মাকে স্বীয় আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিবেন। ২১১

স্বয়ংজ্যোতিঃ—বিষয়রূপে জ্ঞানের বিষয় না হইলেও অপরোক্ষরূপে অনুভূত। আত্মা যে পঞ্চকোশাতীত সে বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ। তৈঃ, ২।৮

শিষ্য উবাচ।

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোশেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো॥
বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্মবিপশ্চিতা॥ ২১২

শিষ্যঃ উবাচ (শিষ্য বলিলেন)—হে গুরো, মিথ্যাত্বেন (মিথ্যারূপ হওয়ার জন্য) এতেষু পঞ্চসু কোশেষু (এই পাঁচটি কোশ) নিষিদ্ধেষু (নিষিদ্ধ—অনাত্মা বলিয়া স্থিরীকৃত—হওয়ার ফলে) অত্র (নিজের এবং এই জগতের মধ্যে) সর্ব-অভাবং বিনা (সর্ব অভাব ব্যতীত) কিঞ্চিৎ (আর কিছু) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)। আত্মবিপশ্চিতা (আত্মবিচারশীল ব্যক্তির দ্বারা) স্বাত্মনা (নিজের আত্মস্বরূপে) বিজ্ঞেয়ং বস্তু (বিজ্ঞেয় বস্তু) কিম্ অস্তি (আছে কী) উ (অথবা নাই) ? ২১২

শিষ্য বলিলেন—হে গুরো, পাঁচটি কোশই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত এবং সেইগুলি আত্মা নয় বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ার ফলে, নিজের মধ্যে এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে সবকিছুর অভাব ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাই না। অতএব আত্মবিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে নিজের আত্মস্বরূপে সত্যবস্তুরূপে জ্ঞেয় কোন বস্তু আছে কিংবা নাই ? ২১২

শিষ্যের উক্তপ্রকার সংশয়-নিরসনের জন্য গুরু বলিতেছেন—পঞ্চকোশ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলেও ইহাদের ভাব ও অভাবের সাক্ষী শুদ্ধ আত্মা নিত্য বর্তমান থাকেন।

শ্রীগুরুরুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্ নিপুণোঽসি বিচারণে।
অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু ॥ ২১৩

সর্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া ॥ ২১৪

শ্রীগুরুঃ উবাচ (শ্রীগুরু বলিলেন)—[হে] বিদ্বন্ (হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য), ত্বয়া সত্যম্ উক্তং (তুমি ঠিকই বলিয়াছ), [তুমি] বিচারণে (বিচারে) নিপুণঃ অসি (নিপুণ হইয়াছ)। তে (সেই সকল) অহমাদি-বিকারাঃ (অহংকার প্রভৃতি বিকারসমূহ) অনু (পশ্চাৎ—সুষুপ্তিকালে) অয়ম্ অপি তৎ-অভাবঃ (এই অহংকারাদির অভাব), সর্বে (এই সব কিছু) যেন (যাঁহার দ্বারা অনুভূত হয়), যঃ স্বয়ং (যে আত্মা নিজে) ন অনুভূয়তে (অন্য কিছুর অনুভবের বিষয় হন না), সুসূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা (সূক্ষ্ম-বুদ্ধির সহায়ে) তং বেদিতারম্ আত্মানং (সেই জ্ঞাতা আত্মাকে) বিদ্ধি (জান)। ২১৩-১৪

শ্রীগুরু বলিলেন—হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। তুমি বিচারে নিপুণ হইয়াছ। সেই অহংপ্রভৃতি বিকারসমূহ, সেই সব কিছু জ্ঞানগোচর বিষয়, জাগ্রৎকালে (যখন তাহাদের প্রকাশ দেখা যায় তখন) এবং পরে সুষুপ্তিকালে (যখন তাহাদের অভাব হয়, প্রকাশ থাকে না, তখনও) যাঁহার দ্বারা অনুভূত হয়, অথচ যিনি নিজে অন্য কিছুর অনুভবের বিষয় হন না, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়ে তুমি সেই জ্ঞাতা আত্মাকে জান। ২১৩-১৪

বিজ্ঞাতা আত্মাকে বিষয়রূপে জানা সম্ভব নয়, নিজের স্বরূপ হইতে আত্মা অভিন্ন ইহা উপলব্ধি কর—এই উপদেশ দেওয়া হইল। আত্মদর্শনের উপায় শ্রুতিতেও এই প্রকার বলা হইয়াছে—

'এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥' কঃ, ১।৩।১২—

'এই পুরুষ সকলজীবে অবিদ্যামায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অজ্ঞ জীবের নিকট আত্মরূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসহায়ে মেধাবী ব্যক্তিগণ আত্মাকে দর্শন করেন।'

জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা আত্মা সর্বকালে বর্তমান না থাকিলে কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয় না; কিন্তু সেইকালের সুখস্মৃতির অনুভব আত্মা নিত্য বর্তমান থাকেন বলিয়াই হইয়া থাকে। স্থিতি ব্যতীত গতির কল্পনা করা যায় না। নিত্যস্থির আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই চঞ্চলা প্রকৃতির বিচিত্র লীলাবিলাস।

তৎসাক্ষিকং ভবেৎ তত্তদ্ যদ্ যদ্ যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৫

যৎ যৎ (যাহা যাহা) যেন (যাহার দ্বারা) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) তৎ তৎ (সেই সেই বিষয়) তৎ-সাক্ষিকং ভবেৎ (অনুভবিতাকে সাক্ষিরূপে রাখিয়া প্রকাশ পায়)। ন-অনুভূত-অর্থে (যে বিষয় অনুভূত বা দৃষ্ট হয় নাই সেই বিষয়ে) কস্য অপি (কাহারও) সাক্ষিত্বং (সাক্ষী হওয়া) ন উপযুজ্যতে (স্বীকৃত হইতে পারে না)। ২১৫

কোন বিষয় যদি কেহ দর্শন করে তবেই বলা যায় যে, সে সেই বিষয়ে সাক্ষী। কিন্তু যে বিষয় যে ব্যক্তি দেখে নাই, সে সেই বিষয়ের সাক্ষী হইতে পারে না। ২১৫

আত্মা বিষয় নয় বলিয়া 'আত্মা এই প্রকার বা আত্মা এই প্রকার নয়'—ইহা প্রমাণ করা যায় না।

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৬

যতঃ (যে হেতু) অসৌ (এই) স্বসাক্ষিকঃ ভাবঃ (নিজেই নিজের সাক্ষী এই ভাব) স্বেন (নিজের দ্বারা) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়) অতঃ (এই কারণে) প্রত্যগাত্মা

(জীবের আত্মা) স্বয়ং (নিজেই) সাক্ষাৎ পরং (সাক্ষাৎ পরমাত্মা [পরব্রহ্ম]), ইতরঃ চ (অন্য কিছুই) ন (নহে)। ২১৬

যে হেতু 'নিজেই নিজের সাক্ষী' এই ভাব নিজের দ্বারাই অনুভূত হয়, সেই হেতু জীবাত্মাই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ; জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছু নয়। ২১৬

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে
প্রত্যগ্‌রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্ নৈকধা।
নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহংধীমুখান্
নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি ॥ ২১৭

যঃ অসৌ (এই যিনি) অহম্ অহম্ ইতি ('আমি আমি' এই প্রকারে) ন একধা (কেবল একভাবে নয়, অর্থাৎ বহুরূপে) অন্তঃ স্ফুরন্ (সকলের অন্তরে প্রকাশ পাইয়া) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থায়) স্ফুটতরং (স্পষ্টরূপে) সমুজ্জৃম্ভতে (প্রকাশ পান), [আর] নানা-আকার-বিকার-ভাগিনঃ (বিবিধ-পরিণামশীল) ইমান্ (এই সকল) অহং-ধী-মুখান্ (অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতিকে) পশ্যন্ (প্রমাণান্তর ব্যতীত প্রকাশিত করিয়া) নিত্য-আনন্দ-চিৎ-আত্মনা (নিত্য আনন্দ ও চৈতন্যস্বরূপে) স্ফুরতি (প্রকাশ পান) তম্ (তাঁহাকে) এতং স্বম্ (এই নিজের আত্মা [বলিয়া]) বিদ্ধি (জান)। ২১৭

যিনি 'আমি আমি' এই প্রকারে বহুভাবে সকলের অন্তরে প্রকাশ পাইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-কালে বিশেষভাবে প্রকাশ পান, এবং বিবিধরূপে পরিণামশীল অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতির স্বয়ং দ্রষ্টারূপে বর্তমান থাকিয়া নিত্য আনন্দ ও চৈতন্যরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন, তাঁহাকে এই নিজের আত্মা বলিয়াই জান। ২১৭

আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও অজ্ঞজনের দ্বারা অনুভূত হন না। চিদাভাস আত্মা নয়—

ঘটোদকে বিম্বিতমর্কবিম্বমালোক্য মূঢ়ো রবিমেব মন্যতে।
তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং ভ্রান্ত্যাহমিত্যেব
জড়োঽভিমন্যতে॥ ২১৮

মূঢ়ঃ (অজ্ঞ ব্যক্তি) ঘটোদকে (ঘটের মধ্যস্থ জলে) অর্কবিম্বং (সূর্যের রূপ) বিম্বিতম্ (প্রতিফলিত) আলোক্য (দেখিয়া) রবিম্ এব ([সূর্যের ছায়াকে] সূর্যই) মন্যতে (মনে করে), তথা (সেই প্রকারে) জড়ঃ (বিচাররহিত ব্যক্তি) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমের বশে) উপাধিসংস্থং (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রকাশিত) চিদাভাসং (শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে) অহম্ ইতি মন্যতে ('আমি ইহাই' বলিয়া মনে করে)। ২১৮

ঘটের জলে প্রতিফলিত সূর্যের ছায়াকে অজ্ঞব্যক্তি যেমন সত্য সূর্য বলিয়া মনে করে, বিচারশক্তিরহিত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিও সেইরূপে বুদ্ধি-প্রভৃতি উপাধিতে প্রকাশিত শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে 'আমি ইহা-ই' বলিয়া মনে করে। ২১৮

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থ এতত্ত্রিতয়াবভাসকঃ স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা॥ ২১৯

যথা (যে প্রকারে) বিদুষা (বিচারশীল ব্যক্তির দ্বারা) ঘটং (ঘট) জলং (জল) তদ্গতম্ অর্কবিম্বং (তাহার মধ্যে প্রকাশিত সূর্যের প্রতিবিম্ব) সর্বং বিহায় (সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া) এতৎ-ত্রিতয়-অবভাসকঃ (এই তিনের প্রকাশক) তটস্থঃ (উপাধি-সংসর্গশূন্য) স্বয়ংপ্রকাশঃ (স্বপ্রকাশ) অর্কঃ (সূর্য) বিনিরীক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়), তথা (সেই প্রকারে)। ২১৯

বিচারশীল ব্যক্তি যেমন ঘট, ঘটমধ্যস্থ জল এবং সেই জলে প্রতিফলিত সূর্যের ছায়া—এই তিনটার কোনটাই 'সূর্য নয়' বলিয়া ত্যাগ

করেন এবং এই তিন উপাধির প্রকাশক, কিন্তু উপাধি হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যকে দর্শন করেন, সেই প্রকারে—২১৯

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং সর্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণম্॥ ২২০
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্ নিজরূপমেতৎ পুমান্ বিপাপ্মা
বিরজো বিমৃত্যুঃ॥ ২২১
বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তের্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ॥ ২২২

এবং (এই প্রকারে) দেহং (দেহকে) ধিয়ং (বুদ্ধিকে) চিৎ-প্রতিবিম্বং (বুদ্ধিতে প্রকাশমান চৈতন্যের প্রতিবিম্বকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া—এ সকলের কোনটা আত্মা নয়, ইহা ধারণা করিয়া) বুদ্ধৌ গুহায়াম্ (বুদ্ধিরূপ গুহাতে) নিহিতং (অবস্থিত) দ্রষ্টারম্ (দ্রষ্টা) অখণ্ড-বোধম্ (অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ) সর্বপ্রকাশং (সর্ববস্তুর প্রকাশক) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণম্ (কার্য ও কারণ হইতে ভিন্ন) আত্মানং (আত্মাকে) নিত্যং (নিত্য) বিভুং (ব্যাপনশীল) সর্বগতং (সর্বব্যাপী) সুসূক্ষ্মং (অতিসূক্ষ্ম) অন্তঃ-বহিঃ-শূন্যম্ (ভিতরে বা বাহিরে ভেদবর্জিত) আত্মনঃ (নিজ আত্মা হইতে) অনন্যম্ (পৃথক্ নয়—অভিন্ন) এতৎ (এই) নিজরূপম্ (নিজের স্বরূপ) সম্যক্ বিজ্ঞায় (সম্যক্‌রূপে জানিয়া) পুমান্ (আত্মজ্ঞ পুরুষ) বিপাপ্মা (নিষ্পাপ) বিরজঃ (রজোগুণের দোষ হইতে মুক্ত) বিমৃত্যুঃ (মরণরহিত—বিষয়াসক্তি-ত্যাগের ফলে অভয়) [হইয়া যান]; [তাঁহার আর কি হয়?] স্বয়ং (নিজে) কশ্চিৎ (কেহ কেহ) বিশোকঃ (শোকরহিত) আনন্দঘনঃ (আনন্দস্বরূপ) বিপশ্চিৎ (নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বিদ্বান্) [হইয়া] কুতশ্চিৎ (কিছু হইতে) ন বিভেতি (ভয় পান না)। মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম ব্যক্তির পক্ষে) স্বতত্ত্বাবগমং বিনা আত্মস্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত) ভববন্ধমুক্তেঃ (ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য) অন্যঃ পন্থাঃ ন অস্তি (অন্য কোন পথ নাই)। ২২০-২২

এই প্রকারে দেহ, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিৎ—এই তিনের কোনটা আত্মা নয়—ইহা ধারণা করিয়া বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত দ্রষ্টা, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্বগত, সুসূক্ষ্ম, সর্ববিধ-ভেদবর্জিত, নিজ আত্মা হইতে অভিন্ন এই নিজের স্বরূপ যথার্থরূপে জানিয়া আত্মজ্ঞ পুরুষ নিষ্পাপ, চাঞ্চল্যরহিত এবং মরণরহিত হইয়া যান। এইভাবে কোন কোন অধিকারী পুরুষ শোকরহিত, আনন্দস্বরূপ এবং বিদ্বান্ হইয়া আর কিছু হইতে ভয় পান না। মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে আত্মস্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আর কোন পথ নাই। ২২০-২২

সকল বস্তু আত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পায় বলিয়া আত্মা সর্বপ্রকাশ।

'বিভু' অর্থাৎ ব্যাপনশীল বলিয়া 'সর্বগত'; আত্মাতে অধ্যস্ত সকল বস্তুতে সমভাবে বর্তমান।

বিশোক—শোকের মূল অবিদ্যা; অবিদ্যানাশ হওয়ার ফলে শোকরহিত।

কশ্চিৎ বিপশ্চিৎ—'কোন বিদ্বান্'; এই পদদ্বয়ের ব্যবহারের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, আত্মজ্ঞানের জন্য বর্ণ-আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই; উপযুক্ত সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র আত্মজ্ঞানের অধিকারী।

উপরের শ্লোকগুলির লক্ষ্য শ্রুতিবাক্যসমূহ ঃ

'সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব ত্বমেব তৎ।' কৈবল্য, ১৬—'সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সেই নিত্য আত্মা তুমিই, আর তুমিই সেই আত্মা।'

'তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।' বৃঃ, ২।৫।১৯—'উক্ত এই আত্মরূপ ব্রহ্ম পূর্বভাবী কারণবিহীন, পরভাবী কার্যবিহীন, স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদবিহীন।'

'আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।' তৈঃ ২।৪—'ব্রহ্মরূপ আনন্দকে জানার ফলে আর কখনও ভয় হয় না।'

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ২২৩

ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব-বিজ্ঞানং (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান) ভবমোক্ষস্য (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির) কারণম্ (কারণ, উপায়)। যেন (যে উপায়ের দ্বারা) বুধৈঃ (বিচারশীল ব্যক্তিগণ কর্তৃক) অদ্বিতীয়ম্ আনন্দং ব্রহ্ম (অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) সম্পদ্যতে (লভ্য হন)। ২২৩

ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায়। এই অভেদজ্ঞানের সহায়ে বিচারশীল ব্যক্তিগণ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। ২২৩

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্ নাবর্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ ॥ ২২৪

ব্রহ্মভূতঃ বিদ্বান্ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিদ্বান্) তু (অবশ্যই) পুনঃ (পুনরায়) সংসৃত্যৈ (জন্মমরণাদি দুঃখভোগের জন্য) ন আবর্ততে (আর জন্মগ্রহণ করেন না) অতঃ (এই কারণে) আত্মনঃ (আত্মার) ব্রহ্ম-অভিন্নত্ব-বিজ্ঞানং (ব্রহ্মের সহিত অভেদবোধ) সম্যক্ (সম্যক্‌রূপে) বিজ্ঞাতব্যম্ (প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য)। ২২৪

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিদ্বান্ আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না। সুতরাং সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদজ্ঞানের সাধন করা কর্তব্য। ২২৪

অতঃপর ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি ॥ ২২৫

সত্যং (সত্য) **জ্ঞানং** (জ্ঞানস্বরূপ) **বিশুদ্ধং** (বিশুদ্ধ) **পরং** (সর্বশ্রেষ্ঠ) **স্বতঃসিদ্ধম্** (প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ) **নিত্য-আনন্দ-একরসং** (নিত্য-অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ) **প্রত্যক্-অভিন্নং** (জীবাত্মার সহিত অভিন্ন) **নিরন্তরং** (বাহ্য বা আভ্যন্তর-ভেদশূন্য) **ব্রহ্ম** (ব্রহ্ম) **জয়তি** (প্রকাশমান আছেন)। ২২৫

সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, স্বয়ংপ্রমাণ, নিত্যানন্দস্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপভূত এবং ভেদরহিত ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। ২২৫

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্‌পদার্থবোধদশায়াম্॥ ২২৬

স্বস্মাৎ (আত্মা হইতে) **অন্যস্য বস্তুনঃ** (অন্য বস্তুর) **অভাবাৎ** (অভাববশতঃ) **ইদং** (এই আত্মা) **সৎ** (সত্য) **পরমাদ্বৈতং** (শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়) **পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্** (পরমার্থরূপ ব্রহ্মের অনুভূতির সময়) **অন্যৎ কিঞ্চিৎ** (আর কিছুই) **সম্যক্** (স্বতন্ত্র-সত্তাবিশিষ্ট বস্তু) **হি** (নিশ্চয়) **ন অস্তি** (থাকে না)। ২২৬

আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই বলিয়া এই আত্মাই শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় সত্তা। (ইহার প্রমাণ)—ব্রহ্মানুভূতির সময় স্বতন্ত্র-সত্তাবিশিষ্ট এবং আত্মা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা থাকে না। ২২৬

আত্মা ভিন্ন আর কিছু নাই, এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—'মনসৈবেদ-মাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥' কঃ, ২।১।১১—'শুদ্ধ মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই। যে ইহাতে ভেদদর্শন করে, সে বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হয়।'

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্ ॥ ২২৭

যৎ ইদং (এই যে) সকলং বিশ্বং (সকল জগৎ) অজ্ঞানাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) নানারূপং প্রতীতম্ (নানারূপে প্রতীত হইতেছে) তৎ সর্বং (সে সকল) প্রত্যস্ত-অশেষ-ভাবনা-দোষম্ (মানুষের চিন্তার সকল দোষ হইতে মুক্ত) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই)। ২২৭

অজ্ঞানবশতঃ জগতের এই যে সকল বস্তু নানারূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলই আমাদের চিন্তা ও কল্পনার সকল দোষ হইতে মুক্ত, এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু—আর কিছুই নহে। ২২৭

জগৎকে তো আমরা বৈচিত্র্যময় দেখি। ইহা এক অদ্বয় বস্তু হইতে পারে কীরূপে ?—

মৃৎকার্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ কুম্ভোঽস্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ২২৮

কুম্ভঃ (কলস) মৃৎকার্যভূতঃ অপি (মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া নানা আকারে প্রকাশিত হইলেও) মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে) ভিন্নঃ (পৃথক্) ন অস্তি (নহে)। তু (কিন্তু) সর্বত্র (সর্বত্র) কুম্ভরূপম্ (কলসরূপে) মৃৎস্বরূপাৎ (মৃত্তিকা হইতে) পৃথক্ (ভিন্ন কিছু) ন অস্তি (থাকে না)। মৃষাকল্পিত-নামমাত্রঃ (মিথ্যা কল্পিত নামমাত্র) কুম্ভঃ (কুম্ভ) কুতঃ (কোথায় আছে)? ২২৮

কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া নানা আকারে প্রকাশিত হইলেও উহা মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; উহা মৃত্তিকামাত্র। স্বরূপতঃ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ‘কুম্ভ’ বলিয়া কোন পদার্থ জগতে নাই। মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বিভিন্ন অবয়বের সংযোগে ‘কুম্ভ’ বলিয়া যে পদার্থটি দৃষ্ট হয়, উহার যথার্থ অস্তিত্ব কোথায়? উহা মিথ্যা নামমাত্র। ২২৮

শ্রুতি বলেন, 'যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।' ছাঃ, ৬।১।৪—[অরুণ ঋষি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন] 'হে সৌম্য, একটি মৃত্তিকাপিণ্ডকে জানিতে পারিলে মৃত্তিকার পরিণাম সমস্ত বস্তুকে জানা যায়, কেননা বিকারমাত্র বাক্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত (নামমাত্র), মৃত্তিকাই সত্য।'

নাম ও রূপ মিথ্যা। যে অদ্বয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া এইসব নামরূপ প্রকাশ পায়, কেবল সেই বস্তুই সত্য। সেই বস্তুকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; অশুদ্ধ মনে তাহা প্রকাশিত হয় না।

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং ঘটস্য সংদর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্ ॥ ২২৯

কেন অপি (কাহারও দ্বারা—কেহই) ঘটস্য স্বরূপং (ঘটের স্বরূপ) মৃৎ-ভিন্নতয়া (মৃত্তিকা হইতে ভিন্নরূপে) সংদর্শয়িতুং (দেখাইতে) ন শক্যতে (সমর্থ হন না)। অতঃ (অতএব) ঘটঃ (ঘট) মোহাৎ (অজ্ঞান হইতে) কল্পিতঃ এব (কল্পিতমাত্র)। মৃৎ এব (মৃত্তিকাই) পরমার্থভূতং ([ঘটের সহিত তুলনায়] পরমার্থরূপ) সত্যম্ (সত্য)। ২২৯

কেহই মৃত্তিকা হইতে ভিন্নরূপে ঘটের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব, ঘট অজ্ঞান হইতে কল্পিত। ঘটের উপাদান মৃত্তিকাই (ঘটের তুলনায় স্থায়ী) সত্যবস্তু। ২২৯

সদ্ব্রহ্মকার্যং সকলং সদেবং তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো বিনির্গতো
নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ ॥ ২৩০

সকলং (সব কিছু) ব্রহ্মকার্যং (সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য হওয়ায়) সৎ এবম্ (ব্রহ্ম-স্বরূপই বটে)। এতৎ (এই জগৎ) তৎ-মাত্রম্ (সৎ ব্রহ্মমাত্র), ততঃ (সৎস্বরূপ-ব্রহ্ম হইতে) অন্যৎ (অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই)। যঃ বক্তি (যিনি বলেন) অস্তি ইতি (আছে বটে), তস্য (তাঁহার) মোহঃ (মোহ) ন বিনির্গতঃ (দূর হয় নাই); [তিনি] নিদ্রিতবৎপ্রজল্পঃ (নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপবাক্যের ন্যায় কথা বলেন)। ২৩০

জগতের সব কিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য বলিয়া স্বরূপতঃ সৎ-ই বটে ; এই জগৎও সৎ ব্রহ্মমাত্র—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আর কিছু নাই। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আছে—এই কথা যিনি বলেন তাঁহার মোহ দূর হয় নাই ; তিনি নিদ্রিত ব্যক্তির প্রলাপবাক্যের ন্যায় অসংলগ্ন কথা বলেন। ২৩০

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং নাধিষ্ঠানাদ্ ভিন্নতারোপিতস্য॥২৩১

ইদং বিশ্বম্ (এই বিশ্ব) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মমাত্র) ইতি এব (এই প্রকারই) অথর্বনিষ্ঠা (অথর্ববেদ-মধ্যস্থ মুণ্ডক উপনিষৎস্থ) বরিষ্ঠা (মাননীয়া) শ্রৌতী বাণী (বেদবাক্য) ব্রূতে (বলিয়া থাকেন)। তস্মাৎ (সেই কারণে) হি (অবশ্যই) এতৎ বিশ্বং (এই বিশ্ব) ব্রহ্মমাত্রম্ (ব্রহ্মমাত্র)। অধিষ্ঠানাৎ (অধিষ্ঠান হইতে) আরোপিতস্য (আরোপিতের) ভিন্নতা (ভিন্নতা) ন (নাই—থাকে না)। ২৩১

এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র—এই কথা অথর্ববেদোক্ত মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্য অতিমান্য। সুতরাং এই বিশ্ব ব্রহ্মমাত্র। অধিষ্ঠান হইতে আরোপিত বস্তু কখনও ভিন্ন হয় না। ২৩১

রজ্জুরূপ-অধিষ্ঠানে অজ্ঞানবশতঃ সর্পের আরোপ করা হয়। রজ্জুতে সর্প-আরোপের সময়, পূর্বে এবং পরে রজ্জু রজ্জুই থাকে। ভ্রমবশতঃ যে

সর্প দেখা যায় তাহা রজ্জু ভিন্ন আর কিছু নয়। এইরূপে অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন।

এই শ্লোকের লক্ষ্য শ্রুতি—"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণাধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥" মুঃ, ২।২।১১—"পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত ব্রহ্মই, পশ্চাদ্‌ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্ধ্বদিকে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত; এই জগৎ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই।"

সত্যং যদি স্যাজ্‌জগদেতদাত্মনা
ন তত্ত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যান্-
নৈতত্ত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্॥ ২৩২

যদি (যদি) এতৎ জগৎ (এই জগৎ) আত্মনা (স্বরূপে) সত্যং স্যাৎ (সত্য হয়) [তাহা হইলে] তত্ত্বহানিঃ ন (তত্ত্ববস্তুর [সত্যস্বরূপ জগতের] বিনাশ হইত না); [অধিকন্তু] নিগম-অপ্রমাণতা (বেদবাক্যের অপ্রমাণতা [এবং] ঈশিতুঃ অপি (ঈশ্বরেরও) অসত্যবাদিত্বম্ (অসত্যবাদিতা) স্যাৎ (হইত)। মহাত্মনাং (বিচারশীল পুরুষগণের নিকট) এতৎ ত্রয়ং (এই তিনটি) সাধুহিতং ন (গ্রহণযোগ্য নহে)। ২৩২

এই জগৎ যদি স্বরূপতঃ (যেমনটি দেখা যাইতেছে তেমনটি) সত্য হইত (ইহার নিত্য-বর্তমান স্বতন্ত্র সত্তা থাকিত) তাহা হইলে সত্যস্বরূপ জগতের কখনও নাশ হইত না। আর তাহা হইলে বেদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইত (কেননা, বেদ জগতের সত্যতা স্বীকার করেন না)। অধিকন্তু বেদপ্রকাশক ঈশ্বর অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অসত্যবাদী হইতেন। বিচারশীল মহাত্মা ব্যক্তিগণের নিকট এই তিনটার কোনটা গ্রাহ্য নয়। ২৩২

বেদের প্রকাশক ঈশ্বর না হয় সত্যবাদী হউন, আর বেদ না হয় প্রমাণরূপে স্বীকৃত হউক ; কিন্তু বেদ যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন, একথা কে বলিল ? "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" মুঃ, ৩।১।১—"সর্বদা সম্মিলিত ও সমাননামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।" এই মন্ত্রে তো জীব ও ঈশ্বর দুইয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যত্র "বাচারম্ভণং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" ছাঃ, ৬।১।৪—ইত্যাদি মন্ত্রে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে গীতা হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হইতেছে—

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচীকৢপৎ ॥ ২৩৩

বস্তুতত্ত্বজ্ঞঃ (বস্তুস্বরূপের যথার্থজ্ঞাতা) **ঈশ্বরঃ** (ঈশ্বর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) '**অহং চ** (আমি) **তেষু** (সেই সকল ভূতে) **অবস্থিতঃ ন** (অবস্থিত নই), **ভূতানি চ** (ভূতসকলও) **মৎস্থানি ন** (আমাতে নাই)' **ইতি এবম্ এব** (এই প্রকারেই) **ব্যচীকৢপৎ** (সমর্থন করিয়াছেন)। ২৩৩

বস্তুস্বরূপের জ্ঞাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "আমি সে সকল বস্তুতে নাই" আর "সে সকল বস্তু আমাতে নাই" এইরূপ বলিয়া পূর্বোক্ত মতের (জগতের মিথ্যাত্বের) সমর্থন করিয়াছেন। ২৩৩

"ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" গীঃ, ৯।৪-৫

"আমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; সেই আমার দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; চেতন-অচেতন সমস্ত ভূত আমাতে বর্তমান রহিয়াছে; আমি কিন্তু পরিচ্ছেদরহিত ও সংসর্গশূন্য বলিয়া সে-সকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ নই। আমার যথার্থ স্বরূপ দর্শন কর। ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত নহে। আমার আত্মা ভূতসমূহে অবস্থিত না থাকিয়াও সে সকলের ধারক ও উৎপাদক।"

যদি সত্যং ভবেদ্ বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎস্বপ্নবন্মৃষা ॥ ২৩৪

বিশ্বং (বিশ্ব) যদি সত্যং ভবেৎ (যদি সত্য হয়) [তাহা হইলে] সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিকালে) উপলভ্যতাম্ (উপলব্ধ হউক)। যৎ (যেহেতু) কিঞ্চিৎ ন উপলভ্যতে (কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না) অতঃ (এই কারণে) অসৎ (অসত্য) স্বপ্নবৎ মৃষা (স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা)। ২৩৪

বিশ্ব যদি সত্য হয় তো সুষুপ্তিকালেও তাহার উপলব্ধি হওয়া উচিত। যেহেতু তাহা হয় না, সেইহেতু বিশ্ব স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় সত্তাহীন মিথ্যা। ২৩৪

জগতের স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ সত্তা নাই। ইহার অধিষ্ঠান আত্মার সত্যতার জন্য ইহা সত্যরূপে প্রতীত হয়।

অতঃ পৃথঙ্‌নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ পৃথক্‌প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাদিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ ॥ ২৩৫

অতঃ (অতএব) পরাত্মনঃ (পরাত্মা হইতে) পৃথক্ (ভিন্ন) জগৎ ন অস্তি (জগৎ নাই); পৃথক্‌প্রতীতিঃ (জগতের ভিন্নতার অনুভব) তু (অবশ্যই) গুণাদিবৎ

(আরোপিত গুণ প্রভৃতির ন্যায়) মৃষা (মিথ্যা)। আরোপিতস্য (আরোপিত গুণ প্রভৃতির) কিম্ অর্থবত্তা (কী অর্থ আছে) ? অধিষ্ঠানং (অধিষ্ঠান) তথা (আরোপিত বস্তুরূপে) ভ্রমেণ (ভ্রমবশতঃ) আভাতি (প্রকাশ পায়) । ২৩৫

অতএব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জগতের অস্তিত্ব নাই। জগতের পৃথক্ সত্তার অনুভব (গুণীতে) আরোপিত গুণাদির ন্যায় মিথ্যা। আরোপিত গুণাদির কীই বা সত্তা আছে ? জীবের ভ্রমবশতঃ তাহার নিকট অধিষ্ঠান আরোপিত-বস্তুরূপে প্রকাশ পায়। ২৩৫

আকাশের কোন আকার নাই, বর্ণও নাই। তথাপি অজ্ঞতাবশতঃ আমরা উহাকে গামলার ন্যায় আকারযুক্ত এবং নীলবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি। ঠিক এইভাবে আত্মাতে জগদ্ভ্রম আরোপিত হয়। অধিষ্ঠান-স্বরূপ আকাশে আরোপিত নীলতাপ্রভৃতি গুণ যেমন মিথ্যা, আত্মায় আরোপিত নাম ও রূপ সেই প্রকার মিথ্যা। সর্পে যখন রজ্জুভ্রম হয়, তখন সর্পের গতি, দংশনসামর্থ্য প্রভৃতি সমস্ত গুণ রজ্জুতে আরোপিত হয়। কিন্তু রজ্জু সর্বকালে একরূপই থাকে। ভ্রমবশতঃ দ্রষ্টা তাহাতে সর্পদর্শন করে।

ভ্রান্তস্য যদ্ যদ্ ভ্রমতঃ প্রতীতং ব্রহ্মৈব তত্তদ্ রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্ ॥ ২৩৬

ভ্রান্তস্য (অজ্ঞের নিকট) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভ্রমতঃ (ভ্রম হইতে) প্রতীতং (প্রতীত হয়) তৎ তৎ (সেই সকল) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মমাত্র)। শুক্তিঃ হি (শুক্তিই) রজতম্ এব (রজতরূপে প্রকাশ পায়)। ইদন্তয়া (এই জগদ্রূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সদা এব (সকল সময়) রূপ্যতে (প্রকাশ পায়)। তু (কিন্তু) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আরোপিতং (আরোপিত জগৎ) নামমাত্রম্ (নামমাত্র) । ২৩৬

ভ্রমবশতঃ অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যে-সকল বিভিন্ন বস্তু প্রতীত হয়, সে সকল ব্রহ্মমাত্র (ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়)। শুক্তিই রজতরূপে প্রকাশিত হয়। এই জগদ্রূপে ব্রহ্মই সর্বদা প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ নামমাত্র (ইহার বাস্তবিক সত্তা নাই)। ২৩৬

অতঃ পরং ব্রহ্ম সদদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্॥ ২৩৭
নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং নিত্যং সুখং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদং
চকাস্তি॥ ২৩৮

অতঃ (এই কারণে) কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) ইদং (এই জগদ্রূপে) চকাস্তি (প্রকাশ পাইতেছে) [সে সকল] পরং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম)। [ব্রহ্ম] সৎ অদ্বিতীয়ং বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্, প্রশান্তম্ আদ্যন্তবিহীনম্ অক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্ নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং নিত্যং সুখং নিষ্কলম্ অপ্রমেয়ম্ অরূপম্ অব্যক্তম্ অনাখ্যম্ অব্যয়ং স্বয়ংজ্যোতিঃ। ২৩৭-২৩৮

এই কারণে (যেহেতু এই দৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই সেইহেতু) এই জগদ্রূপে যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, সে সকলই স্বরূপতঃ পরম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয়, কেবলবিজ্ঞান-স্বরূপ, নিরঞ্জন, প্রশান্ত, উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, অক্রিয়, অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ, মায়াকৃত-ভেদশূন্য, নিত্য-সুখস্বরূপ, হ্রাসবৃদ্ধিরহিত, প্রমাণের অবিষয়, রূপবর্জিত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নামরহিত, নাশশূন্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ। ২৩৭-২৩৮

উক্ত বিশেষণগুলি শ্রুতি হইতে গৃহীত। যথাঃ—'সদেব সত্যম্' যাহার সত্তা ত্রিকালাবাধিত, অর্থাৎ ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকালেই সমভাবে বর্তমান, তাহা সত্য।

অদ্বিতীয়=দ্বিতীয়শূন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন=বিনাশাদিদোষশূন্য শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ। ছাঃ, ৬।১৩

নিরঞ্জন=অবিদ্যারূপ আবরণশূন্য। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'। শ্বেঃ, ৬।১৯

প্রশান্ত=রাগদ্বেষাদি-দোষশূন্য।

আদ্যন্তবিহীন=উৎপত্তিবিনাশশূন্য। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো'…কঃ, ১।২।১৮

নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্। 'নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'

নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদ=অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপ ভেদশূন্য।

'নাত্র কাচন ভিদাস্তি।' বৃঃ, ৪।৪।১৯

নিষ্কল — অবয়বশূন্য।

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' কঃ, ১।৩।১৫

অনাখ্যম্=নামবর্জিত। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' তৈঃ, ২।৪

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্বিকল্পকম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ॥ ২৩৯

জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-শূন্যম্ (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই ত্রিবিধকল্পনারহিত) অনন্তং (দেশ, কাল বা বস্তুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে) নির্বিকল্পকম্ (বিকল্পশূন্য) কেবল-

অখণ্ড-চিৎ-মাত্রং (অখণ্ড-চৈতন্যস্বরূপ) পরং তত্ত্বং (পরম তত্ত্বকে) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) বিদুঃ (জানেন)। ২৩৯

জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ কল্পনারহিত, অনন্ত, নির্বিকল্প, অখণ্ড-চৈতন্যস্বরূপ পরম তত্ত্বকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জানেন। ২৩৯

অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ ॥ ২৪০

অহেয়ম্ (অহেয়—অত্যাজ্য) অনুপাদেয়ং (যে বস্তুকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়) মনোবাচাম্ অগোচরম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) অপ্রমেয়ম্ (পরিমাণশূন্য) অনাদি-অনন্তং (আদি ও অন্তশূন্য) পূর্ণং ব্রহ্ম (পূর্ণব্রহ্ম) মহঃ (অলৌকিক তেজঃস্বরূপ) অহম্ (আমি)। ২৪০

অহেয়, অনুপাদেয়, বাক্যমনের অতীত, অপ্রমেয়, অনাদি, অনন্ত, তেজঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মই 'আমি' (জীবের যথার্থ স্বরূপ)। ২৪০

অনুপাদেয়=যে বস্তু আমার হইতে ভিন্ন, তাহাকেই গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব। আমি আমাকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারি না। আত্মা অদ্বিতীয় বলিয়া ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নন।

মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির প্রকার বর্ণিত হইতেছে—

তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়োর্ব্রহ্মাত্মনো শোধিতয়োর্যদীথম্।
শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্যগেকত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ ॥ ২৪১

ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়ো-
র্নিগদ্যতেঽন্যোন্যবিরুদ্ধধর্মিণোঃ।
খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ
কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ ॥ ২৪২

যদি (যদি) তত্ত্বমসি ইতি শ্রুত্যা ('তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্য-সহায়ে) ইত্থং (এই প্রকারে) তৎ-ত্বং-পদাভ্যাম্ (তৎ ও ত্বং এই দুই পদ হইতে) তয়োঃ (তাহাদের) অভিধীয়মানয়োঃ (লক্ষ্যীভূত) শোধিতয়োঃ (শোধিত) ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ব্রহ্মের এবং জীবের) সম্যক্ একত্বং (সম্পূর্ণ একত্ব) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) প্রতিপাদ্যতে (প্রতিপন্ন হয়) [তবে সেই] ঐক্যং (ঐক্য) তয়োঃ (তাহাদের) লক্ষিতয়োঃ (লক্ষিত অর্থের) নিগদ্যতে (বর্ণিত হইয়াছে); অন্যোন্যবিরুদ্ধধর্মিণোঃ (পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধ-স্বভাববিশিষ্ট দুই বস্তুর) বাচ্যয়োঃ (আক্ষরিক অর্থের) ন (বলা হয় নাই)। [যেমন] খদ্যোত-ভান্বোঃ (খদ্যোতের ও সূর্যের) রাজ-ভৃত্যয়োঃ (রাজার ও ভৃত্যের) কূপ-অম্বুরাশ্যোঃ (কূপের এবং সমুদ্রের) পরমাণু-মের্বোঃ (পরমাণুর ও মেরুর) [ন্যায় বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট দুই দুই বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়]। ২৪১-২৪২

যদি 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা এই প্রকারে 'তৎ ও ত্বম্' এই দুই পদের লক্ষ্যীভূত এবং শোধিত ব্রহ্মের ও জীবের সম্পূর্ণ একত্ব পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে তো সেই ঐক্য জীব ও ব্রহ্মের লক্ষিত অর্থেরই বর্ণনা ; পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধ-স্বভাববিশিষ্ট দুই বস্তুর ঐক্য আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হয় নাই। জোনাকির ও সূর্যের, রাজার ও ভৃত্যের, কূপের এবং সমুদ্রের অথবা একটি পরমাণুর সহিত মেরুপর্বতের ঐক্য আক্ষরিক অর্থে যেমন সম্ভব নয়, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ঐক্য সেই ভাবে আক্ষরিক অর্থে সম্ভব নয়। ২৪১-২৪২

জোনাকির ও সূর্যের ঐক্য আলোকদান-সামর্থ্যে, রাজা ও ভৃত্যের ঐক্য মানুষহিসাবে, কূপ ও সমুদ্রের ঐক্য জলাধাররূপে। এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উভয়ের চৈতন্যস্বরূপতায়।

জীববোধ যতকাল থাকে ততকাল জীব জন্মমরণধর্মবিশিষ্ট জীবই থাকে। ব্রহ্মের সহিত অবাধিত একত্বের অনুভব চাই। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় অষ্টম হইতে ষোড়শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।)

তয়োর্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ॥
ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোষম্॥ ২৪৩

তয়োঃ (তাহাদের) অয়ং বিরোধঃ (এই বিরোধ) উপাধিকল্পিতঃ (উপাধি দ্বারা কল্পিত)। এষঃ উপাধিঃ (এই উপাধি) কশ্চিৎ (কিছু) বাস্তবঃ (বাস্তব) ন (নয়)। শৃণু (শোন), ঈশস্য (ঈশ্বরের) [উপাধি] মহৎ-আদি-কারণং (মহৎ প্রভৃতির কারণরূপা) মায়া (মায়া); জীবস্য (জীবের) [উপাধি] কার্যং (মহৎ-আদির কার্য) পঞ্চকোষম্ (পঞ্চকোষ)। ২৪৩

তাহাদের (জীব ও ব্রহ্মের) ভেদ উপাধি দ্বারা কল্পিত। আর এই উপাধি কিছু বাস্তব নয়। (উপাধি কি তাহা) শোন। মহৎ প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ মায়া হইতেছে ঈশ্বরের উপাধি; আর জীবের উপাধি মহৎ-আদির পরিণাম পঞ্চকোষ। ২৪৩

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ সম্যঙ্নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটকস্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥২৪৪

এতৌ (এই দুইটি) পরজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) উপাধী (উপাধি)। তয়োঃ (এই দুই উপাধির) সম্যক্-নিরাসে (সম্যক্রূপে নিবারণ করা হইলে) ন পরঃ ন জীবঃ (ঈশ্বর থাকেন না, জীবও থাকে না)। নরেন্দ্রস্য (রাজার) রাজ্যং (রাজ্য) [উপাধি], ভটস্য (যোদ্ধার) খেটকঃ (শস্ত্র) [উপাধি]; তয়োঃ (সেই দুইটির) অপোহে (দূরীকরণ হইলে) ন ভটঃ (যোদ্ধা থাকে না) ন রাজা (রাজা থাকে না)। ২৪৪

এই দুইটি—মায়া এবং মায়ানির্মিত পঞ্চকোষ—যথাক্রমে ঈশ্বরের এবং জীবের উপাধি। এই দুই উপাধি নিরাকৃত হইলে—ইহাদের মিথ্যাত্ব সম্যক্রূপে প্রমাণিত হইলে—ঈশ্বরও থাকেন না, জীবও থাকে না (শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন)। [ইহার দৃষ্টান্ত] কোন

ব্যক্তির রাজ্য থাকিলে তাহাকে রাজা বলা হয়; সেই ব্যক্তি শস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিলে তাহাকে যোদ্ধা বলা হয়। কিন্তু তাহার রাজ্য বা শস্ত্র কোনটা না থাকিলে সে তখন আর রাজাও নয়, যোদ্ধাও নয়—(সকল বিশেষণবর্জিত একজন মানুষ)। ২৪৪

মায়ারূপ-উপাধির আশ্রয়ে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, শক্তিমান্ ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হন; আর পঞ্চকোষের আবরণে আবদ্ধ জীব নিজেকে দীন, হীন, দুঃখী মনে করে। ঈশ্বর ও জীবের উপাধি অপসৃত হইলে ঈশ্বরের বা জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আর অনুভূত হয় না; তখন এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন।

আত্মার স্বরূপবিষয়ে যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন শ্রুতি-প্রমাণসহায়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে —

অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতবোধাৎ তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এব ॥ ২৪৫

'অথাত আদেশঃ' ইতি শ্রুতিঃ ('অথাত আদেশঃ' এই শ্রুতিবাক্য) স্বয়ং (নিজে) ব্রহ্মণি কল্পিতং (ব্রহ্মে কল্পিত) দ্বয়ং (দ্বৈতভাব) নিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন)। শ্রুতি-প্রমাণ-অনুগৃহীত-বোধাৎ (শ্রুতি-প্রমাণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সহায়ে) তয়োঃ (কার্য ও কারণরূপ উপাধি দুইটির) নিরাসঃ (নিষেধ) করণীয়ঃ এব (করা কর্তব্য)। ২৪৫

'অথাত আদেশঃ' এই শ্রুতিবাক্য নিজেই ব্রহ্মে কল্পিত দ্বৈতভাবকে অস্বীকার করিতেছেন। শ্রুতিপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সহায়ে কার্য ও কারণরূপ কল্পিত উপাধি দুইটিকে অস্বীকার করা (উহাদের মিথ্যাত্ব অনুভব করা) কর্তব্য। ২৪৫

"অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি।" বৃঃ, ২।৩।৬—"অতএব, অতঃপর 'নেতি, নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) ইহাই ব্রহ্মের নির্দেশ। কারণ 'নেতি' এই বাক্য হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও নির্দেশ নাই।"

নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং রজ্জুদৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।
ইত্থং দৃশ্যং সাধু যুক্ত্যা ব্যপোহ্য জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ ॥২৪৬

ইদং ন (ইহা নয়), ইদং ন (ইহা নয়); কল্পিতত্বাৎ (কল্পিত বলিয়া) সত্যং ন (সত্য নয়)। রজ্জু-দৃষ্ট-ব্যালবৎ (রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের ন্যায়) চ (এবং) স্বপ্নবৎ (স্বপ্নের ন্যায়) ইত্থং (এই প্রকার) যুক্ত্যা (যুক্তিসহায়ে) সাধু (সম্যক্-রূপে) দৃশ্যং (দৃশ্যকে) ব্যপোহ্য (অস্বীকার করিয়া) পশ্চাৎ (পরে) তয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের) যঃ একভাবঃ (যে ঐক্য—অদ্বৈতভাব) [তাহা] জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য—জানিতে হইবে)। ২৪৬

দৃশ্যমান যাহা কিছু স্থূল বা যাহা সূক্ষ্ম সেসকল আত্মা নয়। কল্পিত বলিয়া এসকল সত্য নয়; কিন্তু রজ্জুতে দৃষ্ট সর্পের ন্যায়, স্বপ্নদৃষ্টবস্তুসমূহের ন্যায় মিথ্যা। এই প্রকার যুক্তিসহায়ে (স্থূল ও সূক্ষ্ম) দৃশ্যসমূহের সত্যত্ববোধকে সম্যক্-রূপে অস্বীকার করিয়া পরে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব জানিতে হইবে। ২৪৬

ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাঽজহত্যা কিন্তুভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৭

ততঃ তু (তাহার পরে) তয়োঃ (তাহাদের) অখণ্ড-একরসত্ব-সিদ্ধয়ে (অখণ্ডত্ব ও অদ্বৈতভাব প্রমাণিত করার জন্য) তৌ (তাহাদিগকে—জীব ও ব্রহ্মকে) লক্ষণয়া (লক্ষণা দ্বারা) সুলক্ষ্যৌ (সম্যক্-রূপে লক্ষ্য [বিচার] করিতে হইবে)। জহত্যা (জহতী-লক্ষণা-দ্বারা) ন অলং (যথেষ্ট হইবে না), তথা (সেই প্রকারে) অজহত্যা

(অজহতী-লক্ষণা দ্বারাও) ন (হইবে না) কিন্তু (কিন্তু) উভয়ার্থাত্মিকয়া এব (জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা দ্বারাই) ভাব্যম্ (আত্মস্বরূপের বিচার করিতে হইবে)। ২৪৭

তাহার পর (পূর্বকথিত উপায়ে বিচারের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাব অবগত হওয়ার পর) উহাদের অখণ্ডত্ব এবং অদ্বৈতত্ব প্রমাণ করার জন্য উহাদিগকে লক্ষণাদ্বারা সম্যক্-রূপে বিচার করিতে হইবে। জহতী-লক্ষণাদ্বারা উভয়ের ঐক্য বোধগম্য হইবে না, অজহতী-লক্ষণাদ্বারাও হইবার নহে ; জহতী-অজহতী-লক্ষণা (বা ভাগ-লক্ষণা) দ্বারা আত্মস্বরূপের বিচার করিতে হইবে। ২৪৭

'লক্ষণা' বলিতে শব্দের বৃত্তিবিশেষকে বুঝায়। কোন শব্দের মুখ্য-অর্থগ্রহণে বাধা ঘটিলে শব্দের যে বৃত্তিদ্বারা মুখ্যার্থের সহিত সম্বদ্ধ অন্য অর্থ উপলব্ধ হয়, শব্দের সেই বৃত্তিকে লক্ষণা বলে। শব্দের এই লক্ষণাবৃত্তি তিনপ্রকারের। যথা—জহতী, অজহতী এবং ভাগ বা ভাগত্যাগ-লক্ষণা।

জহতী-লক্ষণা=যেখানে পরস্পরসম্বদ্ধ দুইটি পদের একটির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—'গঙ্গায় ঘোষপল্লী অবস্থিত' বলিলে গোয়ালাদের গ্রাম গঙ্গার জলের উপর নয়, কিন্তু গঙ্গাতীরে অবস্থিত বুঝিতে হয়। এখানে গঙ্গার মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করা হইল।

অজহতী-লক্ষণা=এই লক্ষণায় একটি পদের মুখ্য অর্থের সহিত আরও কিছু সংযোগ করিলে তবে বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট হয়। যথা—'শ্বেতঃ ধাবতি'—'শাদাটা দৌড়িতেছে'। এখানে শ্বেতপদের সহিত অশ্ব বা আর কিছু যোগ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়। শ্বেতবর্ণ কখনও দৌড়ায় না। বক্তার উদ্দেশ্য থাকে, শ্বেতবর্ণ কোন একটা প্রাণী দৌড়িতেছে, ইহা বলা।

জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা বা ভাগত্যাগ-লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা=এই লক্ষণায় উভয়পদের কিছু অংশের অর্থ ত্যাগ করিয়া উভয়ের একত্ববিধান করিতে হয়। এই লক্ষণার দৃষ্টান্ত পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা বিরুদ্ধধর্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে বিরুদ্ধধর্মানুভয়ত্র হিত্বা ॥ ২৪৮
সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনোরখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ॥ ২৪৯

সঃ দেবদত্তঃ (সেই দেবদত্ত) অয়ম্ ইতি (এই ব্যক্তিই বটে) ইহ (এই বাক্যে) বিরুদ্ধ-ধর্মাংশং (দেশকালাদি বিরুদ্ধ-অংশসমূহ) অপাস্য (ত্যাগ করিয়া) একতা (সেই ব্যক্তিবিশেষের অভিন্নত্ব) যথা বা (যে প্রকারে) কথ্যতে (বর্ণিত হয়), তথা (সেই প্রকারে) 'তৎ-ত্বম্-অসি' ইতি বাক্যে ('তত্ত্বমসি' এই বৈদিক মহাবাক্যে) উভয়ত্র (জীব এবং ব্রহ্ম উভয়ের) বিরুদ্ধ-ধর্মান্ (বিরোধী ধর্মসমূহ) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) সৎ-আত্মনোঃ (ব্রহ্মের ও জীবের) চিন্মাত্রতয়া সংলক্ষ্য (মাত্র চৈতন্যাংশকে গ্রহণ করিয়া) বুধৈঃ (বিবেকি-পুরুষগণ) অখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে (অদ্বয় বোধস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন)। এবং (এই প্রকারে) মহাবাক্যশতেন (বেদোক্ত অন্যান্য মহাবাক্যের দ্বারা) ব্রহ্মাত্মনোঃ (ব্রহ্মের ও জীবের) ঐক্যম্ (একত্ব) [এবং] অখণ্ডভাবঃ (অভেদত্ব) কথ্যতে (কথিত হয়)। ২৪৮-২৪৯

'সেই দেবদত্ত এই ব্যক্তিই বটে' এই প্রকার বাক্যে যেমন দেশকাল-কর্মাদি (বর্তমানের সহিত) বিরুদ্ধ অংশসমূহ ত্যাগ করিয়া পূর্বদৃষ্ট দেবদত্ত-নামক ব্যক্তির সহিত বর্তমানে দৃষ্ট ব্যক্তির ঐক্য স্বীকৃত হয়; সেই প্রকারে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্'—ব্রহ্ম ও জীব—এই উভয়ের বিরোধী ধর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া এবং মাত্র চৈতন্যাংশকে গ্রহণ করিয়া বিচারশীল ব্যক্তিগণ অদ্বয়-বোধস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে বেদোক্ত অন্য মহাবাক্যসমূহের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও অভেদত্ব বর্ণিত হয়। ২৪৮-২৪৯

ধরা যাউক, দেবদত্ত নামক এক তরুণকে দশ বৎসর পূর্বে দিল্লিশহরে দেখিয়াছিলাম। তখন সে রুগ্‌ণ, কৃশ এক ছাত্র ছিল; কোনও রকমে পড়াশুনা করিয়া যাইতেছিল। এখন দশবৎসর পরে তাহাকে কলিকাতায় দেখিতেছি একজন সুস্থ, সবল, সুদর্শন, খ্যাতিমান্ যুবক অধ্যাপকরূপে। তবুও আমি দেবদত্তকে চিনিতে পারিতেছি। তাহার কারণ, বিভিন্ন স্থানে ও কালে বর্তমান, পূর্বে এবং বর্তমানে দৃষ্ট দোষ-গুণের অতিরিক্ত মানুষটিকে দেখিতেছি বলিয়া। এই প্রকারে বিচারের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পরস্পরবিরোধী অংশসমূহ ত্যাগ করিতে পারিলে উভয়ের ঐক্য সিদ্ধ হইতে পারে।

জীব ভ্রান্তিবশতঃ নিজেকে স্থূল, ক্ষুদ্র ইত্যাদি মনে করে। কিন্তু এই সকল ধর্ম যে তাহাতে নাই, ব্রহ্মেও নাই—তাহা পরবর্তী শ্লোকের লক্ষ্যীভূত শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে।

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্।
অতো মৃষামাত্রমিদং প্রতীতং জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্॥
ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্॥ ২৫০

এতৎ অসৎ (এই অসৎ, মিথ্যা প্রপঞ্চ) 'অস্থূলম্' ইতি ('অস্থূলম্ অহ্রস্বম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সহায়ে) নিরস্য (নিরাস করিয়া) স্বতঃসিদ্ধং (স্বতঃসিদ্ধ) ব্যোমবৎ অপ্রতর্ক্যং (আকাশের ন্যায় একরূপ বলিয়া তর্কের অতীত) অখণ্ডবোধং (অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ) স্বম্ আত্মানং (স্বীয় স্বরূপকে) অহং ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্মই) ইতি এব (এই প্রকার) বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা (শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা) বিদ্ধি (জান)। [যেহেতু এই সিদ্ধান্তই সত্য] অতঃ (অতএব) ইদং (এই প্রতীয়মান দেহাদিপ্রপঞ্চ) যৎ (যাহা)

স্ব-আত্মতয়া (নিজের আত্মা বলিয়া) গৃহীতম্ (গৃহীত হইয়াছে) মৃষামাত্রং (সেই মিথ্যাত্মক বস্তুকে) জহীহি (ত্যাগ কর)। ২৫০

'অস্থূলম্' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য-সহায়ে এই মিথ্যা প্রপঞ্চকে অস্বীকার করিয়া স্বতঃসিদ্ধ, আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া তর্কাতীত, অখণ্ড-জ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপকে 'আমি ব্রহ্মই' এইপ্রকার বিশুদ্ধবুদ্ধি-অবলম্বনে জান। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধব্রহ্ম, সেইহেতু এই প্রতীয়মান দেহাদি প্রপঞ্চে যে 'আমি' বলিয়া অভিমান হইতেছে, সেই মিথ্যাবস্তুমাত্রকে ত্যাগ কর। ২৫০

ব্যোমবৎ অপ্রতর্ক্য—আকাশ সর্বদা একরূপ, তাই আকাশের বিষয়ে কোনও সংশয় উঠে না। আত্মাও সর্বদা আকাশের ন্যায় একরূপ বলিয়া তর্কের অতীত।

'অস্থূলম্-অনণু-অহ্রস্বম্-অদীর্ঘম্-অলোহিতম্-অস্নেহম্-অচ্ছায়ম্-অত-মোঽবায়ু-অনাকাশম্-অসঙ্গম্-অরসম্-অগন্ধম্-অচক্ষুষ্কম্-অশ্রোত্রম্-অবাক্-অমনঃ-অতেজস্কম্-অপ্রাণম্-অমুখম্-অমাত্রম্-অনন্তরম্-অবাহ্যম্' (বৃঃ, ৩।৮।৮) অমাত্রম্=পরিমাণরহিত। অনন্তরম্=অবকাশরহিত।

মৃৎকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাহিতং
তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং
তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎ পরম্ ॥ ২৫১

ঘটাদি সকলং মৃৎকার্যং (ঘটাদি মৃত্তিকানির্মিত সকল বস্তু) সততং (সর্বদা) আহিতং (পৃথক্ সত্তাবান্ সত্যবস্তুরূপে গৃহীত হয়); [বস্তুতঃ সেসকল] মৃৎ-মাত্রম্ এব (মৃত্তিকামাত্র—অন্য কিছু নয়)। তৎ-বৎ (সেই প্রকারে) ইদম্ অখিলম্ (এই

দৃশ্যমান সব কিছু) সৎ-জনিতং (সৎ-বস্তু হইতে উৎপন্ন) সদাত্মকম্ সৎ-মাত্রম্ এব (সৎ, সত্য-ব্রহ্মবস্তুমাত্র)। যতঃ (যে হেতু) সতঃ পরং (সৎ হইতে ভিন্ন) কিম্ অপি (কিছুমাত্র) ন অস্তি (নাই) তৎ সত্যং (সেই ব্রহ্ম সত্য) ; সঃ স্বয়ম্ আত্মা (সেই ব্রহ্ম সকলের আত্মা)। তস্মাৎ (সেই কারণে) প্রশান্তম্ (প্রশান্ত) অমলম্ (নির্মল) পরম্ (শ্রেষ্ঠ)অদ্বয়ম্ (অদ্বিতীয়) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) যৎ (যাহা) তৎ (তাহা) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও)। ২৫১

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটপ্রভৃতি বস্তুসকল সর্বদা ঘটপ্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুরূপে গৃহীত হইলেও স্বরূপতঃ সে সকল বস্তু মৃত্তিকামাত্র—মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন কিছু নয়। সেই প্রকার দৃশ্যমান এই অখিল জগৎ সদ্‌বস্তু হইতে উৎপন্ন, সদ্‌বস্তুরূপেই তাহার স্থিতি, এবং তাহা স্বরূপতঃ নিত্য-সত্য ব্রহ্মবস্তুমাত্র। যে হেতু সৎ হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সেই হেতু সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, সেই সৎই সকলের আত্মা। সেই কারণে প্রশান্ত, নির্মল, কার্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, অদ্বিতীয় যে ব্রহ্মবস্তু আছেন, তাহা তুমিই। ২৫১

সতত=উৎপত্তির পূর্বে, উৎপন্ন হইয়া বর্তমান থাকার সময় এবং বিনাশের পর—এই তিন কালেই।

নিদ্রাকল্পিত-দেশ-কাল-বিষয়-জ্ঞাত্রাদি সর্বং যথা
মিথ্যা তদ্‌বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীর-করণ-প্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ
তস্মাৎ তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্॥ ২৫২

নিদ্রাকল্পিত-দেশ-কাল-বিষয়-জ্ঞাতৃ-আদি (নিদ্রার সময়ে অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনকালে কল্পিত দেশ, কাল, বিষয় এবং এই সকলের জ্ঞাতা-প্রভৃতি) সর্বং (সব কিছু) যথা (যেমন) মিথ্যা, তৎ-বৎ (সেই প্রকার) ইহ জাগ্রতি অপি (বর্তমান জাগ্রৎকালেও)

জগৎ (দৃষ্ট জাগতিক বস্তুসমূহ) স্ব-অজ্ঞানকার্যত্বতঃ (স্বীয় অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া) [মিথ্যা]। যস্মাৎ (যে হেতু) ইদং শরীর-করণ-প্রাণ-অহম্-আদি (এই শরীর-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-অহংকারপ্রভৃতি) অপি (ও) অসৎ (মিথ্যা) তস্মাৎ (সেই হেতু) যৎ প্রশান্তম্ অমলম্ অদ্বয়ং পরম্ ব্রহ্ম (যে প্রশান্ত নির্মল অদ্বয় পরব্রহ্ম আছেন) তৎ ত্বম্ অসি (তাহা তুমি হও)। ২৫২

স্বপ্নকালে দৃষ্ট দেশ, কাল, বিষয় এবং এই সকলের জ্ঞাতাপ্রভৃতি সব-কিছু যেমন মিথ্যা, সেই প্রকার জাগ্রৎকালে অনুভূত জাগতিক বস্তুনিচয় স্বীয় অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া মিথ্যা। যেহেতু শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অহংকার প্রভৃতি মিথ্যা, সেইহেতু এই-সকল হইতে ভিন্ন নিত্য বর্তমান যে প্রশান্ত নির্মল অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম আছেন, তুমি তাহাই। ২৫২

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্‌বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্‌বিভিন্নম্ ॥
স্বপ্নে নষ্টং স্বপ্নবিশ্বং বিচিত্রং
স্বস্মাদ্‌ভিন্নং কিং নু দৃষ্টং প্রবোধে ॥ ২৫৩

যত্র (যেখানে) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) কল্পিতং (কল্পিত হয়) তৎ-বিবেকে (তাহার বিষয়ে জ্ঞান হইলে) তৎ (তাহা—ভ্রমবশতঃ দৃষ্টবস্তু) তৎ-মাত্রম্ এব (অধিষ্ঠানরূপ যথার্থ বস্তুমাত্র), তস্মাৎ (তাহা হইতে, অধিষ্ঠান হইতে) বিভিন্নং ন এব (ভিন্ন কোন বস্তু অবশ্যই থাকে না)। স্বপ্নে দৃষ্টং (স্বপ্নকালে দৃষ্ট) বিচিত্রং স্বপ্নবিশ্বং (বিচিত্র স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুনিচয়) নষ্টং (স্বপ্নের মধ্যেই মিলাইয়া যায়)। প্রবোধে (জাগরণের সময়) স্বস্মাৎ ভিন্নং (দ্রষ্টা হইতে পৃথক্) কিম্ নু (কিছু কি দেখা যায়? অর্থাৎ দেখা যায় না)। ২৫৩

ভ্রমবশতঃ যে বর্তমান-বস্তুতে অন্য মিথ্যাবস্তুর কল্পনা করা যায়, সত্যবস্তুর জ্ঞান হইলে কল্পিত-মিথ্যাবস্তুটি অধিষ্ঠানস্বরূপ সত্যবস্তুতে

পরিণত হয়, তাহা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন-বস্তুরূপে আর থাকে না। (যেমন দড়িকে যখন দড়ি বলিয়া জানা যায়, তখন সেই দড়িতে দেখা সাপটি দড়ি হইয়া যায়, আর সাপ থাকে না)। স্বপ্নে দৃষ্ট বিচিত্রবস্তুসমূহ স্বপ্নের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। জাগরণের পর দ্রষ্টা হইতে ভিন্ন আর কোনও স্বপ্নবস্তু দেখা যায় কী ? ২৫৩

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং নামরূপগুণদোষবর্জিতম্।
দেশকালবিষয়াতিবর্তি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৪

যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) জাতি-নীতি-কুল-গোত্র-দূরগং (জাতি, নীতি, কুল, গোত্র-প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধশূন্য) নাম-রূপ-গুণ-দোষ-বর্জিতং (নাম, রূপ, গুণ এবং দোষশূন্য) দেশ-কাল-বিষয়-অতিবর্তি (দেশ, কাল এবং বিষয়কে অতিক্রম করিয়া বর্তমান) তৎ ত্বম্ অসি (তাহা তুমি হও) [ইহা] আত্মনি (মনে) ভাবয় (ধ্যান কর)। ২৫৪

যে ব্রহ্মের সহিত ব্রাহ্মণাদি জাতির, ধর্মনীতি-সমাজনীতিপ্রভৃতি বিধিনিষেধের সম্পর্ক নাই; যাহার কুল বা গোত্র নাই; যাহার নাম নাই, রূপ নাই, কোনরূপ গুণ বা দোষ নাই; দেশকাল এবং বিষয়সমূহকে অতিক্রম করিয়া যাহা বর্তমান, তুমিই সেই ব্রহ্ম; ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৫৪

"যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥" মুঃ, ১।১।৬

'সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, মূলরহিত, আকারবিহীন ও চক্ষুঃকর্ণাদিশূন্যকে—সেই হস্তপদহীন, বিনাশরহিত,

প্রাণিভেদে বিবিধ আকারযুক্ত, সর্বব্যাপী ও সুসূক্ষ্মকে—সেই অব্যয় ব্রহ্মকে বিবেকী ব্যক্তিগণ যে-বিদ্যাসহায়ে সর্বতোভাবে দর্শন করেন, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা।'

যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদি বস্তু যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৫

যৎ (যাহা, সর্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ যে বস্তু) পরং (অবিদ্যার এবং অবিদ্যার কার্যের অতীত) সকল-বাক্-অগোচরং (বাক্যের অবিষয়) বিমলবোধচক্ষুষঃ (শুদ্ধ বুদ্ধির) গোচরং (বিষয়) শুদ্ধচিৎ-ঘনম্ (নির্মল-চৈতন্যস্বরূপ) অনাদি (কার্যকারণরহিত) যৎ ব্রহ্মবস্তু (যে ব্রহ্মবস্তু আছেন) তৎ ত্বম্ অসি (তাহা তুমি হও) [ইহা] আত্মনি ভাবয় (অন্তরে ধ্যান কর)। ২৫৫

সর্ববেদান্তসিদ্ধ, অবিদ্যার অতীত, বাক্যাদি-সকল-ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, শুদ্ধবুদ্ধির বিষয়, নির্মলচৈতন্যস্বরূপ, কার্যকারণরহিত, এমন যে ব্রহ্মবস্তু আছেন তুমি তাহাই—ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৫৫

ষড়্‌ভিরূর্মিভিরযোগি যোগি-হৃদ্‌ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যমস্তি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৬

ষড়্‌ভিঃ ঊর্মিভিঃ (ছয়টি তরঙ্গের দ্বারা) অযোগি (অসংস্পৃষ্ট) যোগি-হৃৎ-ভাবিতং (যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করেন) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা) ন বিভাবিতম্ (অনুভবযোগ্য নয়) বুদ্ধি-অবেদ্যম্ (স্থূল, অসংস্কৃত বুদ্ধির দ্বারা যাহা বোঝা যায় না) যৎ (যে) অনবদ্যং (নির্দোষ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম আছেন) তৎ ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয় (তাহা তুমিই, ইহা অন্তরে ধ্যান কর)। ২৫৬

(দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের ধর্ম) জরা-মৃত্যু ক্ষুধা-পিপাসা-শোক-মোহ-রূপ ছয়টি তরঙ্গ যে ব্রহ্মকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, যোগিগণ যাঁহাকে

হৃদয়ে ধ্যান করেন, যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, অশুদ্ধ বুদ্ধিতে যাহা প্রকাশ পায় না, যাহা নির্দোষ, সেই ব্রহ্ম তুমিই, ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৫৬

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং স্বাশ্রয়ং চ সদসদ্‌বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানবদ্ধি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৭

ভ্রান্তিকল্পিত-জগৎ-কলাশ্রয়ং (ভ্রান্তিকল্পিত জগতের প্রাণাদি কল্পনার আশ্রয়) স্ব-আশ্রয়ং (নিজেই নিজের আশ্রয়) চ (এবং) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণম্ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন) নিষ্কলং (নিরবয়ব) নিরুপমানবৎ (উপমারহিত) হি যৎ ব্রহ্ম তৎ ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৫৭

ভ্রান্তিকল্পিত জগতের বিবিধ কল্পনার আশ্রয়, নিজেই নিজের আশ্রয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন, অবয়বশূন্য এবং তুলনারহিত যে ব্রহ্ম তুমিই সেই, ইহা ধ্যান কর। ২৫৭

স্বাশ্রয়=ব্রহ্ম নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাহার কোন আশ্রয় থাকার সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি বলেন, "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ"—'ব্রহ্ম নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।'

নিষ্কলম্="অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" শ্বেঃ, ৩।১৯

'হস্ত না থাকিলেও গ্রহণ করেন, পদবিহীন হইয়াও চলেন, চক্ষুঃহীন হইলেও দেখেন, কর্ণরহিত হইলেও শোনেন।'

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেঃ, ৬।৮) 'তাঁহার সমান অথবা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।'

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যববিঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮

ব্রহ্ম জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণতি-অপক্ষয়-ব্যাধি-নাশনবিহীনম্ অব্যয়ম্ বিশ্বসৃষ্টি-অববিঘাত-কারণম্ (ব্রহ্ম জন্ম-বৃদ্ধি-পরিণাম-ক্ষয়-ব্যাধি-বিনাশরহিত এবং বিশ্বের সৃষ্টিরও নাশের কারণ)। ত্বম্ তৎ অসি (তুমি সেই ব্রহ্ম), [ইহা] আত্মনি ভাবয় (অন্তরে ধ্যান কর)। ২৫৮

ব্রহ্ম জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণামপ্রাপ্তি, ক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যুপ্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিকার-বর্জিত, অপরিণামী এবং বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ। তুমি সেই ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে ধ্যান কর।২৫৮

অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্তি যদ্‌ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৯

যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) অস্তভেদম্ (ভেদরহিত) অনপাস্তলক্ষণং (অপরিণামিস্বরূপ) নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্ (তরঙ্গরহিত সমুদ্রের ন্যায় স্থির) নিত্যমুক্তম্ (নিত্যমুক্ত) অবিভক্তমূর্তি (বিভাগবর্জিত) ত্বম্ তৎ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৫৯

যে ব্রহ্ম ভেদরহিত, অপরিণামী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় শান্ত, নিত্যমুক্ত ও বিভাগবর্জিত, তুমি তাহাই—ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৫৯

অস্তভেদ=জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধভেদশূন্য।

অনপাস্তলক্ষণ=যাহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ অস্ত হয় না (তিরোভূত হয় না); আমাদের সকল প্রত্যয়ে যিনি সদ্রূপে প্রকাশ পান।

নিত্যমুক্ত=ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনকালেই যাঁহার বন্ধন হয় না; যিনি নিজেকে কখনও বদ্ধ বলিয়া অনুভব করেন না।

অবিভক্তমূর্তি=কোন বস্তু যাহাতে ভেদ ঘটাইতে পারে না। 'অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।' গীতা

একমেব সদনেককারণং কারণান্তরনিরাস্যকারণম্।
কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬০

ব্রহ্ম স্বয়ম্ একম্ এব সৎ (ব্রহ্ম স্বয়ং এক হইয়াও) অনেককারণম্ (অসংখ্য বিষয়ের উৎপত্তির বা প্রকাশের কারণ) কারণান্তর-নিরাসি (অন্য কারণের নিরাসের কর্তা) অকারণম্ (কারণশূন্য) কার্য-কারণ-বিলক্ষণম্ (কার্য-কারণ হইতে ভিন্ন) তৎ ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৬০

ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, বিচিত্র সৃষ্টির কারণ, অন্য কারণের নিরাসকারক, স্বয়ং কারণশূন্য, এবং কার্য ও কারণ হইতে (মায়া ও তৎকৃত সৃষ্টি হইতে) পৃথক্। তুমি সেই ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৬০

ব্রহ্ম অনেককারণ।

'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥'
মুঃ, ২।১।১

'যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, সেইরূপ, হে সৌম্য, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়।'

ব্রহ্ম অকারণ।

"ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্ জনিতা ন চাধিপঃ ॥" শ্বেঃ, ৬।৯

'জগতে তাঁহার কোনও প্রভু নাই, নিয়ন্তাও নাই, এমন কোন চিহ্নও নাই যাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনুমান করা চলে। তিনি

সকলের কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি। ইঁহার কোনও উৎপাদয়িতা বা অধ্যক্ষ নাই।'

নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎ ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬১

যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) নির্বিকল্পকম্ (বিকল্পশূন্য) অনল্পম্ (অপরিচ্ছিন্ন) অক্ষরং (হানিরহিত) ক্ষর-অক্ষর-বিলক্ষণং (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ [দেহ ও জীব]-হইতে ভিন্ন) পরং (সর্বোত্তম) নিত্যম্ (অবিনাশি) অব্যয়সুখং (নিত্যানন্দস্বরূপ) নিরঞ্জনং (অবিদ্যারহিত) তৎ ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৬১

যে ব্রহ্ম সংশয়-বিপর্যয়প্রভৃতি বিকল্পশূন্য, অপরিচ্ছিন্ন, হানিরহিত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন, সর্বোত্তম, অবিনাশী, নিত্যানন্দস্বরূপ এবং অবিদ্যালেশরহিত ; তুমি তাহাই, ইহা ধ্যান কর। ২৬১

"ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।" গীঃ, ১৫।১৬
"উত্তমপুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" গীঃ, ১৫।১৭

'বিকারশীল ভূতসমূহকে ক্ষর বলা হয়। আর ভগবানের মায়াশক্তিকে বলা হয় অক্ষর পুরুষ। এই উভয় পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পুরুষোত্তমকে পরমাত্মা বলা হয়।'

যদ্‌বিভাতি সদনেকধা ভ্রমান্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা।
হেমবৎ স্বয়মবিক্রিয়ং সদা ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬২

যৎ (যাহা) স্বয়ং (নিজে) হেমবৎ (স্বর্ণের ন্যায়) সদা (সর্বকালে) অবিক্রিয়ং সৎ (অবিকারী থাকিয়া) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ) নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা (নাম, রূপ, গুণ ও বিবিধ বিকাররূপে) অনেকধা (নানারূপে) বিভাতি (প্রকাশ পায়) তৎ ব্রহ্ম ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৬২

স্বর্ণের বিবিধ বিকার হার-বলয়াদির মধ্যে স্বর্ণ যেমন অবিকৃতরূপে বর্তমান থাকে, সেইরূপ যে ব্রহ্ম নিজে সর্বদা অবিকারী থাকিয়া নাম, রূপ, গুণ ও বিবিধ বিকাররূপে প্রকাশ পান, তুমিই সেই ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৬২

যচ্ চকাস্ত্যনপরং পরাৎপরং প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৩

যৎ (যে) ন-অপরং (অদ্বিতীয়) পরাৎপরং (সর্বশ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্-একরসম্ (সকলের অন্তরে অভিন্নচৈতন্যরূপে বর্তমান) আত্মলক্ষণম্ (আত্মস্বরূপ) সত্য-চিৎ-সুখং (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ) অনন্তম্ অব্যয়ং (অনন্ত ও অব্যয়) ব্রহ্ম চকাস্তি (ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন) তৎ ত্বম্ অসি আত্মনি ভাবয়। ২৬৩

যে অদ্বিতীয়, অব্যক্ত হইতে উৎকৃষ্ট, সকল প্রাণীর অন্তরে অভিন্ন-চৈতন্যরূপে বিদ্যমান, আত্মস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ অনন্ত অব্যয় ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন, তুমিই সেই ব্রহ্ম, ইহা অন্তরে ধ্যান কর। ২৬৩

উক্তমর্থমিমমাত্মনি স্বয়ং ভাবয়েৎ প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥ ২৬৪

উক্তম্ ইমম্ অর্থম্ (কথিত এই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব) স্বয়ং (নিজে) আত্মনি (অন্তঃকরণে) প্রথিতযুক্তিভিঃ (প্রসিদ্ধ যুক্তিসহায়ে) ধিয়া (শুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে)। তেন (এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা) সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবৎ (হস্তস্থিত জলের বিষয়ে যেমন কোন সংশয়াদি থাকে না সেইরূপ) তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে)। ২৬৪

উপরে (দশটি শ্লোকে) জীব ও ব্রহ্মের যে একত্ব বর্ণিত হইল, তাহা নিজের অন্তঃকরণে প্রসিদ্ধ বেদান্তসারী যুক্তির দ্বারা এবং শুদ্ধবুদ্ধিসহায়ে

ধ্যান করিবে। (অহর্নিশ) এই প্রকার ধ্যানের দ্বারা হস্তস্থিত জলের বিষয়ে যেমন কোন সংশয়াদি থাকে না, সেইরূপ সংশয়াদিরহিত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইবে। ২৬৪

সম্বোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং বিজ্ঞায় সঙ্ঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতো বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্ ॥ ২৬৫

সৈন্যে চ নৃপবৎ (সেনার মধ্যে রাজা যেমন প্রধান সেইভাবে) সঙ্ঘে (দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমবায় জীবে) সম্বোধমাত্রং (নিত্যচৈতন্যস্বরূপ) পরিশুদ্ধতত্ত্বং (শুদ্ধ আত্মাকে) বিজ্ঞায় (জানিয়া) তদাশ্রয়ঃ (সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে) স্বাত্মনি সর্বদা স্থিতঃ (নিজের স্বরূপে সর্বদা বর্তমান থাকিয়া) বিশ্বজাতং (জড়সমূহ) ব্রহ্মণি (শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে) বিলাপয় (লয় করিয়া দাও—ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নয়, ইহা জান)। ২৬৫

সৈন্যদলের মধ্যে রাজাই যেমন প্রধান (রাজার নির্দেশ ব্যতীত যেমন সৈন্যদলের কর্মে কোন স্বতন্ত্রতা নাই) সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমবায় জীবের নিত্যচৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ-আত্মাই এক অদ্বিতীয় নিয়ন্তা জানিয়া, সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে শুদ্ধ-আত্মরূপে সর্বদা অবস্থিত থাকিয়া জড়পদার্থসমূহ আত্মাতে লয় করিয়া দাও। (ব্যবহারকালেও শুদ্ধ-আত্মা ব্যতীত জড়সমূহের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এই প্রতীতি তোমার হউক)। ২৬৫

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্‌বিলক্ষণং ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্ গুহায়াং পুনর্ন তস্যাঙ্গ গুহাপ্রবেশঃ ॥ ২৬৬

বুদ্ধৌ গুহায়াং (বুদ্ধির গুহাতে) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণং (স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে ভিন্ন) পরম্ অদ্বিতীয়ম্ সত্যং ব্রহ্ম অস্তি (শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় অবিনাশী ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন)। তৎ-আত্মনা (ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে) যঃ (যিনি) অত্র গুহায়াং (এই বুদ্ধিরূপ

গুহাতে) বসেৎ (অবস্থান করেন) অঙ্গ (হে বৎস) তস্য (তাহার) পুনঃ (পুনরায়) গুহাপ্রবেশঃ (মাতৃগর্ভে জন্মলাভ) ন (হয় না)। ২৬৬

বুদ্ধির অভ্যন্তরে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে ভিন্ন পরাৎপর অদ্বিতীয় অবিনাশী ব্রহ্ম নিত্য বিরাজমান আছেন। যিনি নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধিতে অবস্থান করেন, তাঁহার আর মাতৃগর্ভে জন্মলাভ হয় না। ২৬৬

ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান থাকিলেও বুদ্ধিতে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ; শুদ্ধ-বুদ্ধিসহায়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহা বেদের উপদেশ। বুদ্ধিতে 'আমি' অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যিনি কালাতিপাত করেন তাঁহার পুনর্জন্ম তো হয়ই না, বর্তমান দেহেই তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নান্-
মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ॥ ২৬৭

বস্তুনি জ্ঞাতে অপি (ব্রহ্মবস্তু জ্ঞাত হইবার পরও) কর্তা ভোক্তা অহম্ ইতি (আমি কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি প্রকারের) এষা দৃঢ়া বলবতী অনাদিঃ বাসনা (এই দৃঢ়া বলবতী আদিশূন্যা বাসনা), যা অস্য সংসারহেতুঃ (যে বাসনা জীবের জন্মমরণাদির কারণ), সা (সেই বাসনাকে) আত্মনি নিবসতা (আত্মনিষ্ঠ সাধক) প্রত্যক্-দৃষ্ট্যা (সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান থাকিয়া) প্রযত্নাৎ অপনেয়া (যত্নসহকারে অপসারিত করিবেন)। ইহ (এই জীবনে) যৎ বাসনাতানবং (যাহা বাসনার ক্ষয়) তৎ মুক্তিং (তাহাই মুক্তি), মুনয়ঃ প্রাহুঃ (মুনিগণ বলিয়া থাকেন)। ২৬৭

ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হইবার পরও 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি প্রকারের দৃঢ়া বলবতী অনাদি বাসনা নিঃশেষে বিলীন হইতে চাহে না। এই বাসনাই জীবের জন্মমরণাদির কারণ। আত্মনিষ্ঠ সাধক সাক্ষি-স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া এই বাসনার লেশকে যত্নসহকারে অপসারিত করিবেন। এই জীবনে বাসনার নিঃশেষে ক্ষয়কেই মুক্তি বলিয়া মুনিগণ বর্ণনা করেন। ২৬৭

"যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" ছাঃ, ৩।১৪।১

'মানুষ যেহেতু ভাবরূপী, সেইহেতু সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়-সম্পন্ন হয়, দেহত্যাগের পরও সেইরূপ হইয়া থাকে।'

প্রত্যক্-শব্দের অর্থ—অসৎ, জড় ও দুঃখাত্মক দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে বিপরীত সচ্চিদানন্দরূপে যাহা প্রকাশ পায়, তাহাই প্রত্যক্। অথবা, স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপের দ্বারা যাহা জড়সমূহকে এবং অজ্ঞানান্ধকারকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করে তাহা প্রত্যক্।

অহং মমেতি যো ভাবো দেহাক্ষাদাবনাত্মনি।
অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া॥ ২৬৮

দেহ-অক্ষাদৌ (দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) অনাত্মনি (অনাত্মবস্তুতে) অহং মম ইতি যঃ ভাবঃ (যে আমি ও আমার বলিয়া বোধ) [তাহাই] অধ্যাসঃ (অধ্যাস বলিয়া কথিত হয়)। অয়ং (এই অধ্যাস) স্বাত্মনিষ্ঠয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠাসহায়ে) বিদুষা (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের দ্বারা) নিরস্তব্যঃ (নিরাস করণীয়)। ২৬৮

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থে যে 'আমি ও আমার' বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বদা আত্মস্বরূপে বর্তমান থাকিয়া এই অধ্যাসের বিলোপসাধনে যত্নপরায়ণ হইবেন। ২৬৮

বিচারের দ্বারা আকাশের কোন বর্ণ নাই, ইহা নিশ্চয় করিলেও আকাশ সর্বদা নীল বলিয়া মনে হয়। স্বচ্ছ স্ফটিক রক্তবর্ণ পুষ্পের নিকটে থাকার জন্য রক্তবর্ণ দেখায়; ইহা জানিলেও উহা যতক্ষণ রক্তবর্ণ পুষ্পের নিকটে থাকে ততক্ষণ লালই দেখায়। জড় দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া যে প্রত্যগাত্মার প্রকাশ তাহাকে জড়ধর্মীই মনে হইতে থাকে। সুতরাং জীবন্মুক্তি কিরূপে সম্ভব? এই শঙ্কার সমাধান করা হইতেছে।

জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্‌বৃত্তিসাক্ষিণম্।
সোঽহমিত্যেব সদ্‌বৃত্ত্যানাত্মন্যাত্মমতিং জহি ॥ ২৬৯

বুদ্ধি-তৎ-বৃত্তি-সাক্ষিণম্ (বুদ্ধির ও তাহার বৃত্তিসমূহের প্রকাশক) স্বং প্রত্যক্-আত্মানং (স্বীয় যথার্থ স্বরূপকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সঃ অহম্ ইতি এব (সেই শুদ্ধ আত্মাই আমি এই প্রকারের) সৎ-বৃত্ত্যা (যথার্থজ্ঞানরূপ-বৃত্তিসহায়ে) অনাত্মনি (অনাত্মবস্তুতে) আত্মমতিং ('আমি'-বোধ) জহি (নষ্ট করিয়া দাও)। ২৬৯

বুদ্ধির ও তাহার বৃত্তিসমূহের প্রকাশক যথার্থ-স্বরূপকে জানিয়া (বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) 'সেই শুদ্ধ আত্মাই আমি' এই প্রকারের যথার্থজ্ঞানরূপ-বৃত্তিসহায়ে অনাত্মবস্তুসমূহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর। ২৬৯

অবিবেকী ব্যক্তির নিকটই রক্তপুষ্পসন্নিহিত স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। বিবেকী ব্যক্তি রক্তবর্ণকে স্ফটিকে অধ্যস্ত জানিয়া স্ফটিক স্বচ্ছ বলিয়াই অনুভব করিবেন। এই প্রকার আত্মানাত্মবিচারের দ্বারা যাঁহার আত্মস্বরূপের দৃঢ় প্রতীতি হইবে তিনি আর অনাত্মবস্তুকে নিজের স্বরূপ বলিয়া ভ্রম করিবেন না। 'আমি ব্রাহ্মণ, 'আমি সুপুরুষ', 'আমি বিদ্বান্' 'আমি কর্তা' ইত্যাদি অভিমান তাঁহার হইবে না।

লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭০

লোকানুবর্তনং (লৌকিক ও সামাজিক আচারাদি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) দেহানুবর্তনং ত্যক্ত্বা (দেহসুখের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া) শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা (শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া) স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং (আত্মায় যে অনাত্মবস্তুর ভ্রম হইতেছে তাহার অপসারণ) কুরু (কর)। ২৭০

লৌকিক ও সামাজিক শিষ্টাচারপ্রভৃতিতে উৎসাহশূন্য হইয়া, দেহের সুখচেষ্টা ত্যাগ করিয়া (মাত্র দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্রের অতিরিক্ত কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) এবং শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা ছাড়িয়া অধ্যাস দূর করিতে প্রযত্নশীল হও। ২৭০

লোকের মুখ আটকান যায় না এবং সব লোককে কখনও খুসি করা যায় না। অপরের মুখ চাহিয়া চলিলে অধ্যাস দূর করার সাধনা আর হয় না। তাই মুমুক্ষুর পক্ষে লোকানুবর্তন নিষিদ্ধ।

শাস্ত্রানুবর্তন ত্যাগ করিতে বলিয়া আত্মবিচারের অনুকূল শাস্ত্রচর্চা করিতে নিষেধ করিতেছেন না; বহুশাস্ত্রপাঠ এবং তর্কবিচার আত্মনিষ্ঠ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাতজনক বলিয়া ঐ সকল হইতে বিরত হওয়ার উপদেশ দিতেছেন।

'স্বাধ্যাস'=নিজের অধ্যাস বলিতে অহংকারাদিতে 'আমি' বলিয়া এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে এবং স্ত্রীপুত্রগৃহসম্পত্তি প্রভৃতি 'আমার' বলিয়া ভ্রম বুঝিতে হইবে।

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে ॥ ২৭১

জন্তোঃ (জীবের) লোকবাসনয়া শাস্ত্রবাসনয়া অপি চ দেহবাসনয়া (মানুষকে খুসি করার, শাস্ত্রপাঠ ও বিচারে বিশেষ উৎসাহের এবং দেহের সৌন্দর্যসাধনের এবং ভোগ-সুখের চেষ্টার জন্য) যথাবৎ জ্ঞানং (সম্যক্ জ্ঞান) ন এব জায়তে (জন্মাইতে পারে না)। ২৭১

মানুষকে খুসি করার এবং মানুষের প্রিয় হওয়ার চেষ্টা, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন এবং তাহা প্রকাশের ইচ্ছা এবং দেহের সৌন্দর্যবৃদ্ধির ও ভোগসুখের চেষ্টা থাকিলে যথার্থ আত্মজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ২৭১

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছোরয়োময়ং পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটু বাসনাত্রয়ং
যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭২

তৎ-জ্ঞাঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ) বাসনাত্রয়ং (বাসনা তিনটিকে) সংসারকারাগৃহ-মোক্ষম্ ইচ্ছোঃ (সংসাররূপ-কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভে সমুৎসুক সাধকের পক্ষে) অয়োময়ং (লৌহনির্মিত) পটু (দৃঢ়) পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলম্ (পায়ে বাঁধা শিকলের ন্যায়) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)। যঃ (যে সাধক) অস্মাৎ (এই বাসনা-তিনটির আকর্ষণ হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছেন) [তিনি] মুক্তিং সমুপৈতি (মুক্তিপ্রাপ্ত হন—জীবন্মুক্তি লাভ করেন)। ২৭২

সংসাররূপ-কারাগৃহ হইতে মুক্তিলাভে সমুৎসুক সাধকের পক্ষে বাসনা-তিনটি লৌহনির্মিত পায়ে-বাঁধা কঠিন শিকলের ন্যায় প্রতিপন্ন হয়—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি বাসনা তিনটির বশীভূত নন, তিনিই জীবন্মুক্তি লাভ করেন। ২৭২

জলাদিসংসর্গবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধূতাগরুদিব্যবাসনা।
সংঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যগ্ বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে॥ ২৭৩

জলাদিসংসর্গবশাৎ (জলপ্রভৃতির সংস্পর্শে আসার জন্য) প্রভূত-দুর্গন্ধধূতা (অত্যন্ত দুর্গন্ধময় [বলিয়া প্রতিভাত]) অগরুদিব্যবাসনা (অগুরুচন্দনের মনোরম সুগন্ধ) সংঘর্ষণেন এব (প্রস্তরাদিতে সংঘর্ষণের দ্বারা) বাহ্যগন্ধে (জলাদির সংস্পর্শে উৎপন্ন দুর্গন্ধ) সম্যক্ বিধূয়মানে সতি (সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হইলে) বিভাতি (নিজের আসল সুগন্ধ বিকীর্ণ করিতে থাকে)। ২৭৩

জলপ্রভৃতির সংস্রবে আসার ফলে যে অগুরু চন্দনকে উপরে উপরে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বলিয়া মনে হয়, ঘর্ষণের ফলে যখন জলাদির সংস্রবে উৎপন্ন দুর্গন্ধ চলিয়া যায় তখন সেই চন্দনের দিব্য সুগন্ধ প্রকাশ পায়। ২৭৩

অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা-ধূলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশুদ্ধা, প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্ ॥ ২৭৪

অন্তঃশ্রিত-অনন্তদুরন্তবাসনা-ধূলীবিলিপ্তা (জীবের অন্তঃকরণে বর্তমান অনন্ত এবং দুর্দম বাসনারূপ ধূলির দ্বারা আবৃত) পরমাত্মবাসনা (আত্মার সৌরভ অর্থাৎ স্বস্বরূপের প্রকাশ) প্রজ্ঞা-অতিসংঘর্ষণতঃ (নিরন্তর আত্মবিচার-অভ্যাসের দ্বারা) চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্ (ঘৃষ্ট চন্দনের সৌরভের ন্যায় অভিব্যক্ত হইয়া) বিশুদ্ধা প্রতীয়তে (নির্মলভাবে প্রকাশিত হয়)। ২৭৪

জীবের অন্তরে বর্তমান অনন্ত এবং দুর্দম উক্ত বাসনাত্রয়রূপ ধূলির দ্বারা আত্মার শুদ্ধস্বরূপ আবৃত থাকে, নিরন্তর আত্মবিচার-অভ্যাসের দ্বারা (যখন বাসনাত্রয়ের আবরণ দূরীভূত হয় তখন) ঘৃষ্ট চন্দনের সৌরভের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে (আনন্দময়) আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। ২৭৪

বাসনার নাশ হইলেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়।

অনাত্মবাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্ ॥ ২৭৫

আত্মবাসনা (আত্মার সুগন্ধ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ আত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তি) অনাত্মবাসনাজালৈঃ (দেহাদি-অনাত্মবস্তুর দুর্গন্ধে অর্থাৎ দেহাদি-পোষণের বাসনাসমূহদ্বারা) তিরোহিতা (আবৃতা রহিয়াছে)। নিত্য-আত্মনিষ্ঠয়া (অহর্নিশ আত্মচিন্তনের দ্বারা) তেষাং নাশে (দেহ-ইন্দ্রিয়-বিষয়াদিতে সুখভোগ-বাসনা বিনষ্ট হইলে) [আত্মানন্দ] স্বয়ং স্ফুটং ভাতি (অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা না রাখিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়)। ২৭৫

দেহাদিপোষণের বাসনাসমূহ দ্বারা আত্মস্বরূপের প্রকাশ আবৃত থাকে। অহর্নিশ আত্মচিন্তনের ফলে সকলপ্রকার ভোগবাসনা নষ্ট হইলে আত্মস্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। ২৭৫

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥ ২৭৬

মনঃ (মন) যথা যথা (যেমন যেমন) প্রত্যক্-অবস্থিতং (সাক্ষিস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়) তথা তথা (সেই সেই পরিমাণে) বাহ্যবাসনা (দেহ-ইন্দ্রিয়-বিষয়াদির সুখভোগ-কামনা) মুঞ্চতি (ত্যাগ করে)। বাসনানাম্ (বাসনাসমূহের) নিঃশেষমোক্ষে সতি (নিঃশেষে নাশ হইলে) প্রতিবন্ধশূন্যা (বাধারহিত) আত্মানুভূতিঃ (আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি) [হয়]। ২৭৬

মন যেমন যেমন সাক্ষিস্বরূপ আত্মায় স্থিত হয়, সেই সেই পরিমাণে বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ করে। বাসনাসমূহের নিঃশেষে নাশ হইলে বাধারহিতভাবে আত্মস্বরূপের অনুভূতি হয়। ২৭৬

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৭

যোগিনঃ (আত্মনিষ্ঠ পুরুষের) মনঃ (অন্তঃকরণ) সদা (নিরন্তর) স্বাত্মনি এব স্থিত্বা (ব্রহ্মস্বরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া) নশ্যতি (সংকল্পাত্মক স্বভাব পরিত্যাগ করে)।

অতঃ (ইহা হইতে—সংকল্পত্যাগ হইতে) বাসনানাং ক্ষয়ঃ (বাসনাসমূহের ক্ষয় হয়)। স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং (দেহাদিতে অহংবোধের নিবৃত্তিসাধন) কুরু (কর)। ২৭৭

সর্বদা আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা যখন আসে, তখন সাধকের মন নাশপ্রাপ্ত হয় (মনে আর সংকল্প-বিকল্পের উদয় হয় না)। সংকল্পত্যাগের ফলে বাসনার নাশ হয়। অতএব দেহাদিতে অহংবোধের নিবৃত্তি যাহাতে হয় তাহাই কর। ২৭৭

বাসনাসমূহের উদ্ভব হয় মনে ; মনের নাশ হইলে বাসনাসমূহও নষ্ট হইয়া যায়।

সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ গীতা

তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৮

তমঃ (তমোগুণ) দ্বাভ্যাং (রজঃ ও সত্ত্ব এই দুই গুণের দ্বারা), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণের দ্বারা) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) শুদ্ধেন (শুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা) নশ্যতি (নাশ পায়)। তস্মাৎ সত্ত্বম্ অবষ্টভ্য (অতএব সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া) স্বাধ্যাস-অপনয়ং (নিজের কর্তৃত্বাদি-মিথ্যাজ্ঞানের নিবারণ) কুরু (কর)। ২৭৮

তমোগুণ রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা, রজোগুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা এবং সত্ত্বগুণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির ফলে, নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাস-নাশে যত্নবান্ হও। ২৭৮

গীতার চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তমোগুণের প্রভাবে জীব প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রার বশীভূত হয়। প্রমাদী ও অলস ব্যক্তির কোন শুভকর্ম-সম্পাদনে সামর্থ্য থাকে না। রজোগুণের প্রভাবে সে ক্রিয়াশীল এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেকে শুভবাসনার দ্বারা পরিচালিত হইলে সে তমোগুণের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে।

সত্ত্বগুণের যখন বিশেষ প্রকাশ হয় তখন তাহার রজোগুণোদ্ভূত কর্মচাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া যায়। সত্ত্বগুণের দুইপ্রকার ভেদ আছে—মলিনসত্ত্ব আর শুদ্ধসত্ত্ব। মলিনসত্ত্ব জীবকে সুখে ও জ্ঞানে আসক্ত করিয়া বদ্ধ রাখে। শুদ্ধসত্ত্ব মলিনসত্ত্বকে নষ্ট করিয়া আর গুণরূপে বর্তমান থাকে না, কিন্তু ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপে পরিণত হয়।

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯

প্রারব্ধং (পূর্বজন্মের কর্মফল) বপুঃ পুষ্যতি (শরীরকে ধারণ ও পালন করিতেছে) ইতি নিশ্চিত্য (ইহা নিশ্চয় করিয়া) নিশ্চলঃ (শরীর-পোষণাদির ব্যাপারে উৎসাহ-রহিত হইয়া) যত্নেন (যত্নসহকারে ব্রহ্মনিষ্ঠা-অভ্যাসের দ্বারা) ধৈর্যম্ আলম্ব্য (ধৈর্যের সহিত) স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু (অহংকারাদির নিবৃত্তি কর)। ২৭৯

অতীত কর্মের ফলে দেহ রহিয়াছে (এবং থাকিবে), ইহা দৃঢ়ভাবে ধারণা করিয়া শরীরপোষণাদির ব্যাপারে উৎসাহ ত্যাগ কর এবং যত্ন ও ধৈর্যসহকারে [ব্রহ্মনিষ্ঠা-অভ্যাসের দ্বারা] অধ্যাস দূর কর। ২৭৯

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্‌ব্যাবৃত্তিপূর্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০

অহং পরং ব্রহ্ম (আমি পরম ব্রহ্ম) ন জীবঃ (জীব নই); ইতি (এই প্রকার বিচার-অবলম্বনে) অতৎ-ব্যাবৃত্তি-পূর্বকম্ (ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুসমূহকে অস্বীকার করিয়া) বাসনাবেগতঃ (অতীত সংস্কার হইতে) প্রাপ্তস্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু (উৎপন্ন আত্মায় দেহধর্মের অভিমান পরিত্যাগ কর)। ২৮০

'আমি জীব নই, আমি পরম ব্রহ্ম' এইপ্রকার বিচার-অবলম্বনে ব্রহ্ম ভিন্ন কার্যকারণরূপ সকল-অনাত্মবস্তুকে অস্বীকার করিয়া অতীত সংস্কার হইতে উৎপন্ন আত্মায় দেহধর্মের অভিমান ত্যাগ কর। ২৮০

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮১

শ্রুত্যা (শ্রুতিবাক্যসহায়ে) যুক্ত্যা (বিচারের দ্বারা) স্বানুভূত্যা (নিজের অনুভূতি-অবলম্বনে) আত্মনঃ (আত্মার) সার্বাত্ম্যম্ (সর্বস্বরূপতা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ক্বচিৎ (কোনকালে) আভাসতঃ (আভাসমাত্র-রূপে) প্রাপ্ত-স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু (প্রাপ্ত স্বাধ্যাসের নিরাকরণ কর)। ২৮১

শ্রুতিবাক্য, বিচার এবং নিজের অনুভব, এই তিন উপায়ে আত্মার সর্বস্বরূপতা অবগত হইয়া (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের) কোনও কালে আভাস-মাত্ররূপে প্রকাশিত অধ্যাসের নিরাকরণে তৎপর থাক। ২৮১

আত্মার সর্বস্বরূপতা শ্রুতিতে বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

মুঃ, ২।২।১১ দ্রষ্টব্য।

'সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম।' মাঃ, ২
'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' ছাঃ, ৩।১৪।১

দৃশ্য পদার্থসমূহকে পরিচ্ছিন্ন ও আত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেখার ফলে জীব ক্ষুদ্র বিষয়ের তুচ্ছ আনন্দের প্রতি ধাবিত হয় এবং নিজে ক্ষুদ্র হইয়া যায়। গুণত্রয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলে তাহার ক্ষুদ্রতার নাশ হয় এবং সে জগৎকে ব্রহ্মময় বলিয়া অনুভব করে।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮২

মুনেঃ (মননশীল বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে) ন-আদান-বিসর্গাভ্যাম্ (বিষয়গ্রহণ এবং বিষয়ত্যাগ-বুদ্ধির অভাবহেতু) ঈষৎ ক্রিয়া ন অস্তি (কিছুমাত্র ক্রিয়া সম্ভব হয় না)।

নিত্যং (সর্বদা) তৎ-এক-নিষ্ঠয়া (একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ হইয়া) স্বাধ্যাস-অপনয়ং কুরু (অধ্যাসনিবৃত্তিতে প্রযত্নপরায়ণ হও)। ২৮২

গ্রহণবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধির অভাবহেতু মননশীল বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে কিছুমাত্র কর্ম সম্ভব হয় না। অতএব সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকিয়া অধ্যাস দূর করিয়া দাও। ২৮২

কামনা যতকাল থাকে ততকাল কর্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল স্থির থাকিতে পারে না। মানুষ কামনার বশে কর্ম করিতে থাকিলে অধ্যাসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া কেহ সংকল্প করিয়া করে না। সাধকের অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়া যখন শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় সংকল্পবিকল্প-ব্যতীত সাধিত হইতে থাকে, তখন তিনি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হন। তিনি তখন "ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।" "গুণত্রয়ের কার্য প্রকাশ পাইলে দ্বেষ করেন না, বা তাহাদের কার্যের নিবৃত্তি ঘটিলে সে সকলের প্রকাশের জন্য উৎসুক হন না।" গীঃ, ১৪।২২

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩

তত্ত্বমসি-আদি-বাক্যোত্থ-ব্রহ্ম-আত্মা-একত্ব-বোধতঃ ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য-শ্রবণের ফলে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যে একত্ববোধ জন্মে সেই বোধের সহায়ে) ব্রহ্মণি আত্মত্ব-দার্ঢ্যায় (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদভাব দৃঢ় করার জন্য) স্ব-অধ্যাস-অপনয়ং কুরু ([নিদিধ্যাসন-সহায়ে] বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি কর)। ২৮৩

'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য-শ্রবণের ফলে ব্রহ্মের সহিত জীবের যে একত্ববোধের উৎপত্তি হয়, সেই বোধের সহায়ে মন হইতে সকল বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি কর। ২৮৩

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্ নিঃশেষবিলয়াবধি।
সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৪

অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) অহংভাবস্য ('আমি'-বোধের) নিঃশেষ-বিলয়-অবধি (যতক্ষণ না নিঃশেষে নাশ হয় ততক্ষণ) যুক্তাত্মা (বিষয় হইতে চিত্তকে উপরত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া) সাবধানেন (সাবধান হইয়া—অপ্রমত্তভাবে) স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু। ২৮৪

যতকাল এই দেহে আমি-বোধের নিঃশেষে নাশ না হয়, ততকাল বিষয়চিন্তা বর্জন করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যাসনিবারণে নিরত থাক। ২৮৪

প্রতীতির্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৫

হে বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্ শিষ্য) যাবতা (যতকাল পর্যন্ত) জীবজগতোঃ প্রতীতিঃ (জীব ও জগতের অনুভব) স্বপ্নবৎ ভাতি (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হইতে থাকে) তাবৎ (ততকাল পর্যন্ত) নিরন্তরং (সর্বদা) স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু। ২৮৫

যতকাল পর্যন্ত 'আমি জীব এবং আমার বাহিরে এই জগৎ রহিয়াছে' এইপ্রকার ভেদবোধ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহের ন্যায় আভাসরূপেও অনুভূত হইতে থাকে, ততকাল নিরন্তর অধ্যাস-নিবারণে তৎপর থাক। ২৮৫

ভেদবোধ মাঝে মাঝে একটু-আধটু আসিলে ক্ষতি কী, এমন ভাবিলে চলিবে না।

নিদ্রায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।
ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি ॥ ২৮৬

নিদ্রায়াঃ (নিদ্রা) লোকবার্তায়াঃ (বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা) শব্দাদেঃ অপি (শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়প্রভৃতি) বিস্মৃতেঃ (আত্মবিস্মৃতির কারণসমূহকে) ক্বচিৎ (কিছুমাত্র) অবসরং ন দত্ত্বা (অবসর না দিয়া) আত্মনি (স্বীয় অন্তঃকরণে) আত্মানং চিন্তয় (শুদ্ধ-আত্মস্বরূপের ধ্যান কর)। ২৮৬

নিদ্রা, বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা, শব্দস্পর্শাদি বিষয়প্রভৃতি আত্মবিস্মৃতির কারণসমূহকে (তোমাকে আত্মচিন্তনে বিমুখ করিবার) কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়া সর্বদা স্বীয় অন্তঃকরণে শুদ্ধ-আত্মস্বরূপের ধ্যানে নিমগ্ন থাক। ২৮৬

নিদ্রা তামসী বৃত্তি, ইহা সমাধিতে স্থিতির প্রতিকূল। অন্যের বিষয়ে চর্চার ফলে নানা বাসনার উৎপত্তি হয় এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ কখনও অনুকূল কখনও বা প্রতিকূলরূপে প্রকাশ পাইয়া চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়। তাই এই তিনটি বর্জনের উপদেশ দেওয়া হইল।

মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।
ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্‌দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৭

মাতা-পিত্রোঃ (মাতা ও পিতার) মল-উদ্ভূতং (মল অর্থাৎ শোণিত ও শুক্রের সংযোগে উৎপন্ন) মলমাংসময়ং বপুঃ (মলমাংসময় শরীরকে) চাণ্ডালবৎ দূরং ত্যক্ত্বা (চণ্ডালসদৃশ-অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে ত্যাগ করিয়া—শরীরে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া) ব্রহ্মীভূয় (ব্রহ্মের সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করিয়া) কৃতী ভব (কৃতার্থ হও)। ২৮৭

মাতাপিতার শোণিতশুক্র-সংযোগে উৎপন্ন মলমাংসময় শরীরকে চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করিয়া (শরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্মের সহিত অভেদবোধপ্রাপ্তির ফলে ধন্য হইয়া যাও। ২৮৭

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে ॥ ২৮৮

মুনে (হে মননশীল সাধক) ঘটাকাশং মহা-আকাশে ইব (ঘটস্থিত আকাশ যে-ভাবে মহাকাশে বিলীন হইয়া যায় সেইভাবে) পরাত্মনি (পরমাত্মায়) আত্মানং (স্বীয়

জীবভাবকে) বিলাপ্য (লয় করিয়া) অখণ্ডভাবেন (সদা আত্মরূপে অবস্থিত থাকিয়া) তুষ্ণীং ভব (মৌন অবলম্বন কর—তর্ক-বিচারাদি ত্যাগ কর)। ২৮৮

হে বিচারপরায়ণ সাধক, ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেভাবে মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, সেইভাবে পরমাত্মায় জীবভাবকে লয় করিয়া দিয়া আত্মস্বরূপে স্থিত হও এবং তর্কবিচারাদি ত্যাগ কর। ২৮৮

অনুভূতিই সার। বৃথা তর্কবিচারে কী বা ফল? 'নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।' বৃঃ, ৪।৪।২১—'জিজ্ঞাসু বহুশব্দের চিন্তা করিবেন না ; কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর।'

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ ॥ ২৮৯

সৎ-আত্মনা (ব্রহ্মের সহিত আত্মভাব অবলম্বন করিয়া) স্বপ্রকাশম্ অধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় (নিজের স্বপ্রকাশকত্ব ও অধিষ্ঠানত্ব উপলব্ধি করিয়া) ব্রহ্মাণ্ডং পিণ্ডাণ্ডম্ অপি (ব্রহ্মাণ্ডকে এবং স্বীয় দেহকে) মলভাণ্ডবৎ ত্যজ্যতাম্ (মলভাণ্ডের ন্যায় মলিন ও হেয় বোধ করিয়া ত্যাগ কর)। ২৮৯

ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব-অবলম্বনে স্বীয় স্বপ্রকাশকত্ব এবং সর্বাধিষ্ঠানত্ব উপলব্ধি করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু ভোগ্যবস্তু এবং নিজের দেহকেও মলভাণ্ডের ন্যায় হেয় বলিয়া ধারণা কর এবং সে-সকলে আসক্তি-ত্যাগ কর। ২৮৯

আত্মাই জীব-জগতের একমাত্র অধিষ্ঠান ; আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু জীব স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ব্যষ্টিদেহে ও ক্ষুদ্র বিষয়সমূহে 'আমি-আমার' বোধ করিয়া সুখ-দুঃখ অনুভব করে। তাই আত্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিষয়ে তুচ্ছতাবুদ্ধি আনা প্রয়োজন। জড়দেহে 'আমি' বলিয়া অভিমান নাস্তিকতার প্রকাশক।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্ ।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্বদা ॥ ২৯০

দেহ-আরূঢ়াং (স্থূল শরীরে আশ্রিত) অহংধিয়ম্ ('আমি'বোধকে) সদানন্দে চিৎ-আত্মনি (সর্বদা আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মায়) নিবেশ্য (স্থির করিয়া) লিঙ্গম্ উৎসৃজ্য (লিঙ্গদেহে [বুদ্ধিতে, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং প্রাণাদিতেও] 'আমি-আমার' অভিমান ত্যাগ করিয়া) সর্বদা কেবলঃ ভব (সর্বসময় অদ্বৈত আত্মস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাক) । ২৯০

দেহে যে 'আমি-আমার' বোধ বর্তমান রহিয়াছে, সেই বোধকে সদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় স্থির করিয়া, অধিকন্তু লিঙ্গদেহেও 'আমি-আমার' অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বদা অদ্বৈত আত্মস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাক । ২৯০

এই শ্লোকে লিঙ্গপদের দ্বারা বর্ণ ও আশ্রমবিহিত দেহের চিহ্নসমূহও, যথা—শিখা, উপবীত, গৈরিক, জটাবল্কল ইত্যাদিও বুঝিতে পারা যায় । বর্ণ ও আশ্রমধর্মে অভিমান জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ।

যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা ।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৯১

যথা দর্পণান্তঃপুরং (যে প্রকারে দর্পণের মধ্যে নগরের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় সেই প্রকারে) যত্র (যাহাতে) এষঃ জগৎ-আভাসঃ (এই দৃশ্যমান জগতের প্রতীতি হয়) তৎ ব্রহ্ম অহম্ (সেই ব্রহ্ম 'আমিই') ইতি জ্ঞাত্বা (ইহা জানিয়া, অনুভব করিয়া) কৃতকৃত্যঃ ভবিষ্যসি (কৃতার্থ হইবে) । ২৯১

যে প্রকারে দর্পণের মধ্যে নগরের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রকারে যাহাতে এই দৃশ্যমান জগতের প্রতীতি হয় সেই ব্রহ্ম 'আমিই', ইহা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবে । ২৯১

দর্পণের মধ্যে নগরের প্রতিবিম্ব পড়িলেও দর্পণের মধ্যে নগর থাকে না। দর্পণরূপ অধিষ্ঠান সত্য ; উহাতে প্রতিবিম্বিত নগর মিথ্যা। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে জগতের প্রতীতি হয়। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মায়িক। সাধক যখন ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদভাব সর্বদা অনুভব করিবেন, দৃশ্যমান নামরূপাত্মক জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয় এই প্রকার প্রতীতি যখন তাঁহার দৃঢ় হইবে, তখন তাঁহার সকল কৃত্য (কর্তব্য কর্ম) কৃত পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে। অহংবোধ নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহার আর থাকিবে না।

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥" গীঃ, ৩।১৭

'যে ব্যক্তি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্তব্য বলিয়া কোন কর্ম থাকে না।'

যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।
তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেত শৈলূষবদ্বেষমুপাত্তমাত্মনঃ॥ ২৯২

যৎ (যে) সত্যভূতং (সত্যস্বরূপ) আদ্যং (অনাদিকাল হইতে বর্তমান) নিজরূপং (স্বীয় স্বরূপ) চিৎ-অদ্বয়-আনন্দম্ অরূপম্ অক্রিয়ম্ (যাহা জ্ঞানস্বরূপ, দ্বৈতবর্জিত আনন্দময়, রূপশূন্য এবং নিষ্ক্রিয়) তৎ এত্য (সেই স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া) মিথ্যাবপুঃ উৎসৃজেত (দেহে 'আমি-আমার' অভিমান ত্যাগ করিবে) ; আত্মনঃ (নিজের) উপাত্তম্ বেষম্ (গৃহীত বেশ) শৈলূষবৎ (নটের ন্যায়)। [নট যেমন অভিনয়কালে গৃহীত বেশে 'আমি'-অভিমান করে না এবং অভিনয়ান্তে সকল বেশ ত্যাগ করিয়া যে মানুষ সেই মানুষ হইয়া যায়, সেইরূপে দেহাদিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হইবে]। ২৯২

নট অভিনয়কালে গৃহীত বেশ অভিনয়ান্তে যে প্রকারে ত্যাগ করে সেই প্রকারে—সত্যভূত, অনাদিকাল হইতে বর্তমান, চৈতন্যঘন,

অদ্বিতীয়, আনন্দময় রূপরসাদি গুণবর্জিত এবং নিষ্ক্রিয় স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণদেহে 'আমি-আমার' অভিমান ত্যাগ করিবে। ২৯২

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"
কঠ, ১।৩।১৫

"যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহৎ-তত্ত্ব হইতে ভিন্ন এবং কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়।"

সত্যভূত=তিনকালে একরূপ=স্বতঃসিদ্ধ।

আদ্য=কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকল বস্তুর আদি।

সর্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্বমিতি প্রতীতিঃ কুতোঽহমাদেঃ
ক্ষণিকস্য সিধ্যেৎ ॥ ২৯৩

ইদং দৃশ্যম্ (এই দৃশ্য) সর্বাত্মনা (সর্বপ্রকারে) মৃষা এব (মিথ্যা অর্থাৎ অনাত্মমাত্র)। ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ (অল্পকাল স্থায়ী বলিয়া) অহম্ (অহংকার বা অন্তঃকরণ) অর্থঃ (পরমার্থ) ন এব (হইতে পারে না)। কুতঃ (কি প্রকারে) ক্ষণিকস্য অহম্-আদেঃ (ক্ষণস্থায়ী অহংপ্রভৃতির) অহং সর্বং জানামি (আমি সব জানি) ইতি প্রতীতিঃ (এই প্রকার জ্ঞান) সিধ্যেৎ (সিদ্ধ হইতে পারে) ? ২৯৩

এই দৃশ্য সর্বপ্রকারে মিথ্যা। অল্পকালস্থায়ী বলিয়া অহংকারও পরমসত্য হইতে পারে না। 'আমি সব জানি' এই প্রকারের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী অহংপ্রভৃতির কি প্রকারে হইতে পারে? (কোন ক্রমেই হইতে পারে না)। ২৯৩

আশঙ্কা :—অহংকারকে ক্ষণিক বলা চলে না। পূর্বে সংঘটিত কোন বৃত্তান্ত কেহ বলিতে আরম্ভ করিলে শ্রোতা কিছুটা শুনিয়া বলে, 'থাম, তুমি যা বলিবে সে-সব আমার জানা আছে।' অহং ক্ষণিক হইলে শ্রোতার অতীত বিষয়ের জ্ঞান থাকিত না এবং সে ঐরূপ বলিতে পারিত না। এক জনের দৃষ্ট বস্তু অপরে স্মরণ করিতে পারে না। অতএব, অহং ক্ষণিক নয়—অহংকারই আত্মা।

সমাধান :—সুষুপ্তিতে অহংএর অনুভব হয় না, কিন্তু জাগ্রৎকালে উহার অনুভব হয়। অতএব উহা উৎপত্তি-বিনাশশীল। জাগ্রৎকালেও ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত পদার্থের অনুভব হয়। ক্ষণবিস্মৃতিই অহং-এর ক্ষণিকত্বের প্রমাণ।

অহংকার তো ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বোধ কিরূপে জন্মিতে পারে, এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে—

অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজো নিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং তৎ প্রত্যগাত্মা
সদসদ্বিলক্ষণঃ ॥ ২৯৪

তু (কিন্তু) অহং-পদার্থঃ (শুদ্ধ আত্মা) অহম্-আদি-সাক্ষী (অহংকার-প্রভৃতির সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা)। [যেহেতু] সুষুপ্তৌ অপি (সুষুপ্তিকালেও) ভাবদর্শনাৎ (সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকায়) [এই শুদ্ধ আত্মা] নিত্যং (চিরবর্তমান)। হি 'অজঃ নিত্যঃ' (অজ নিত্য) ইতি (ইত্যাদি) স্বয়ং শ্রুতিঃ ব্রূতে (স্বয়ং শ্রুতি বলেন)। তৎ প্রত্যক্-আত্মা (এই অন্তরাত্মা) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্, কার্য ও কারণের সাক্ষী)। ২৯৪

কিন্তু শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণপ্রভৃতির দ্রষ্টা। সুষুপ্তিকালেও আত্মা সাক্ষিরূপে বর্তমান থাকায় ইনি চিরবর্তমান। 'অজঃ নিত্যঃ' ইত্যাদি

মন্ত্রে শ্রুতি স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন। এই অন্তরাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে পৃথক্। ২৯৪

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কঃ, ১।২।১৮

'সর্বজ্ঞ আত্মা জন্মেন না বা মরেন না। এই আত্মা কোন কারণ হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন নিত্য শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও ইহার নাশ হয় না।'

আত্মা নিত্য এবং সুষুপ্তির সাক্ষী বলিয়া সুষুপ্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়,—'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' এই প্রকার অনুভব হয়। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিনকালে বর্তমান বলিয়া আত্মা মনঃ-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তের সাক্ষী। আত্মা নিত্য বলিয়াই 'আমি সব কিছু জানি' এই প্রকার প্রতীতি হয়।

বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা নিত্যাবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং পুনঃপুনর্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ॥ ২৯৫

বিকারিণাম্ (স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত বিকারশীল পদার্থের) সর্ববিকারবেত্তা (সকল বিকারের দ্রষ্টা) নিত্য-অবিকারঃ (নিত্য এবং বিকাররহিত) ভবিতুং সম্-অর্হতি (হওয়া যুক্তিযুক্ত)। এতয়োঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বা কার্যের এবং কারণের) অসত্ত্বম্ (অভাব) মনোরথ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (কল্পনায়, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিকালে) পুনঃ পুনঃ (বারবার) স্ফুটং দৃষ্টম্ (স্পষ্টরূপে দেখা যায়)। ২৯৫

বিকারশীল পদার্থসমূহের সর্ববিকারের দ্রষ্টা নিত্য এবং অবিকারী হইবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অভাব কল্পনায়, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিকালে বারবার স্পষ্টরূপে দেখা যায়। ২৯৫

অবস্থাত্রয়ের দ্রষ্টা আত্মা নিত্য এবং অবিকারী।

যাহা সত্য তাহা তিনকালে এবং তিন অবস্থায় সমভাবে বর্তমান থাকিবে। স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে স্থূলদেহের অনুভব হয় না; আর সুষুপ্তিতে সূক্ষ্মদেহের অনুভব হয় না, সুতরাং এই দুই দেহের স্থায়ী সত্তা নাই; ইহাদের দ্রষ্টা আত্মাই নিত্যসত্য।

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।
কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিম্ ॥ ২৯৬

অতঃ (অতএব) বুদ্ধিকল্পিতে (বুদ্ধির দ্বারা কল্পিত) মাংসপিণ্ডে (স্থূলদেহে) অপি (এবং) পিণ্ড-অভিমানিনি (অহংকারে বা সূক্ষ্মদেহে) অভিমানং ত্যজ (অভিমান ত্যাগ কর)। কালত্রয়-অবাধ্যম্ (তিনকালে সমভাবে বর্তমান) অখণ্ডবোধম্ (নিত্যচৈতন্যস্বরূপ) স্বম্ আত্মানং জ্ঞাত্বা (নিজের স্বরূপ জানিয়া) শান্তিম্ উপৈহি (শান্তি লাভ কর)। ২৯৬

অতএব বুদ্ধিকল্পিত স্থূলদেহে এবং সূক্ষ্মদেহেও অভিমান্ ত্যাগ কর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিনকালেই সমভাবে বর্তমান নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হও। ২৯৬

ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনামরূপাশ্রমেষ্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্মানপি কর্তৃত্বাদীংস্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ ॥ ২৯৭

আর্দ্র-শবাশ্রিতেষু (আর্দ্র-শবতুল্য দেহকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান) কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রমেষু (কুল-গোত্র-নাম-রূপ-আশ্রমপ্রভৃতিতে) অভিমানং ত্যজ (অভিমান ত্যাগ কর)। অপি (আরও) লিঙ্গস্য অপি ধর্মান্ কর্তৃত্বাদীন্ ত্যক্ত্বা (লিঙ্গ শরীরের ধর্ম কর্তৃত্বপ্রভৃতি ত্যাগ করিয়া) অখণ্ড-সুখস্বরূপঃ ভব (স্বীয় নিত্য সুখস্বরূপকে প্রাপ্ত হও)। ২৯৭

আর্দ্রশবতুল্য দেহকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান এবং কুল-গোত্র-

নাম-রূপ-আশ্রমপ্রভৃতিতে অভিমান ত্যাগ কর। অধিকন্তু, লিঙ্গশরীরের ধর্ম কর্তৃত্বপ্রভৃতি ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখস্বরূপ হইয়া যাও। ২৯৭

দেহে যতকাল অভিমান থাকে ততকাল জীবনের উপর মমতা থাকে।

সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবঃ দৃষ্টাঃ।
তেষামেবং মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহংকারঃ॥ ২৯৮

পুংসঃ (পুরুষের) সংসারহেতবঃ (সংসারবন্ধনের কারণ) অন্যে প্রতিবন্ধাঃ (অন্য প্রতিবন্ধসকল) দৃষ্টাঃ সন্তি (দৃষ্ট হয়)। তেষাম্ এব মূলং (সেই সকল বন্ধনের মূল) প্রথমঃ বিকারঃ (অজ্ঞান-উৎপন্ন বিকার) অহংকারঃ ভবতি (অহংকারই হয়)। ২৯৮

জীবের সংসারবন্ধনের কারণ (কাম, সংকল্প প্রভৃতি) অন্য প্রতিবন্ধসমূহ দেখা যায়। অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন প্রথম বিকার অহংকার সেই সকল বন্ধনের মূল। ২৯৮

অহংকার নিবৃত্ত হইলে আর সকল অধ্যাসের নিবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়।

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহংকারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা॥ ২৯৯

দুরাত্মনা অহংকারেণ (দুষ্ট অহংকারের সহিত) যাবৎ (যতকাল) স্বস্য (প্রমাতা চিদাভাস জীবের) সম্বন্ধঃ স্যাৎ (সম্পর্ক থাকিবে) তাবৎ (ততকাল) বিলক্ষণা মুক্তিবার্তা (অলৌকিকী মুক্তির কোন সংবাদ অর্থাৎ সম্ভাবনা) লেশমাত্রা অপি ন (কিছুমাত্র পাওয়া যায় না)। ২৯৯

দুষ্ট অহংকারের সহিত জীবের যতকাল সম্বন্ধ থাকিবে ততকাল সকল অধ্যাসরহিত মুক্তিপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। ২৯৯

অহংকারের নিবৃত্তি হইলে স্বরূপের অনুভূতি কিরূপে হয় তাহার দৃষ্টান্ত—

অহংকারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ॥ ৩০০

অহংকার-গ্রহাৎ মুক্তঃ (অহংকাররূপ-রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত জীব) চন্দ্রবৎ (রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায়) বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ (বিমল পূর্ণ সদানন্দ স্বপ্রকাশ) স্বরূপম্ উপপদ্যতে (স্বরূপ প্রাপ্ত হয়)। ৩০০

অহংকাররূপ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত জীব রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিমল, পূর্ণ, সদানন্দ ও স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ৩০০

পূর্ণ=অহংকাররূপ-আবরণশূন্য।

অহংকার নষ্ট হইয়া গেলে স্বস্বরূপের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়।

যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো বুদ্ধ্যা প্রক্লৃপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ॥ ৩০১

যঃ বা (যে অহংকার) অতিমূঢ়য়া তমসা বুদ্ধ্যা (অতি গাঢ় তমোগুণে আবৃত বুদ্ধির দ্বারা) প্রক্লৃপ্তঃ (উৎপাদিত) সঃ (সেই অহং) পুরে (এই দেহাদিতে) অহম্ ইতি প্রতীতঃ ('আমি এইরূপ' এই প্রকারে প্রকাশিত) তস্য এব (সেই অহংকারের) নিঃশেষতয়া বিনাশে (নিঃশেষে বিনাশ হইলে) প্রতিবন্ধশূন্যঃ ব্রহ্মাত্মভাবঃ (বাধারহিত ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদভাব) [সিদ্ধ হয়]। ৩০১

যে অহংকার অতিগাঢ় তমোগুণে আবৃত বুদ্ধির দ্বারা উৎপাদিত হয়, সেই অহংকার দেহে 'আমিই ইহা' (আমি সবল বা দুর্বল, সুখী বা দুঃখী, স্থূল বা কৃশ) এইরূপে প্রকাশ পায়। সেই অহংকার নিঃশেষে বিনষ্ট

হইলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদভাব উপলব্ধির আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। ৩০১

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ কঃ, ২।২।১

'জন্মরহিত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের একাদশদ্বারযুক্ত একটি নগর আছে। এই একাদশ ছিদ্রপথযুক্ত নগরের অধিপতির ধ্যান করিয়া লোকে শোকাতীত হয় এবং এই দেহেই মুক্তিলাভ করিয়া শরীরনাশের পর আর জন্মগ্রহণ করে না। এই দেহস্বামীই সেই আত্মা।'

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহংকারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ ॥ ৩০২

মহাবলবতা অহংকার-ঘোর-অহিনা (অহংকাররূপ ভয়ংকর মহাবলবান্ সর্প) ব্রহ্মানন্দনিধিঃ (ব্রহ্মানন্দরূপ ধন) গুণময়ৈঃ চণ্ডৈঃ ত্রিভিঃ মস্তকৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণময় তিন ভয়ানক মস্তকের দ্বারা) সংবেষ্ট্য (জড়াইয়া ধরিয়া) আত্মনি রক্ষ্যতে (নিজের মধ্যে রাখিয়া দেয়)। ধীরঃ (বিবেকী পুরুষ) শ্রুতিমতা বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা (শ্রুতি-অনুসারী বিচাররূপ তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা) শীর্ষত্রয়ং বিচ্ছিদ্য (মস্তক তিনটি ছিন্ন করিয়া) ইমম্ অহিম্ নির্মূল্য (এই অহংকার-সর্পকে বিনষ্ট করিয়া) সুখকরং নিধিং (সুখদায়ক রত্নকে) অনুভোক্তুং ক্ষমঃ (ভোগে অধিকারী হন)। ৩০২

অহংকাররূপ ভয়ংকর মহাবলবান্ সর্প তাহার সত্ত্বরজস্তমোগুণরূপী তিনটি ভীষণ মস্তকের দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ অমূল্যধনকে জড়াইয়া নিজের মধ্যে রাখিয়া দেয়। বিবেকী পুরুষ শ্রুতি-অনুসারী বিচাররূপ তীক্ষ্ণ

শক্তির সহায়ে অহংকারের ঐ তিন মস্তক ছিন্ন করিয়া এবং অহংরূপ সর্পের বিনাশসাধন করিয়া সুখদায়ক রত্নটি ভোগের (ব্রহ্মানন্দ-লাভের) অধিকারী হন। ৩০২

যাবদ্বা যৎকিঞ্চিদ্বিষদোষস্ফূর্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেৎ তদ্বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ ॥ ৩০৩

বা (অথবা) যাবৎ (যতকাল) চেৎ (যদি) দেহে (শরীরে) যৎকিঞ্চিৎ (অতি অল্পমাত্রও) বিষদোষস্ফূর্তিঃ অস্তি (বিষের দোষ বর্তমান থাকে) [ততকাল সর্পদষ্ট ব্যক্তি] কথম্ (কী প্রকারে) আরোগ্যায় ভবেৎ (আরোগ্যলাভ করিতে পারে)? তদ্বৎ (সেই প্রকারে) অহম্-তা অপি (অহংভাবও) যোগিনঃ (সাধকের) [অন্তরে যতকাল প্রকাশ পায় ততকাল] মুক্ত্যৈ (মুক্তিলাভে) [সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি কি প্রকারে অধিকারী হইতে পারে] ? ৩০৩

সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে বিষের ক্রিয়া যতকাল অতি অল্পমাত্রায়ও বর্তমান থাকে, ততকাল সে কী প্রকারে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে ? এই প্রকারে অহংকাররূপ বিষ অণুমাত্রও অন্তরে বর্তমান থাকিতে সাধক মুক্তিলাভে অধিকারী হয় না। ৩০৩

অহংকার এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণরূপে তাহার প্রকাশ যখন অন্তর হইতে একেবারে চলিয়া যায়, তখনই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়।

অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাদিদমহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্ ॥ ৩০৪

প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাৎ (জীবের যথার্থস্বরূপ-বিচারের ফলে) অহমঃ (অহংকারের) অত্যন্তনিবৃত্ত্যা (নিঃশেষে নাশ হইলে) তৎকৃত-নানা-বিকল্প-সংহৃত্যা (অহংকার হইতে উৎপন্ন বিবিধ সংশয়-বিপর্যয়াদির নিবৃত্তি হইলে) ইদম্ অহম্ অস্মি (এই চৈতন্য-স্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মই আমি) ইতি (এই প্রকার) তত্ত্বং বিন্দতে (তত্ত্বের অনুভব হয়)। ৩০৪

জীবের যথার্থস্বরূপ-বিচারের ফলে অহংকারের নিঃশেষে নাশ হইলে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বিবিধ বিকল্পের নিবৃত্তি হইলে 'এই চৈতন্যস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার তত্ত্বের অনুভব হয়। ৩০৪

অহংকারে কর্তর্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা
বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলজুষি স্বস্থিতিমুষি।
যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরাদুঃখবহুলা
প্রতীচশ্চিন্মূর্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্ ॥ ৩০৫

বিকারাত্মনি (বিকারস্বভাবযুক্ত) আত্ম-প্রতিফল-জুষি (চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত) স্বস্থিতি-মুষি (স্বস্বরূপনিষ্ঠার প্রতিবন্ধক) কর্তরি অহংকারে (কর্তৃত্ব-ধর্মযুক্ত অহংকারে) অহম্ ইতি মতিং ('আমি এই অহংকার' এইরূপ বোধ) সহসা মুঞ্চ (শীঘ্র ত্যাগ কর)। যৎ-অধ্যাসাৎ (যে অহংকারে অধ্যাসের ফলে) প্রতীচঃ (সর্বব্যাপী) চিন্মূর্তেঃ (চৈতন্যস্বরূপ) সুখতনোঃ (আনন্দময়) তব (তোমার) জনি-মৃতি-জরা-দুঃখবহুলা (জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখপূর্ণ) ইয়ম্ সংসৃতিঃ (এই সংসারে যাতায়াত) প্রাপ্তা (প্রাপ্তি হইতেছে)। ৩০৫

বিকারস্বভাববিশিষ্ট, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত এবং স্বরূপ-নিষ্ঠার প্রতিবন্ধক কর্তৃত্বধর্মযুক্ত অহংকারে 'আমি এই অহং' এইপ্রকার ধারণা শীঘ্র ত্যাগ কর। [অহং হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া জান]। এই অহংকারে অধ্যাসের ফলে সর্বব্যাপী-চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় তোমার জন্ম-মৃত্যু-জরা-প্রভৃতি দুঃখপূর্ণ এই সংসারে যাতায়াত হইতেছে। ৩০৫

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভোরানন্দমূর্তেরনবদ্যকীর্তেঃ।
নৈবান্যথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ ॥ ৩০৬

সদা (সকলকালে) একরূপস্য চিদাত্মনঃ বিভোঃ আনন্দমূর্তেঃ অনবদ্যকীর্তেঃ অবিকারিণঃ তে (একরস চৈতন্যস্বরূপ বিভু আনন্দমূর্তি নির্দোষ বিকাররহিত তোমার)

অমুষ্য (এই অহংকারের সহিত) অহম্-অধ্যাসং বিনা ('আমি ইহা' এইপ্রকার অভিমান ভিন্ন) অন্যথা ক্ব অপি (অন্য কোন কারণে) সংসৃতিঃ (সংসারে যাতায়াত) ন এব (সম্ভব হয় না)। ৩০৬

সর্বকালে একরূপ চৈতন্যস্বরূপ বিভু আনন্দমূর্তি নির্দোষ বিকাররহিত যে তুমি, সেই তোমার অহংকারের সহিত 'আমি ইহা' এইপ্রকার-অভিমানভিন্ন অন্য কোন কারণে সংসারে যাতায়াত সম্ভব হয় না। ৩০৬

তস্মাদহংকারমিমং স্বশত্রুং ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং ভুঙ্‌ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং
যথেষ্টম্ ॥ ৩০৭

তস্মাৎ (সেইহেতু) স্বশত্রুম্ (নিজের শত্রু) ভোক্তুঃ গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্ (ভোক্তার গলায় কাঁটার ন্যায় দুঃখদায়ক) ইমম্ অহংকারম্ (এই অহংকারকে) বিজ্ঞান-মহা-অসিনা (বিজ্ঞানরূপ মহা-অসির সাহায্যে) বিচ্ছিদ্য (ছিন্ন করিয়া) আত্ম-সাম্রাজ্যসুখং (স্বীয় স্বাধীনতার সুখ) যথেষ্টং (যথা অভিরুচি) স্ফুটং ভুঙ্‌ক্ষ্ব (স্পষ্টরূপে ভোগ কর)। ৩০৭

সেইহেতু, ভোক্তার গলায় বিদ্ধ কাঁটার ন্যায় দুঃখদায়ক, স্বীয় শত্রু এই অহঙ্কারকে বিজ্ঞানরূপ মহা-অসির সাহায্যে ছিন্ন করিয়া মুক্তিজনিত আনন্দ স্বাধীনভাবে উপভোগ কর। ৩০৭

গলায় কাঁটা যতক্ষণ আটকাইয়া থাকে ততকাল কষ্টভোগ হইতে থাকে; উহা উঠাইয়া ফেলিতে পারিলেই শান্তি। অহংকারও যতকাল থাকে ততকাল দুঃখভোগ অনিবার্য।

ততোঽহমাদের্বিনিবর্ত্য বৃত্তিং সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তূষ্ণীং সমাস্বাত্মসুখানুভূত্যা পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্বিকল্পঃ ॥ ৩০৮

ততঃ (তাহার পর) অহমাদেঃ ('আমি আমার' প্রভৃতি ভাবের) বৃত্তিং (বৃত্তিকে) বিনিবর্ত্য (নিবৃত্ত করিয়া) পরমার্থলাভাৎ (পরমার্থলাভের ফলে) সংত্যক্তরাগঃ (আসক্তিশূন্য হইয়া) আত্মসুখানুভূত্যা (আত্মসুখানুভূতি দ্বারা) নির্বিকল্পঃ (বিকল্প-রহিত হইয়া) পূর্ণাত্মনা (তৃপ্তিলাভ করিয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) তূষ্ণীং সমাস্ব (শান্তভাবে অবস্থান কর)। ৩০৮

তাহার পর 'আমি-আমার' প্রভৃতি বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া এবং পরমার্থলাভের ফলে আসক্তিশূন্য হইয়া ও আত্মসুখানুভূতির দ্বারা বিকল্পরহিত হইয়া পূর্ণরূপে ব্রহ্মস্বরূপে শান্তভাবে অবস্থান কর। ৩০৮

**সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনর্ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্ যদি চেতসা ক্ষণম্।
সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি নভস্বতা প্রাবৃষি
বারিদো যথা ॥ ৩০৯**

মহান্ অহং (মহাশক্তিশালী অহংকার) সমূলকৃত্তঃ অপি (মূলসহ কর্তিত হইলেও) পুনঃ (পুনরায়) চেতসা (মনের দ্বারা) যদি ক্ষণম্ (যদি ক্ষণকালের জন্যও) ব্যুল্লেখিতঃ স্যাৎ (স্মৃত হয়) [তাহা হইলে] সংজীব্য (বাঁচিয়া উঠিয়া, পুনরায় আবির্ভূত হইয়া) বিক্ষেপশতং করোতি (শত শত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে) যথা (যেমন) প্রাবৃষি (বর্ষাকালে) নভস্বতা (বায়ুর দ্বারা পরিচালিত) বারিদঃ (মেঘ [করিয়া থাকে])। ৩০৯

বর্ষাকালে বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া মেঘ যেমন শত অনর্থের সৃষ্টি করে, সেই প্রকারে মহাশক্তিশালী অহংকার মূলসহিত কর্তিত হইলেও মনের দ্বারা যদি ক্ষণকালের জন্যও স্মৃত হয় তো পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া শত শত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ৩০৯

সংস্কারের প্রভাবে মনে যদি ক্ষণকালের জন্যও অতিসামান্য রূপে অতীত বিষয়ের স্মৃতি বা অনাগত বিষয়ের কল্পনা জাগিয়া উঠে তো

তাহার ফলে সমাধি হইতে উত্থান, বৈরাগ্যের হ্রাস, অমানিত্বপ্রভৃতি সাধনসম্পদের ক্ষয় হয়।

বিষয়চিন্তাই অহংকার উৎপত্তির হেতু—

নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
স এব সংজীবনহেতুরস্য প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু॥ ৩১০

নিগৃহ্য (নিগৃহীত, সংযত করার পর) অহমঃ শত্রোঃ (অহংকাররূপ শত্রুর) বিষয়-অনুচিন্তয়া (বিষয়চিন্তা করিতে) ক্বচিৎ অবকাশঃ (কিছুমাত্র অবসর) ন দেয়ঃ (দিবে না)। প্রক্ষীণজম্বীরতরোঃ (মৃতপ্রায় জম্বীর বৃক্ষের পক্ষে) অম্বু ইব (জলের ন্যায়) সঃ এব (তাহাই—বিষয়চিন্তাই) অস্য (ইহার—অহংকারের) সংজীবনহেতুঃ (পুনর্জীবন-লাভের কারণ)। ৩১০

সংযত করার পর অহংকাররূপ শত্রুকে বিষয়চিন্তার আর কোন অবকাশ দিবে না। জল যেমন শুষ্কপ্রায় জম্বীরবৃক্ষকে বাঁচাইয়া তোলে, এই বিষয়চিন্তাই সেইরূপে অহংকারের পুনরায় উদ্রেকের সহায়তা করে। ৩১০

বিষয়চিন্তা হইতে কামনার উৎপত্তি—

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ॥ ৩১১

দেহাত্মনা সংস্থিতঃ এব কামী (দেহাভিমানবিশিষ্ট ব্যক্তিই কামনাপরায়ণ হয়)। বিলক্ষণঃ (দেহাভিমানশূন্য) কথং কাময়িতা স্যাৎ (কী প্রকারে কামী হইতে পারে)? অতঃ (এই কারণে) অর্থসন্ধানপরত্বম্ এব (বিষয়-চিন্তায় তৎপরতাই) ভেদপ্রসক্ত্যা (ভেদবুদ্ধি উৎপাদনের দ্বারা) ভববন্ধহেতুঃ (সংসারবন্ধনের—বারবার জন্মমরণের কারণ)। ৩১১

দেহাভিমানবিশিষ্ট ব্যক্তিই কামনাপরায়ণ হয়। যাহার দেহাভিমান নাই, সে আর কীরূপে কামনার বশীভূত হইবে? অতএব, বিষয়চিন্তায় রত থাকার ফলেই ভেদবুদ্ধির উৎপত্তি এবং জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হয়। ৩১১

সকল কামনার মূলে অহংকার। অহংকার নষ্ট হইলে বিষয়চিন্তাও তো স্বাভাবিকভাবে চলিয়া যাইবে। তবে বিষয়চিন্তা-ত্যাগের জন্য পৃথক্ উপদেশের কী প্রয়োজন?

কার্যপ্রবর্ধনাদ্‌বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্যনাশাদ্‌বীজনাশস্তস্মাৎ কার্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১২

কার্যপ্রবর্ধনাৎ (কাজের বৃদ্ধি হইতে) বীজপ্রবৃদ্ধিঃ (বাসনাসমূহের বৃদ্ধি) পরিদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)। কার্যনাশাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) বীজনাশঃ (বাসনার নাশ হয়)। তস্মাৎ (সুতরাং) কার্যং (কাম্যকর্মাদি) নিরোধয়েৎ (ত্যাগ করিবে)। ৩১২

কার্য বৃদ্ধি পাইলে বাসনাসমূহকেও বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। কর্মত্যাগ হইতে বাসনাসমূহের নাশ হয়। অতএব কাম্যকর্মাদি ত্যাগ করিবে। ৩১২

ফলকামনার সহিত কর্ম করিতে থাকিলে নূতন নূতন বাসনার উদ্ভব হইতে থাকে।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্ধতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে॥ ৩১৩

বাসনাবৃদ্ধিতঃ [বাসনা বৃদ্ধি পাইলে) কার্যং (কর্মপ্রবৃত্তি—কাম্যকর্মাদি) বর্ধতে (বৃদ্ধি পায়), চ (এবং) কার্যবৃদ্ধ্যা (কর্মে প্রবৃত্তি হইতে) বাসনা (বাসনা [বৃদ্ধি

পায়])। [এইপ্রকারে] পুংসঃ (পুরুষের) সংসারঃ (জন্মমরণাদি প্রবাহ) সর্বথা (কোন সময়ে) ন নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয় না)। ৩১৩

বাসনা বৃদ্ধি পাইলে কাম্যকর্মাদিতে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, এবং কর্মে প্রবৃত্তি হইতে বাসনা বাড়িতে থাকে। এই কারণে পুরুষের জন্মমরণ-প্রবাহ আর কোনকালে নিবৃত্ত হয় না। ৩১৩

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্‌দ্বয়ং প্রদহেদ্‌যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥ ৩১৪

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ (সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য) যতিঃ (সন্ন্যাসী) তদ্‌দ্বয়ং (এই দুইটিই) প্রদহেৎ (দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন, অর্থাৎ ত্যাগ করিবেন)। এতাভ্যাং (এই দুইটির দ্বারা) চিন্তয়া (চিন্তার দ্বারা—বিষয়চিন্তনের ফলে) বহিঃ ক্রিয়য়া (বাহ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা) বাসনাবৃদ্ধিঃ (বাসনাবৃদ্ধি [হয়])। ৩১৪

সংসারবন্ধন ছিন্ন করার জন্য সাধক এই দুইটিকে ত্যাগ করিবেন। এই দুইটির দ্বারা—বিষয়চিন্তনের এবং (সকাম) কর্মানুষ্ঠানের ফলে—বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৩১৪

সংসারনাশের উপায় পরবর্তী সাতটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে—

তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাং চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা॥ ৩১৫
সর্বত্র সর্বতঃ সর্বব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্‌ভাববাসনাদার্ঢ্যাত্তৎত্রয়ং লয়মশ্নুতে॥ ৩১৬

সা (সেই বাসনা) তাভ্যাং (বিষয়চিন্তন এবং সকাম কর্মের অনুষ্ঠান—এই দুই-এর দ্বারা) প্রবর্ধমানা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া) আত্মনঃ (জীবের) সংসৃতিং (জন্মমরণ) সূতে

(প্রসব করে—উৎপন্ন করে)। ত্রয়াণাং (বাসনা, বিষয়চিন্তন এবং কর্মানুষ্ঠান—এই তিনটির) ক্ষয়-উপায়ঃ (নাশের উপায়):—সর্ব-অবস্থাসু (সকল. অবস্থায়—সম্পদে ও বিপদে) সর্বদা (সকল সময়) সর্বত্র (সকল স্থানে) সর্বতঃ (সকল উপায়ে) সর্ব-ব্রহ্মমাত্র-অবলোকনৈঃ ('সব কিছু ব্রহ্ম'—এই ভাবে দর্শন করার ফলে) সদ্‌ভাব-বাসনাদার্ঢ্যাৎ (ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যানুভবের চিন্তা দৃঢ় হইলে) তৎত্রয়ং (ঐ তিনটি) লয়ম্ অশ্নুতে (নষ্ট হইয়া যায়)। ৩১৫-৩১৬

সেই বাসনা, বিষয়চিন্তন এবং সকামকর্মের অনুষ্ঠান—এই দুইয়ের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবের জন্মমরণের কারণ হয়। এই তিনটি নাশের উপায়-সকল অবস্থায়, সকল সময়, সকল স্থানে, সকল উপায়ে 'সবকিছু ব্রহ্ম' এইরূপ দৃষ্টির ফলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যভাবনা দৃঢ় হইলে এই তিনটি নষ্ট হইয়া যায়। ৩১৫-৩১৬

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্‌বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৩১৭

ক্রিয়ানাশে (সকামকর্মের অভাবে) চিন্তানাশঃ (বিষয়চিন্তার অভাব) ভবেৎ (হয়); অস্মাৎ (ইহা হইতে—সকাম-কর্মপরিত্যাগের ফলে) বাসনাক্ষয়ঃ (বাসনার ক্ষয় হয়); বাসনাপ্রক্ষয়ঃ (বাসনা-উৎপত্তি না হওয়ার অবস্থা) মোক্ষঃ (মুক্তি); সা (এই বাসনাশূন্য অবস্থা) জীবন্মুক্তিঃ (জীবন্মুক্তি) [বলিয়া মুনিগণের দ্বারা] ইষ্যতে (কথিত হয়)। ৩১৭

সকামকর্ম-ত্যাগ করিতে পারিলে মনে আর বিষয়চিন্তার উদয় হয় না। সকামকর্ম-ত্যাগের ফলে বাসনাও নষ্ট হইয়া যায়। বাসনা-বিহীন অবস্থা মুক্তির অবস্থা। এই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ জীবন্মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ৩১৭

সদ্‌বাসনাস্ফূর্তিবিজৃম্ভণে সত্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতিপ্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা ॥ ৩১৮

সৎ-বাসনা-স্ফুর্তি-বিজৃম্ভণে সতি (ব্রহ্মভাবনার বিশেষ প্রকাশ হইলে) অসৌ অহম্-আদি বাসনা অপি (এই দেহাদিতে 'আমি-আমার' ভাবনাও) বিলীনা [ভবতি] (নাশ পায়)। [ইহার দৃষ্টান্ত] ঃ—যথা (যেমন) অতিপ্রকৃষ্টা অপি তমিস্রা (অত্যন্ত গাঢ় অন্ধকারবতী রাত্রি) অরুণপ্রভায়াং (প্রাতঃকালে অরুণ-উদয়ে) সাধু (কাহারও বিনা চেষ্টায়) বিলীয়তে (নাশ পায়)। ৩১৮

ব্রহ্মভাবনার বিশেষ প্রকাশ হইলে দেহাদিতে 'আমি-আমার' ভাবনা সহজেই নষ্ট হইয়া যায় ; যেমন রাত্রিকালের গাঢ় অন্ধকার প্রাতঃকালে অরুণ-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও চেষ্টা ব্যতীত নষ্ট হইয়া যায়। ৩১৮

অহংনাশকে অরুণোদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হইল। অন্ধকারের নিঃশেষে নিবৃত্তির জন্য অরুণোদয় যথেষ্ট নয়, সূর্যোদয়ের প্রয়োজন। সেইপ্রকার অহংনাশই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ব্রহ্মানন্দানুভূতির। পরবর্তী শ্লোকে ইহা বলা হইতেছে।

তমস্তৎকার্যমনর্থজালং ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাঽদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ ন বাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥৩১৯

দিনেশে উদিতে সতি (সূর্য উদিত হইলে) তমঃ (অন্ধকার) [এবং] তৎ-কার্যম্ অনর্থজালং (দুঃখদুর্দশাদায়ক অন্ধকারের কার্যসমূহ) ন দৃশ্যতে (থাকে না)। তথা (সেই প্রকার) অদ্বয়-আনন্দরসানুভূতৌ (আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অখণ্ড-ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইলে) বন্ধঃ (অহংকারাদি বন্ধনের কারণ) ন বা অস্তি (থাকে না), ন চ দুঃখগন্ধঃ [অস্তি] (দুঃখের লেশও থাকে না)। ৩১৯

সূর্য উঠিলে অন্ধকার এবং অন্ধকারের মধ্যে সম্ভাবিত কষ্টদায়ক অবস্থাসমূহ আর থাকে না। সেই প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হইলে বন্ধনের কারণ অহংকারাদি নষ্ট হইয়া যায় ; সেই অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। ৩১৯

ব্রহ্মভাবনারূপ অরুণের উদয় হইলেই অহংকাররূপী অজ্ঞান চলিয়া যায়। ব্রহ্মানুভূতিরূপ সূর্যের উদয় হইলে অজ্ঞান আর কোন মতে তিষ্ঠিতে পারে না।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কী প্রকারে দিন যাপন করিবেন ?—

দৃশ্যং প্রতীতং প্রবিলাপয়ন্ সন্
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।
সমাহিতং সন্ বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্মবন্ধে ॥ ৩২০

বহিঃ অন্তরং বা (বাহিরে বা ভিতরে) প্রতীতং (প্রকাশিত) দৃশ্যং (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট বা স্মৃতিতে প্রকাশিত বিষয়সমূহ) প্রবিলাপয়ন্ (বিচারের দ্বারা নিরাস করিয়া) আনন্দঘনং সৎ-মাত্রং বিভাবয়ন্ (আনন্দস্বরূপ অবিনাশী স্বস্বরূপের চিন্তা করিয়া) সমাহিতঃ সন্ (সমাহিত থাকিয়া) কর্মবন্ধে সতি (প্রারব্ধ কর্ম অবশিষ্ট থাকিলে) কালং নয়েথাঃ (সময় যাপন করিবে)। ৩২০

বাহিরে বা অন্তরে প্রকাশিত বিষয়সমূহ বা সে সকলের স্মৃতি বিচারের দ্বারা নিরাস করিয়া আনন্দস্বরূপ অবিনাশী স্বীয় স্বরূপের চিন্তায় রত থাকিয়া সাবধানে (বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়চিন্তা মনে উদয়ের অবসর না দিয়া) প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দিন কাটাইবে। ৩২০

বহির্জগতের দৃশ্য মানুষ তাহার চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অনুভব করে ; আর অন্তর্জগতের দৃশ্য তাহার মনের সৃষ্টি। 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'ইহা ব্রহ্ম নয়, ইহা ব্রহ্ম নয়' এইরূপ বিচারের সহায়ে এই দুই দৃশ্যেরই বিলোপসাধন করিতে হইবে।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩২১

ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং (ব্রহ্মনিষ্ঠায়) কদাচন (কখনও) প্রমাদঃ (অনবধানতা, আলস্য) ন কর্তব্যঃ (করিবে না)। ব্রহ্মণঃ সুতঃ (ব্রহ্মার মানসপুত্র) ভগবান্ (ভগবান্ সনৎ-কুমার) প্রমাদঃ মৃত্যুঃ (প্রমাদই মৃত্যুতুল্য) ইতি আহ (ইহা বলিয়াছেন)। ৩২১

ব্রহ্মনিষ্ঠায় কখনও আলস্য করিবে না। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন, 'প্রমাদই মৃত্যুতুল্য'। ৩২১

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সনৎকুমারের উক্তি—'প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি।' —'আমি বলি, প্রমাদই মৃত্যু।' মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, সনৎসুজাত-সংবাদ, ৪০-৪৫ অধ্যায়।

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ ৩২২

জ্ঞানিনঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির) স্বস্বরূপতঃ (আত্মচিন্তনে) প্রমাদাৎ (অবহেলা অপেক্ষা) অন্যঃ (অপর কিছু) অনর্থঃ ন (দুর্দশার কারণ নাই)। ততঃ (স্বরূপ-চিন্তার অভাব হইতে) মোহঃ (অবিবেকের উৎপত্তি), ততঃ (অবিবেক হইতে) অহংধীঃ (অনাত্মবস্তু দেহাদিতে আত্মবোধের উদ্ভব), ততঃ ('আমি'-বোধ হইতে) বন্ধঃ (জন্মমরণাদি-সংসারপ্রাপ্তি), ততঃ (বন্ধ হইতে) ব্যথা (ভয় ও দুঃখভোগ) [উপস্থিত হয়]। ৩২২

জ্ঞানী সাধকের পক্ষে আত্মচিন্তনে অবহেলার অতিরিক্ত অনর্থপ্রাপ্তির অন্য আর কারণ নাই। স্বরূপচিন্তনে অবহেলা হইতে মোহের উৎপত্তি হয়; মোহ হইতে আসে অনাত্মবস্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি; এই অহং হইতে সংসারবন্ধনের উৎপত্তি হয়; আর সংসারে যাতায়াতের ফলে যত দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে থাকে। ৩২২

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।
বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩২৩

বিদ্বাংসম্ অপি (বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও) বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা (বিষয়াকৃষ্ট দেখিয়া) বিস্মৃতিঃ (স্বরূপচিন্তনের অভাবরূপ প্রমাদ) ধীদোষৈঃ (বুদ্ধির বিকারসমূহের দ্বারা) বিক্ষেপয়তি (ক্লেশ প্রদান করে), ইব (যেমন) যোষা (নারী) প্রিয়ম্ জারম্ (প্রিয় উপপতিকে) [কামচিন্তনাদি দোষের দ্বারা অভিভূত ও ক্লিষ্ট রাখে]। ৩২৩

বিদ্বান্ ব্যক্তিও যখন বিষয়চিন্তায় রত হন, তখন বিস্মৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কামক্রোধাদি বুদ্ধির দোষসমূহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে; যেমন কোন নারী তাহার প্রিয় উপপতিকে তাহার বিষয়ে চিন্তার দ্বারা অভিভূত ও ক্লিষ্ট রাখে। ৩২৩

যথাপকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্‌মুখম্ ॥ ৩২৪

যথা (যেমন) শৈবালং (শেওলা) অপকৃষ্টং ([জলের উপর হইতে] ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেও) ক্ষণমাত্রং (ক্ষণকালও) ন তিষ্ঠতি (দূরে সরিয়া থাকে না) তথা (সেই প্রকারে) মায়া (মায়া) প্রাজ্ঞম্ অপি পরাঙ্‌মুখম্ বা (জ্ঞানী কিন্তু আত্মচিন্তায় বিমুখ ব্যক্তিকে) আবৃণোতি (আবরণ করে)। ৩২৪

কোন জলাশয়ের জলের উপর হইতে পানাপ্রভৃতি ঠেলিয়া সরাইয়া দিলে তাহা যেমন ক্ষণকালও স্থির থাকে না, আবার আসিয়া খালি জায়গা ভরাইয়া ফেলে, সেইরূপে মায়া ক্ষণকালের জন্যও আত্মচিন্তায় বিমুখ জ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তকে আবৃত করিয়া ফেলে। ৩২৪

'আমার অবিদ্যা চলিয়া গিয়াছে, আমার আর কি করিবার আছে?' এইরূপ ভাবিলেই সর্বনাশ।

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্‌যদি চিত্তমীষদ্‌বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্‌ক্তৌ
পতিতো যথা তথা ॥ ৩২৫

যথা (যেমন) প্রমাদতঃ (অসাবধানতাবশতঃ) প্রচ্যুতকেলি-কন্দুকঃ (হস্ত হইতে পতিত খেলার গোলক) সোপানপঙ্‌ক্তৌ পতিতঃ (সোপানশ্রেণীর উপরের সোপানে পতিত হওয়ার পর) ততঃ ততঃ (পর পর) সন্নিপতেৎ (নীচের দিকে পড়িতে থাকে) তথা (সেইরূপে) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) চেৎ যদি (যদি) ঈষৎ (অল্পমাত্রও) বহির্মুখং (বিষয়াসক্ত হয়) [তবে] লক্ষ্যচ্যুতং (লক্ষ্য ব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে) ৩২৫

খেলার গোলক অসাবধানতাবশতঃ যদি সোপানশ্রেণীর উপরের সোপানে পড়িয়া যায় তো উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে নামিতে থাকে। এইভাবে, চিত্ত যদি ব্রহ্মচিন্তা ত্যাগ করিয়া অল্পমাত্র বহির্মুখ হয়—বিষয়চিন্তায় রত হয়—তাহা হইলে ক্রমাগত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের চিন্তায় আসক্ত হইয়া পড়ে। ৩২৫

ব্রহ্মই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।' মুঃ, ২।২।৪

চিত্তের অধোগতির ক্রম বর্ণিত হইতেছে—

বিষয়েষ্বাবিশচ্চেতঃ সংকল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সংকল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্ ॥ ৩২৬

চেতঃ (অন্তঃকরণ) বিষয়েষু (শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে) আবিশৎ (সংস্পৃষ্ট হইয়া) তদ্‌গুণান্ (তাহাদের গুণসকল (সংকল্পয়তি (স্মরণ করিতে থাকে) সম্যক্ সংকল্পনাৎ (বিশেষভাবে স্মরণের ফলে) কামঃ (অভিলাষ বা ভোগের ইচ্ছা) [উদিত হয়]; কামাৎ (কাম হইতে) পুংসঃ (পুরুষের) প্রবর্তনম্ (কাম্যবস্তুভোগে বারবার চেষ্টা) [হয়]। ৩২৬

চিত্ত বিষয়ে আবিষ্ট হইলে বিষয়ের গুণসমূহ স্মরণ করিতে থাকে। বিষয়স্মরণ হইতে কামনার উৎপত্তি; আর কামনা হইতে বারবার ভোগের প্রবৃত্তি হয়। (সুতরাং সংসারের আর নিবৃত্তি হয় না)। ৩২৬

গীতা, ২।৬২-৬৩ শ্লোকের সহিত তুলনীয়।

ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে॥
সংকল্পং বর্জয়েত্তস্মাৎ সর্বানর্থস্য কারণম্॥ ৩২৭

ততঃ (বিষয়চিন্তন হইতে) স্বরূপবিভ্রংশঃ (আত্মবুদ্ধির বিলোপ [এবং দেহাভিনিবেশ হয়]), বিভ্রষ্টঃ তু (স্বরূপভ্রষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই) অধঃ পততি (নীচ যোনিতে পতিত হয় [বা, কুৎসিত কর্মে রত হয়]), পতিতস্য (বিষয়চিন্তায় রত হীনকর্মকারী ব্যক্তির) নাশং বিনা (নাশ ছাড়া) পুনঃ (আবার) আরোহঃ (ঊর্ধ্বগতি) ন ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় না) তস্মাৎ (সেই হেতু) সর্ব-অনর্থস্য কারণম্ (সকল অনর্থের কারণ) সংকল্পং বর্জয়েৎ (সংকল্প বর্জন করিবে)। ৩২৭

বিষয়চিন্তন হইতে আত্মস্বরূপের বিস্মৃতি ঘটে এবং দেহাভিনিবেশের উৎপত্তি হয়। স্বস্বরূপকে যে ব্যক্তি ভুলিয়া যায় তাহার অবশ্যই অধোগতি হইতে থাকে। বিষয়চিন্তায় ও নীচ কর্মে রত ব্যক্তির নিরন্তর দুঃখদুর্দশাপ্রাপ্তিরূপ সর্বনাশ ঘটে; তাহার আর ঊর্ধ্বগতি দৃষ্ট হয় না (স্বরূপচিন্তনে সামর্থ্য থাকে না)। সুতরাং সকল অনর্থের কারণ যে সংকল্প তাহা ত্যাগ করিবে। ৩২৭

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যুর্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥ ৩২৮

অতঃ (অতএব) প্রমাদাৎ (প্রমাদের চেয়ে) পরঃ (অধিক) মৃত্যুঃ (মৃত্যুসদৃশ দুঃখহেতু) বিবেকিনঃ ব্রহ্মবিদঃ (বিচারনিপুণ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির) ন (আর কিছু হইতে পারে না)। [কিন্তু] সমাধৌ (ব্রহ্মনিষ্ঠায়) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত সাধক) সম্যক্ সিদ্ধিম্ উপৈতি (জীবন্মুক্তি-সুখানুভূতি লাভ করেন)। [সুতরাং] সাবধানঃ (অনলস) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) ভব (হও)। ৩২৮

অতএব বিচারশীল পরোক্ষজ্ঞানযুক্ত সাধকের পক্ষে প্রমাদের ন্যায় মৃত্যুসদৃশ দুঃখদায়ক আর কিছু নাই। কিন্তু যে সাধক সর্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠায় তৎপর থাকেন, তিনিই যথার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হন। সুতরাং অনলসভাবে চিত্তকে সমাহিত রাখ। ৩২৮

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃশ্রুতিঃ ॥ ৩২৯

যস্য (যাহার) জীবতঃ (জীবনকালেই) কৈবল্যং (মুক্তাবস্থা), সঃ চ (তিনিই) বিদেহে (মরণের পর) কেবলঃ (মুক্ত) [হইয়া থাকেন]। যৎ কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) ভেদং পশ্যতঃ (ভেদদর্শনকারীর) যজুঃশ্রুতিঃ (যজুর্বেদ) ভয়ং (ভয়প্রাপ্তির কথা) ব্রূতে (বলেন)। ৩২৯

যিনি বাঁচিয়া থাকিতেই জীবন্মুক্ত-অবস্থা লাভ করেন, মরণের পর তাঁহার অবশ্যই মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে। যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন, 'যে কিছুমাত্র ভেদ দর্শন করিয়া থাকে তাহারই ভয় থাকে'। ৩২৯

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" তৈঃ, ২।৭ "যখনই সাধক দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে নির্ভীকরূপে স্থিতিলাভ করেন

তখনই তিনি অভয় লাভ করেন। যখনই অবিদ্বান্ ব্যক্তি এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে তখন তাহার ভয় হয়।"

'ভাল মন্দ, ত্যাজ্য গ্রাহ্য' এই প্রকারের ভেদজ্ঞান যতদিন থাকে ততদিন মনে সংকল্প-বিকল্পের উদয় হয়। সংকল্প যতদিন থাকে দ্বৈতবোধও ততদিন বর্তমান থাকে। সুতরাং ততদিন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে যদি জ্ঞান হয় তবে মরণের পরে মুক্তি হওয়ার কোন বাধা থাকে না।

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদৈব যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ॥ ৩৩০

এষঃ বিপশ্চিৎ (এই বিচারশীল ব্যক্তি) যদা (যদি) কদা-অপি-বা (কোনও সময়ে) অনন্তে ব্রহ্মণি (ভেদরহিত ব্রহ্মে) অণুমাত্র-ভেদং (অতিঅল্পও পৃথক্‌ভাব) পশ্যতি (দর্শন করেন) অথ (তখনই) অমুষ্য (এই ভেদদর্শী ব্যক্তির) যৎ (যে বস্তু) প্রমাদাৎ (আত্মস্বরূপচিন্তনে অনবধানতাহেতু) ভিন্নতয়া (আত্মা হইতে ভিন্নরূপে) বীক্ষিতং (দৃষ্ট হয়) তৎ এব (তাহাই) ভয়ং (ভয়ের কারণ হইয়া থাকে)। ৩৩০

বিচারশীল সাধক যদি কোনও সময়ে ভেদরহিত ব্রহ্মে অণুমাত্র ভেদও দর্শন করেন তাহা হইলে, প্রমাদবশতঃ যে বস্তুকে তিনি আত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেখেন, সেই বস্তুই তাঁহার ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। ৩৩০

"সর্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা।" বৃঃ, ২।৪।৬
'যিনি ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। (সর্বত্র আত্মজ্ঞানের অভাবে তাঁহার মুক্তি হয় না)। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই স্বর্গাদি লোকসমূহ, এই দেবগণ, এই প্রাণিসমূহ—এই-সব-কিছু এই আত্মা।"

কেবল বাহ্য বস্তুসমূহ নয়, কিন্তু বুদ্ধি-প্রভৃতিও আত্মার দৃশ্য, সুতরাং মিথ্যা। মিথ্যা বুদ্ধি-প্রভৃতিতে যে ব্যক্তি 'আমি' অভিমান করে, তাহারও দুঃখপ্রাপ্তি ঘটে।

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং নিষিদ্ধকর্তা স মলিম্লুচো যথা॥ ৩৩১

যঃ (যে ব্যক্তি) শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-শতৈঃ (শত শত শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য ও যুক্তির দ্বারা) নিষিদ্ধে (মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত) অত্র দৃশ্যে (এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চে) স্বাত্মমতিং (আত্মবুদ্ধি) করোতি (করেন) সঃ নিষিদ্ধকর্তা (সেই নিষিদ্ধকর্মকারী) মলিম্লুচঃ যথা (চোর যেমন [দুঃখ পায় সেইরূপ]) দুঃখোপরি দুঃখজাতং (দুঃখের উপর দুঃখসমূহ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়)। ৩৩১

শত শত শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য এবং যুক্তির দ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চে যে ব্যক্তি 'আমি-আমার' বোধ করিয়া থাকে সেই শাস্ত্র এবং যুক্তির নিষেধ অমান্যকারী ব্যক্তি, চোর যেমন দুঃখ পায় সেইরূপ, দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। ৩৩১

চোর ধরা পড়িলে তবে নানাবিধ শাস্তিভোগ করে। কিন্তু ভেদদর্শী ব্যক্তি দিনরাত্র বিষয়ের নিকট বাঁধা পড়িয়া আছে এবং শাস্তিভোগ করিতেছে।

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সুখলাভ করেন, কিন্তু যে মিথ্যাকে আশ্রয় করে তাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যেদ্ দৃষ্টং তদেতদ্‌যদচৌরচৌরয়োঃ॥ ৩৩২

সত্য-অভিসন্ধানরতঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) বিমুক্তঃ (ভ্রান্তিজ্ঞানরহিত ব্যক্তি) আত্মীয়ম্ (আত্মসম্বন্ধীয়) মহত্ত্বম্ (মহত্ত্ব) নিত্যম্ উপৈতি (সর্বদা অনুভব করেন)। মিথ্যা-অভিসন্ধানরতঃ (দেহাদিতে আত্মাভিমানকারী) তু (অবশ্যই) নশ্যেৎ (নাশ পায়)। তৎ এতৎ (ইহা যে ঠিক তাহা) অচৌর-চৌরয়োঃ (যে চোর এবং যে চোর নয় তাহাদের বেলায়) দৃষ্টম্ (দেখা যায়)। ৩৩২

ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভ্রান্তিজ্ঞানরহিত সাধক সর্বদা স্বস্বরূপের অনুভব করেন। কিন্তু মিথ্যা দেহ-মনোবুদ্ধি-প্রভৃতি দৃশ্যপদার্থে যাহার 'আমি এই সকল' এইরূপ অভিমান থাকে তাহার সর্বনাশ হয়। যে চোর তাহার শাস্তিলাভ করা এবং যে চোর নয় তাহার ছাড়া পাওয়ার দৃষ্টান্ত ইহার প্রমাণ। ৩৩২

পুরাকালে, কে চোর আর কে চোর নয়, ইহা পরীক্ষার জন্য রাজপুরুষেরা এক উত্তপ্ত কুঠার ধৃত উভয় ব্যক্তির সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উহা স্পর্শ করিতে বলিতেন। যে আসল চোর সে ঐ কুঠার ধরিলে তাহার হাত পুড়িয়া যাইত এবং সে রাজপুরুষদের দ্বারা নিগৃহীত হইত। কিন্তু যে চোর নয়, সেই সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত কুঠার ধরিলেও তাহার হাত পুড়িত না এবং সে মুক্তি পাইত। ছাঃ, ৬।১৬।১-২ দ্রষ্টব্য।

সুতরাং সর্বদা আত্মানুসন্ধানে রত থাকা সন্ন্যাসীর অবশ্য কর্তব্য—

যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা
হরতি পরমবিদ্যাকার্যদুঃখং প্রতীতম্ ॥ ৩৩৩

যতিঃ (সন্ন্যাসী) **বন্ধহেতুং** (বন্ধনের কারণ) **অসৎ-অভিসন্ধিং** (মিথ্যাবস্তুর স্মরণ) **বিহায়** (ত্যাগ করিয়া) **স্বয়ম্ অয়ম্ অহম্ অস্মি** (এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আমিই) **ইতি** (এই প্রকার) **আত্মদৃষ্ট্যা এব** (আত্মদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া) **তিষ্ঠেৎ** (অবস্থান করিবেন)। **স্বানুভূত্যা** (অভেদবোধ হইতে উৎপন্ন) **নিষ্ঠা** (ব্রহ্মনিষ্ঠা) **ননু সুখয়তি** (অবশ্যই সুখপ্রদ হয়) [এবং] **পরং প্রতীতং** (দুঃসহরূপে অনুভূত) **অবিদ্যাদুঃখকার্যং** (অবিদ্যা এবং অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন দুঃখসমূহ) **হরতি** (নাশ করে)। ৩৩৩

সন্ন্যাসী বন্ধনের হেতু দেহাদি মিথ্যাবস্তুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া 'এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আমিই' এই প্রকার আত্মদৃষ্টি-অবলম্বনে অবস্থান করিবেন। অভেদ বোধ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠা অবশ্যই তাঁহার সুখের কারণ হয়, আর এই ব্রহ্মনিষ্ঠা অসহনীয় অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন দুঃখসমূহ নাশ করে। ৩৩৩

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্ধয়েৎ ফলং দুর্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত
নিত্যম্ ॥ ৩৩৪

বাহ্যানুসন্ধিঃ (বাহ্য বিষয়ে প্রীতি) **ততঃ ততঃ অধিকাং** (আরও আরও অধিকতর) **দুর্বাসনাম্ এব ফলং** (দুঃখদায়ক বাসনারূপ ফল) **পরিবর্ধয়েৎ** (বাড়াইয়া তোলে) [এই কারণে] **বিবেকৈঃ** (বিচারের দ্বারা) **জ্ঞাত্বা** (জানিয়া-বুঝিয়া) **বাহ্যং পরিহৃত্য** (বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া) **নিত্যং** (সর্বদা) **স্বাত্মানুসন্ধিং** (আত্মচিন্তন) **বিদধীত** (করিবে)। ৩৩৪

বাহ্যবিষয়ে প্রীতি ক্রমাগত অধিকতর দুঃখদায়ক বাসনাসমূহ উৎপন্ন করিতে থাকে। অতএব পুনঃ পুনঃ বিচার-অভ্যাসের দ্বারা বিষয়-বাসনার দোষসমূহ উপলব্ধি করিবে এবং বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা আত্ম-চিন্তায় রত হইবে। ৩৩৪

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৫

বাহ্যে নিরুদ্ধে (বিষয়চিন্তা পরিত্যক্ত হইলে) মনসঃ প্রসন্নতা (মনের প্রসন্নতা [লাভ হয়])। মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ (মন নির্মল হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ-বোধ জন্মে)। তস্মিন্ সুদৃষ্টে (আত্মদর্শনের ফলে) ভববন্ধনাশঃ (ভববন্ধনের নাশ হয়)। [অতএব] বহির্নিরোধঃ (বিষয়চিন্তাবর্জন) বিমুক্তেঃ (মোক্ষলাভের) পদবী (উপায়)। ৩৩৫

বিষয়চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলে মন প্রসন্ন হয়। মন নির্মল হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদবোধ জন্মে। আত্মদর্শনের ফলে সংসারবন্ধনের নাশ হয়। অতএব বিষয়চিন্তা-বর্জনই মুক্তিলাভের উপায়। ৩৩৫

কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্‌বিবেকী শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জানন্ হি কুর্যাদসতোঽবলম্বং স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ॥৩৩৬

সদসৎ-বিবেকী (সত্যমিথ্যা-বিচারনিপুণ) শ্রুতিপ্রমাণঃ (বেদান্তজ্ঞ) পরমার্থদর্শী (ব্রহ্মনিষ্ঠ) পণ্ডিতঃ (অতিসূক্ষ্মার্থদর্শী) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকাম) কঃ (কে [আছেন যিনি]) জানন্ হি (জানিয়া শুনিয়া) শিশুবৎ (অজ্ঞ শিশুর ন্যায়) স্বপাতহেতোঃ অসতঃ (নিজের বিনাশের কারণ অসৎ বস্তুর) অবলম্বং কুর্যাৎ (অবলম্বন করিবে)? ৩৩৬

এমন কে বিচারশীল বেদান্তজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ পণ্ডিত মুমুক্ষু ব্যক্তি আছেন যিনি জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞ শিশুর ন্যায় নিজের বিনাশের কারণ অনিত্যবিষয়ে আসক্ত থাকিবেন? ৩৩৬

অজ্ঞতাবশতঃ শিশু আগুনে হাত দেয়, বিষাক্ত কীট ধরিয়া মুখে পোরে।

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তির্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৩৩৭

দেহাদিসংসক্তিমতঃ (দেহাদিতে আসক্তব্যক্তির) মুক্তিঃ ন (মুক্তি হয় না)। মুক্তস্য (মুক্ত ব্যক্তির) দেহাদি-অভিমতি-অভাবঃ (দেহাদিতে 'আমি'-বোধ থাকে না)। সুপ্তস্য জাগরণং নো (সুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত থাকে না), জাগ্রতঃ স্বপ্নঃ ন (জাগ্রত ব্যক্তির নিদ্রা থাকে না), তয়োঃ (জাগরণ ও নিদ্রা এই দুই অবস্থা) ভিন্নগুণ-আশ্রয়ত্বাৎ (বিপরীত গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া)। ৩৩৭

দেহাদিতে যাহার আসক্তি আছে তাহার মুক্তি হয় না, আর মুক্ত ব্যক্তির দেহাদিতে 'আমি-আমার' বোধ থাকে না। যেমন, জাগরণ ও নিদ্রা এই দুই অবস্থা বিভিন্ন গুণের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে জাগরণ এবং জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা সম্ভব হয় না। ৩৩৭

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু জ্ঞাত্বাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ ॥ ৩৩৮

যঃ (যিনি) অন্তঃ-বহিঃ (ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র) স্থিরজঙ্গমেষু (স্থাবর ও জঙ্গম সকলপদার্থে) স্বং (নিজেকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) আত্মনা (শুদ্ধমনের দ্বারা) আধারতয়া (বিবর্তের অধিষ্ঠানরূপে) বিলোক্য (উপলব্ধি করিয়া) ত্যক্ত-অখিল-উপাধিঃ (সমস্ত বাহ্য উপাধি পরিত্যাগ করিয়া) অখণ্ডরূপঃ (দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য) পূর্ণাত্মনা (পূর্ণরূপে) স্থিতঃ (অবস্থিত থাকেন) এষঃ মুক্তঃ (এইরূপ ব্যক্তি মুক্ত)। ৩৩৮

যিনি, বহির্জগতে এবং মনোজগতে ও স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থে এক আত্মা বিরাজিত, ইহা বুঝিয়া এবং শুদ্ধমনের সহায়ে নিজেকে সকল কিছুর আধাররূপে উপলব্ধি করিয়া সকল উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অখণ্ডপূর্ণ-আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন তিনিই মুক্ত। ৩৩৮

পরবর্তী ৩৮৯ শ্লোকের সহিত তুলনীয়।

সর্বাত্মতা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ সর্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ সর্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৩৩৯

সর্বাত্মতা (একাত্মবোধ) বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ (বন্ধনমুক্তির কারণ), সর্বাত্মভাবাৎ (সর্বাত্মভাবের অপেক্ষা) কশ্চিৎ পরঃ ন অস্তি (শ্রেষ্ঠ কিছু নাই)। অস্য (মুমুক্ষুর) সদাত্মনিষ্ঠয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠা সহায়ে) দৃশ্য-অগ্রহে সতি (বাহ্যবস্তুগ্রহণে বিরতি হইতে) অসৌ (ইহা সর্বাত্মভাব) উপপদ্যতে (উপস্থিত হয়)। ৩৩৯

একাত্মদৃষ্টি বন্ধনমুক্তির কারণ। 'সব কিছুই আত্মা' এই প্রকার অনুভব ব্যতীত বন্ধনমুক্তির আর কোন উৎকৃষ্টতর উপায় নাই। মুমুক্ষু ব্যক্তি যখন ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং বাহ্যবস্তুগ্রহণে বিরত হন তখন তাঁহার সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি হয়। ৩৩৯

দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিতে না পারিলে বাহ্যবস্তুচিন্তার নিবৃত্তি হয় না।

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো
বাহ্যার্থানুভব-প্রসক্ত-মনসস্তৎতৎ ক্রিয়াঃ কুর্বতঃ।
সংন্যস্তাখিল-ধর্ম-কর্মবিষয়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈঃ
তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ॥ ৩৪০

দেহাত্মনা তিষ্ঠতঃ (দেহাত্মবুদ্ধি সংযুক্ত) বাহ্যার্থ-অনুভব-প্রসক্তমনসঃ (ভোগ্যবিষয়ে আসক্তচিত্ত) তৎ-তৎ-ক্রিয়াঃ-কুর্বতঃ (ভোগ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কায়িক-বাচিক-মানসিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদনে রত ব্যক্তির) দৃশ্যস্য অগ্রহণং (দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ) কথং নু ঘটতে (কী প্রকারে ঘটিতে পারে)? সংন্যস্ত-অখিল-ধর্ম-কর্ম-বিষয়ৈঃ (যাঁহারা সমস্ত ধর্ম, কর্ম ও বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন) নিত্য-আত্মনিষ্ঠা-পরৈঃ (যাঁহারা সর্বদা আত্মনিষ্ঠা-পরায়ণ) আত্মনি সদানন্দ-ইচ্ছুভিঃ (আত্মাতে সদানন্দ অনুভবে ইচ্ছুক) তত্ত্বজ্ঞৈঃ (তত্ত্বজ্ঞ সাধকগণের দ্বারা) যত্নতঃ করণীয়ম্ (যত্নের সহিত দৃশ্য বর্জন করণীয়)। ৩৪০

যে ব্যক্তির দেহে 'আমি বোধ' বর্তমান রহিয়াছে, যাহার মনঃ ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, যে বিষয় সম্ভোগের জন্য বিবিধ-কর্মানুষ্ঠানে তৎপর সে ব্যক্তি দৃশ্যবস্তু গ্রহণ না করিয়া কী প্রকারে থাকিতে পারিবে? যাঁহারা সকল ধর্ম, কর্ম ও বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা আত্মচিন্তনে ব্যাপৃত এবং আত্মাতেই সদানন্দ-অনুভবের অভিলাষী তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য করণীয় হইতেছে—যত্নের সহিত দৃশ্যবস্তুসমূহের বর্জন। ৩৪০

ধর্ম=কর্তব্যবুদ্ধিপুরঃসর অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন-আশ্রমবিহিত কর্মসমূহ

কর্ম=সকাম কর্ম।

বিষয়=ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুসমূহ।

সর্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩৪১

কৃতশ্রবণকর্মণঃ (বেদান্তশ্রবণরূপ-কর্ম যিনি করিয়াছেন এই প্রকার) ভিক্ষোঃ (সংন্যাসীর জন্য) শান্তঃ দান্তঃ ইতি (শান্তো দান্তঃ ইত্যাদি) এষা শ্রুতিঃ (এই শ্রুতিবাক্য) সর্বাত্মসিদ্ধয়ে (সর্বাত্মভাব উপলব্ধির জন্য) সমাধিং বিদধাতি (সমাধির উপদেশ দিতেছেন)। ৩৪১

যে সন্ন্যাসী বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহার সর্বাত্মভাব-উপলব্ধির সাধনরূপে সমাধি-অনুষ্ঠানের উপদেশ 'শান্তোদান্তঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দিতেছেন। ৩৪১

'শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।' সুবাল উপনিষৎ ৯।১৪ 'শম দম উপরতি তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা, এই পঞ্চসম্পত্তিযুক্ত সাধক সমাধির সহায়ে নিজের মধ্যে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করিবেন।' অনুক্ষণ বিচারে অসমর্থ চঞ্চলমানস সাধকের পক্ষে

বাহ্যপ্রবৃত্তিনিরোধ এবং আত্মনিষ্ঠার জন্য এই সমাধি-অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইল। বাহ্যবিষয়-পরিত্যাগের জন্য সর্বকর্মসংন্যাসের যেমন প্রয়োজন, সমাধি-অনুষ্ঠানেরও তেমন প্রয়োজন।

আরূঢ়শক্তেরহমো বিনাশঃ
কর্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।
যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলা-
স্তানন্তরাঽনন্তভবা হি বাসনাঃ॥ ৩৪২

পণ্ডিতৈঃ অপি (পণ্ডিত ব্যক্তিগণও) আরূঢ়শক্তেঃ অহমঃ (দৃঢ়মূল-অহংকারের) সহসা (হঠাৎ) বিনাশঃ কর্তুং ন শক্যঃ (বিনাশ করিতে সমর্থ হন না), যে নির্বিকল্পাখ্য-সমাধি নিশ্চলাঃ (যাঁহারা নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিত হইয়াছেন) তান্ অন্তরা (তাঁহারা ছাড়া)। হি (যেহেতু) বাসনাঃ অনন্তভবাঃ (বাসনাসমূহ অনন্ত জন্মের সঞ্চিত)। ৩৪২

যাঁহারা নির্বিকল্পসমাধিতে স্থিত হইয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত কেবল শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দৃঢ়মূল-অহংকারকে সহসা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না। কেননা, বাসনাসমূহ অসংখ্য জন্মে সঞ্চিত হইয়াছে। (আর সেই বাসনার আশ্রয়ে অহংকার দৃঢ়মূল হইয়াছে)। ৩৪২

বাসনা থাকিতে অহংকারের নিবৃত্তি হয় না।

অহংবোধের নাশ না হইলে ক্ষতি কী?

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ॥ ৩৪৩

বিক্ষেপশক্তিঃ (বিক্ষেপ শক্তি) আবৃতেঃ বলাৎ (আবৃতি-শক্তির বলে বলবতী হইয়া) পুরুষং (পুরুষকে) মোহিন্যা অহং বুদ্ধ্যা এব (মোহিনী অহংবুদ্ধির সহিত যুক্ত করিয়া) তৎ-গুণৈঃ (অহংবুদ্ধির গুণসমূহের দ্বারা) বিক্ষেপয়তি (চঞ্চল করিয়া রাখে)। ৩৪৩

বিক্ষেপশক্তি আবৃতিশক্তির বলে বলবতী হইয়া বিবেকহীন পুরুষকে মোহিনী অহংবুদ্ধির সহিত যুক্ত করিয়া অহংকারের ধর্ম কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা চঞ্চল করিয়া রাখে। ৩৪৩

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্‌বিভাগে
নশ্যেৎতদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ।
নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো
বিক্ষেপণং নহি তদা যদি চেন্মৃষার্থে॥ ৩৪৪

নিঃশেষম্ (নিঃশেষে) আবরণ শক্তি-নিবৃত্তি-অভাবে (আবরণ শক্তির নিবৃত্তি না হইলে) বিক্ষেপশক্তিবিজয়ঃ বিধাতুং (বিক্ষেপশক্তিকে বশীভূত করা) বিষমঃ (বড়ই কঠিন)। দৃক্ দৃশ্যয়োঃ (আত্মা এবং অনাত্মার) স্ফুট-পয়ঃ-জলবৎ-বিভাগে (দুধ হইতে জলের পার্থক্যের ন্যায় পার্থক্য স্পষ্টরূপে নির্ধারিত হইলে) তদা (তখন) আত্মনি আবরণং চ (আত্মার উপরে বর্তমান আবরণ) স্বভাবাৎ (সহজেই—আত্মার স্বপ্রকাশ স্বভাবহেতু) নশ্যেৎ (নষ্ট হইয়া যায়)। যদি (যখন) চেৎ (যদি) মৃষার্থে (মিথ্যা পদার্থে) বিক্ষেপণং নহি (বিক্ষেপ থাকে না) তদা (তখন) নিঃসংশয়েন (নিঃসন্দেহে) [আবরণশক্তি বিজয়] প্রতিবন্ধশূন্যঃ ভবতি (প্রতিবন্ধশূন্য হয়)। ৩৪৪

আবরণশক্তির নিঃশেষে নিবৃত্তি না হইলে বিক্ষেপশক্তির উপর বিজয়লাভ অতি দুরূহ ব্যাপার। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারে সেইভাবে অনাত্মবস্তুসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে পারিলে, আত্মার প্রকাশসামর্থ্যহেতু আত্মাতে-বর্তমান-বলিয়া-অনুভূত আবরণ সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। যখন

মিথ্যাপদার্থনিমিত্ত-বিক্ষেপ আর থাকেনা তখন স্বস্বরূপের অনুভূতির সকল বাধা নষ্ট হইয়া যায়। ৩৪৪

সম্যগ্ বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো বিভজ্য দৃগ্ দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ॥ ৩৪৫

দৃক্-দৃশ্য-পদার্থ-তত্ত্বম্ (আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ) বিভজ্য (পৃথক্‌রূপে জানার পর) স্ফুটবোধ-জন্যঃ (সংশয়রহিত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন) সম্যক্-বিবেকঃ (যথাযথ বিবেক) মায়াকৃত-মোহবন্ধং (মায়া হইতে উৎপন্ন মোহবন্ধন) ছিনত্তি (ছিন্ন করিয়া ফেলে)। যস্মাৎ (যে মায়াবন্ধন নষ্ট হওয়ার পর) বিমুক্তস্য (মুক্ত ব্যক্তির) পুনঃ (পুনরায়) সংসৃতিঃ ন (আর জন্ম হয় না)। ৩৪৫

বিচারের দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ পৃথক্‌রূপে জানার পর, সংশয়রহিত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সম্যগ্ বিবেক মায়া হইতে উৎপন্ন মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলে। এই মায়াবন্ধন নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর মুক্তব্যক্তির আর জন্ম হয় না। ৩৪৫

জন্মমৃত্যুর একমাত্র কারণ অজ্ঞান।
অজ্ঞাননাশের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিবৃত্তি হয়।

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নির্দহত্যবিদ্যাগহনং হ্যশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজমদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য॥ ৩৪৬

পর-অবর-একত্ব-বিবেক-বহ্নিঃ (পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ববোধরূপ অগ্নি) হি (অবশ্যই) অবিদ্যাগহনং (অবিদ্যারূপ-বনকে) অশেষং (নিঃশেষে) দহতি (দগ্ধ করিয়া ফেলে)। অদ্বৈতভাবং (অদ্বৈতভাব) সমুপেয়ুষঃ (প্রাপ্ত) অস্য (এই জীবের) পুনঃ (আবার) সংসরণস্য (জন্মমরণের বীজ) কিং স্যাৎ (আর কী অবশিষ্ট থাকে)। ৩৪৬

পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ববোধরূপ-অগ্নি অবিদ্যারূপ-অরণ্যকে

অবশ্যই দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই প্রকারে যে ব্যক্তির অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয় তাহার পক্ষে পুনরায় জন্মমরণের কারণস্বরূপ কোন্ বীজ বা অবশিষ্ট থাকে? (কিছুই থাকে না)। ৩৪৬

আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি হি সম্যক্পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৪৭

সম্যক্-পদার্থ-দর্শনতঃ (পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইতে) **হি** (অবশ্যই) **আবরণস্য** (আবরণের) **নিবৃত্তিঃ ভবতি** (নিবৃত্তি হয়)। [ইহার ফলে] **মিথ্যাজ্ঞান-বিনাশঃ** (মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়) [তাহার পর] **তৎ-বিক্ষেপজনিত-দুঃখনিবৃত্তিঃ** (তাহা হইতে উৎপন্ন বিক্ষেপজনিত-দুঃখের নিবৃত্তি হয়)। ৩৪৭

(অধ্যাসের অধিষ্ঠান) পদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইতে আবরণের নিবৃত্তি ঘটে। আবরণ-নিবৃত্তির ফলে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন বিক্ষেপজনিত-দুঃখ দূরে চলিয়া যায়। ৩৪৭

এতৎ ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুসতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥ ৩৪৮

সম্যক্-রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ (রজ্জুর স্বরূপ যথার্থরূপে জানার ফলে) **এতৎ ত্রিতয়ং** (এই তিনটি) [হইতে] **দৃষ্টং** (দেখা যায়)। **তস্মাৎ** (সুতরাং) **বিদুষা** (বিদ্বান্ ব্যক্তির দ্বারা) **বন্ধমুক্তয়ে** (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে) **বস্তুসতত্ত্বং** (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ) **জ্ঞাতব্যং** (জানা কর্তব্য)। ৩৪৮

রজ্জুর স্বরূপ যথার্থরূপে জানার ফলে এই তিনটি (আবরণনিবৃত্তি, মিথ্যাজ্ঞাননাশ এবং দুঃখনিবৃত্তি) হইতে দেখা যায়। অতএব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য বস্তুর যথার্থস্বরূপ অবগত হওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্তব্য। ৩৪৮

অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়ান্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎকার্যমেতৎত্রিতয়ং যতো মৃষা দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৪৯

অগ্নিযোগাৎ (অগ্নিসংযোগে) অয়ঃ ইব (লোহার ন্যায়) সৎ-সমন্বয়াৎ (সৎস্বরূপ-আত্মার সম্বন্ধ হইতে) ধীঃ (বুদ্ধি) মাতৃ-আদি-রূপেণ (প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়রূপে) বিজৃম্ভতে (প্রকাশ পায়)। তৎকার্যং (বুদ্ধির কার্য) এতৎ-ত্রিতয়ং (এই তিনটি) ভ্রম-স্বপ্ন-মনোরথেষু (ভ্রমে, স্বপ্নে এবং মনঃকল্পিত বিষয়ে) যতঃ (যেহেতু) মৃষা (মিথ্যারূপে) দৃষ্টং [পরে] (দেখা যায়) [সেই হেতু ভ্রমকল্পিত বন্ধনও মিথ্যা]। [পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় করিতে হইবে]। ৩৪৯

যেমন অগ্নিসংযোগে লৌহপিণ্ড অগ্নিরূপে প্রকাশ পায় সেই প্রকারে সৎস্বরূপ-আত্মার সহিত সম্বন্ধ হইতে বুদ্ধি প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়রূপে (জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপে) প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির কার্য জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিবিধ-কল্পনা ভ্রমে, স্বপ্নে ও মনঃকল্পিত বিষয়সমূহে দেখা যায়। কিন্তু ভ্রম, স্বপ্ন প্রভৃতি নষ্ট হওয়ার পর যেহেতু বুদ্ধির রচিত কল্পনাসমূহ মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হয়, সেইহেতু ভ্রমকল্পিত বন্ধনও মিথ্যা। ৩৪৯

ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহংমুখা দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্বে।
ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষামসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫০

ততঃ (সেইহেতু—বিকারসমূহ বুদ্ধির কার্য বলিয়া যেহেতু মিথ্যা সেইহেতু) অহংমুখাঃ (অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া) দেহাবসানাঃ (দেহ পর্যন্ত) সর্বে প্রকৃতেঃ বিকারাঃ (সবকিছু প্রকৃতির বিকার) বিষয়াঃ চ (বিষয়সমূহও) ক্ষণে (প্রতিক্ষণে) অন্যথাভাবিতয়া (অন্যরূপে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য) অমীষাং হি (এই সকলের অবশ্যই) অসত্ত্বম্ (যথার্থ সত্তা নাই); তু (কিন্তু) আত্মা কদাপি অন্যথা ন (আত্মা কখনও অন্যভাব প্রাপ্ত হয় না)। ৩৫০

অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহপর্যন্ত (জীববোধের সহিত সংশ্লিষ্ট সব-কিছু) এবং বিষয়সমূহও প্রকৃতির বিকার; অতএব মিথ্যা। (এই সকলের মিথ্যাত্বের পক্ষে অন্য যুক্তি)। প্রতিক্ষণে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয় বলিয়া এ সকলের অবশ্যই যথার্থ সত্তা নাই। কিন্তু আত্মায় কখনও কোনপ্রকার পরিবর্তন হয় না। ৩৫০

বিকারসমূহ বুদ্ধির পরিণাম, আত্মা নিত্য অপরিণামী।

নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্‌বিলক্ষণঃ।
অহংপদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ প্রত্যক্‌সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫১

পর-আত্মা (পরমাত্মা) নিত্য-অদ্বয়-অখণ্ড-চিৎ-একরূপঃ (নিত্য, দ্বিতীয়রহিত, অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ ও একরূপ) বুদ্ধি-আদি-সাক্ষী (বুদ্ধি প্রভৃতির দ্রষ্টা) সৎ-অসৎ-বিলক্ষণঃ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে ভিন্ন) অহংপদ-প্রত্যয়-লক্ষিতার্থঃ (অহং প্রত্যয়ের লক্ষিতার্থ) প্রত্যক্-সৎ-আনন্দঘনঃ (সকলের সাক্ষী এবং সর্বদা আনন্দস্বরূপ)। ৩৫১

পরমাত্মা নিত্য, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য, চেতন, একরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে ভিন্ন, অহং-প্রত্যয়ের লক্ষিতার্থ, সকলের সাক্ষী এবং সর্বদা আনন্দস্বরূপ। ৩৫১

ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্‌বিভজ্য নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি॥৩৫২

ইত্থং (এই প্রকারে) বিপশ্চিৎ (বিচারশীল ব্যক্তি) সৎ-অসৎ বিভজ্য (অনাত্মবস্তু সমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া) নিজবোধদৃষ্ট্যা (অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে) তত্ত্বং নিশ্চিত্য (আত্মার স্বরূপ বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া) অখণ্ডবোধং আত্মানং স্বং জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মকে স্বস্বরূপ হইতে অভিন্ন জানিয়া) তেভ্যঃ বিমুক্তঃ (জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভাব হইতে বা আবরণ, মিথ্যাজ্ঞান এবং বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া) স্বয়ম্ এব শাম্যতি (নিজেই শান্তিসুখ অনুভব করেন)। ৩৫২

বিচারশীল ব্যক্তি এইপ্রকারে অনাত্মবস্তুসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া, অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে আত্মার স্বরূপবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া এবং ব্রহ্মকে স্বীয় স্বরূপ হইতে অভিন্ন জানিয়া আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান হইতে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তু হইতে মুক্ত হন এবং বিষয়নিরপেক্ষ শান্তিসুখ অনুভব করেন। ৩৫২

সাধারণ জীব রূপরসাদি-বিষয়ে সুখ অনুভব করে; কিন্তু জ্ঞানীর সুখানুভূতি হয় স্বস্বরূপে অবস্থানের ফলে।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্নিশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনাঽবিকল্পেন যদাঽদ্বৈতাত্মদর্শনম্ ॥ ৩৫৩

যদা (যখন) অবিকল্পেন সমাধিনা (নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা) অদ্বৈত-আত্মদর্শনম্ (অদ্বয়-আত্মসাক্ষাৎকার [ঘটে]) তদা (তখন) অজ্ঞান-হৃদয়-গ্রন্থেঃ (অজ্ঞানরূপ-হৃদয়-গ্রন্থির) নিঃশেষবিলয়ঃ (নিঃশেষে নাশ হয়)। ৩৫৩

যখন নির্বিকল্প সমাধিতে অদ্বয় আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে তখন অজ্ঞানরূপ-হৃদয়গ্রন্থির নিঃশেষে নাশ হয়। ৩৫৩

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" মু, ২।২।৮

"কার্য-ও-কারণরূপী আত্মার সাক্ষাৎকারের ফলে সাধকের বুদ্ধিতে-আশ্রিত-কামনাসমূহ নষ্ট হয়, তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কামনাসকল ক্ষয় হইয়া যায়।"

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্বিশেষে।

প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্বো বিকল্পো
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্ বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা ॥ ৩৫৪

ত্বম্ অহং ইদং ইতি (তুমি আমি ইহা প্রভৃতি) ইয়ং কল্পনা (এই প্রকারের কল্পনা) বুদ্ধিদোষাৎ (বুদ্ধির দোষ হইতে) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়)। সমাধৌ (সমাধি-অবস্থায়) নির্বিশেষে অদ্বয়ে পরমাত্মনি প্রবিলসতি (নির্বিশেষ অদ্বয় পরমাত্মা প্রকাশ পাইলে) বস্তুতত্ত্ব-অবধৃত্যা (আত্মস্বরূপ যথাযথরূপে উপলব্ধির ফলে) অস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) সর্বঃ বিকল্পঃ (সকল ভ্রান্তিজ্ঞান) বিলয়নম্ উপগচ্ছেৎ (নষ্ট হইয়া যায়)। ৩৫৪

'তুমি-আমি-ইহা' ইত্যাদি প্রকারের কল্পনা বুদ্ধির দোষে উৎপন্ন হয়। সমাধিতে নির্বিশেষ অদ্বয় পরমাত্মা প্রকাশ পাইলে আত্মস্বরূপ যথাযথরূপে উপলব্ধির ফলে সমাধিবান্ সাধকের সকল ভ্রান্তিজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। ৩৫৪

এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ—ত্বম্ অহম্ ইদম্ ইতি ইয়ং [বিবিধা] কল্পনা (তুমি আছ, আমি আছি, ইহা আছে, ইত্যাদি প্রকারের বিবিধ কল্পনা) অদ্বয়ে নির্বিশেষে পরমাত্মনি (অদ্বয় নির্বিশেষ পরমাত্মায়) বুদ্ধিদোষাৎ প্রভবতি (বুদ্ধির দোষে উৎপন্ন হয়)। [এই বুদ্ধির দোষেরই] সর্বঃ বিকল্পঃ (সকল ভ্রান্তিজ্ঞান) সমাধৌ (সমাধিকালে) [প্রতিবন্ধকরূপে] প্রবিলসতি (প্রকাশ পায়)। বস্তুতত্ত্ব-অবধৃত্যা (আত্মার স্বরূপ যথাযথভাবে সাক্ষাৎকারের ফলে) [এই বিকল্প] বিলয়নম্ উপগচ্ছেৎ (বিনষ্ট হইয়া যায়) [তখন নির্বিকল্প সমাধি হয়]। ৩৫৪

শান্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং
কুর্বন্ নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্বিকল্পঃ ॥ ৩৫৫

শান্তঃ দান্তঃ (শম ও দমসম্পন্ন) পরম্ উপরতঃ (সর্বতোভাবে বিষয় গ্রহণে বিরত) ক্ষান্তিযুক্তঃ (সহিষ্ণু) যতিঃ (সংন্যাসী) সমাধিং কুর্বন্ (সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা) স্বস্য সর্বাত্মভাবং (নিজের সর্বাত্মভাব) নিত্যং কলয়তি (সর্বদা চিন্তা করিবেন)। তেন (সর্বাত্মতা চিন্তনের ফলে) অবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ (অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন) বিকল্পান্ (বিকল্পসমূহ) সাধু (অনায়াসে) দগ্ধ্বা (বিচারের দ্বারা দগ্ধ করিয়া) ব্রহ্মাকৃত্যা (ব্রহ্মাকারে) নিষ্ক্রিয়ঃ নির্বিকল্পঃ (নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকল্প হইয়া) সুখং নিবসতি (সুখে অবস্থান করিবেন)। ৩৫৫

শম ও দমসম্পন্ন, সর্বতোভাবে বিষয়গ্রহণে বিরত, সহিষ্ণু সন্ন্যাসী সমাধি-অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের সর্বাত্মভাব সর্বদা চিন্তা করিবেন। এই সর্বাত্মতা-চিন্তনের ফলে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বিকল্পসমূহ অনায়াসে দূরীভূত করিয়া ব্রহ্মাকারে নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকল্পরূপে সুখে অবস্থান করিবেন। ৩৫৫

অবিদ্যানাশের ফলে সন্ন্যাসীর পক্ষে সকাম কর্মের অনুষ্ঠান আর সম্ভব হইবে না।

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৬

যে (যাঁহারা) স্বম্ (স্বীয় মমতাস্পদ) শ্রোত্রাদি বাহ্যং (শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে) চেতঃ (অন্তঃকরণকে) [এবং] অহং (অহংবোধকে) চিদাত্মনি (চৈতন্যস্বরূপ আত্মায়) প্রবিলাপ্য (লয় করিয়া) সমাহিতাঃ (সমাধিস্থ থাকেন) তে এব (কেবল তাঁহারাই) ভবপাশবন্ধৈঃ মুক্তাঃ (ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন)। অন্যে পারোক্ষ্যকথা-অভিধায়িনঃ (অপর যাঁহারা শাস্ত্রোপদেশ হইতে প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানের কথা আবৃত্তি-মাত্র করেন তাঁহারা) তু ন (অবশ্যই মুক্ত হন না)। ৩৫৬

কর্ণ প্রভৃতি যে সকল বাহ্য ইন্দ্রিয়কে 'আমার আমার' বলিয়া মনে হয় সেই সকল বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে, অন্তঃকরণকে এবং অহংবোধকেও চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় লয় করিয়া যাঁহারা সমাধিস্থ হইতে পারেন কেবল তাঁহারাই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। অপর-যাঁহারা শাস্ত্র বা গুরুমুখে শ্রুত ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের আবৃত্তিমাত্র করেন (কিন্তু যাঁহাদের অনুভূতি হয় নাই) তাঁহারা কখনই মুক্ত হন না। ৩৫৬

সাধনবিহীন ও অনুভবরহিত যে ব্যক্তি শাস্ত্র হইতে আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া মুখে বলিতে থাকেন, 'আমি ব্রহ্ম ; আমি সকল দোষগুণের ও পাপপুণ্যের অতীত,' তিনি মুক্ত হন না।

উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান্
বসেৎ সদাঽকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৭

[প্রমাতা] উপাধিভেদাৎ (বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির ভেদ হইতে) স্বয়ম্ এব (নিজেই) ভিদ্যতে ([কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের বশে] বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন) চ (কিন্তু) উপাধি-অপোহে (উপাধিসমূহের নিবৃত্তি হইলে) কেবলঃ স্বয়ম্ এব ভবতি (ভেদশূন্য আত্মস্বরূপ হইয়া যান)। তস্মাৎ (সুতরাং) বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) উপাধেঃ বিলয়ায় (উপাধিনাশের জন্য) সদা (সর্বদা) অকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া (নির্বিকল্প সমাধিনিষ্ঠার আশ্রয়ে) বসেৎ (অবস্থান করিবেন)। ৩৫৭

বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির ভিন্নতাবশতঃ মানুষ নিজেকে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অবস্থায় নানারূপে কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু, উপাধি-সমূহের নিবৃত্তি হইলে সাধক নিজের শুদ্ধ-আত্মস্বরূপ অনুভব করেন। সুতরাং বুদ্ধিমান সাধক উপাধিনাশের জন্য সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিবেন। ৩৫৭

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্‌ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥ ৩৫৮

সতি সক্তঃ নরঃ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে নিরত মানব) হি (অবশ্যই) একনিষ্ঠয়া (একনিষ্ঠার ফলে) সৎ ভাবং যাতি (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন), [যেমন] কীটকঃ ([ভ্রমর দ্বারা গৃহীত] কীট) ভ্রমরং ধ্যায়ন্ (ভ্রমরের চিন্তা করিতে করিতে) ভ্রমরত্বায় কল্পতে (ভ্রমররূপ প্রাপ্ত হয়)। ৩৫৮

সৎস্বরূপ-ব্রহ্মবিচারে তৎপর মানব একনিষ্ঠার ফলে অবশ্যই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ; কাচপোকার দ্বারা ধৃত তেলাপোকা যেমন কাচপোকার চিন্তা করিতে করিতে কাচপোকা হইয়া যায়। ৩৫৮

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্নলিত্বং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৯

কীটকঃ (কীট) ক্রিয়ান্তর-আসক্তিম্ অপাস্য (অন্য সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া) অলিত্বং ধ্যায়ন্ (ভ্রমরের চিন্তা করিতে করিতে) হি (অবশ্যই) অলিভাবম্ ঋচ্ছতি (কাচ পোকার ভাব প্রাপ্ত হয়)। তথা এব যোগী (সেই প্রকারে যোগী) পরমাত্মতত্ত্বং (শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ) একনিষ্ঠয়া ধ্যাত্বা (একনিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিয়া) তৎ সমায়াতি (ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন)। ৩৫৯

কীট (তেলাপোকা) অন্য সকল কর্ম ও চিন্তা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া কাচপোকার চিন্তা করার ফলে কাচপোকাই হইয়া যায়। এই প্রকারে সমাধানশীল সাধক একনিষ্ঠার সহিত শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করার ফলে স্বীয় শুদ্ধ-ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন। ৩৫৯

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাঽত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা জ্ঞাতব্যমার্যৈরতি শুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬০

পরমাত্মতত্ত্বং (পরমাত্মতত্ত্ব) অতি-ইব সূক্ষ্মং (অত্যন্ত সূক্ষ্ম), [তাহা] স্থূলদৃষ্ট্যা (স্থূলদৃষ্টি সহায়ে) প্রতিপত্তুং ন অর্হতি (সাক্ষাৎকার করা সম্ভব হয় না)। সমাধিনা (চিত্তের একাগ্রতা সহায়ে) অত্যন্ত-সুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা (অত্যন্ত সূক্ষ্মবৃত্তির দ্বারা) অতিশুদ্ধ-বুদ্ধিভিঃ (অত্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন) আর্যৈঃ (উত্তমব্যক্তিগণের দ্বারা) জ্ঞাতব্যম্ ([পরমাত্মতত্ত্ব] উপলব্ধ হয়)।৩৬০

আত্মার যথার্থ স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম (দেহ অপেক্ষা বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম; আত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি হইতেও সূক্ষ্ম)। এই আত্মস্বরূপ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের (যাহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত তাহাদের) ধারণার অগম্য। চিত্তের একাগ্রতাসাধনের ফলে যাঁহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত শুদ্ধ, সর্বতোভাবে বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইয়াছে সেই সকল মহামনা ব্যক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্মবৃত্তির সহায়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ৩৬০

বুদ্ধিশোধনের উপায় ধ্যান।—

যথা সুবর্ণং পটুপাককশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্ ॥ ৩৬১

যথা (যেমন) সুবর্ণং (সুবর্ণ) পটুপাকশোধিতং (অগ্নি ও ক্ষারের সাহায্যে শোধিত হইলে) মলং ত্যক্ত্বা (স্বীয় অন্তর্নিহিত মলিনতা পরিত্যাগ করিয়া) স্বাত্মগুণং (নিজের গুণ ঔজ্জ্বল্য) সমৃচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়), তথা (সেই প্রকারে) মনঃ (মনঃ) ধ্যানেন

(ধ্যানের সহায়ে) সত্ত্বরজঃ-তমঃ মলং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপী মলিনতা ত্যাগ করিয়া) তত্ত্বং (ব্রহ্মভাব) সম্-এতি (প্রাপ্ত হয়)। ৩৬১

অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা শোধিত হইলে সুবর্ণের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং উহার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসে। এই প্রকারে, নিরন্তর ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যানের ফলে মনের সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণরূপ মলিনতা দূরীভূত হইলে মন-উপাধি-বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। ৩৬১

নিরন্তরাভ্যাসবশাৎ তদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥ ৩৬২

যদা (যখন) তৎ মনঃ (সেই মনঃ) ইত্থং (উক্ত প্রকারে) নিরন্তর-অভ্যাসবশাৎ (নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠার ফলে) পক্বং (শুদ্ধ, স্থির [হইয়া]) ব্রহ্মণি লীয়তে (ব্রহ্মে লয় পায়) তদা (তখন) স্বতঃ (সহজেই) সবিকল্পবর্জিতঃ (নির্বিকল্প) অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভাবকঃ (অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ-অনুভবের হেতু) সমাধিঃ (সমাধি [হয়])। ৩৬২

উক্ত প্রকারে নিরন্তর অভ্যাসের ফলে মনঃ শুদ্ধ হইয়া যখন ব্রহ্মে লয় পায়, তখন অদ্বৈত-ব্রহ্মানন্দ-অনুভবের হেতু (বিষয়জ্ঞানবর্জিত) নির্বিকল্পসমাধি আপনা আপনি উপস্থিত হয়। ৩৬২

নির্বিকল্প সমাধিলাভের ফল।

সমাধিনাঽনেন সমস্ত বাসনাগ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্যাৎ ॥ ৩৬৩

অনেন সমাধিনা (এই নির্বিকল্পসমাধিদ্বারা) সমস্ত বাসনাগ্রন্থেঃ (সকল বাসনা-গ্রন্থির) বিনাশঃ (নাশ), অখিলকর্মনাশঃ (সমস্ত কর্মক্ষয়), সর্বতঃ এব (সকলভাবে) সর্বদা (সকল সময়ে) অন্তঃবহিঃ (ভিতরে ও বাহিরে) স্বরূপবিস্ফূর্তিঃ (স্বরূপের প্রকাশ) অযত্নতঃ (বিনা চেষ্টায়) স্যাৎ (হইয়া থাকে) ৩৬৩

এই নির্বিকল্পসমাধি প্রাপ্তির ফলে সকল বাসনার সমূলে বিনাশ, ফল সহিত সকল কর্মের ক্ষয় হয়; আর সকল সময় বিনা চেষ্টায় অন্তরে বাহিরে সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপের প্রকাশ অনুভূত হইতে থাকে ॥ ৩৬৩

মু, ২।২।৮ দ্রষ্টব্য। ৩৫৩ শ্লোকের সহিত তুলনীয়।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্ ॥ ৩৬৪

শ্রুতেঃ (শ্রবণ বা উপদেশ প্রাপ্তি হইতে) মননং (মননকে) শতগুণং (শতগুণ), মননাৎ অপি (মনন অপেক্ষা) নিদিধ্যাসং (ধ্যানকে) লক্ষগুণং (লক্ষগুণ), [এবং] নির্বিকল্পকং (অন্তঃকরণের সংকল্পবিকল্পরহিত অবস্থাকে) অনন্তং (অনন্তগুণ) বিদ্যাৎ (জানিবে)। ৩৬৪।

ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ হইতে শ্রুতবাক্যের মনে মনে বিচার শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মনন অপেক্ষা ধ্যান লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ। আর অন্তঃকরণের নির্বিকল্প অবস্থাকে (নির্বিকল্প সমাধিকে) অনন্তগুণ (কল্যাণদায়ক) বলিয়া জানিবে। ৩৬৪

অনুকূল তর্কের সহিত বিচারের ফলে মনঃ লক্ষ্যবস্তুতে স্থির হইয়া আসে; তাই শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশ শ্রবণ অপেক্ষা মনন অধিক ফলদায়ক। ধ্যানের ফলে মনঃ হইতে বিজাতীয় বাসনাসমূহ নষ্ট হইয়া যায় এবং মনঃ ব্রহ্মে স্থির হইয়া আসে বলিয়া ধ্যান মনন অপেক্ষা বহুগুণ কল্যাণপ্রসূ। ধ্যানের অবস্থায় ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের ভেদবোধরূপ-দ্বৈতবুদ্ধি থাকিয়া যায়। কিন্তু ধ্যানের গভীরতার ফলে অন্তঃকরণ সংকল্পবিকল্প রহিত হইলে স্বস্বরূপের অনুভূতি হয়। তাই নির্বিকল্প সমাধির সহিত, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এই কোন সাধনার তুলনা হয় না। এই আত্মস্বরূপে স্থিতি সকল সাধনার লক্ষ্য।

নির্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ ॥ ৩৬৫

নির্বিকল্পসমাধিনা (নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে) স্ফুটং (নিঃসন্দিগ্ধরূপে) ব্রহ্মতত্ত্বং (ব্রহ্মতত্ত্ব) ধ্রুবম্ অবগম্যতে (অবশ্যই অনুভূত হয়)। অন্যথা ন (নির্বিকল্প সমাধির অভাবে হয় না)। মনোগতেঃ (মনের স্বভাবের) চলতয়া (চাঞ্চল্য হেতু) প্রত্যয়ানন্তর বিমিশ্রিতং (অনাত্মবস্তুর সহিত মিশ্রিতরূপে) [আত্মস্বরূপের কিছু অনুভব] ভবেৎ (হইতে পারে)। ৩৬৫

নির্বিকল্পসমাধিতে স্থিত হইতে পারিলে ব্রহ্মতত্ত্ব অবশ্যই সর্বসংশয়-রহিতরূপে অবগত হওয়া যায়; নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নয়। মনের স্বভাব চঞ্চল বলিয়া নির্বিকল্প সমাধিলাভের পূর্বে অনাত্মবস্তুর সহিত মিশ্রিতরূপে আত্মস্বরূপের কিছু অনুভব হইতে পারে। ৩৬৫

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥" গী, ৬।৩৫

"হে মহাবাহো অর্জুন, মনঃ যে দুর্নিরোধ্য ও চঞ্চল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই মনকে বশে আনা যায়।"

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃসন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া কৃতংসদেকত্ববিলোকনেন ॥ ৩৬৬

অতঃ (অতএব) যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ (ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া) শান্তমনাঃ (মনের চঞ্চলতা দূর করিয়া) প্রতীচি (প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মে) নিরন্তরং (সর্বদা) সমাধৎস্ব (সমাধিস্থ হও)। সৎ-একত্ব-বিলোকনেন (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ দর্শনের দ্বারা) অনাদি-অবিদ্যয়া কৃতং (অনাদি-অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন) ধ্বান্তং (অজ্ঞানান্ধকার) বিধ্বংসয় (নাশ কর)॥ ৩৬৬

অতএব জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবং মনকে চঞ্চল হইতে না দিয়া সর্বদা

অন্তরাত্মায় সমাহিত হও। ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ ভাব দর্শনের দ্বারা অনাদি-অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট কর। ৩৬৬

যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥ ৩৬৭

যোগস্য (চিত্তবৃত্তিনিরোধের) বাক্‌-নিরোধঃ (বাক্যসংযম) প্রথমং দ্বারং (প্রথম সাধন)। [অন্যান্য সাধন] অপরিগ্রহঃ (বিষয়ের অগ্রহণ), নিরাশা (আশা ত্যাগ), নিরীহা (চেষ্টা ত্যাগ) চ (এবং) নিত্যম্‌ একান্তশীলতা (সর্বদা নির্জন বাস)। ৩৬৭

মনকে একাগ্র করার প্রথম সাধন বাক্‌সংযম। উহার অন্যান্য সাধন হইতেছে—বিষয়বস্তুর অগ্রহণ (বা সঞ্চয়ের অভাব), আশা ত্যাগ, চেষ্টা ত্যাগ এবং সর্বদা নির্জনে বাস। ৩৬৭

নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা মনকে বিষয়মুখী ও চঞ্চল করিয়া রাখে। তাই মনকে একাগ্রকরার জন্য প্রথম প্রয়োজন বৃথা বাক্যালাপ বর্জন। ভোগ্যবস্তুসমূহ সংগ্রহের বাসনা, সে সকলের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, এবং প্রাপ্তির পর সংরক্ষণের চিন্তা মানুষকে আত্মচিন্তার অবসর দেয় না। তাই সাধকের দ্বিতীয় করণীয় হইল দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে সে সকলের সংরক্ষণে উদাসীন থাকা। অপরিগ্রহ, নিরাশা ও নিরীহা, এই তিন সাধন পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া থাকে।

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।
তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিনঃ
তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্যঃ প্রযত্নো মুনেঃ॥ ৩৬৮

ইন্দ্রিয়-উপরমণে (ইন্দ্রিয় সংযমে) একান্তস্থিতিঃ (নির্জনবাস) হেতুঃ (উপায়), দমঃ (বহিরিন্দ্রিয় সংযম) চেতসঃ সংরোধে (চিত্তসংযমের) করণম্ (সাধন); শমেন (অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা) অহংবাসনা বিলয়ং যায়াৎ (অহংবাসনা নাশপ্রাপ্ত হয়)। তেন (বাসনালয় হইতে) যোগিনঃ (যোগীর) সদা (সর্বদা) অচলা ব্রাহ্মী আনন্দরসানুভূতিঃ (নিরন্তর ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি [হয়])। তস্মাৎ (এই হেতু) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) চিত্তনিরোধে সততং এব প্রযত্নঃ কার্যঃ (চিত্তনিরোধের জন্য সর্বদা প্রযত্ন করা কর্তব্য)॥ ৩৬৮

নির্জনবাস ইন্দ্রিয়সংযমের সাধন। দম চিত্তসংযমের সাধন। শমের দ্বারা অহংবাসনা লয় পায়। বাসনার লয় হইলে সাধকের সর্বদা অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি হইতে থাকে। এই হেতু সর্বদা চিত্তনিরোধের জন্য যত্নশীল হওয়া মননশীল সাধকের কর্তব্য। ৩৬৮

সাধনের ক্রম বর্ণিত হইতেছে।

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে বিলাপ্য শান্তিং
পরমাং ভজস্ব ॥ ৩৬৯

বাচং (বাক্যকে—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) আত্মনি (মনে) নিযচ্ছ (সংযত কর), তং (মনকে) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) নিযচ্ছ (নিয়মিত কর), ধিয়ং চ (বুদ্ধিকেও) বুদ্ধিসাক্ষিণি (প্রত্যগাত্মায়) যচ্ছ (লয় কর), তং চ অপি (প্রত্যগাত্মভাবকেও) নির্বিকল্পে পূর্ণাত্মনি বিলাপ্য (নির্বিকল্প ব্রহ্মে বিলীন করিয়া) পরমাং শান্তিং ভজস্ব (পরমাশান্তি প্রাপ্ত হও)॥ ৩৬৯

বাক্যসহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনে সংযত কর, মনকে বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত কর, বুদ্ধিকে বুদ্ধির সাক্ষী প্রত্যগাত্মায় লয় করিয়া দাও। আর এই সাক্ষী ভাবকেও নির্বিকল্প-ব্রহ্মে বিলীন করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হও। ৩৬৯

যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্‌ছান্ত আত্মনি॥ ক, ১।৩।১৩

'প্রাজ্ঞব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে মনে লয় করিবেন, মনকে জ্ঞান-আত্মায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করিবেন। বুদ্ধিকে মহৎ তত্ত্বে লয় করিবেন। পরে এই মহৎ-তত্ত্বকে মুখ্য আত্মায় লয় করিবেন।'

সমাধি-সাধনার অভাবে যেরূপ অনর্থ ঘটে তাহা বলা হইতেছে।

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্‌ভাবোঽস্য যোগিনঃ॥ ৩৭০

দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-আদিভিঃ উপাধিভিঃ (দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসমূহের) যৈঃ যৈঃ বৃত্তেঃ সমাযোগঃ (যে যে বৃত্তির সহিত সংযোগ হয়) অস্য যোগিনঃ (এই সাধকের) তৎ-তৎ ভাবঃ (সেই সেই ভাব প্রাপ্তি ঘটে)॥ ৩৭০

দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিসমূহের যে যে বৃত্তির সহিত সাধকের সংযোগ ঘটে সাধক সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হন। ৩৭০

উক্ত উপাধিসমূহের ধর্ম আত্মাতে আরোপনিমিত্ত উহাদের যেটির সঙ্গে চেতনের প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তির সংযোগ ঘটে সাধক তত্তৎ সমানাকারতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সমাধি-অভ্যাসাভাবে বৃত্তি বাহ্যবিষয়াকারতা প্রাপ্ত হওয়ায় স্বস্বরূপ বিস্মৃতি হেতু মহান্‌ অনর্থ প্রাপ্তি ঘটে।

সমাধিস্থ হওয়ার লাভ।

তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্‌ সর্বোপরমণং সুখম্‌।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ॥ ৩৭১

তৎ নিবৃত্ত্যা (দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগের নিবৃত্তি হইতে) মুনেঃ (সাধকের) সম্যক্‌-সর্ব-উপরমণম্‌ (সর্বপ্রকারে বাহ্যবিষয় হইতে উপরতি) সুখং সংদৃশ্যতে (অনায়াসে

উপলব্ধ হয়) [আর] সদা আনন্দরস-অনুভব-বিপ্লবঃ (সর্বদা আনন্দরসানুভূতির প্লাবন [হইতে থাকে]। ৩৭১

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযোগের নিবৃত্তিবশতঃ সাধকের বাহ্যবিষয় হইতে সর্বপ্রকারে উপরতি অনায়াসসিদ্ধ হয়। তখন তাঁহার সর্বদা ব্রহ্মানন্দরসের অনুভূতি হইতে থাকে। ৩৭১

সমাধিলাভের জন্য তীব্র বৈরাগ্যের প্রয়োজন।

অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্বহিঃ সঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া॥ ৩৭২

বিরক্তস্য এব (বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই) অন্তঃ-ত্যাগঃ (বাসনাসমূহের ত্যাগ) বহিঃ-ত্যাগঃ (বাহ্যবিষয় সমূহের ত্যাগ) যুজ্যতে (সম্ভব হয়)। বিরক্তঃ তু (বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি অবশ্যই) মুমুক্ষয়া (মুক্তিকাম হইয়া) অন্তঃ-বহি-সঙ্গং (মানসিক ও বাহ্যবিষয়ের সহিত সংস্রব) ত্যজতি (ত্যাগ করেন)॥ ৩৭২

বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষেই বাসনাসমূহের এবং বাহ্যবিষয়সকলের ত্যাগ সম্ভব হয়। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই মুক্তিকাম হইয়া বাহ্য ও মানস সকল বিষয়ের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। ৩৭২

বাসনানিবৃত্তি সমাধি অভ্যাসদ্বারা হইয়া থাকে।

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭৩

ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ বিরক্তঃ এব (ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই কেবল) বহিঃ তু বিষয়ৈঃ (বাহ্যবিষয় সমূহের সহিত) তথা (আর) অন্তঃ-অহম্-আদিভিঃ (অহংকার প্রভৃতি অন্তরধর্মের সহিত) সঙ্গ ত্যক্তুং শক্নোতি (সংস্রব ত্যাগ করিতে সমর্থ হন)। ৩৭৩

কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ের সহিত এবং অহংকার-রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি মানসধর্মের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ৩৭৩

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণ ত্বম্।
বিমুক্তি-সৌধাগ্রলতাধিরোহণং তাভ্যাং
বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি॥ ৩৭৪

বিচক্ষণ (হে বিচারশীল শিষ্য), ত্বম্ (তুমি) বৈরাগ্যবোধৌ (বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুইটিকে) পুরুষস্য (পুরুষের পক্ষে) পক্ষিবৎ পক্ষৌ (পক্ষীর দুই পক্ষ [যেমন প্রয়োজনীয় তেমন]) বিজানীহি (জানিবে)। তাভ্যাং বিনা (এই দুইটি ছাড়া) বিমুক্তি-সৌধাগ্র-লতা-অধিরোহণং (সৌধের উপরে স্থিত মুক্তিরূপা লতাতে উপস্থিতি) অন্যতরেণ ন সিধ্যতি (একটির দ্বারা সম্ভব হয় না)॥ ৩৭৪

হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য, পক্ষীর দুইটি পক্ষের ন্যায় বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা সাধকের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিও। একসঙ্গে এই দুই সাধন না থাকিলে, কেবল একটির সহায়ে সৌধের শিখরে স্থিতা মুক্তিরূপা লতাতে গমন সম্ভব হয় না। (দুই পক্ষ ব্যতীত পক্ষীর উড্ডয়নই অসম্ভব, উচ্চপ্রাসাদের উপরে স্থিত লতায় গমন ও তাহার ফলভক্ষণ তো দূরের কথা। মুক্তির সঙ্গে উচ্চ প্রাসাদের উপরে স্থিত লতার তুলনা করা হইয়াছে)। ৩৭৪

বৈরাগ্য ও বিচার দুই এক সঙ্গে না থাকিলে মুক্তি অসম্ভব।

নিত্যানন্দ প্রাপ্তির উপায়।—

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তির্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥ ৩৭৫

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ (অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ সাধকের সমাধি হয়), সমাহিতস্ত এব (সমাহিত ব্যক্তিরই কেবল) দৃঢ়প্রবোধঃ (সংশয়রহিত তত্ত্বজ্ঞান [হয়]), প্রবুদ্ধ-তত্ত্বস্য হি (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য) বন্ধমুক্তিঃ (মুক্তিলাভ হয়), মুক্তাত্মনঃ (মুক্তব্যক্তির) নিত্যসুখানুভূতিঃ (নিত্য আত্মানন্দের অনুভব হয়)॥ ৩৭৫

তীব্র বৈরাগ্যবান্ সাধকের সমাধি লাভ হয়; সমাহিত ব্যক্তিরই কেবল সংশয়রহিত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়; তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরই মুক্তিলাভ হয়; আর মুক্ত ব্যক্তিই কেবল নিত্যসুখ অনুভব করেন। ৩৭৫

অতএব বোধ ও বৈরাগ্য এই উভয়ই মুক্তিতে উপযোগী হইয়া থাকে।

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-
স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধ সহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্যধুক্।
এতদ্দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাৎ ত্বমস্মাৎ পরং
সর্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে॥ ৩৭৬

বশ্যাত্মনঃ (সংযত ব্যক্তির পক্ষে) বৈরাগ্যাৎ পরং (বৈরাগ্য-অপেক্ষা উৎকৃষ্ট) সুখস্য জনকং ন পশ্যামি (সুখোৎপাদক কোন বস্তু দেখিতে পাই না)। চেৎ (যদি) তৎ (সেই বৈরাগ্য) শুদ্ধতর-আত্মবোধ সহিতং (শুদ্ধ-আত্মজ্ঞান সংযুক্ত হয়) [তাহা হইলে] স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যধুক্ (অখণ্ড রাজ্য প্রদায়ক অর্থাৎ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ হয়)। যস্মাৎ (যে হেতু) অজস্র মুক্তি-যুবতেঃ (অজস্র মুক্তিরূপা যুবতীকে প্রাপ্তির) এতৎ দ্বারম্ (ইহাই দ্বার) অস্মাৎ (এই হেতু) ত্বম্ (তুমি) সর্বত্র অস্পৃহয়া (সর্বত্র স্পৃহাশূন্য হইয়া) সদা (সকল সময়) শ্রেয়সে (কৈবল্যলাভের জন্য) সদাত্মনি (ব্রহ্ম-স্বরূপে) প্রজ্ঞাং কুরু (একাগ্রতা সম্পাদন কর)॥ ৩৭৬

সংযত ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য অপেক্ষা সুখদায়ক দ্বিতীয় কোন বস্তু দেখিতে পাইনা। আর এই বৈরাগ্যের সহিত যদি শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সংযোগ ঘটে তো তাহা অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ

হয়। যেহেতু এই প্রকার জ্ঞানসংযুক্ত বৈরাগ্য নিত্য-মুক্তিরূপা যুবতী প্রাপ্তির উপায়, সেই হেতু তুমি সর্বদা সর্বত্র স্পৃহাশূন্য হইয়া পরম কল্যাণলাভের জন্য আত্মস্বরূপে একাগ্রতাসাধনে যত্নশীল হও। ৩৭৬

আত্মসুখ নিত্য ; বৈরাগ্য সুখবৃত্তির উৎপাদক হইয়া আত্মসুখানুভূতির সহায়ক হয়।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ কৃতি-
স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি
ত্বং দ্রষ্টাস্যমনোঽসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৭

বিষ-উপমেষু বিষয়েষু (বিষের সহিত তুলনীয় বিষয়সমূহে) আশাং ছিন্ধি (আশা ছিন্ন কর)। এষঃ এব (ইহাই) মৃত্যোঃ কৃতিঃ (মৃত্যুর আকৃতি)। জাতি-কুল-আশ্রমেষু (জাতি কুল ও আশ্রমে) অভিমতিং ত্যক্ত্বা (অভিমান ত্যাগ করিয়া) ক্রিয়াঃ (সকাম কর্ম সমূহ) অতি দূরাৎ মুঞ্চ (অতি দূর হইতে ত্যাগ কর)। অসতি দেহাদৌ (মিথ্যা দেহ প্রভৃতিতে) আত্মধিষণাং ত্যজ ('আমি'বোধ ত্যাগ কর)। আত্মনি (স্ব-স্বরূপে) প্রজ্ঞাং কুরুষ্ব (আত্ম-বুদ্ধি কর)। যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) বস্তুতঃ (স্বরূপতঃ) দ্রষ্টা অসি (দ্রষ্টা হও), অমনঃ অসি (মনঃ হইতে ভিন্ন হও), নির্দ্বয়পরং ব্রহ্ম অসি (দ্বিতীয়বর্জিত ব্রহ্মস্বরূপ হও)। ৩৭৭

বিষের ন্যায় মারাত্মক বিষয় উপভোগের আশা ত্যাগ কর। এই বিষয়-ভোগ লিপ্সাই মৃত্যুর রূপ। জাতি কুল ও আশ্রমের অভিমান ত্যাগ করিয়া সকাম কর্ম হইতে দূরে সরিয়া থাক। মিথ্যাভূত (অনিত্য) দেহাদিতে 'আমি'বোধ ত্যাগ কর। নিজের যথার্থ-স্বরূপকে জানিয়া তাহাতে স্থিত হও। বস্তুতঃ তুমি দ্রষ্টা, মনঃ হইতে ভিন্ন এবং অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ। ৩৭৭

আত্মা বাহ্য ও মানস উভয়বিধ দৃশ্য হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা।

ধ্যানবিধি।—

লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভৃশম্॥ ৩৭৮

লক্ষ্যেব্রহ্মণি (লক্ষ্য ব্রহ্মে) মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য (মনকে দৃঢ় ভাবে স্থাপিত করিয়া) বাহ্যেন্দ্রিয়ং স্বস্থানে বিনিবেশ্য (জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে স্ব স্ব স্থানে স্থির রাখিয়া) চ নিশ্চলতনুঃ (আর দেহকে কোন আসনে স্থির করিয়া) দেহস্থিতিম্ উপেক্ষ্য (দেহরক্ষার ভাবনা ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যম্ উপেত্য (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়া) তন্ময়তয়া (তন্ময় হইয়া) অখণ্ডবৃত্ত্যা চ (একাকারবৃত্তি-আশ্রয়ে) আত্মনি মুদা ব্রহ্মানন্দরসং পিব (স্ব-স্বরূপে সুখে ব্রহ্মানন্দরস পান কর)। অন্যৈঃ শূন্যৈঃ (অন্য পরমার্থ ফলরহিত কর্ম সমূহের) ভৃশং কিম্ (বহু অনুষ্ঠানেই বা কী ফল)? ৩৭৮

লক্ষ্য ব্রহ্মে মনকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া, অন্য ইন্দ্রিয় সমূহকে স্ব স্ব স্থানে স্থির রাখিয়া, কোন এক আসনে স্থির ভাবে উপবেশন করিয়া এবং দেহ পোষণের চিন্তা বর্জন করিয়া, ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদভাব প্রাপ্তির ফলে তাহাতে তন্ময় হইয়া, একাকার বৃত্তির আশ্রয়ে স্ব-স্বরূপে সুখে ব্রহ্মানন্দরস পান কর। অন্য ব্যর্থ-কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে কীই বা ফল? ৩৭৮

অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৭৯

কশ্মলং (মোহহেতু) দুঃখকারণং (দুঃখদায়ক) অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা (অনাত্মবিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিয়া) যৎ মুক্তিকারণম্ (যাহা মুক্তির কারণ) [সেই] আনন্দরূপম্ আত্মানম্ চিন্তয় (আনন্দরূপ আত্মাকে চিন্তা কর)॥ ৩৭৯

পাপও মোহজনক এবং দুঃখদায়ক অনাত্মবিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ আনন্দরূপ আত্মার চিন্তা কর। ৩৭৯

এষ স্বয়ংজ্যোতিরশেষসাক্ষী বিজ্ঞানকোশো বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয়॥ ৩৮০

স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ) অশেষসাক্ষী (সকল প্রত্যয়ের দ্রষ্টা) বিজ্ঞানকোশঃ (বুদ্ধিতে উপলব্ধ) এষঃ (এই আত্মা) অজস্রং বিলসতি (নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন)। অসৎ-বিলক্ষণম্ এনম্ (অসৎ হইতে ভিন্ন এই শুদ্ধ আত্মাকে) লক্ষ্যং বিধায় (স্বীয় লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া) অখণ্ডবৃত্ত্যা (একাকারবৃত্তি-অবলম্বনে) আত্মতয়া অনুভাবয় (অভেদরূপে অনুভব কর)। ৩৮০

স্বপ্রকাশ, সকলপ্রত্যয়ের দ্রষ্টা, বুদ্ধিতে উপলব্ধ এই আত্মা সর্বদা প্রকাশমান আছেন। (বুদ্ধি তাঁহার উপলব্ধি স্থান।) অসৎ হইতে ভিন্ন এই শুদ্ধ আত্মাকে স্বীয় লক্ষ্য বলিয়া ধারণা করতঃ একাকার-বৃত্তি-অবলম্বনে ইহার সহিত নিজের অভিন্নত্ব উপলব্ধি কর। ৩৮০

ব্রহ্ম জীবের লক্ষ্য।—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎতন্ময়ো ভবেৎ॥" মু ২।২।৪

"ওঙ্কার ধনু, জীবাত্মা বাণ এবং ব্রহ্ম ঐ বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। প্রমাদহীন হইয়া ব্রহ্মরূপ-লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। বাণের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে।"

আচার্য শঙ্কর উক্ত মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

"ধনুঃ শরের লক্ষ্যে প্রবেশের কারণ; ধনুঃ ব্যতীত শর লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না। সেইরূপ, আত্মরূপ-শরের লক্ষ্যে প্রবেশের কারণ ওঙ্কার। ধনুকের সহায়ে বাণ যেমন লক্ষ্যে স্থিতিলাভ করে, সেই

প্রকারে প্রণবমন্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা সংস্কৃত হইলে আত্মা (জীব) স্বীয়-অবলম্বন অক্ষরব্রহ্মে বিনাবাধায় অবস্থান করে। অতএব, প্রণব ধনুর সহিত তুলনীয়। উপাধিলক্ষণযুক্ত পরমাত্মাকে শরের সহিত তুলনা করা হইল। জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, সেইভাবে পরমাত্মা সকল বুদ্ধি-প্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে জীবদেহে প্রকাশ পাইতেছেন। এই আত্মা শরের ন্যায় অক্ষরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। অতএব ব্রহ্মই জীবের লক্ষ্য। মনঃ সমাহিত করিতে ইচ্ছুক সাধক ব্রহ্মকে আত্মভাবে লক্ষ্য করেন বলিয়াই ব্রহ্ম লক্ষ্য। অতএব, বাহ্যবিষয়তৃষ্ণারূপ-প্রমাদ বর্জন করিয়া বৈরাগ্যবান্ জিতেন্দ্রিয় এবং একাগ্র হইয়া ব্রহ্মরূপ-লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে। শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া যেমন তাহাতেই স্থিত হয়, সেইপ্রকারে দেহাদিতে অহংপ্রত্যয়কে দূরীভূত করিয়া অক্ষরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে স্থিত হইবে।"

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্॥ ৩৮১

অচ্ছিন্নয়া প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া বৃত্ত্যা (বিচ্ছেদশূন্য, অন্য প্রত্যয়রহিত বৃত্তিসহায়ে) এতম্ (এই আত্মাকে) উল্লেখয়ন্ (চিন্তা করিয়া) স্বস্বরূপতয়া (স্বীয় আত্মারূপে) স্ফুটম্ (সন্দেহাতীতভাবে) বিজানীয়াৎ (জানিবে)। ৩৮১

বিচ্ছেদশূন্য এবং অন্য প্রত্যয়রহিত-বৃত্তিসহায়ে এই আত্মাকে (ব্রহ্মকে) স্বীয় আত্মরূপে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবে। ৩৮১

অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্নহমাদিষু সংত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠেৎ স্ফুটঘটাদিবৎ॥ ৩৮২

অত্র (সাক্ষিস্বরূপে) আত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্ (আত্মভাবনা দৃঢ় করিয়া) অহম্-আদিষু সংত্যজন্ (দেহে এবং পুত্র-বিত্তাদিতে 'আমি আমার বোধ' ত্যাগ করিয়া) স্ফুটঘটাদিবৎ (ভগ্ন ঘটাদির ন্যায় তুচ্ছ ধারণা করিয়া) তেষু (সে সকলে—'আমি ও আমার' বলিয়া পরিচিত সকল বিষয়ে) উদাসীনতয়া তিষ্ঠেৎ (উদাসীন থাকিবে) ॥ ৩৮২

সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মে আত্মভাবনা দৃঢ় করিয়া এবং 'আমি আমার' বলিয়া মনে হয় এমন সকল বস্তুতে 'আমি আমার' বোধ ত্যাগ করিয়া, ভগ্নঘটের ন্যায় তুচ্ছ বোধে সে সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিবে। ৩৮২

ভাঙ্গা ঘট লোকে ফেলিয়া দেয়, তাহার আদর কেহ করে না। দেহাদি এবং বিষয়সমূহও যখন ভাঙ্গা ঘটের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইবে তখন মনঃ সে সকল হইতে উঠিয়া যাইবে।

বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।
শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্
পূর্ণং স্বমেবানুবিলোকয়েৎ ততঃ ॥ ৩৮৩

বিশুদ্ধম্ অন্তঃকরণং (শুদ্ধ মনকে) সাক্ষিণি অববোধমাত্রে স্বরূপে নিবেশ্য (সাক্ষী, জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মায় স্থির করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধৈর্যের সহিত) নিশ্চলতাম্ উপানয়ন্ (স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়া) ততঃ (তাহার পর—চিত্তস্থির হওয়ার পর) স্বম্ এব অনুবিলোকয়েৎ (স্বরূপকে সাক্ষাৎ করিবে)। ৩৮৩

শুদ্ধ মনকে সাক্ষী জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মায় স্থির করিয়া ধৈর্যের সহিত স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে এবং চিত্তস্থৈর্যের পর স্বস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিবে। ৩৮৩

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ স্বজ্ঞানক্লৃপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ ॥
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥ ৩৮৪

স্ব-অজ্ঞান-কৢপ্তৈঃ (নিজের অজ্ঞানদ্বারা রচিত) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনঃ-অহম্-আদিভিঃ অখিলৈঃ উপাদিভিঃ বিমুক্তম্ (দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ অহংকার প্রভৃতি অগণিত উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া) অখণ্ডরূপম্ আত্মানম্ (অখণ্ডরূপ আত্মাকে) মহাকাশম্ ইব পূর্ণং অবলোকয়েৎ (মহাকাশের ন্যায় পূর্ণরূপে দর্শন করিবে)। ৩৮৪

দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ অহংকার প্রভৃতি অগণিত উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া অখণ্ডরূপ আত্মাকে মহাকাশের ন্যায় পূর্ণরূপে (সর্বগত ও অবিভাজ্যরূপে) দর্শন করিবে। ৩৮৪

ঘট-কলশ-কুস্থূল-সূচিমুখ্যৈর্গগনমুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং পরমহমাদিবিমুক্তমেকমেব ॥ ৩৮৫

[যেমন] গগনম্ (আকাশ) ঘট-কলশ-কুস্থূল-সূচি-মুখ্যৈঃ উপাধিশতৈঃ (ঘট, কলশ, জালা, সূচ প্রভৃতি শত শত উপাধি হইতে) বিমুক্তম্ একং ভবতি (বিমুক্ত থাকিয়া এক অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পায়) ন বিবিধং (বিবিধরূপে থাকে না); তথা এব (সেই প্রকারে) পরম্ (আত্মা) অহম্-আদি-বিমুক্তম্ (অহংকার প্রভৃতি উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া) শুদ্ধং একং এব (শুদ্ধ এক ব্রহ্মই হন)। ৩৮৫

আকাশ যেমন ঘট কলশ জালা সূচ প্রভৃতি অসংখ্য উপাধি হইতে মুক্ত থাকিয়া এক অদ্বিতীয়রূপে প্রকাশ পায় আত্মাও সেই প্রকারে অহংকার প্রভৃতি উপাধিসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন। ৩৮৫

ঘটের মধ্যস্থ আকাশকে ঘটাকাশরূপে কল্পনা করা হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর ঘটের নাম ও রূপ নষ্ট হইয়া গেলে ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। ঘট-উৎপত্তির পর মহাকাশের কিছু হ্রাস হয় না; ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে মহাকাশের কিছু বৃদ্ধিও হয় না। এইপ্রকারে, যখন জ্ঞানের উদয়ে জীবের উপাধিসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় তখন জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব শ্লোকে সূচিত উপাধিসমূহের মিথ্যাত্ব বর্ণিত হইতেছে ঃ—

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্॥ ৩৮৬

ব্রহ্মা-আদি-স্তম্ব পর্যন্তাঃ উপাধয়ঃ মৃষামাত্রাঃ (ব্রহ্মার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর-গুল্মদেহ পর্যন্ত সমস্ত উপাধি মিথ্যা)। ততঃ (সেইহেতু—উপাধিসমূহ মিথ্যা বলিয়া) স্বম্ আত্মানং (স্বীয় আত্মাকে) এক-আত্মনা স্থিতং পূর্ণং পশ্যেৎ (অদ্বৈতভাবে অবস্থিত পূর্ণরূপে দর্শন করিবে)। ৩৮৬

ব্রহ্মার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া গুল্মদেহ পর্যন্ত সমস্ত উপাধি মিথ্যা। উপাধিসমূহকে মিথ্যারূপে জানিয়া স্বীয় আত্মাকে অদ্বৈতভাবে অবস্থিত পূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিবে। ৩৮৬

নামরূপাত্মক এই জগৎ কোথা হইতে আসিল ঃ—

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং তদ্‌বিবেকে তৎ তন্মাত্রং নৈব
তস্মাদ্‌বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং রজ্জুস্তদ্‌বদ্‌বিশ্বমাত্মস্বরূপম্॥ ৩৮৭

[যে বস্তু] যত্র (যে অধিষ্ঠানে) ভ্রান্ত্যা কল্পিতং (ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হয়) তৎ (সেই বস্তু) তৎ-বিবেকে (তাহার অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে) তৎ-মাত্রং (অধিষ্ঠানমাত্ররূপে বর্তমান থাকে), তস্মাৎ (অধিষ্ঠান হইতে) বিভিন্নং ন এব (বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় না)। ভ্রান্তেঃ নাশে (ভ্রান্তির নাশ হইলে) দৃষ্ট-অহি-তত্ত্বং (ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প) রজ্জুঃ (রজ্জুরূপে প্রকাশ পায়); তৎ-বৎ (সেই প্রকারে) বিশ্বম্ (সত্যরূপে প্রকাশমান বিশ্ব) আত্মস্বরূপম্ (আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়)। ৩৮৭

যে বস্তু যে অধিষ্ঠানে ভ্রান্তিবশতঃ কল্পিত হয়, সেই বস্তু তাহার অধিষ্ঠানের জ্ঞান হওয়ার পর অধিষ্ঠানমাত্ররূপে বর্তমান থাকে; অধিষ্ঠান

হইতে ভিন্ন আরোপিত বস্তুরূপে আর প্রকাশ পায় না। ভ্রান্তির নাশ হইলে ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুরূপেই প্রকাশ পায়। সেইপ্রকার, আত্মাতে কল্পিত ও ভিন্নরূপে দৃষ্ট এই বিশ্ব আত্মারূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানের পর আত্মস্বরূপেই প্রকাশ পায়। ৩৮৭

দড়িকে দড়ি বলিয়া জানার পর মনে হয়, এই দড়িটাকেই সাপ বলিয়া ভাবিতেছিলাম। অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে নামরূপাত্মক জগতের প্রতীতি হয়; অবিদ্যানাশের পর আর ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগতের জ্ঞান হয় না।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৮৮

স্বয়ং ব্রহ্মা (আত্মা নিজেই ব্রহ্মা) স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ম্ ইন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ (আত্মাই স্বয়ং বিষ্ণু, ইন্দ্র, শিব), স্বয়ং ইদং সর্বং বিশ্বম্ (নিজেই এই সমগ্র বিশ্ব), স্বস্মাৎ অন্যৎ কিঞ্চন ন (স্বীয় আত্মা হইতে ভিন্ন কিছু নাই)। ৩৮৮

আত্মাই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব; আত্মাই এই সর্ববিশ্বরূপে প্রকাশমান; আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছু নাই। ৩৮৮

"স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালাগ্নিঃ স চন্দ্রমা ॥
স এব সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে ॥" কৈঃ ১।৮-৯

"সেই আত্মাই ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র অক্ষর সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্বরাট্; আত্মাই বিষ্ণু প্রাণ কালাগ্নি ও চন্দ্রমা। সেই আত্মাই যাহা হইয়াছে বা যাহা হইবে সব কিছু; সেই আত্মাই সনাতন। সেই আত্মাকে জানিলে জীব মরণের পাশ এড়ায়; মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই।"

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ং চ স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥ ৩৮৯

অন্তঃ স্বয়ং (আত্মা স্বয়ং অন্তরে—মনোজগতে) চ অপি বহিঃ স্বয়ং (নিজেই বাহিরে), স্বয়ং পুরস্তাৎ (নিজেই সম্মুখে) স্বয়ং পশ্চাৎ (নিজেই পশ্চাতে) স্বয়ং হি অবাচ্যাং (নিজেই দক্ষিণে), স্বয়ম্ অপি উদীচ্যাং (নিজেই উত্তরে), তথা স্বয়ং উপরিষ্টাৎ (নিজে ঊর্ধ্বে) অপি অধস্তাৎ (আর নিজে নিম্নদেশে) । ৩৮৯

স্বয়ং আত্মা অন্তরে (স্বপ্নে বা কল্পনায় যাহা কিছু প্রকাশ পায় সে সকলে) বর্তমান, তিনিই বহির্জগৎরূপে প্রকাশিত। আত্মাই সম্মুখে পশ্চাতে উত্তরে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে ও অধোদেশে—সর্বত্র ব্যাপিয়া বিরাজমান। (আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই)।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥" ঈঃ ৫

'সেই আত্মা চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে, তিনি আবার নিকটে বর্তমান ; তিনি এই জগতের ভিতরে, আবার ইহার বাহিরে অবস্থিত।'

"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্॥" ছাঃ ৭।২৫।২

"আত্মাই নিম্নে, আত্মাই ঊর্ধ্বে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে বর্তমান। আত্মাই এই সব কিছু।"

তরঙ্গ-ফেন-ভ্রম-বুদ্বুদাদি সর্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্॥ ৩৯০

যথা (যেমন) তরঙ্গ-ফেন-ভ্রম-বুদ্বুদ-আদি সর্বং (তরঙ্গ ফেন আবর্ত বুদ্বুদ্ প্রভৃতি সব কিছু) স্বরূপেণ জলং (মূলতঃ জলমাত্র), তথা (সেই প্রকারে) দেহ-আদি-অহম্-

অন্তম্ এতৎ সর্বং চিৎ এব (দেহ হইতে অহং পর্যন্ত এই সকল চৈতন্যমাত্র), সর্বং বিশুদ্ধং একরসং চিৎ এব (সব কিছুই বিশুদ্ধ একরস চৈতন্য)। ৩৯০

তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত, বুদ্‌বুদ প্রভৃতি সব কিছু যেমন স্বরূপতঃ জলমাত্র, সেইপ্রকার স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম অহংকার পর্যন্ত সব কিছু চৈতন্যমাত্র। (স্থূল সূক্ষ্ম) সব কিছুই বিশুদ্ধ একরস চৈতন্য। (চৈতন্যের অতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কিছু নাই)। ৩৯০

সদেবেদং সর্বং জগদবগতং বাঙ্‌মনসয়োঃ
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।
পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভাদ্যবগতং
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া॥ ৩৯১

বাক্-মনসয়োঃ অবগতং (বাক্য ও মনের সহায়ে অবগত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) সৎ এব (সৎ-মাত্র)। প্রকৃতি-পরসীম্নি স্থিতবতঃ সতঃ (মায়ার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত সৎ-ব্রহ্ম হইতে [ভিন্ন]) অন্যৎ ন অস্তি এব (আর কিছুই নাই)। মৃৎস্নায়াঃ (উত্তম মৃত্তিকা হইতে) কলস-ঘট-কুম্ভাদি কিং পৃথক্ অবগতং (কলস-ঘট-কুম্ভাদিকে কি পৃথক্ ভাবে জানা হয়)? এষঃ ভ্রান্তঃ (ভ্রান্ত ব্যক্তিই) মায়া-মদিরয়া (মায়া-মদিরার বশে) ত্বম্ অহম্ ইতি বদতি ('তুমি' 'আমি' ইত্যাদি বলিয়া থাকে)। ৩৯১

বাক্য ও মনের (ইন্দ্রিয়সমূহের) দ্বারা এই যে জগৎকে অনুভব করা যায় তাহা সৎ-বস্তু মাত্র। মায়ার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত সৎ-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু আর নাই। কলস ঘট কুম্ভ প্রভৃতি মৃন্ময়বস্তুকে কি মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়? ভ্রান্ত ব্যক্তিই মায়ারূপ-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া 'তুমি আমি' ইত্যাদি প্রকারের ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে। (আত্মজ্ঞ পুরুষ সবকিছু ব্রহ্মমাত্র বলিয়া অনুভব করেন)। ৩৯১

"সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ছাঃ ৬।২।১ "হে সৌম্য, আদিতে কেবল এক অদ্বিতীয় সৎবস্তু মাত্র ছিল।"

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে॥ ৩৯২

ক্রিয়া-সমভিহারেণ (ক্রিয়াসমূহের বারবার উচ্চারণের দ্বারা) 'যত্র ন অন্যৎ' ইতি শ্রুতিঃ ('যত্র ন অন্যৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য) মিথ্যা-অধ্যাস-নিবৃত্তয়ে (মিথ্যা-অধ্যাস-নিবৃত্তির জন্য) দ্বৈতরাহিত্যং ব্রবিতি (দ্বৈতরাহিত্যের কথা বর্ণনা করিতেছেন)। ৩৯২

মিথ্যা-অধ্যাস-নিবৃত্তির জন্য শ্রুতি ক্রিয়াপদসমূহের বারবার উচ্চারণের দ্বারা দ্বৈত মাত্রের অভাব বর্ণনা করিতেছেন। ৩৯২

নিম্নোক্তশ্রুতিতে ক্রিয়াপদসমূহ বারবার উচ্চারিত হইয়াছে। 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্‌বিজানাতি স ভূমা।' ছাঃ ৭।২৪।১

'যাঁহাতে কেহ অপর কিছু দেখেনা, অপর কিছু শুনেনা, অপর কিছু জানেনা, তিনিই ভূমা।' দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি ভেদভ্রম।

মিথ্যা-অধ্যাস=জ্ঞান, জ্ঞাতা, ও জ্ঞেয়কে পৃথক্ পৃথক্ সত্তা বলিয়া ধারণা।

আকাশবন্নির্মল-নির্বিকল্প-নিঃসীম-নিস্পন্দন-নির্বিকারম্।
অন্তঃবহিঃ শূন্যমনন্যমদ্বয়ং স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥ ৩৯৩

আকাশবৎ-নির্মল-নির্বিকল্প-নিঃসীম-নিস্পন্দন-নির্বিকারং (আকাশের ন্যায় নির্মল নির্বিকল্প সীমাহীন স্পন্দনবর্জিত বিকারশূন্য) অন্তঃবহিঃ শূন্যম্ অনন্যম্ অদ্বয়ং (বাহ্য ও অভ্যন্তরকল্পনারহিত সর্বাত্মা ও অদ্বিতীয়) পরং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম) স্বয়ং (আমিই), বোধ্যং কিম্ অস্তি (সুতরাং জানিবার যোগ্য দ্বিতীয় আর কী বস্তু আছে) ? ৩৯৩

আকাশের ন্যায় নির্মল নির্বিকল্প সীমাহীন স্পন্দনবর্জিত বিকাররহিত

বাহ্য ও অভ্যন্তররূপ-ভেদ রহিত সর্বাত্মা এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম আমিই স্বয়ং। সুতরাং জানার যোগ্য বস্তু আমার আর কি আছে? ৩৯৩

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" মু ৩।২।৯ "যে কেহ সেই পরমব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান।"

লৌকিকজ্ঞানে জ্ঞাতা সকল সময় জ্ঞেয় হইতে পৃথক্ থাকে। ঘট, ঘটবিষয়ক জ্ঞান এবং ঘটের জ্ঞাতা, পরস্পর ভিন্ন। জাগতিক ব্যাপারে নিজের হইতে পৃথক্ বস্তুই জ্ঞানের বিষয় হয়। জীব স্বরূপতঃ বোধস্বরূপ ব্রহ্ম। তাই জ্ঞানের উদয়ে পরিচ্ছিন্নত্বজনক অজ্ঞান নিবৃত্তিবশতঃ জীব স্বস্বরূপ ব্রহ্মই হইয়া যায়। তখন তাহার জানার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এক হইয়া যায়।

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাততম্ নু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈতদ্ধ্রুবম্॥ ৩৯৪

অত্র (এই বিষয়ে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ে) বহুধা বক্তব্যং (বিশেষ বক্তব্য) কিমু বিদ্যতে (কি আর আছে)? জীবঃ স্বয়ং ব্রহ্ম এব (জীব স্বয়ং ব্রহ্ম-ই)। এতৎ আততং জগৎ (এই বিস্তৃত জগৎ) সকলং নু ব্রহ্ম (সব কিছু অবশ্য ব্রহ্ম)। শ্রুতিঃ (শ্রুতি [বলেন]) ব্রহ্ম অদ্বিতীয়ং (ব্রহ্ম দ্বিতীয়রহিত)। সংত্যক্তবাহ্যাঃ (বিষয়ত্যাগী) ব্রহ্ম-এব-অহম্-ইতি (ব্রহ্মই আমি এই প্রকার) প্রবুদ্ধমতয়ঃ (শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন সাধকগণ) ব্রহ্মীভূয় (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া) সন্তত-চিৎ-আনন্দ-আত্মনা (নিরন্তর চিদানন্দময় আত্মস্বরূপে) স্ফুটং বসন্তি (নিঃসন্দিগ্ধভাবে অবস্থান করেন)। এতৎ ধ্রুবম্ (এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই)। ৩৯৪

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ে বিশেষ কি আর বলিবার আছে?

জীব স্বয়ং ব্রহ্মই। এই বিস্তৃত জগতের সব কিছুই অবশ্য ব্রহ্মমাত্র। শ্রুতি বলেন, 'ব্রহ্ম অদ্বিতীয়।' বিষয়বিরাগী, 'ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার বিজ্ঞানসম্পন্ন, (অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থিত) সাধকগণ নিরন্তর চিদানন্দময়-আত্মস্বরূপে অবশ্যই অবস্থান করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৯৪

জহি মলময়কোশেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।
নিগমগদিতকীর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ॥ ৩৯৫

মলময়কোশে (স্থূল শরীরে) অহংধিয়া ('আমি' বোধ হইতে) উত্থাপিত-আশাং জহি (উৎপন্ন আত্মত্বাভিমানকে নষ্ট কর)। পশ্চাৎ (পরে) অনিলকল্পে লিঙ্গ দেহে অপি (বায়ুর ন্যায় [চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী] সূক্ষ্ম শরীরেও) প্রসভং (বলপূর্বক) [আত্মত্বাভিমান ত্যাগ কর]।

নিগম-গদিত-কীর্তিং (বেদান্ত-প্রতিপাদিত) নিত্যম্ আনন্দমূর্তিং (নিত্য ও আনন্দময় [পরমাত্মা]) স্বয়ম্ ইতি পরিচীয় (আমিই-এই নিশ্চয় করিয়া) ব্রহ্মরূপেন তিষ্ঠ (ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর)। ৩৯৫

স্থূল শরীরকে 'আমি' বলিয়া মনে করার ফলে উৎপন্ন আত্মত্বাভিমান নষ্ট করিয়া ফেল। পরে বায়ুর ন্যায় চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী সূক্ষ্ম শরীরের ঐ অভিমানও বলপূর্বক নষ্ট কর। বেদান্ত-প্রতিপাদিত নিত্য আনন্দময় পরমাত্মা 'আমিই', এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর। ৩৯৫

শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ
পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।
যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং
তদা তেভ্যো মুক্তোভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি॥ ৩৯৬

মনুজঃ (মানুষ) যাবৎ (যতকাল) শবাকারং ভজতি (শবতুল্য দেহের ভজনা করে) তাবৎ অশুচিঃ (ততকাল অশুচি থাকে) ; [ততকাল] জনন-মরণ-ব্যাধি-নিলয়ঃ (জন্ম মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি, দুঃখভাগী হয় [এবং] পরেভ্যঃ ক্লেশঃ স্যাৎ (অন্য হইতে দুঃখ হইতে থাকে)। যদা (যখন) শিবাকারম্ অচলং শুদ্ধং আত্মানং কলয়তি (যখন মঙ্গলস্বরূপ অচল শুদ্ধ আত্মাকে নিজের সহিত অভেদ বলিয়া নিশ্চয় করে) তদা হি (তখনই কেবল) তেভ্যঃ (ক্লেশসমূহ হইতে) মুক্তঃ ভবতি (মুক্ত হয়)। শ্রুতিঃ অপি তৎ আহ (শ্রুতি ও ইহা বলিয়াছেন) ৩৯৬

মানুষ যতদিন শবতুল্য দেহে অহং বুদ্ধি করিয়া আসক্ত থাকে ততদিন সে অশুচি। ততকাল তাহার জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধি-প্রভৃতি-রূপ দুঃখ এবং অন্য হইতে তাহার ক্লেশ প্রাপ্তি ঘটে। যখন মানুষ নিজেকে মঙ্গল-স্বরূপ-অচল-শুদ্ধ-আত্মার সহিত অভেদ বলিয়া নিশ্চয় করে তখনই কেবল সে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়। শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন। ৩৯৬

"মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্যামৃতস্যাশরীর-স্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ; ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।" ছাঃ, ৮।১২।১

"[প্রজাপতি বলিলেন] হে ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল, ইহা মৃত্যু-কবলিত ; ইহা অমর ও শরীরবিহীন আত্মার অধিষ্ঠান। যিনি শরীরাভিমানী তাঁহার সুখদুঃখের বিরাম নাই। যিনি দেহাভিমানরহিত সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

'য আত্মা অপহতপাপ্মা।' ছাঃ, ৮।৭।১ 'যে আত্মা নিষ্পাপ।'

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥ ৩৯৭

স্বাত্মনি (সাক্ষি-স্বরূপ আত্মায়) আরোপিত-অশেষ-আভাসবস্তু-নিরাসতঃ (আরোপিত সমস্ত কল্পিত বস্তুর যুক্তিদ্বারা বাধ বা মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিতে পারিলে) পূর্ণম্ অদ্বয়ম্ অক্রিয়ম্ পরংব্রহ্ম স্বয়ম্ এব (এই জীব স্বয়ং পূর্ণ অদ্বয় অক্রিয় পরব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়)। ৩৯৭

সাক্ষিস্বরূপ আত্মায় আরোপিত সমস্ত কল্পিত বস্তুর বাধ বা মিথ্যাত্ব-বোধ করিতে পারিলে এই জীব স্বয়ং পূর্ণ অদ্বয় অক্রিয় পরব্রহ্মরূপে প্রতীত হয়। ৩৯৭

ভ্রম হইতেই দেহাদিতে 'আমি' বোধ হয় এবং শুদ্ধ আত্মা হইতে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। ভ্রমের নাশে আর ব্রহ্মের সহিত ভেদ বোধ থাকে না।

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ প্রজল্পমাত্রঃ
পরিশিষ্যতে ততঃ ॥ ৩৯৮

সতি নির্বিকল্পে পরাত্মনি ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে) চিত্তবৃত্তৌ সমাহিতায়াং (চিত্তবৃত্তি সমাহিত হইলে) অয়ং বিকল্পঃ (নামরূপাত্মক এই সংসার) কশ্চিৎ ন দৃশ্যতে (কিছু মাত্র দেখা যায় না) ততঃ (তাহার পর) প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে (নামে মাত্র অবশিষ্ট থাকে)। ৩৯৮

সৎস্বরূপ নির্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি সমাহিত হইলে নামরূপাত্মক এই সংসার আর কিছু মাত্র দেখা যায়না। ব্রহ্মানুভূতির পর দৃশ্যপ্রপঞ্চ নামে মাত্র অবশিষ্ট থাকে। (উহা আর আত্মদৃষ্টির বাধক হয় না)। ৩৯৮

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৩৯৯

এক বস্তুনি (এক ব্রহ্মবস্তুতে) বিশ্বম্ ইতি অয়ং বিকল্পঃ (বিশ্ব আছে এইরূপ বিকল্প) অসৎকল্পঃ (মিথ্যা)। নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ (অপরিণামী, কার্যকারণ শূন্য ও নামজাতি-গুণ-ক্রিয়া-শূন্য ব্রহ্মে ভেদ কোথা হইতে আসিবে) ॥ ৩৯৯

এক ব্রহ্মবস্তুতে 'জগৎ আছে এইরূপ কল্পনা' মিথ্যা। অপরিণামী কার্যকারণশূন্য এবং নাম-জাতি-গুণ-ক্রিয়া শূন্য ব্রহ্মে ভেদ কোথা হইতে আসিবে ? ৩৯৯

ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদকল্পনা অসম্ভব।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০০

দ্রষ্টৃ-দর্শন-দৃশ্যাদিভাবশূন্য-এক বস্তুনি (দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য প্রভৃতি ভাবশূন্য এক ব্রহ্মবস্তুতে) নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ? ৪০০

নির্বিকার নিরাকার নির্বিশেষ এবং দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য প্রভৃতি-ভাবশূন্য এক ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথা হইতে আসিবে ? ৪০০

আত্মা স্বতন্ত্র ; উহার বাস্তব দৃশ্য কিছুই নাই, কাজেই দর্শনক্রিয়ার প্রশ্ন উঠে না। আত্মা হইতে ভিন্ন দৃশ্যবস্তু এবং উহার দর্শনক্রিয়া না থাকায় দ্রষ্টাও কেহ নাই। ভেদ জ্ঞান উৎপন্ন করার বিষয় না থাকায় ভেদও নাই।

কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০১

কল্পার্ণবঃ ইব (মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায়) অত্যন্তপরিপূর্ণ-একবস্তুনি (অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক ব্রহ্ম বস্তুতে) নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ? ৪০১

নির্বিকার নিরাকার নির্বিশেষ এবং মহাপ্রলয়কালীন সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবস্তুতে ভেদ কোথা হইতে আসিবে ? ৪০১

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০২

যত্র (যাহাতে) তেজসি তমঃ ইব (আলোকের মধ্যে অন্ধকারের ন্যায়) ভ্রান্তিকারণং (ভ্রান্তির কারণ) প্রলীনং (একেবারে লয় পায়) [সেই] অদ্বিতীয়ে নির্বিশেষে পরে তত্ত্বে ভিদা কুতঃ (সেই অদ্বিতীয় নির্বিশেষ পরম তত্ত্বে ভেদ কোথা হইতে আসিবে) ? ৪০২

আলোকের মধ্যে অন্ধকারের ন্যায়, যাহাতে ভ্রমের কারণ অজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যায়, সেই অদ্বিতীয় নির্বিশেষ পরমতত্ত্বে ভেদ কোথা হইতে আসিবে ? ৪০২

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং বসেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ॥ ৪০৩

এক-আত্মকে পরে তত্ত্বে (অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বে) ভেদবার্তা কথং বসেৎ (ভেদের কথা কি ভাবে উঠিতে পারে) ? সুখমাত্রায়াং সুষুপ্তৌ (সুখরূপা সুষুপ্তিতে) কেন (কাহার দ্বারা) ভেদঃ অবলোকিতঃ (ভেদ দৃষ্ট হয়) ? ৪০৩

অদ্বিতীয় পরমতত্ত্বে ভেদের প্রসঙ্গ কিরূপে উঠিতে পারে ? সুখরূপা সুষুপ্তিতে কে ভেদ দর্শন করিয়া থাকে ? ৪০৩

ভেদ তিন প্রকারের—স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। একটা গোরুর সঙ্গে অন্য একটা গোরুর যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ ; একটি গোরুর সহিত একটি মহিষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ ; এবং একটা গোরুর বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ তাহা স্বগত ভেদ। আত্মাতে কোন প্রকার ভেদ থাকা সম্ভব নয়, ইহা উপরের পাঁচটা শ্লোকে বলা হইল।

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
কালত্রয়ে নাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে
নহ্যম্বুবিন্দুর্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ ॥ ৪০৪

পরতত্ত্ববোধাৎ (আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পূর্বেও) সদাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে) বিশ্বং নহি অস্তি (বিশ্ব অবশ্যই থাকে না)। কালত্রয়ে অপি (তিন কালের কোন কালেই) গুণে (রজ্জুতে) ঈক্ষিতঃ অহিঃ (দৃষ্ট সর্প) ন (সত্য নয়); মৃগতৃষ্ণিকায়াং (মরীচিকায়) অম্বুবিন্দুঃ (জলের ফোঁটা) ন হি (অবশ্যই থাকে না)॥ ৪০৪

আত্মজ্ঞানলাভের পূর্বেও সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মে [কোন কালেই] বিশ্ব বর্তমান থাকে না; যেমন রজ্জুতে-দৃষ্ট-সর্প রজ্জুতে কোন কালে ছিল না, নাই ও থাকিবে না; যেমন মরীচিকায় এক বিন্দু জলও কোন কালে থাকে না সেইরূপ (আত্মাতে জগৎ কোনও কালে থাকে না)। ৪০৪

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে॥ ৪০৫

ইদং দ্বৈতং মায়ামাত্রম্ (এই ভেদ মিথ্যা), পরমার্থতঃ অদ্বৈতং (অদ্বৈতভাব সত্য) ইতি সাক্ষাৎ শ্রুতিঃ ব্রূতে (স্বয়ং শ্রুতি ইহা বলেন), [আর ইহা] সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিকালে) অনুভূয়তে (সকলের অনুভব হয়)॥ ৪০৫

দৃশ্যমান ভেদ মিথ্যা (অনির্বচনীয়), অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তুই সত্য; স্বয়ং শ্রুতি এই উপদেশ দেন। ভেদ যে মিথ্যা ও এক অদ্বৈতই আছেন সুষুপ্তিকালে তাহা সকলের অনুভব হয়। ৪০৫

ক. ২।১।১১, মু. ২।২।১১, বৃ. ২।৪।১৪ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈত শব্দের অর্থ ভেদ।—দুই বিরুদ্ধধর্মের সহিত যুক্ত বস্তুর ভাবকে বলা হয় দ্বৈত। (দ্বি+ইত=দ্বীত; তাহার ভাব দ্বৈত)।

মায়া=অনির্বচনীয়। সত্তা না থাকিলেও যাহা প্রকাশ পায় তাহা মায়া।

পরমার্থতঃ=পরমার্থ অর্থাৎ অন্যকিছুর দ্বারা বাধিত নয়। প্রথমা বিভক্তিতে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে।

অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈ রজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ॥ ৪০৬

আরোপ্যস্য (আরোপিত বস্তুর) অধিষ্ঠানাৎ অনন্যত্বং (অধিষ্ঠানের সহিত অভেদভাব) পণ্ডিতৈঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের দ্বারা) রজ্জু-সর্পাদৌ (রজ্জু-সর্প প্রভৃতিতে) নিরীক্ষিতম্ (দৃষ্ট হয়)। বিকল্পঃ (এক বস্তুতে অন্যজ্ঞান) ভ্রান্তিজীবনঃ (ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে)॥ ৪০৬

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ রজ্জুসর্পাদিতে আরোপিতবস্তুকে অধিষ্ঠানের সহিত অভেদরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। বিকল্প ভ্রমকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে। ৪০৬

জগৎরূপ-বিকল্প ব্রহ্মরূপ-অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে; ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ভেদভ্রম নিরাকরণের উপায়।—

চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবে ন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্‌রূপে পরাত্মনি॥ ৪০৭

অয়ং বিকল্পঃ (এই বিকল্প) চিত্তমূলঃ (চিত্তকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান); চিত্তাভাবে (চিত্তের অভাব হইলে) কশ্চন ন (কিছু মাত্র থাকে না)। অতঃ (অতএব) প্রত্যক্-রূপে (প্রত্যগাত্মায়) পরাত্মনি (যাহা স্বরূপতঃ পরমাত্মা তাহাতে) চিত্তং সমাধেহি (চিত্তকে সমাহিত কর)॥ ৪০৭

এই বিকল্প (জগৎপ্রপঞ্চ) চিত্তকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে।

চিত্ত না থাকিলে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। অতএব তোমার যথার্থ-স্বরূপ পরমাত্মায় চিত্তকে সমাহিত কর। ৪০৭

চিত্ত যখন চিন্তা করে তখনই-মাত্র সংসারভ্রম প্রকাশ পায়।

সমাধি-অনুষ্ঠানকালে ধ্যানের প্রকার :—

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥ ৪০৮

কিম্ অপি (কিছু-এক-অচিন্ত্যমাহাত্ম্য) সততবোধং (সদা একরস জ্ঞানস্বরূপ) কেবল-আনন্দরূপং (দুঃখরহিত সুখস্বরূপ) নিরুপমম্ (উপমারহিত) অতিবেলং (অসীম) নিত্যমুক্তং (তিনকালে বন্ধন রহিত) নিরীহম্ (ক্রিয়ারহিত) নিরবধিগগনাভং (সীমাহীন আকাশ সদৃশ) নিষ্কলং (বৃদ্ধি ও ক্ষয় রহিত) নির্বিকল্পং (সংশয় রহিত) পূর্ণং ব্রহ্ম (পূর্ণ ব্রহ্মকে) সমাধৌ (সমাধি কালে) বিদ্বান্ (বিদ্বান ব্যক্তি) হৃদি কলয়তি (অন্তঃকরণে উপলব্ধি করেন)। ৪০৮

ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সমাধিকালে অচিন্ত্যমাহাত্ম্য জ্ঞানস্বরূপ দুঃখরহিত সুখস্বরূপ উপমারহিত অসীম নিত্যমুক্ত ক্রিয়ারহিত সীমাহীন-আকাশতুল্য নিষ্কল নির্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মকে অন্তঃকরণে (স্বীয় স্বরূপের সহিত অভিন্নরূপে) অনুভব করেন। ৪০৮

মুমুক্ষুরও ঐরূপ ধ্যান কর্ত্তব্য।

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসম্বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ॥৪০৯

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং (কার্যকারণের অতীত) ভাবনা-অতীত-ভাবং (অবিষয়রূপে জ্ঞেয়) সমরসম্ (নির্বিকার) অসমানম্ (অনুপম) মান-সম্বন্ধ-দূরম্ (প্রমাণের [তর্কযুক্তির] অবিষয়) নিগম-বচন-সিদ্ধং (বেদ প্রমাণের দ্বারা অবগন্তব্য) নিত্যম্-অস্মৎ প্রসিদ্ধং (সর্বদা অহংবোধের মধ্যে প্রকাশিত) পূর্ণং ব্রহ্ম বিদ্বান্ সমাধৌ হৃদি কলয়তি··· । ৪০৯

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিকালে কার্যকারণের অতীত (কার্যকারণের দ্রষ্টা), অবিষয়রূপে জ্ঞেয়, নির্বিকার, নিরুপম, প্রমাণের অবিষয়, বেদপ্রমাণসিদ্ধ, সর্বদা অহংবোধের মধ্যে প্রকাশিত পূর্ণব্রহ্মকে অন্তরে অনুভব করেন । ৪০৯

অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশি প্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্ ।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১০

অজরম্ অমরম্ (অজর, অমর) অস্ত-অভাববস্তু-স্বরূপং (সর্ববিধ অভাববোধের যাহাতে লয় হয় এমন বস্তু) স্তিমিত-সলিলরাশি-প্রখ্যম্ (অচঞ্চল সমুদ্রতুল্য) আখ্যাবিহীনম্ (অবর্ণনীয়) শমিত-গুণবিকারং (গুণদোষ রহিত) শাশ্বতং শান্তম্ একম্ (শাশ্বত, শান্ত ও অদ্বিতীয়) পূর্ণং ব্রহ্ম বিদ্বান্ হৃদি কলয়তি··· । ৪১০

অজর, অমর, অভাববোধবর্জিত, অচঞ্চল-সমুদ্রতুল্য, অবর্ণনীয়, গুণ-দোষরহিত, শাশ্বত, শান্ত এবং অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মকে বিদ্বান্ ব্যক্তি হৃদয়ে অনুভব করেন । ৪১০

অস্তাভাবস্বরূপ=দ্বিতীয়রহিত-সত্যবস্তু হওয়ায় ব্রহ্মে কোনপ্রকার অভাবের (প্রাগভাবাদির) কল্পনা করা যায় না ।

সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে বিলোক্যাত্মানমখণ্ডবৈভবম্।
বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভব-গন্ধ-গন্ধিতং যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব ॥৪১১

সমাহিত-অন্তঃকরণঃ (চিত্তকে একাগ্র করিয়া) স্বরূপে (স্বীয় আত্মায়) অখণ্ডবৈভবম্ আত্মানম্ বিলোক্য (অখণ্ড আনন্দরূপ-ঐশ্বর্যসম্পন্ন আত্মাকে অনুভব করিয়া) ভব-গন্ধ-গন্ধিতং (জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররূপ দুর্গন্ধযুক্ত) বন্ধং বিচ্ছিন্ধি (অহঙ্কারাদি-সম্বন্ধরূপ বন্ধনকে ছিন্ন কর); যত্নেন (যত্নের সহিত [সমাধি অভ্যাসের দ্বারা]) পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ্ব (পুরুষজন্ম সফল কর) । ৪১১

একাগ্রচিত্তে স্বীয় প্রত্যগাত্মাতে অখণ্ড-আনন্দরূপ-ঐশ্বর্যযুক্ত পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররূপ-দুর্গন্ধযুক্ত ভববন্ধন ছিন্ন কর। সাধনাসহায়ে মনুষ্যজন্ম সফল কর । ৪১১

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪১২

সর্ব-উপাধি-বিনির্মুক্তং (স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধিশূন্য) সচ্চিদানন্দম্ অদ্বয়ম্ (সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়) আত্মস্থং (বুদ্ধিরূপ-গুহাস্থিত) আত্মানম্ ভাবয় (আত্মাকে চিন্তা কর); ভূয়ঃ (পুনরায়) অধ্বনে (সংসারে পুনরাগমনের) ন কল্পসে (যোগ্য থাকিবে না।) ৪১২

সকল উপাধিশূন্য, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, নিজের মধ্যে বর্তমান আত্মাকে চিন্তা কর। [এই প্রকার স্বরূপচিন্তনের ফলে] আর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকিবে না । ৪১২

দেহধ্যাসনিবৃত্তি হইলেই জীবন্মুক্তি ফল হয় :—

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং পুনর্ন সংধত্ত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৩

ফলানুভূত্যা (প্রারব্ধ কর্মফলের অনুভব বশতঃ) পুংসঃ ছায়া ইব (দেহের ছায়ার ন্যায়) আভাসরূপেন পরিদৃশ্যমানম্ (আভাসরূপে পরিদৃষ্ট) আরাৎ (দূরে) শববৎ নিরস্তং (শবের ন্যায় পরিত্যক্ত) ইদং শরীরম্ (এই শরীরকে) মহাত্মা (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) পুনঃ (পুনরায়) ন সংধত্তে (গ্রহণ করেন না)। ৪১৩

মৃতদেহে যেমন অভিমান থাকে না, সেইরূপ ব্যবহারকালেও প্রারব্ধ কর্মফলের অনুভব বশতঃ ছায়ার ন্যায় আভাসরূপে পরিদৃষ্ট এই শরীরে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুনরায় অভিমানবশতঃ আসক্ত হন না ৪১৩

সতত বিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।
অথ পুনরপি নৈষ স্মর্যতাং বান্তবস্তু
স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায় ॥ ৪১৪

সতত-বিমলবোধ-আনন্দরূপং (শাশ্বত-নির্মল-জ্ঞান ও আনন্দরূপ আত্মাকে) সমেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) এতং (এই) জড়-মলরূপ-উপাধিম্ (জড় ও মলিন দেহরূপ-উপাধিকে) সুদূরে ত্যজ (দূরে ত্যাগ কর); অথ (অতঃপর—সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর) পুনঃ অপি (পুনরায়) এষঃ ন স্মর্যতাং (এই উপাধিকে স্মরণ করিও না); বান্তবস্তু (বমি করা বস্তু) স্মরণবিষয়ভূতং (মনে পড়িলে) কুৎসনায় কল্পতে (ঘৃণার বিষয় হয়)। ৪১৪

শাশ্বত-নির্মলজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এই জড় ও মলিন দেহরূপ উপাধিকে ত্যাগ কর। অতঃপর আর ইহাকে স্মরণ করিও না। বমন করিয়া ফেলা খাদ্যবস্তু মনে পড়িলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। ৪১৪

সমূলমেতৎ পরিদাহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বদ্‌বরিষ্ঠঃ ॥৪১৫

এতৎ (জড়সমূহ) সমূলং (অবিদ্যারূপ মূলের সহিত) সদাত্মনি নির্বিকল্পে ব্রহ্মণি বহ্নৌ (সৎস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রহ্মরূপ-অগ্নিতে) পরিদাহ্য (দগ্ধ করিয়া) ততঃ (তাহার পর)

বিদ্বৎ-বরিষ্ঠঃ (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ) নিত্যবিশুদ্ধবোধ-আনন্দ-আত্মনা (নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-আনন্দঘন আত্মস্বরূপে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন)। ৪১৫

অবিদ্যারূপ-মূলের সহিত স্থূলদেহ হইতে অহঙ্কার পর্যন্ত সবকিছু-অনাত্মবস্তু সৎস্বরূপ-নির্বিকল্প ব্রহ্মানুভবরূপ-অগ্নিতে দগ্ধ করিবার পর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-আনন্দঘন আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। ৪১৫

দেহাদির স্মৃতিও তাঁহার মনে আসে না।

ব্যুত্থানকালে তত্ত্ববিদের আচরণ :—

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং প্রযাতু বা তিষ্ঠতু গোরিব স্রক্।
ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তানন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ॥ ৪১৬

আনন্দ-আত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ তত্ত্ববেত্তা (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে লীনবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি) প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং (প্রারব্ধ কর্মের ফলে উৎপন্ন শরীর) প্রযাতু বা তিষ্ঠতু (যাউক বা থাকুক) তৎ পুনঃ ন পশ্যতি (সেদিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করেন না), গোঃ স্রক্ ইব (গাভীর গলদেশে অর্পিত মালার প্রতি গাভীর যেমন দৃষ্টি থাকেনা সেইরূপ)। ৪১৬

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যাঁহার বৃত্তিসমূহ লীন হইয়া গিয়াছে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রারব্ধকর্মের ফলে উৎপন্ন শরীর থাকুক বা যাউক সে বিষয়ে আর দৃষ্টিপাত করেন না; গাভীর গলায় অর্পিত মালার প্রতি গাভীর যেমন দৃষ্টি থাকে না। (মাল্যপ্রাপ্তির গৌরববোধ যেমন গাভীর থাকে না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও দেহের প্রতি সেইরূপ উপেক্ষা আসিয়া থাকে।) ৪১৬

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মরণ কামনা করেন না, মরণকে ভয়ও তাঁহার থাকে না, বাঁচিয়া থাকার জন্যও তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না।

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪১৭

তত্ত্ববিৎ (আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) অখণ্ড-আনন্দম্ আত্মানং (অখণ্ড আনন্দস্বরূপ আত্মাকে) স্ব স্বরূপতঃ বিজ্ঞায় (নিজের সহিত অভেদরূপে অবগত হইয়া) কিম্ ইচ্ছন্ (কোন্ বস্তু প্রাপ্তির কামনা করিয়া) কস্য হেতোঃ বা (বা কাহার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য) দেহং পুষ্ণাতি (দেহকে পোষণে রত থাকিবেন) ? ৪১৭

আত্মজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ড-আনন্দ-স্বরূপ আত্মাকে নিজের সহিত অভেদরূপে অবগত হইবার পর আর কোন্ বস্তুর কামনায়, কাহার বা প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেহপোষণে রত হইবেন ? ৪১৭

"আত্মানং চেদ্‌বিজানীয়াদহস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ বৃ, ৪।৪।১২

"কেহ যদি পরমাত্মাকে 'আমি' 'ইনি' এইরূপে জানেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় এবং কাহার প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন ?"

ব্রহ্মের সহিত ঐক্যানুভূতির পর জ্ঞানী আর নিজেকে কোন বস্তুর ভোক্তা মনে করিতে পারেন না। সুতরাং দেহসংস্রবজন্য কোন দুঃখের ভোগও তাঁহার হয় না।

আত্মজ্ঞানের ফল।

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্‌জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি ॥ ৪১৮

সংসিদ্ধস্য জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মুক্ত পুরুষের সদা সর্বকালে) আত্মনি (স্বস্বরূপে) বহিঃ অন্তঃ (বাহিরে ও ভিতরে) আনন্দরস-আস্বাদনম্ (আনন্দ-রসের আস্বাদন), এতৎ ফলং (এই ফল লাভ হয়)। ৪১৮

যে আত্মনিষ্ঠ পুরুষ পূর্ণতা এবং জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি

সর্বদা অন্তরে বাহিরে নিজের মধ্যে আনন্দরসের আস্বাদন পাইতে থাকেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ লাভ। ৪১৮

আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মুক্ত সাধকের সকল সময় স্বরূপে আনন্দরসের আস্বাদনরূপ ফল লাভ হয়।

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
স্বানন্দানুভাবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্॥ ৪১৯

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধঃ (বৈরাগ্যের ফল স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান,) বোধস্য ফলম্ উপরতিঃ (স্বরূপজ্ঞানের ফল বিষয়চিন্তার নিবৃত্তি)। স্ব-আনন্দ-অনুভবাৎ শান্তিঃ (আত্মানন্দ-অনুভবের ফলে সকল বাসনার নিবৃত্তি) এষা এব (ইহাই) উপরতেঃ ফলম্ (উপরতির ফল)। ৪১৯

বিষয়ে বৈরাগ্যের ফল স্বীয় স্বরূপের জ্ঞান, স্বস্বরূপজ্ঞানের ফল বিষয়-চিন্তার নিবৃত্তি। আর, আত্মানন্দে মগ্ন থাকার জন্য (দুঃখোৎপত্তির কারণ রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তিহেতু) পরমশান্তিলাভ, ইহাই উপরতির ফল। ৪১৯

যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্বপূর্বন্তু নিষ্ফলম্।
নিবৃত্তিঃ পরমাতৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ॥ ৪২০

যদি উত্তর-উত্তর-অভাবঃ (পর পরবর্তী ফলগুলির যদি অভাব দেখা যায়) [তাহা হইলে] পূর্ব-পূর্বম্ তু নিষ্ফলম্ (পূর্ব-পূর্ববর্তী [বৈরাগ্যাদি] নিষ্ফল হইয়া থাকে)। [কিন্তু সবগুলি পরপর আসিলে] নিবৃত্তিঃ (বিষয় হইতে নিবৃত্তি) পরমা তৃপ্তিঃ স্বতঃ অনুপমঃ আনন্দঃ (পরমাতৃপ্তি এবং স্বতঃ অনুপম আনন্দের অনুভব হয়)। ৪২০

যদি এই ক্রম অনুসারে পর পর ফলগুলির (বৈরাগ্য হইতে বোধ, বোধ হইতে উপরতি, উপরতি হইতে স্বানন্দানুভূতি ও পরা-শান্তি)

উৎপত্তি না হয় তাহা হইলে পূর্ব পূর্ববর্তী বৈরাগ্যাদি নিষ্ফল হয়। অন্য পক্ষে উল্লিখিত অবস্থাগুলি পর পর আসিলে বিষয় হইতে নিবৃত্তি, নিরবচ্ছিন্না তৃপ্তি এবং আত্মানন্দের অনুভূতি স্বতই হইয়া থাকে। ৪২০

যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইলে বোধের উৎপত্তি হইবেই হইবে, বোধের উৎপত্তি হইলে উপরতি না আসিয়া পারে না। আর উপরতি আসিলে শান্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। অন্যপক্ষে, জীবনে যদি শান্তিলাভ না ঘটিয়া থাকে তো বুঝিতে হইবে, উপরতি সিদ্ধ হয় নাই। উপরতি আসিয়া না থাকিলে বুঝিতে হইবে, বোধের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হয় নাই। আর যতক্ষণ বোধের অভাব থাকে ততক্ষণ বিষয়বৈরাগ্যও আসে নাই।

বিদ্যার উৎপত্তি হইলে আর অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি আসে না।

দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্।
যৎকৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্॥
পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্তুমর্হতি॥ ৪২১

দৃষ্টদুঃখেষু অনুদ্বেগঃ (দুঃখের বিষয় উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্ন থাকিতে পারা) বিদ্যায়াঃ (ব্রহ্মবিদ্যার) প্রস্তুতং ফলম্ (ফলরূপে পরিচিত)। ভ্রান্তিবেলায়াং (অজ্ঞান-অবস্থায়) যৎ নানা (যে সকল) জুগুপ্সিতম্ কর্ম (নিন্দিত কর্ম) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), বিবেকেন পশ্চাৎ (বিবেকলাভ হওয়ার পর) নরঃ (মানুষ) তৎ কথং কর্তুম্ অর্হতি (তাহা কিরূপে করিতে পারে)? ৪২১

(শীত-উষ্ণ, মান-অপমান প্রভৃতি) দুঃখের বিষয় উপস্থিত হইলে সে সকলে উদ্বিগ্ন না হওয়া ব্রহ্মবিদ্যার ফলরূপে পরিচিত। অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ যে সকল নিন্দিত কর্ম করিয়া থাকে জ্ঞানোৎপত্তির পরে সে আর কীরূপে সেই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? [তাহা পারা আর সম্ভব হয় না]। ৪২১

বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
তজ্‌জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ
নোচেদ্‌বিদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ? ৪২২

অসতঃ (মিথ্যাবস্তু হইতে) নিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তি) বিদ্যাফলং স্যাৎ (ব্রহ্মবিদ্যালাভের ফল হইয়া থাকে)। প্রবৃত্তিঃ অজ্ঞানফলং (অজ্ঞানের ফল বাহ্যবস্তুতে আসক্তি)। যৎ (যে কারণে) মৃগতৃষ্ণিকাদৌ (মরীচিকা প্রভৃতিতে) তৎ-জ্ঞ-অজ্ঞয়োঃ (সে সকলের স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ঐ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির) তৎ (তাহা [জ্ঞানীর মিথ্যাবস্তু হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞানের উহাতে প্রবৃত্তি]) ঈক্ষিতম্ (দেখা গিয়া থাকে)। চেৎ নো (ইহাই যদি না হইল)? [তাহা হইলে] বিদাং (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) অস্মাৎ (ব্রহ্মজ্ঞান হইতে) দৃষ্টফলং কিম্ (কী ফল আর লাভ হইতে দেখা যায়)? ৪২২

অসৎ কর্ম হইতে নিবৃত্তি ব্রহ্মবিদ্যালাভের ফল, আর অসৎকর্মে প্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল। মরীচিকা প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ব্যাপারে জ্ঞানসম্পন্ন এবং অজ্ঞ ব্যক্তির বেলায় ইহা দেখা যায়। (মরীচিকার স্বরূপ যিনি অবগত হইয়াছেন তিনি আর জলভ্রমে সে দিকে ধাবিত হন না, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি জলের আশায় মরীচিকার দিকে আকৃষ্ট হয়)। ইহাই যদি না হইল তবে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তির ফলে প্রত্যক্ষ আর কি লাভ হইল? (মিথ্যা বস্তু হইতে নিবৃত্তি না হইলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় নাই বুঝিতে হইবে)। ৪২২

জ্ঞানীর নিকট জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশিত থাকিলেও তিনি উহা মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন এবং উহার প্রতি আর আকৃষ্ট হন না।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিং নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ॥ ৪২৩

যদি (যদি) অজ্ঞান-হৃদয়গ্রন্থেঃ (অজ্ঞানজনিত হৃদয়গ্রন্থির) অশেষতঃ বিনাশঃ (নিঃশেষে নাশ হইয়া যায়) [তাহা হইলে] অনিচ্ছোঃ (ইচ্ছারহিত ব্যক্তির) প্রবৃত্তেঃ কারণং (প্রবৃত্তির কারণ) বিষয়ঃ স্বতঃ কিং নু (বিষয় নিজেই কি আর হইতে পারে)? ৪২৩

যদি অজ্ঞানজনিত কামাদি হৃদয়গ্রন্থির নিঃশেষে নাশ হইয়া যায় তবে কেবল বিষয় কি আর ইচ্ছারহিত ব্যক্তির প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে? (অর্থাৎ পারে না)। ৪২৩

বিষয় তো জড়। বিষয়ের সামর্থ্য নাই জীবকে প্রবৃত্ত করার। অজ্ঞান যখন নষ্ট হইয়া যায় তখন বিষয়ের মধ্যে থাকিলেও বিষয়ে প্রবৃত্তি আর সম্ভব হয় না। কারণ কামনাই প্রবৃত্তির মূল।

"যৎ যৎ হি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।"

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধি ॥
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্যাদোপরতেস্তু সা ॥ ৪২৪

ভোগ্যে বাসনা-অনুদয়ঃ (ভোগ্যবস্তুতে বাসনা-উৎপত্তির অভাব [যখন হয়]) তদা (তখন) বৈরাগ্যস্য অবধিঃ (বৈরাগ্যের শেষ সীমায় উপস্থিতি—পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে)। অহংভাব-উদয়-অভাবঃ (অহং ভাবের উদয় আর যখন হয় না সেই অবস্থা) বোধস্য পরম-অবধিঃ (আত্মজ্ঞানের শেষ সীমা বুঝিতে হইবে)। লীনবৃত্তেঃ অনুৎপত্তিঃ (ব্রহ্মে লীন চিত্তবৃত্তিসমূহের বাহ্য বিষয়াকার যখন আর হয় না) সা তু (সেই অবস্থাই) উপরতেঃ মর্যাদা (উপরতির পূর্ণতা)। ৪২৪

ভোগ্যবস্তুতে যখন আর বাসনার উৎপত্তি হয় না তখন বৈরাগ্য পূর্ণ পরিপক্ব হইয়াছে, দেহাদি অনাত্মবস্তুতে 'আমি আমার' বোধ যখন নিঃশেষে চলিয়া যায় তখন আত্মজ্ঞানও পূর্ণ পরিপক্ব হইয়াছে, আর ব্রহ্মে

লীন চিত্তবৃত্তিসমূহ যখন আর বাহ্যবিষয়াকারে প্রকাশ পায় না তখনই যথার্থ উপরতির উদ্ভব হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৪২৪

ব্রহ্মলোকস্তৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ।
দেহাত্মবৎপরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে॥
সুপ্তিবদ্‌বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি।
দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবান্তরম্॥

(পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ২৮৫-৮৬)

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অবস্থা।

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিত-ভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্‌বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধীরাস্তে
কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি॥ ৪২৫

কশ্চিৎ ([শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ সৌভাগ্যবান্] কোন ব্যক্তি) অনন্তপুণ্যফলভুক্ (অনন্ত পুণ্যের ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা) ব্রহ্মাকারতয়া (ব্রহ্মস্বরূপে) সদা স্থিততয়া (সর্বদা অবস্থিত থাকার ফলে) নির্মুক্ত-বাহ্যার্থ-ধীঃ (বিষয়জ্ঞান বিরহিত হইয়া) অন্য-আবেদিত-ভোগ্য-ভোগ-কলনঃ (অন্যের দ্বারা প্রদত্ত অন্নবস্ত্রাদি ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হইলেও) নিদ্রালুবৎ (নিদ্রালু ব্যক্তির ন্যায় বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানরহিত অবস্থায়) বালবৎ (বা বালকের ন্যায় রাগদ্বেষরহিত থাকিয়া) [বিষয় গ্রহণ করেন]; [আর] ক্বচিৎ লব্ধধীঃ (কখনও সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর তাঁহার বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান হইলেও তখন তিনি) স্বপ্ন-আলোকিত-লোকবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায়) ইদং জগৎ পশ্যন্ (এই জগৎকে দেখিয়া) আস্তে (বর্তমান থাকেন), ভুবি (পৃথিবীতে) সঃ ধন্যঃ মান্যঃ (তিনিই ধন্য এবং মান্য)। ৪২৫

অনন্ত পুণ্যফলের ভোক্তা, বিশেষ সৌভাগ্যবান্ কোন কোন সাধক সর্বদা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত এবং বিষয়জ্ঞানবিরহিত থাকিয়া অপরের দ্বারা

প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ নিদ্রালু ব্যক্তির ন্যায় বা বালকের ন্যায় গ্রহণ করেন। কখনও সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর তাঁহার বাহ্য জগতের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলেও তিনি এই জগৎকে স্বপ্নদৃষ্ট জগতের ন্যায় মনে করিতে থাকেন (সে সকলে তাঁহার আসক্তি উৎপন্ন হয় না)। পৃথিবীতে এইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই ধন্য এবং মাননীয়। ৪২৫

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ॥ ৪২৬

যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি এব বিলীন-আত্মা (একমাত্র ব্রহ্মচিন্তায় লীনচিত্ত) নির্বিকারঃ (মানসিক-বিকাররহিত) বিনিষ্ক্রিয়ঃ (ক্রিয়ারহিত) সদা আনন্দম্ অশ্নুতে (সর্বদা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন) অয়ং যতিঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ (এই প্রকার সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ [বলিয়া কথিত হন])। ৪২৫

যিনি সর্বদা ব্রহ্মচিন্তায় লীন, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় থাকিয়া সর্বদা ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, সেইরূপ সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৪২৬

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে॥
সুস্থিতাঽসৌ ভবেদ্যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে॥ ৪২৭

শোধিতয়োঃ ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ভাগত্যাগ লক্ষণাদ্বারা শোধিত ['তৎ ও ত্বং' পদার্থদ্বয়ের অর্থাৎ] শুদ্ধব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার) একভাব-অবগাহিনী (অভেদভাবে স্থিতা) নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ (সংশয়াদিশূন্যা এবং চৈতন্যনিষ্ঠা বৃত্তি) প্রজ্ঞা ইতি কথ্যতে (প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণিত হয়)। যস্য (যাঁহার) অসৌ সুস্থিতা (এই প্রজ্ঞা বিনা চেষ্টায় সর্বদা বর্তমান থাকে) সঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন)। ৪২৭

ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা শোধিত তৎ ও ত্বং পদার্থের (অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার) একত্ববিষয়িণী, সংশয়াদিশূন্যা এবং চিদেকনিষ্ঠা যে চিত্তের বৃত্তি তাহাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। এই প্রজ্ঞা বিনা চেষ্টায় যাঁহার সর্বদা বর্তমান থাকে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৪২৭

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪২৮

যস্য প্রজ্ঞা স্থিতা ভবেৎ (যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে), যস্য নিরন্তরঃ আনন্দঃ (যাঁহার সর্বদা আনন্দের অনুভূতি হইতেছে), [যিনি] প্রপঞ্চঃ (ভোক্তাভোগ্যরূপ জগৎপ্রপঞ্চ) বিস্মৃতপ্রায়ঃ (বিস্মৃততুল্য) সঃ জীবন্মুক্ত ইষ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন)। ৪২৮

যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, যিনি সর্বদা আনন্দ অনুভব করিতেছেন, বাহ্ জগৎ যিনি প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪২৮

লীনধীরপি জাগর্তি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিতঃ।
বোধো নির্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪২৯

যঃ (যিনি) লীনধীঃ অপি (ব্রহ্মকারা বৃত্তিসম্পন্ন হইয়াও) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন, নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়েন না) [অথচ] জাগ্রৎ-ধর্ম-বর্জিতঃ (বিষয়চিন্তারহিত থাকেন), যস্য (যাঁহার) বোধঃ (জ্ঞান) নির্বাসনঃ (বাসনাশূন্য), সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন)। ৪২৯

ব্রহ্মাকার-বৃত্তিসম্পন্ন হইয়া যিনি জাগ্রত থাকেন অথচ সাধারণ জীবের জাগ্রৎ-অবস্থার-ধর্ম-বিষয়চিন্তা হইতে বিরত থাকেন; যাঁহার জ্ঞানে বাসনার প্রকাশ দেখা যায় না, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। ৪২৯

জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রত অথচ জাগ্রৎধর্মবর্জিত থাকেন বলার অর্থ,— তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মলীন হইয়া থাকিলেও সাধারণ নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায়

অচৈতন্য হইয়া পড়েন না, অর্থচ জাগ্রত অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় দৃশ্যজগৎকে সত্যবোধে গ্রহণ করেন না।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩০

শান্ত-সংসার-কলনঃ (জন্মমরণাদিরূপ সংসারের কিরূপে নিবৃত্তি হইবে এই চিন্তা যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে) কলাবান্ অপি (হস্তপদাদিযুক্ত দেহধারী হইলেও) নিষ্কলঃ (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির ফলে যাঁহার দেহাত্মবোধ চলিয়া গিয়াছে) যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং (যাঁহার চিত্ত জীবন মরণাদি সকল চিন্তারহিত হইয়াছে) সঃ জীবন্মুক্তঃ ইষ্যতে (তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন)। ৪৩০

সংসারনিবৃত্তির চিন্তাশূন্য, দেহধারী হইয়াও নিরবয়ব অর্থাৎ দেহাত্ম-বোধরহিত এবং জীবনমরণাদি সর্বচিন্তাবর্জিত ব্যক্তি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। ৪৩০

বর্তমানেঽপি দেহেঽস্মিংছায়াবদনুবর্তিনি।
অহংতামমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩১

ছায়াবৎ অনুবর্তিনী (ছায়ার ন্যায় অনুবর্তী) অস্মিন্ দেহে বর্তমানে অপি (এই দেহ বর্তমান থাকিলেও তাহাতে) অহংতা-মমতা-অভাবঃ (আমি আমার জ্ঞানের অভাব) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)। ৪৩১

(দেহের ছায়া দেহের সংগে ঘোরে ফেরে। কিন্তু সেই ছায়া পবিত্র বা অপবিত্র জিনিষে পড়িল কিংবা না পড়িল, বা তাহা আছে কি নাই, ইহা লইয়া কেহ চিন্তা করে না।) এইপ্রকার ছায়ার ন্যায় দেহ বর্তমান থাকিলেও তাহাতে 'আমি-আমার' বোধের অভাব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। ৪৩১

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্ ।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তে জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩২

অতীত-অননুসন্ধানং (জীবনের অতীত ঘটনাবলীর স্মরণ না করা) ভবিষ্যৎ-অবিচারণম্ (ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা না ভাবা) প্রাপ্তে অপি ঔদাসীন্যম্ (বর্তমানকালে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখাদিকে ঔদাসীন্যের সহিত গ্রহণ) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)। ৪৩২

অতীত ব্যাপার স্মরণ না করা ; পরে কি হইবে তাহা না ভাবা এবং বর্তমানে প্রাপ্ত বিষয়ে উদাসীনতা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। ৪৩২

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৩

অস্মিন্ (এই জগতে) গুণ-দোষ-বিশিষ্টে (গুণ অথবা দোষযুক্ত বস্তু ও জীবসমূহে) স্বভাবেন বিলক্ষণে (স্বভাবতঃ যাহারা বিচিত্র সে সকলে) সর্বত্র (সব কিছুতে) সমদর্শিত্বং (সমদৃষ্টি—ব্রহ্মরূপে দর্শন) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)। ৪৩৩

এই জগতের গুণ অথবা দোষযুক্ত এবং স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন সকল বিষয়ে সমদর্শিতা (ব্রহ্মদর্শন) জীবন্মুক্তের লক্ষণ। ৪৩৩

তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন প্রাণিগণের দ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। গুণানুসারে তাহাদের কার্যকলাপ বিভিন্ন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে ভেদ দর্শন না করিয়া সবকিছুকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করেন।

ইষ্টানিষ্টার্থসম্প্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৪

ইষ্ট-অনিষ্ট-অর্থ-সম্প্রাপ্তৌ (প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে) সমদর্শিতয়া (সমদর্শিতাবশতঃ) উভয়ত্র (উভয় বিষয়ে—সুখে বা দুঃখে) আত্মনি (মনে) অবিকারিত্বং (বিকারের অভাব) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)। ৪৩৪

প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে সমদর্শিতাবশতঃ সুখে বা দুঃখে মনে হর্ষ-বিষাদের অভাব জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। ৪৩৪

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৫

যতেঃ (সমাহিতচিত্ত সন্ন্যাসীর) ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদ-আসক্ত-চিত্ততয়া (চিত্ত ব্রহ্মানন্দ-রসের আস্বাদনে মগ্ন থাকার ফলে) অন্তঃ-বহিঃ-অবিজ্ঞানং (অন্তরে কর্তৃত্বাদিবোধের এবং বাহিরে রূপরসাদি-বিষয়ের জ্ঞানের অভাব) জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ (জীবন্মুক্তের লক্ষণ)। ৪৩৫

চিত্ত ব্রহ্মানন্দরসের আস্বাদে মগ্ন থাকার ফলে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির বাহ্য ও মানস বিষয়জ্ঞানের অভাবের অবস্থা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ। ৪৩৫

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৬

যঃ (যিনি) দেহ-ইন্দ্রিয়-আদৌ (দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) [এবং] কর্তব্যে (কর্তব্য কর্মে) মম-অহং-ভাব-বর্জিতঃ (আমি ও আমার-অভিমানশূন্য) [আর যিনি] ঔদাসীন্যেন তিষ্ঠেৎ (রাগ ও দ্বেষ-রহিত হইয়া বর্তমান থাকেন) সঃ (তিনি) জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (জীবন্মুক্তলক্ষণযুক্ত)। ৪৩৬

যিনি দেহে, ইন্দ্রিয়াদিতে এবং গৃহধনাদিবিষয়ক কর্তব্য কর্মে 'আমি আমার'-অভিমানশূন্য এবং রাগদ্বেষরহিত তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩৬

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৭

যস্য (যাঁহার) আত্মন (নিজের—জীবের) ব্রহ্মভাবঃ (ব্রহ্মস্বরূপতা) শ্রুতেঃ বলাৎ (শ্রুতির প্রমাণ-সহায়তায়) বিজ্ঞাতঃ (জ্ঞাত [উপলব্ধ] হইয়াছে) ভব-বন্ধ-বিনির্মুক্তঃ সঃ (জন্মাদি-সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত সেই ব্যক্তি) জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন)। ৪৩৭

শ্রুতি-প্রমাণ-সহায়ে যিনি নিজের ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সংসারবন্ধনমুক্ত সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। ৪৩৭

অয়মাত্মা ব্রহ্ম, বৃ, ২।৫।১৯ "এই আত্মা ব্রহ্ম" এই প্রকারের শ্রুতির বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৪৩৮

দেহ-ইন্দ্রিয়েষু (দেহে এবং ইন্দ্রিয়সমূহে) অহংভাবঃ (আমি বলিয়া বোধ) তৎ-অন্যকে (দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন বাহ্যবস্তুসমূহে) ইদংভাবঃ (ইহা ভিন্ন বস্তু, এইরূপ জ্ঞান) যস্য (যাঁহার) ক্ব-অপি (কখনও) ন ভবতঃ (হয় না) সঃ জীবন্মুক্তঃ উচ্যতে (জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন)। ৪৩৮

নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে যাঁহার 'আমি' বলিয়া মনে হয় না, আর দেহেন্দ্রিয়-ব্যতিরিক্ত-বস্তুতে যাঁহার 'ইহা' বলিয়া বোধ হয় না, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। ৪৩৮

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র এক আত্মবস্তুকেই দর্শন করিয়া থাকেন, ফলে ভেদবোধ তাঁহার চলিয়া যায়।

ন প্রত্যগ্ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৯

যঃ (যিনি) প্রত্যক্-ব্রহ্মণঃ (ত্বং-পদ-লক্ষ্য প্রত্যগাত্মা এবং তৎ-পদ-লক্ষ্য ব্রহ্মের) ব্রহ্ম-সর্গয়োঃ (ব্রহ্মের এবং জগতের) ভেদং (ভেদ) প্রজ্ঞয়া (যথার্থ-জ্ঞান হওয়ার ফলে) কদা-অপি (কখনও) ন জানাতি (জানেন না) সঃ জীবন্মুক্তলক্ষণঃ (তিনি জীবন্মুক্ত-লক্ষণযুক্ত)। ৪৩৯

যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির ফলে যিনি জীবের ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভেদ কখনও দর্শন করেন না, তিনি জীবন্মুক্ত। ৪৩৯

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি 'সব কিছুই ব্রহ্ম' এই প্রকার অনুভব করেন।

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৪০

অস্মিন্ (এই স্থূল দেহে) সাধুভিঃ পূজ্যমানে (সাধুব্যক্তিগণের দ্বারা পূজিত হইলে) অপি (অথবা) দুর্জনৈঃ পীড্যমানে অপি (দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পীড়িত হইলে) যস্য (যাঁহার) সমভাবঃ ভবেৎ (সমদৃষ্টি থাকে) সঃ জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ···। ৪৪০

শরীর সাধুব্যক্তিদের দ্বারা সম্মানিত অথবা দুষ্টব্যক্তিদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও যাঁহার চিত্তের সমত্ব বর্তমান থাকে (কোনও অবস্থায় যিনি হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করেন না), তিনি জীবন্মুক্ত। ৪৪০

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীয়ন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়ামুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্বিমুক্তঃ॥ ৪৪১

বারিরাশৌ (সমুদ্রে) নদীপ্রবাহাঃ ইব (নদীপ্রবাহসমূহের ন্যায়) পর-ঈরিতাঃ (অপরের দ্বারা আনীত) বিষয়াঃ (অন্নবস্ত্রাদি ভোগ্যবস্তুসমূহ) যত্র প্রবিষ্টাঃ (যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া) সৎ-মাত্রতয়া লীয়ন্তি (সৎব্রহ্মবস্তুরূপেই লীন হইয়া যায়), বিক্রিয়াম্ ন উৎপাদয়ন্তি (বিকার অর্থাৎ হর্ষ উৎপন্ন করে না), এষঃ যতিঃ বিমুক্তঃ (এইরূপ সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত)। ৪৪১

বহু নদীর জলরাশি সর্বদা সমুদ্রে পতিত হইলেও তাহার ফলে সমুদ্রে যেমন কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয় না, (সমস্ত জল সমুদ্রে মিলিয়া যায়), সেইরূপ অন্যব্যক্তিদের দ্বারা আনীত ভোগ্যবিষয়সমূহ যাঁহার চিত্তে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত করে না, কিন্তু সে-সকল বস্তু যাঁহার নিকট এক অদ্বিতীয় সৎব্রহ্মবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, এইরূপ সন্ন্যাসী মুক্ত হইয়াছেন। ৪৪১

তুলনীয় :—গীঃ ২।৭০

যতি শব্দ তত্ত্বনিষ্ঠতার বাচক, এরূপ বোদ্ধব্য।

জ্ঞানীর পরীক্ষা।—

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্মুখঃ॥ ৪৪২

বিজ্ঞাত-ব্রহ্মতত্ত্বস্য (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির) যথাপূর্বং (জ্ঞান হওয়ার পূর্বের অবস্থার ন্যায়) সংসৃতিঃ ন (বিষয়গ্রহণে আসক্তিপূর্বক প্রবৃত্তি থাকে না)। চেৎ অস্তি (যদি [বিষয়াসক্তি] থাকে) সঃ (সেই ব্যক্তি) ন বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবঃ (ব্রহ্মোপলব্ধিসম্পন্ন নয়), [কিন্তু সে] বহির্মুখঃ (বিষয়াসক্ত)। ৪৪২

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান হওয়ার পূর্বের অবস্থার ন্যায় আর বিষয়গ্রহণে আসক্তিপূর্বক প্রবৃত্তি থাকে না। যদি (জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত) কোন ব্যক্তির বিষয়াসক্তি দেখা যায় তো তাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হয় নাই, তাঁহাকে বহির্মুখ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৪৪২

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।
ন, সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দী ভবতি বাসনা॥ ৪৪৩

প্রাচীনবাসনা-বেগাৎ (অতীত কালের বাসনার প্রভাবে) অসৌ (এই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) সংসরতি (বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকেন), ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলা হয়)? ন (না, তাহা হইতে পারে না)। সৎ-একত্ব-বিজ্ঞানাৎ (সৎ ব্রহ্মের সহিত অভেদবোধের ফলে) বাসনা (বাসনা) মন্দী ভবতী (দুর্বল—আসক্তি উৎপাদনে অসমর্থ—হয়)। ৪৪৩

এমন যদি বলা হয়, ইনি ব্রহ্মজ্ঞ বটে, তবে অতীত কালের বাসনার প্রভাবে ইনি বিষয়ে আসক্ত হন। ইহার উত্তর,—না, তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নতা-অনুভবের ফলে বাসনা আসক্তি উৎপাদনে অসমর্থ হয়। ৪৪৩

জ্ঞানের পরও যদি বিষয়বাসনা বর্তমান থাকে তাহা হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না ; জ্ঞানের জন্য সাধনাও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ ॥ ৪৪৪

অত্যন্ত-কামুকস্য-অপি (অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিরও) বৃত্তিঃ (ভোগেচ্ছা) মাতরি (স্বীয় জননীর উপস্থিতিতে) কুণ্ঠতি (কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে)। তথা এব (সেই প্রকারে) পূর্ণ-আনন্দে ব্রহ্মণি জ্ঞাতে (পূর্ণ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকালের ফলে) মনীষিণঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির) [বাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়]। ৪৪৪

স্বীয় জননী যেখানে উপস্থিত থাকেন সেখানে অত্যন্ত কামুকব্যক্তিরও কামপ্রবৃত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়। এইরূপে পূর্ণ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের অবগতির ফলে জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়াসক্তি দূরে চলিয়া যায়। ৪৪৪

মাতৃদর্শনের প্রভাবে যেমন কামপ্রবৃত্তি লুপ্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে সেই প্রকার সকল বাসনার ক্ষয় হয়।

অতঃপর প্রারব্ধ, সংচিত ও আগামী কর্মের বিচার করা হইতেছে।—

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ঈক্ষ্যতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধং ফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৫

নিদিধ্যাসনশীলস্য (নিয়ত ধ্যানাভ্যাসে তৎপর ব্যক্তিরও) বাহ্যপ্রত্যয়ঃ (বাহ্যবিষয়ের অনুভব [হইতে]) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়)। এতস্য (এইরূপ ব্যক্তির) [বাহ্য-প্রত্যয়-নিবৃত্তির অভাবের কারণ] প্রারব্ধং (প্রারব্ধ কর্ম) [ইহা] শ্রুতিঃ ব্রবীতি (শ্রুতি বলেন)। ফলদর্শনাৎ (ফল হইতে [বিদ্বান্ ব্যক্তিরও বিষয়ভোগ হইতে দেখিয়া] ইহা অনুমান করা যায়)। ৪৪৫

নিরন্তর ধ্যানাভ্যাসে তৎপর ব্যক্তিরও উপদেশপ্রদান ও ভোজন-পানাদি ব্যবহার দেখা যায়। শ্রুতি বলেন, প্রারব্ধ কর্মই তাঁহার (সমাধিপরায়ণ ব্যক্তির) ঐরূপ ব্যবহারের কারণ। ফল দেখিয়া (ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও বিষয়গ্রহণে-প্রবৃত্তি-রূপ ফল হইতে) [ইহা অনুমান করা যায়]। ৪৪৫

'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে।'—ছা, ৬-১৪-২ 'তাঁহার (জ্ঞানী ব্যক্তির) আত্মস্বরূপলাভে ততক্ষণই বিলম্ব হইবে, যতক্ষণ না তিনি দেহ হইতে বিমুক্ত হন। দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন।'

ফলদর্শন হইতে প্রারব্ধ কর্মের অনুমান পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

সুখাদ্যনুভবো যাবৎ তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিষ্ক্রিয়ো নহি কুত্রচিৎ ॥ ৪৪৬

যাবৎ (যতকাল) সুখ-আদি-অনুভবঃ (সুখদুঃখাদির অনুভব হয়) তাবৎ (ততকাল) প্রারব্ধম্ ইষ্যতে (প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হইতেছে, ইহা অনুমিত হয়)। ফল-উদয়ঃ (কোন ফলের উৎপত্তি) ক্রিয়াপূর্বঃ (পূর্বে কর্ম থাকিলে তবে সম্ভব হয়); নিষ্ক্রিয়ঃ (ক্রিয়াব্যতীত ফলের উৎপত্তি) কুত্রচিৎ নহি (কোথাও হইতে দেখা যায় না)। ৪৪৬

যতক্ষণ সুখদুঃখাদি-বিষয়ের অনুভব হয় ততক্ষণ প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হইতেছে, ইহা অনুমান করা হয়। কেননা, কোন কর্ম করিলে তবে তাহার ফলের উৎপত্তি হয়, ক্রিয়াব্যতীত ফলের উৎপত্তি হইতে কোথাও দেখা যায় না। ৪৪৬

জ্ঞানীকে যে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহা নিশ্চিত তাঁহার প্রারব্ধ কর্মের ফল। ইহা একটা অনুমান।

জ্ঞানের ফলে সঞ্চিত কর্মের নিঃশেষে নাশ হয়।

অহং ব্রহ্মেতিবিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিতম্।
সংচিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্মবৎ ॥ ৪৪৭

অহং ব্রহ্ম-ইতি বিজ্ঞানাৎ ('আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের ফলে) কল্প-কোটি-শত-অর্জিতম্ (অসংখ্য জন্মে অনুষ্ঠিত) সংচিতং (সঞ্চিত কর্মের ফল) প্রবোধাৎ (জাগরণের ফলে) স্বপ্নকর্মবৎ (স্বপ্নকালে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ন্যায়) বিলয়ং যাতি (সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়)। ৪৪৭

জাগরণের পর, স্বপ্নদর্শনের সময় অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ যেমন নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভূতির ফলে অসংখ্য জন্মে অনুষ্ঠিত সঞ্চিত কর্মের ফল নাশ পায়। ৪৪৭

সঞ্চিতকর্মনাশের দৃষ্টান্ত :—

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা ॥ ৪৪৮

স্বপ্নবেলায়াং (স্বপ্নদর্শনের সময়) যৎ (যে) পুণ্যং (পুণ্যকর্ম) বা উল্বনং (ভয়ঙ্কর) পাপং (পাপকর্ম) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), সুপ্ত-উত্থিতস্য (জাগরিত ব্যক্তির) তৎ কিং (তাহা কি) স্বর্গায় নরকায় বা স্যাৎ (স্বর্গ বা নরকভোগের কারণ হইয়া থাকে)? ৪৪৮

স্বপ্নদর্শনের সময় মানুষ যে পুণ্য বা ভয়ংকর পাপকর্ম করে, জাগরিত হওয়ার পর সেই-সকল কর্ম কি তাহার স্বর্গ বা নরকভোগের কারণ হয়? (না, তাহা হয় না। সে-সকল কর্ম মনের কল্পনামাত্র)। ৪৪৮

জ্ঞানীর আগামী কর্মের সহিত কোন সম্বন্ধ হয় না।

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতি চ যৎকিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্মভিঃ ॥ ৪৪৯

[বিদ্বান্ ব্যক্তি] স্বম (আত্মাকে) যথা নভঃ (আকাশের ন্যায়) অসঙ্গম্ (নির্লিপ্ত)

উদাসীনং (আসক্তিরহিত) পরিজ্ঞায় (জানার পর) কদাচিৎ (কখনও) ভাবি-কর্মভিঃ (ভাবিকর্মসমূহের দ্বারা) যৎকিঞ্চিৎ চ (কিছুমাত্র ও) ন শ্লিষ্যতি (লিপ্ত হন না)। ৪৪৯

জ্ঞানী ব্যক্তি যখন আত্মাকে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত ও আসক্তি-রহিত বলিয়া জানেন, তখন হইতে আর আগামী কর্মসমূহের সহিত কিছুমাত্র লিপ্ত হন না। ৪৪৯

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
তথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্মৈর্নৈব লিপ্যতে ॥ ৪৫০

[যে প্রকার] নভঃ (আকাশ) ঘটযোগেন ([সুরাপূর্ণ] ঘটের সংস্রবে আসিয়া) সুরাগন্ধেন (মদ্যগন্ধের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (সেই প্রকার) আত্মা (আত্মাও) উপাধিযোগেন (অহংকার প্রভৃতি উপাধির সংস্রবে আসিয়া) তৎ-ধর্মৈঃ (উপাধিসমূহের ধর্ম কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদি দ্বারা) ন লিপ্যতে (যুক্ত হয় না)। ৪৫০

যে ঘটে সুরা রক্ষিত হয়, সেই ঘটের সংস্রবে আসিলেও সুরাগন্ধের দ্বারা আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না, সেই প্রকারে আত্মা অহংকার প্রভৃতি উপাধির সংস্রবে আসিলেও উপাধিসমূহের ধর্মসকলের সহিত লিপ্ত হন না। ৪৫০

— সঞ্চিতকর্ম জ্ঞান দ্বারা নাশ হয় ও আগামী কর্মের সহিত জ্ঞানী ব্যক্তি লিপ্ত হন না, ইহা বলা হইল। অতঃপর ভোগব্যতীত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না, এই মত যুক্তিসহকারে পরবর্তী দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। ৪৫৩ হইতে ৪৬৩ পর্যন্ত শ্লোকে প্রারব্ধ কর্মও যে জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহা প্রমাণিত হইবে।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ ॥ ৪৫১

জ্ঞান-উদয়াৎ পুরা (জ্ঞান-উৎপত্তির পূর্বে) আরব্ধং কর্ম (আরব্ধ কর্ম) স্বফলং অদত্বা (নিজের ফল না দিয়া) ন নশ্যতি (নষ্ট হয় না) ; লক্ষ্যম্ উদ্দিশ্য (লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া) উৎসৃষ্ট-বাণবৎ (নিক্ষিপ্তবাণের ন্যায়) । ৪৫১

লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে, (উহা মধ্য পথে থামিয়া যায় না বা হাতে ফিরিয়া আসে না) সেইরূপ জ্ঞান-উদয়ের পূর্বে আরব্ধ কর্ম (ঈশ্বরেচ্ছায় যে কর্ম দ্বারা এই দেহ আরব্ধ হইয়াছে, তাহা) নিজের ফল প্রদান না করিয়া (জ্ঞানীকেও সুখদুঃখ ভোগ না করাইয়া) নষ্ট হয় না । ৪৫১

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্মুক্তো বাণঃ পশ্চাৎ তু গোমতৌ ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫২

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা (ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে—সম্মুখস্থ পশু ব্যাঘ্র, এইরূপ মনে করিয়া) বিনির্মুক্তঃ বাণঃ (ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ) পশ্চাৎ তু (পরে আর) গোমতৌ ([জন্তুটি ব্যাঘ্র না হইয়া গরু হইলে এবং তাহাকে] গরুরূপে জানিলেও) ন তিষ্ঠতি (থামিয়া যায় না), [কিন্তু] নির্ভরং বেগেন (অত্যন্ত বেগের সহিত) লক্ষ্যং ছিনত্তি এব (লক্ষ্য প্রাণীকে ছিন্ন করিয়া ফেলে) । ৪৫২

'সম্মুখস্থ পশু ব্যাঘ্র' এই প্রকার মনে করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বাণ, পশুটি ব্যাঘ্র নহে গোরু, এই জ্ঞান হইলেও যেমন মধ্যপথে থামিয়া যায় না, কিন্তু তীব্র বেগের সহিত লক্ষ্য প্রাণীকে ছিন্ন করে। (প্রারব্ধও তদ্রূপ অবশ্যই ফলপ্রদান করিয়া থাকে) । ৪৫২

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ,
সম্যগ্‌জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সংচিতাগামিনাম্ ।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্বদা সংস্থিতা-
-স্তেষাং তৎ ত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্ ॥ ৪৫৩

বিদাং (জ্ঞানীদের পক্ষেও) খলু (অবশ্য) প্রারব্ধং (প্রারব্ধ কর্ম) বলবত্তরং (নিশ্চিতভোগপ্রদ), তস্য (তাহার) ভোগেন ক্ষয়ঃ (ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে)। প্রাক্সংচিত-আগামিনাং (পূর্বে সঞ্চিত এবং আগামী কর্মসমূহের) সম্যক্-জ্ঞান-হুতাশনেন (ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞানের ফলে) বিলয়ঃ (নাশ হইয়া থাকে)। ব্রহ্ম-আত্মা-ঐক্যং (ব্রহ্মের ও আত্মার একত্ব) অবেক্ষ্য (দর্শনের পর) যে (যাঁহারা) সর্বদা (নিরন্তর) তৎ-ময়তয়া (তন্ময় হইয়া) সংস্থিতাঃ (অবস্থিত থাকেন) তেষাং (তাঁহাদের পক্ষে) ক্বচিৎ অপি (কোন কালেই) তৎ ত্রিতয়ং নহি (সেই তিনটি থাকে না), তে (তাঁহারাও) ব্রহ্ম এব নির্গুণম্ (তাঁহারা ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণ)। ৪৫৩

প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানীর উপরও বিশেষ বল প্রকাশ করিয়া থাকে, ভোগ ব্যতীত তাঁহারও প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তাঁহার সঞ্চিত ও আগামী কর্মসমূহ দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা সর্বদা ব্রহ্মভাবে স্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকে সঞ্চিত, আগামী বা প্রারব্ধ কোন কর্মই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মই হইয়া যান। ৪৫৩

(ব্রহ্মের কোন কর্মসংস্পর্শ নাই, অতএব ব্রহ্মীভূত আত্মজ্ঞানীরও কোন কর্মসম্বন্ধ নাই।)

এই শ্লোকের প্রথমার্ধে প্রারব্ধ কর্মবিষয়ে সাধারণ ধারণার বর্ণনা পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে উহা খণ্ডিত হইয়াছে।

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীন-কেবল-
ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।
প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা
স্বপ্নার্থসংবন্ধকথেব জাগ্রতঃ॥ ৪৫৪

উপাধি-তাদাত্ম্যবিহীন-কেবল-ব্রহ্মাত্মনা এব (উপাধিসমূহের সহিত সংস্রববর্জিত এবং অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপেই) আত্মনি তিষ্ঠতঃ (স্বীয় আত্মায় অবস্থিত) মুনেঃ (আন্তর নিষ্ঠাবান্

ব্যক্তির পক্ষে), জাগ্রতঃ (জাগ্রত ব্যক্তির) স্বপ্ন-অর্থ-সংবন্ধ-কথা ইব (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সহিত সংবন্ধের ন্যায়) প্রারব্ধ-সৎ-ভাব-কথা (প্রারব্ধ কর্মের সংস্রবের কথা) ন যুক্তা (খাটে না)। ৪৫৪

জাগরিত ব্যক্তির যেমন তাহার স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ অহংকার-দেহাদি-উপাধিসমূহের সহিত সংস্রব-বর্জিত এবং অন্তরে অখণ্ড-ব্রহ্মনিষ্ঠাসম্পন্ন জ্ঞানী-ব্যক্তির প্রারব্ধকর্মের সহিত সম্বন্ধের সম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত নয়। ৪৫৪

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহংতাং মমতামিদংতাং কিংতু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥৪৫৫

প্রবুদ্ধঃ (নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তি) প্রতিভাসদেহে (স্বপ্নে দৃষ্ট প্রাতীতিক দেহে) দেহ-উপযোগিনি-অপি প্রপঞ্চে চ (প্রতিভাসদেহের সুখসাধনের উপযোগী স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুসমূহে) অহংতাং ('আমি'-জ্ঞান) মমতাং ('আমার' বলিয়া বোধ) ইদংতাং ('ইহা' বলিয়া ধারণা) ন করোতি (করেন না) কিংতু (কিন্তু) জাগরেণ (জাগ্রত হইয়া) স্বয়ং তিষ্ঠতি (নিজে বর্তমান থাকেন [স্বপ্নের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া])। ৪৫৫

নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট-দেহে অথবা সেই দেহে সুখ-সাধনের উপযোগী স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সমূহে 'আমি', 'আমার' অথবা 'ইহা' বলিয়া অনুভব করেন না, কিন্তু জাগ্রত হইয়া স্বপ্নের বিষয়সমূহ ত্যাগকরতঃ নিজের ভাবে থাকেন। ৪৫৫

যে জ্ঞানী ব্যক্তির সংসার-স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি এই প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত থাকেন।

ন তস্য মিথ্যার্থ-সমর্থনেচ্ছা ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্ ॥৪৫৬

তস্য (জাগ্রত ব্যক্তির) মিথ্যা-অর্থ-সমর্থন-ইচ্ছা ন (স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা বস্তুসমূহকে সত্য বস্তুরূপে স্বীকার করার চেষ্টা থাকে না) তৎ-জগতঃ (স্বপ্নরাজ্যের বস্তুসমূহের) সংগ্রহঃ অপি ন দৃষ্টঃ (সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিও দেখা যায় না)। যদি চেৎ (যদি) তত্র (স্বপ্ন দৃষ্ট) মৃষা-অর্থে (মিথ্যা বস্তুতে) অনুবৃত্তিঃ (গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রভৃতি [থাকে]) [তাহা হইলে সেই ব্যক্তি] নিদ্রয়া ন মুক্তঃ (নিদ্রা হইতে মুক্ত হয় নাই) ইতি ধ্রুবং ইষ্যতে (ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়)। ৪৫৬

জাগ্রত ব্যক্তির স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যাবস্তু রক্ষণার্থ ইচ্ছা থাকে না, স্বপ্নজগতের বস্তুসমূহ সম্পাদন করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার দেখা যায় না। যদি স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা বস্তুসমূহের প্রতি তাঁহার আগ্রহ দেখা যায় তো তিনি নিদ্রা হইতে মুক্ত হন নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ৪৫৬

বিষয়ে আসক্তি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ মুক্তি হয় না।

তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে তথা বিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ॥৪৫৭

তৎ-বৎ (নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায়) পরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ (পরব্রহ্মে স্থিত ব্যক্তি) সৎ-আত্মনা তিষ্ঠতি (শুদ্ধ আত্মারূপে অবস্থান করেন), অন্যৎ ন ঈক্ষতে (অন্য বাহ্যবস্তু দর্শন করেন না)। যথা (যেমন [জাগ্রত ব্যক্তির]) স্বপ্ন-বিলোকিত-অর্থে (স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) তথা (সেই প্রকার) বিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির) প্র-অশন-মোচন-আদৌ (ভোজন, শৌচাদি কর্মে) [সেই প্রকার প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে হইতে দেখা যায়]। ৪৫৭

(দৃষ্টান্তের) জাগ্রত ব্যক্তির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষও সদা শুদ্ধ-আত্মরূপেই বর্তমান থাকেন, ব্রহ্মভিন্ন অন্য বস্তু, কর্ম বা তৎফলাদি তিনি দর্শন করেন না। জাগ্রত ব্যক্তির যেমন স্বপ্নদৃষ্ট-বিষয়সমূহের স্মৃতি বর্তমান থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও সেই প্রকার ভোজন শৌচাদি কর্মে প্রবৃত্তি (সংকল্প-ব্যতীত দেহধর্ম স্মৃতি অনুসারে হইতে) দেখা যায়। ৪৫৭

প্রারব্ধ কর্মের বশে তিনি এই-সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন, এই প্রকার **সিদ্ধান্ত** অযৌক্তিক। মিথ্যা স্বাপ্নপ্রবৃত্তির ন্যায় জ্ঞানীর আহার শৌচাদি **কর্মও** অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টিতেই হইয়া থাকে।

কর্মণা নির্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্মনির্মিতঃ॥ ৪৫৮

দেহঃ কর্মণা নির্মিতঃ (দেহ কর্মের দ্বারা নির্মিত), তস্য (তাহার [দেহের]) প্রারব্ধং **কল্প্যতাম্** (প্রারব্ধের কল্পনা করিতে পার); অনাদেঃ আত্মনঃ (অনাদি আত্মার) ন **যুক্তং** ([প্রারব্ধ] সম্ভব হয় না), আত্মা কর্মনির্মিতঃ ন এব (আত্মা অবশ্যই কর্মনির্মিত **নয়**)। ৪৫৮

কর্মের ফলে দেহের উৎপত্তি হয়; সেই দেহের প্রারব্ধ কর্মের ভোগ **হয়**, ইহা কল্পনা করিতে পার। অনাদি আত্মার প্রারব্ধ ভোগ হয়, **এইরূপ** বলিতে পার না। আত্মা কর্মের ফলে উৎপন্ন হয় না। ৪৫৮

অজো নিত্যঃ শাশ্বত ইতি ব্রূতে শ্রুতিরমোঘবাক্।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা॥ ৪৫৯

অমোঘবাক্ শ্রুতি ব্রূতে (সত্যভাষিণী শ্রুতি বলেন) [আত্মা] অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ **ইতি** (অজ, নিত্য, শাশ্বত ইত্যাদি)। তৎ-আত্মনা তিষ্ঠতঃ অস্য (সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপে **অবস্থিত** ব্রহ্মজ্ঞের) প্রারব্ধকল্পনা কুতঃ (প্রারব্ধ কর্মের কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে)? ৪৫৯

সত্যভাষিণী শ্রুতি বলেন, আত্মা 'অজ, নিত্য, শাশ্বত' ইত্যাদি। **সেই শুদ্ধ**-আত্মস্বরূপে স্থিত জ্ঞানীর পক্ষে প্রারব্ধ-কল্পনা কিরূপে সম্ভব **হইতে** পারে? ৪৫৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

—কঠ ১।২।১৮ 'আত্মা জন্মান না, মরেন না, কিছু হইতে উৎপন্ন হয় না, ইহা হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না। ইনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য, পুরাণ ; শরীর নিহত হইলেও তিনি নষ্ট হন না।'

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজতামতঃ॥ ৪৬০

যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ (যখন দেহে আত্মা-অভিমান থাকে) তদা (তখন) প্রারব্ধং সিধ্যতি (প্রারব্ধ কর্ম স্বীকার করা চলে); [কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে] দেহ-আত্মভাবঃ (দেহে 'আমি'-বোধ) ন ইষ্টঃ এব (অবশ্যই কাম্য নয়), অতঃ প্রারব্ধং ত্যজতাম্ (অতএব জ্ঞানীর পক্ষে প্রারব্ধ কর্মের কল্পনা ত্যাগ কর)। ৪৬০

যতকাল দেহে 'আমি'-অভিমান থাকে, ততকাল প্রারব্ধ কর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির দেহাত্মবোধ বর্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করা চলে না। অতএব, জ্ঞানীরও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়, এই ধারণা ত্যাগ কর। ৪৬০

শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।
অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বমসত্যস্য কুতো জনিঃ।
অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ॥ ৪৬১

শরীরস্য প্রারব্ধকল্পনা অপি (শরীরের প্রারব্ধকল্পনাও) হি ভ্রান্তিঃ এব (অবশ্য ভ্রান্তিমাত্র)। অধ্যস্তস্য (অধ্যস্ত বস্তুর) সত্ত্বম্ কুতঃ (অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিবে)? অসত্যস্য (মিথ্যা বস্তুর) জনিঃ (জন্ম) কুতঃ (কোথা হইতে হয়)? অজাতস্য নাশঃ কুতঃ (যাহা জন্মে নাই, তাহার নাশ কি ভাবে হয়)? অসতঃ (মিথ্যা বস্তুর) প্রারব্ধম্ কুতঃ (প্রারব্ধ কি ভাবে হইবে)? ৪৬১

শরীরের প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়, এই ধারণাও ভ্রমাত্মক। অধ্যস্ত বস্তুর অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিবে? মিথ্যা বস্তুর জন্ম কোথা হইতে

হয়? যাহা জন্মে নাই, তাহার নাশ কিপ্রকারে হয়? মিথ্যাভূত দেহের প্রারব্ধ কর্মের ভোগ কিরূপে হইবে? ৪৬১

বিদ্বান্ ব্যক্তির দেহাভিমান না থাকায়, তিনি প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতেছেন—এই প্রকার বুদ্ধিও তাঁহার হয় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা জ্ঞানীর দেহচেষ্টাসমূহকে প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ বলিয়া মনে করিতে পারে।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি।
তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শংকাবতো জড়ান্॥ ৪৬২
সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ।
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্॥ ৪৬৩

জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) সমূলস্য অজ্ঞানকার্যস্য (মূলের সহিত অজ্ঞানের কার্যের) যদি লয়ঃ (যদি নাশ হইয়া যায়) [তাহা হইলে] অয়ং দেহঃ কথং তিষ্ঠতি (এই দেহ কিপ্রকারে বর্তমান থাকে) ইতি (এইপ্রকার) শংকাবতঃ জড়ান্ (আশঙ্কাযুক্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের) সমাধাতুং (সন্তোষবিধানের জন্য) বাহ্যদৃষ্ট্যা (লৌকিক দৃষ্টি-অবলম্বনে) শ্রুতিঃ প্রারব্ধং বদতি (শ্রুতি প্রারব্ধের বর্ণনা করিয়াছেন), তু (কিন্তু) বিপশ্চিতাং (জ্ঞানিগণের জন্য) দেহ-আদি-সত্যত্ব-বোধনায় (দেহ প্রভৃতির সত্যত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বলেন নাই)। ৪৬২-৬৩

জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের কার্য যদি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে এই স্থূল দেহ কিপ্রকারে বর্তমান থাকিতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তিদের এইরূপ আশঙ্কা দূর করার জন্য শ্রুতি লৌকিকদৃষ্টি-অবলম্বনে প্রারব্ধ কর্মের বর্ণনা করিয়াছেন; জ্ঞানিগণের জন্য দেহ প্রভৃতির সত্যত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কখনও বলেন নাই। ৪৬২-৬৩

জ্ঞানিগণের দেহাদি বর্তমান থাকে, সুতরাং তাহা প্রারব্ধ কর্মের ফল,—এইরূপ বলা 'তস্য তাবদেব এব চিরম্' ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতির উদ্দেশ্য

নয়। সাধারণ মানুষকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি প্রারব্ধ কর্মের অবতারণা করিয়াছেন ; জ্ঞানী ব্যক্তিরও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়, ইহা বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়।

ব্রহ্মের স্বরূপ নিম্নোক্ত সাতটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

এই শ্লোকগুলিতে ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত নানাত্বনিষেধক বিশেষণসমূহ শ্রুতি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতির ফলে জ্ঞানী ব্যক্তির দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে না ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে প্রারব্ধ কর্মের কল্পনা করা চলে না।

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৬৪

পরিপূর্ণম্ (অপরিচ্ছিন্ন) ন-আদি-অন্তম্ (আদি ও অন্তরহিত) অপ্রমেয়ম্ (জ্ঞানকৃত পরিচ্ছেদশূন্য) অবিক্রিয়ম্ (বিকাররহিত) একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম) [আছেন]; ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা (ভেদবিশিষ্ট) কিংচন ন অস্তি (কিছুমাত্র নাই)। ৪৬৪

পরিপূর্ণ, আদ্যন্তরহিত, অপ্রমেয়, অবিক্রিয়, এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন ; এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র দ্বিতীয় বস্তুর সদ্‌ভাব নাই। ৪৬৪

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—ছা, ৬।২।১

"হে সৌম্য, আদিতে একমাত্র সৎ ছিলেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।"

সৎ-এর প্রতি প্রযুক্ত 'এক' 'এব' 'অদ্বিতীয়'—এই তিনটি পদের দ্বারা ব্রহ্মে স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিংচন'।—কঠ, ২।১।১১

'শুদ্ধ মনের দ্বারা এই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই ব্রহ্মে অণুমাত্র ভেদ নাই।'

বেদান্ত শ্রবণের এবং সদ্‌গুরুর উপদেশের দ্বারা মনের মলিনতা কাটিয়া যায়, অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে। ফলে দেহে অভিমানের এবং উহার প্রারব্ধ কর্মবিষয়ক ভ্রমেরও নিবৃত্তি হয় এবং সাধক ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হন।

সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৫

সৎ-ঘনং চিৎ-ঘনং নিত্যম্ আনন্দ-ঘনম্ অক্রিয়ম্ (সৎ ও চিৎস্বরূপ, নিত্য, আনন্দস্বরূপ এবং বিকাররহিত) একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি। ৪৬৫

সৎ-চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, নিত্য, নিষ্ক্রিয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র নানা পদার্থ নাই। ৪৬৫

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৬

প্রত্যক্-একরসং (সর্বান্তর ও একাকার) পূর্ণং অনন্তং সর্বতোমুখম্ (পূর্ণ, অনন্ত এবং সবকিছুর দ্রষ্টা) একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি। ৪৬৬

সর্বান্তর, একাকার, পূর্ণ, অনন্ত এবং সবকিছুর দ্রষ্টা, এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে অনুমাত্র নানাত্বের সম্ভাবনা নাই। ৪৬৬

অহেয়মনুপাদেয়মনাধেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন॥ ৪৬৭

অহেয়ম্ অনুপাদেয়ম্ (ত্যাজ্য-গ্রাহ্যভাবশূন্য), অনাধেয়ম্ (আধেয়ভাবরহিত) অনাশ্রয়ম্ (আশ্রয়রহিত) একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি। ৪৬৭

যাঁহাকে ত্যাগ করা বা গ্রহণ করা অথবা কোন আধারে স্থাপন করা সম্ভব নয়, যাঁহার কোন আশ্রয় নাই—এমন এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র নানা পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ৪৬৭

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৬৮

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি । ৪৬৮

নির্গুণ, নিরবয়ব, সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প, অবিদ্যাবরণরহিত এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র নানা পদার্থের অস্তিত্ব নাই । ৪৬৮

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৬৯

অনিরূপ্যস্বরূপং (যাঁহার স্বরূপ 'ইহা এইরূপ' বলিয়া নির্ণয় করা যায় না) যৎ (যে ব্রহ্ম) মনোবাচাম্ অগোচরম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) [সেই] একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি । ৪৬৯

যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, যিনি বাক্যমনের অগোচর, সেই এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব নাই । ৪৬৯

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃসিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্ ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিংচন ॥ ৪৭০

সৎ (সৎস্বরূপ) সমৃদ্ধং (সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন) স্বতঃসিদ্ধং (প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ) শুদ্ধং (নির্মল) বুদ্ধং (বোধস্বরূপ) ন-ঈদৃশম্ (উপমারহিত) একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম, ইহ নানা কিংচন ন অস্তি । ৪৭০

সৎস্বরূপ, সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, স্বতঃসিদ্ধ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, উপমারহিত এক অদ্বয় ব্রহ্ম আছেন। তাঁহাতে কিছুমাত্র দ্বৈতভাব নাই । ৪৭০

আত্মানুভবের উপদেশ—

নিরস্তরাগা বিনিরস্তভোগাঃ শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমেতদন্তে প্রাপ্তাঃ পরাং
নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ ॥ ৪৭১

নিরস্তরাগাঃ (বিষয়াসক্তিশূন্য)। বিনিরস্তভোগাঃ (বিষয়ভোগবর্জিত) শান্তাঃ সুদান্তাঃ (শম ও দমসম্পন্ন) মহান্তঃ যতয়ঃ (উদারচিত্ত সন্ন্যাসিগণ) এতৎ পরং তত্ত্বং বিজ্ঞায় (এই পরমতত্ত্বও জানিয়া) অন্তে (পরে) আত্মযোগাৎ (শুদ্ধ আত্মার সহিত অভেদ ভাব উপলব্ধির দ্বারা) পরাং নির্বৃতিং প্রাপ্তাঃ (পরমানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ৪৭১

বৈরাগ্যবান্, ভোগত্যাগী, শম ও দমসম্পন্ন, উদারচিত্ত সন্ন্যাসিগণ এই পরম তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া প্রারব্ধভোগসমাপ্তির পর আত্মজ্ঞান-প্রসাদে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়াছেন)। ৪৭১

অন্তে=লৌকিক দৃষ্টিতে ভোগাবসানের পর বা দেহনাশের পর। যথার্থতঃ, ব্রহ্মানুভূতি এবং পরমানন্দপ্রাপ্তির মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিতে পারে না।

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য।
বিধূয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭২

ভবান্ অপি (তুমিও) আত্মনঃ (আত্মার) ইদং পরতত্ত্বং (এই পরম তত্ত্ব) আনন্দঘনং স্বরূপং (আনন্দঘনস্বরূপ) বিচার্য (বিচারের দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া) স্বমনঃপ্রকল্পিতং মোহং (নিজের মনের দ্বারা কল্পিত মোহ) বিধূয় (নাশ করিয়া) প্রবুদ্ধঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) কৃতার্থঃ ভবতু (কৃতার্থ হও)। ৪৭২

[পূর্ববর্তী জ্ঞানিগণ যে উপায়ে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনে হে শিষ্য!] তুমিও সাক্ষী আত্মার এই পরমতত্ত্ব, এই আনন্দ-

মাত্র-স্বরূপ, বিচারের সহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের মনের কল্পিত বিবিধ ভ্রমকে দূর করিয়া দাও, এবং যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন, জীবন্মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া যাও। ৪৭২

সমাধিনা সাধু বিনিশ্চলাত্মনা পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।
নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চেচ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন
পুনর্বিকল্প্যতে ॥ ৪৭৩

সমাধিনা (নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে) সাধু-বিনিশ্চল-আত্মনা (সম্যক্ প্রকারে নিশ্চল বুদ্ধির দ্বারা) স্ফুটবোধচক্ষুষা (পরিস্ফুট-জ্ঞানদৃষ্টি-অবলম্বনে) আত্মতত্ত্বং পশ্য (স্বস্বরূপ দর্শন কর)। শ্রুতঃ পদার্থঃ (গুরু ও শাস্ত্রমুখে শ্রুত তত্ত্ব) চেৎ (যদি) নিঃসংশয়ং (সংশয়রহিতভাবে) সম্যক্-অবেক্ষিতঃ (সম্যক্রূপে উপলব্ধ হয়) [তাহা হইলে] পুনঃ ন বিকল্প্যতে (পুনরায় সন্দেহের বিষয় হয় না)। ৪৭৩

নির্বিকল্পসমাধিসহায়ে সম্যক্প্রকারে নিশ্চল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ-জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বনে স্বস্বরূপকে দর্শন (উপলব্ধি) কর। গুরু ও শাস্ত্রমুখে ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থভূত) শ্রুত তত্ত্ব যদি নিঃসংশয়ে যথাযথরূপে উপলব্ধ হয় তো পুনরায় তাহাতে আর সন্দেহের উদয় হয় না। ৪৭৩

স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।
শাস্ত্রংযুক্তির্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং
চান্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৪

স্বস্য (নিজের) অবিদ্যাবন্ধ-সম্বন্ধমোক্ষাৎ (অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন বন্ধনসহ সম্বন্ধের নিবৃত্তির জন্য) [আর] সত্য-জ্ঞান-আনন্দরূপ-আত্মলব্ধৌ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে

উপলব্ধির জন্য) শাস্ত্রং যুক্তিঃ দেশিক-উক্তিঃ প্রমাণং (শাস্ত্র, যুক্তি এবং তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ প্রমাণ), চ (এবং) অন্তঃসিদ্ধা স্ব-অনুভূতিঃ প্রমাণম্ (শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমাধিসিদ্ধ অনুভূতি প্রমাণ)। ৪৭৪

অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন স্বীয় বন্ধন নিবৃত্তির এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধির বিষয়ে শাস্ত্র, যুক্তি এবং তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। আর এবিষয়ে অন্যতম প্রমাণ, শুদ্ধ অন্তঃকরণে সমাধিলব্ধ স্বীয় অনুভূতি। ৪৭৪

স্বীয় অনুভূতিই মুখ্য প্রমাণ ; স্বীয় অনুভূতি ব্যতীত শান্তিলাভ হয় না। শ্রুতি, যুক্তি ও গুরূপদেশসহ একতা হইলেই স্বকীয় অনুভব সর্ব-সংশয়ছেদনে সমর্থ হইয়া থাকে। ✓

বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুদাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্‌জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্॥ ৪৭৫

বন্ধঃ মোক্ষঃ চ তৃপ্তিঃ চ চিন্তা-আরোগ্য-ক্ষুৎ-আদয়ঃ (বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, সুস্থাবস্থা, ক্ষুধা প্রভৃতি) স্বেন এব (নিজের দ্বারাই) বেদ্যাঃ (জ্ঞেয়), পরেষাম্ (অন্য ব্যক্তিদের) যৎ জ্ঞানং (এই-সকল বিষয়ে যে জ্ঞান) [তাহা] আনুমানিকম্ (অনুমান হইতে উৎপন্ন)। ৪৭৫

বন্ধন, মুক্তি, তৃপ্তি, চিন্তা, নীরোগিতা, ক্ষুধা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অনুভবের বিষয়। কাহারও এই-সকল বিষয়ে কিরূপ অনুভব হইতেছে, তাহা অপর ব্যক্তি অনুমান মাত্র করিতে পারে। ৪৭৫ ✓

চিত্ত যখন বাসনাশূন্য, শান্ত ও সংকল্পরহিত হইয়া নির্বিষয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকে, সেইটি মুক্তির অবস্থা। ইহা যাঁহার হয় তিনিই বুঝিতে পারেন ; অপরে এ বিষয়ে অনুমান মাত্র করিতে পারে। এই প্রকারে, যে তপস্যাপরায়ণ নির্জনবাসী সাধকের চিত্ত সংকল্প-বিকল্পরহিত

হইয়া আত্মানন্দে মগ্ন হয় নাই, পরন্তু বিষয় স্মরণ করিয়া যাঁহার চিত্ত মোহাভিভূত হয় তাঁহাকে অপরে মুক্তপুরুষবোধে সম্মান করিলেও তিনি নিজে বোঝেন যে, তাঁহার বন্ধন দূরীভূত হয় নাই।

(বাহ্যচিহ্নদর্শনে যে পরোক্ষ অনুমিতিজ্ঞান হয়, তাহা সর্বথা অব্যভিচারী হয় না। কারণ, পাষণ্ড পুরুষেও জীবন্মুক্তের বাহ্যলক্ষণ দেখা যাইতে পারে। অতএব মুক্তি একমাত্র স্বসংবেদ্য।)

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্‌বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া॥ ৪৭৬

যথা (যেমন) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিবাক্যসমূহ) তটস্থিতাঃ (সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান থাকিয়া) বোধয়ন্তি (ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন) [সেই প্রকারে] গুরবঃ (গুরুগণও) [সমীপস্থ থাকিয়া উপদেশ দান করেন]। বিদ্বান্ (উপদেশ গ্রহণে সমর্থ জিজ্ঞাসু) ঈশ্বর-অনুগৃহীতয়া (ঈশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধ) প্রজ্ঞয়া এব (আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির সহায়ে) তরেৎ (সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন)। ৪৭৬

শ্রুতিবাক্যসমূহ যে প্রকারে সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন, গুরুগণও সেই প্রকারে সমীপস্থ থাকিয়া উপদেশ দেন। উপদেশগ্রহণে সমর্থ জিজ্ঞাসু সাধক ঈশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধ ব্রহ্মাত্মৈক্য-বুদ্ধির সহায়ে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ৪৭৬

স্থূল ঘটাদি পদার্থ বা সূক্ষ্ম গণিত প্রভৃতি বিদ্যা যেভাবে কাহাকেও দেখানো বা বোঝানো যাইতে পারে, আত্মস্বরূপ সেভাবে দেখানো বা বোঝানো যায় না। উপযুক্ত অধিকারী যদি সাধনায় তৎপর হন, তবেই শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশের ফলে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার ব্রহ্মের সহিত ঐক্যানুভূতিরূপ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সন্ সুখং তিষ্ঠেন্নির্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৭

স্ব-অনুভূত্যা (নিজের অনুভূতিসহায়ে) অখণ্ডিতম্ (নিত্য) স্বম্ আত্মানং (স্বীয় স্বরূপকে) স্বয়ং জ্ঞাত্বা (নিজে সাক্ষাৎকার করিয়া) সংসিদ্ধঃ সন্ (অনুভবযুক্ত হইয়া) নির্বিকল্প-আত্মনা (সংকল্পশূন্যভাবে) আত্মনি সুখং তিষ্ঠেৎ (সুখে আত্মাতে অবস্থান করিবে)। ৪৭৭

নিজের অনুভূতি-সহায়ে ভেদরহিত স্বীয় স্বরূপকে নিজে সাক্ষাৎকার করিয়া অনুভবসম্পন্ন হইবে এবং সংকল্প-বিকল্পরহিত হইয়া স্বস্বরূপে সুখে অবস্থান করিবে। ৪৭৭

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৮

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিঃ (বেদান্তসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশ) এষা (ইহা),—জীবঃ সকলং জগৎ চ ব্রহ্ম এব (জীব এবং সমগ্র জগৎ ব্রহ্মমাত্র); অখণ্ডরূপস্থিতিঃ এব মোক্ষঃ (অখণ্ডরূপে আত্মস্বরূপে স্থিতিই মুক্তি), ব্রহ্ম-অদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ (ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-বিষয়ে শ্রুতিবাক্যসমূহ প্রমাণ)। ৪৭৮

বেদান্ত সিদ্ধান্তের এই সংক্ষিপ্ত উপদেশ,—জীব এবং সকল জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অখণ্ড-আত্মস্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি, আর ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ববিষয়ে শ্রুতিবাক্যসমূহ প্রমাণ। ৪৭৮

২১৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরব্ধ গুরুর উপদেশ এই শ্লোকে সমাপ্ত হইল।

শিষ্যের জ্ঞানলাভ।

ইতি গুরুবচনাচ্ছ্রুতিপ্রমাণাৎ পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোঽভূৎ॥ ৪৭৯

প্রশমিতকরণঃ (সংযতেন্দ্রিয়) সমাহিত-আত্মা (একাগ্রচিত্ত) [শিষ্য] ইতি (এই প্রকারে) গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ আত্মযুক্ত্যা (গুরুর উপদেশ, শ্রুতির প্রমাণ এবং নিজের বিচারের সহায়ে) ক্বচিৎ (কোন একান্তস্থানে বিশেষ এক শুভ মুহূর্তে) সতত্ত্বম্ পরম্ (যথার্থ আত্মস্বরূপ) অবগম্য (উপলব্ধি করিয়া) অচলাকৃতিঃ (স্থির, নিশ্চল) আত্মনিষ্ঠিতঃ (স্ব-স্বরূপে অবস্থিত) অভূৎ (হইয়াছিলেন)। ৪৭৯

সংযতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত শিষ্য এইপ্রকারে গুরুর উপদেশ, শ্রুতির প্রমাণ এবং নিজের বিচারের সহায়ে বিশেষ এক শুভমুহূর্তে যথার্থ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্থির এবং সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ৪৭৯

কিংচিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
উত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮০

কিংচিৎ কালং (কিছুকাল) পরে ব্রহ্মণি মানসং সমাধায় (পরব্রহ্মে মনকে সমাহিত করার পর) উত্থায় (সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া) পরম-আনন্দাৎ (পরমানন্দ-অনুভবের পর) [গুরুকে] ইদং বচনম্ অব্রবীৎ (এই প্রকার বাক্য বলিলেন)। ৪৮০

(শিষ্য) কিছুকাল পরব্রহ্মে মনকে সমাহিত করার পর সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া পরমানন্দের সহিত গুরুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৪৮০

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তির্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে
কিংবা কিয়দ্বা সুখমস্ত্যপারম্॥ ৪৮১

[হে গুরো], ব্রহ্ম-আত্মনোঃ (ব্রহ্মের এবং জীবাত্মার) একতয়া অধিগত্যা (অভেদভাব অবগত হওয়ার ফলে) [আমার] বুদ্ধিঃ বিনষ্টা (অন্তঃকরণের অধ্যবসায়াদি ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে) প্রবৃত্তিঃ গলিতা (বিষয়ে প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে), ইদং (অপরোক্ষ ইহলৌকিক বিষয়) ন জানে (জানিতেছি না) অপি (আরও) অনিদং (পরোক্ষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়) ন জানে (জানি না), [আত্মনিষ্ঠায়] অপারম্ সুখম্ অস্তি (যে অপার সুখ আছে) কিংবা (তাহার স্বরূপ কি) কিয়ৎ বা (তাহার পরিমাণই বা কি) [তাহাও জানি না]। ৪৮১

(হে গুরো !) ব্রহ্মের ও জীবের অভেদভাব অবগত হওয়ার ফলে আমার অধ্যবসায়াদি অন্তঃকরণের ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিষয়ে প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তুকে পৃথক্‌রূপে দেখিতেছি না, অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয়েরও স্মরণ হইতেছে না। আর আত্মানুভূতিতে যে অপার সুখ আছে তাহার স্বরূপ কি, তাহার পরিমাণই বা কি, তাহাও ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। ৪৮১

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বা শক্যতে
স্বানন্দামৃত-পূরপূরিত-পরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্ মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতম্॥ ৪৮২

স্ব-আনন্দ-অমৃত-পূর-পূরিত-পরব্রহ্ম-অম্বুধেঃ (আত্মানন্দের অমৃতপ্রবাহে পূর্ণ পরব্রহ্ম-সমুদ্রের) বৈভবম্ (ঐশ্বর্য) বাচা বক্তুম্ অশক্যম্ এব (বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম), বা মনসা মন্তুং ন শক্যতে (মনের দ্বারা তাহা চিন্তা করিতেও অশক্ত)। মে মনঃ (আমার মন) অম্ভোরাশি-বিশীর্ণ-বার্ষিকশিলাভাবং ভজৎ (বর্ষার সময় সমুদ্রে পতিত শিলাবৃষ্টি যেমন জলের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপে) যস্য অংশ-অংশ-লবে বিলীনম্ (ব্রহ্মানন্দের অংশের অংশের কণিকামাত্রে বিলীন হইয়া) অধুনা (এখন) আনন্দ-আত্মনা (আনন্দস্বরূপে) নির্বৃতম্ (পরিতৃপ্ত)। ৪৮২

আত্মানন্দের অমৃতপ্রবাহে-পূর্ণ পরব্রহ্ম-সমুদ্রের ঐশ্বর্য বাক্যের দ্বারা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম, মনের দ্বারাও তাহা চিন্তা করিতে অশক্ত। সমুদ্রে পতিত বর্ষাকালীন শিলাবৃষ্টি যেমন সমুদ্রজলের সহিত মিশিয়া অভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপে আমার মন ব্রহ্মানন্দের অংশের অংশের কণিকামাত্রে বিলীন হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ৪৮২

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্॥ ৪৮৩

ইদং জগৎ ক্ব গতং (এই জগৎ কোথায় চলিয়া গেল)? কেন বা নীতং (কাহার দ্বারাই বা অন্যত্র নীত হইল)? কুত্র লীনম্ (কোথায় ইহা লয় পাইল)? অধুনা এব (এখনই—সমাধির পূর্বেই) ময়া দৃষ্টং (আমি [যে জগৎ] দেখিয়াছিলাম) ন অস্তি ([এখন] নাই); কিং মহৎ অদ্ভুতম্ (কী মহা আশ্চর্য ব্যাপার)! ৪৮৩

এই জগৎ কোথায় চলিয়া গেল? কাহার দ্বারাই বা অন্যত্র অপসারিত হইল? কোথায় ইহা লয় পাইল? কিছুপূর্বে যে জগৎ আমি দেখিয়াছিলাম, তাহা এখন আর নাই। অহো, কী মহা আশ্চর্য ব্যাপার! ৪৮৩

(অথবা অন্য ব্যাখ্যা:—'অধুনৈব…'। সমাধিকালে আমি জগদ-ভাবের সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলাম। ইহা কি মহা আশ্চর্য ব্যাপার নহে?)

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে॥ ৪৮৪

অখণ্ড-আনন্দ-পীযূষপূর্ণে ব্রহ্ম-মহা-অর্ণবে (অখণ্ড-আনন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মসমুদ্রে) হেয়ং কিং (কীই বা ত্যাজ্য) উপাদেয়ং কিম্ (কীই বা গ্রাহ্য), কিম্ অন্যৎ (অন্যই বা কী আছে) বিলক্ষণম্ কিং (ভিন্নই বা কী থাকিতে পারে)? ৪৮৪

অখণ্ডানন্দরূপ অমৃতপূর্ণ ব্রহ্মসাগরে ত্যাজ্যই বা কী, গ্রাহ্যই বা কী? আত্মা হইতে অপর দ্বিতীয় কোন্ বস্তু আছে? আত্মা হইতে পৃথক্ বিজাতীয় কীই বা আছে? (আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই, কাজেই ত্যাজ্য গ্রাহ্যও নাই)। ৪৮৪

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ॥ ৪৮৫

অহম্ (আমি) অত্র (আত্মাতে) কিঞ্চিৎ ন পশ্যামি (কিছু দেখিতেছি না), ন শৃণোমি (শুনিতেছি না) ন বেদ্মি (জানিতেছি না)। [কিন্তু] বিলক্ষণঃ (সকল-ভেদশূন্য [আমি]) স্ব আত্মনা এব (স্বীয় আত্মায়) সদানন্দরূপেণ অস্মি (সদানন্দরূপে বর্তমান আছি)। ৪৮৫

আমি ব্রহ্মানন্দানুভবকালে কিছু দেখিতেছি না, শুনিতেছিনা বা জানিতেছি না। কিন্তু সকল-ভেদরহিত-আমি স্বস্বরূপে সদানন্দরূপে অবস্থিত রহিয়াছি। ৪৮৫

বিলক্ষণ শব্দের অর্থ আত্মা সর্ববিধ-লক্ষণরহিত; অথবা আত্মা বিজ্ঞাতা বলিয়া সকল জ্ঞেয়বস্তু হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন।

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে ভূম্নে সদাপারদয়াম্বুধাম্নে॥ ৪৮৬

অপারদয়া-অম্বু-ধাম্নে (অপার দয়াসমুদ্রস্বরূপ) ভূম্নে (ব্যাপক) নিত্য-অদ্বয়-আনন্দ-রসস্বরূপিণে (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) বিমুক্তসঙ্গায় (আসক্তিবর্জিত) সৎ-উত্তমায় (সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) গুরবে তে নমঃ নমঃ (হে গুরু, তোমাকে বারবার নমস্কার করি)। ৪৮৬

অপার দয়ার সাগর, ব্যাপক, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অনাসক্ত এবং সৎব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে গুরুদেব, তোমাকে বারবার নমস্কার করি। ৪৮৬

যৎকটাক্ষশশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ॥ ৪৮৭

যৎকটাক্ষ-শশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাত-ধূত-ভবতাপজ-শ্রমঃ (যাঁহার চন্দ্রের ঘনীভূত নির্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্মল কৃপাদৃষ্টিপাতে সংসারতাপ হইতে উৎপন্ন ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া) অহম্ (আমি) অখণ্ডবৈভব-আনন্দম্ (অখণ্ড আনন্দরূপ ঐশ্বর্যময়) অক্ষয়ং আত্মপদম্ (অক্ষয় আত্মস্বরূপ) ক্ষণাৎ (অতি অল্পকালের মধ্যে) প্রাপ্তবান্ (পাইয়াছি)। ৪৮৭

যাঁহার চন্দ্রের ঘনীভূত নির্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্মল কৃপাদৃষ্টিপাতে সংসারতাপ হইতে উৎপন্ন ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া আমি অখণ্ড আনন্দরূপ ঐশ্বর্যময় অক্ষয়-আত্মস্বরূপ অতি অল্পকালের মধ্যে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি, (সেইগুরুকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি)। ৪৮৭

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ॥ ৪৮৮

ত্বৎ-অনুগ্রহাৎ (হে গুরো, তোমার অনুগ্রহে) অহং ধন্যঃ (আমি ধন্য) অহং কৃতকৃত্যঃ (আমি কৃতকৃত্য) অহং ভবগ্রহাৎ বিমুক্তঃ (আমি সংসাররূপ কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে মুক্ত), অহং নিত্যানন্দস্বরূপঃ অহং পূর্ণঃ (আমি নিত্যানন্দস্বরূপ ও পূর্ণ হইয়াছি)। ৪৮৮

হে গুরুদেব! তোমার কৃপায় আমি ধন্য, কৃতকৃত্য, সংসাররূপ কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে মুক্ত, নিত্যানন্দস্বরূপ ও পূর্ণ হইয়াছি। ৪৮৮

অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমমলোঽহং চিরন্তনঃ॥ ৪৮৯

অহম্ অসঙ্গঃ (আমি সঙ্গরহিত) অহম্ অনঙ্গঃ (আমি স্থূলদেহে অভিমানশূন্য) অহম্ অলিঙ্গঃ (লিঙ্গদেহে অভিমানহীন) অহম্ অভঙ্গুরঃ (আমি নিত্য) অহম্ প্রশান্তঃ অহম্ অনন্তঃ অহম্ অমলঃ অহম্ চিরন্তনঃ (আমি প্রশান্ত, অনন্ত, নির্মল ও সনাতন [শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি]) ৪৮৯

আমি আসক্তিরহিত, আমি স্থূলদেহে অভিমানশূন্য, আমি লিঙ্গদেহে অভিমানহীন, আমি নিত্য, আমি প্রশান্ত, আমি অনন্ত, আমি নির্মল, আমি সনাতন। ৪৮৯

ব্রহ্মানুভূতির ফলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে 'আমি-বোধ' আমার চলিয়া গিয়াছে।

অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।
শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ॥ ৪৯০

অহম্ অকর্তা অহম্ অভোক্তা অহম্ অবিকারঃ অহম্ অক্রিয়ঃ (আমি কর্তা নই, আমি ভোক্তা নই, আমি নির্বিকার, আমি নিষ্ক্রিয়), অহং শুদ্ধ বোধস্বরূপঃ (আমি শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ) অহং কেবলঃ সদাশিবঃ (আমি বিশেষ রহিত এবং সর্বদা মঙ্গলময়)। ৪৯০

আমি কর্তা নই, আমি ভোক্তা নাই, আমি নির্বিকার, আমি নিষ্ক্রিয়। আমি শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, আমি নির্বিশেষ ও নিত্যমঙ্গলময়। ৪৯০

দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্বক্তুঃ কর্তুর্ভোক্তুর্বিভিন্ন এবাহম্।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা॥ ৪৯১

অহম্ দ্রষ্টুঃ শ্রোতুঃ বক্তুঃ কর্তুঃ ভোক্তুঃ (আমি দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্তা ও ভোক্তা হইতে) বিভিন্নঃ এব (অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন), [কিন্তু আমি] নিত্য-নিরন্তর-নিষ্ক্রিয়-নিঃসীম-অসঙ্গ-পূর্ণবোধ-আত্মা (নিত্য নিরন্তর নিষ্ক্রিয় নিঃসীম অসঙ্গ পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা)। ৪৯১

দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্তা ও ভোক্তা হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। কিন্তু আমি নিত্য, ভেদরহিত, ক্রিয়াশূন্য, সীমারহিত, অসঙ্গ, পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা। ৪৯১

নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯২

অহম্ ইদং ন (আমি 'ইহা' নহি) অহম্ ন অদঃ অপি (আমি 'তাহাও' নহি) [কিন্তু] অহম্ (আমি) উভয়োঃ অবভাসকং (ইহা পরলোক উভয়ের প্রকাশক) পরং শুদ্ধং বাহ্য অভ্যন্তর-শূন্যং পূর্ণং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম এব (কার্যকারণের অতীত, শুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য, পূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম)। ৪৯২

আমি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় কোন বস্তু নই, পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় কিছুও নই ; কিন্তু আমি উভয়ের (পরোক্ষাপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়সমূহের) প্রকাশক, কার্যকারণের অতীত, শুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরকল্পনাশূন্য, পূর্ণ ব্রহ্ম। ৪৯২

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯৩

অহম্ (আমি) নিরুপমম্ (উপমারহিত) অনাদি তত্ত্বং (আদিরহিত স্বরূপ), ত্বম্ অহম্ ইদম্ অদঃ ইতি কল্পনাদূরম্ (তুমি, আমি, ইহা, তাহা ইত্যাদি কল্পনাবর্জিত), নিত্য-আনন্দ-একরসং সত্যং অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম এব (নিত্য আনন্দ ও একরসস্বরূপ, সত্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র)। ৪৯৩

আমি উপমারহিত, আদিরহিত, 'তুমি আমি ইহা উহা' ইত্যাদি কল্পনাবিহীন নিত্য, আনন্দ এবং একরসস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ৪৯৩

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং
পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোঽহং নিরহং চ নির্মমঃ॥ ৪৯৪

অহং নারায়ণঃ (আমি নারায়ণ) অহং নরক-অন্তকঃ (আমি নরকাসুর নাশক শ্রীকৃষ্ণ) অহং পুর-অন্তকঃ (আমি ত্রিপুরাসুরবধকারী শিব) অহম্ ঈশঃ পুরুষঃ (আমি ঈশ্বর, আমি অন্তর্যামী পুরুষ) অহম্ অখণ্ডবোধঃ অশেষসাক্ষী (আমি নিত্যচেতন ও সকলের প্রকাশক), অহং নিরীশ্বরঃ (আমার কেহ নিয়ন্তা নাই), নিরহং নির্মমঃ চ (আমি অহংকার ও মমতাশূন্য)। ৪৯৪

আমি নারায়ণ, আমি নরকাসুরনাশক শ্রীকৃষ্ণ, আমি ত্রিপুরাসুর-বধকারী শিব, আমি ঈশ্বর, আমি অন্তর্যামী, আমি নিত্যচেতন ও সকলের প্রকাশক, আমার নিয়ন্তা কেহ নাই, আমার অহংকার নাই, আমার মমতাও নাই। ৪৯৪

সর্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো জ্ঞানাত্মনান্তর্বহিরাশ্রয় সন্।
ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্বং
যদ্‌যৎ পৃথগ্ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা॥ ৪৯৫

অহম্ এব (আমিই) জ্ঞান-আত্মনা (জ্ঞানস্বরূপে) অন্তঃ-বহিঃ-আশ্রয়ঃ সন্ (ভিতরের ও বাহিরের আশ্রয় হইয়া) সর্বেষু ভূতেষু সংস্থিতঃ (সকল ভূতের মধ্যে বিরাজমান)। পুরা (পূর্বে) যৎ যৎ (যাহা যাহা) ইদম্-তয়া পৃথক্ দৃষ্টম্ ('ইহা' বলিয়া পৃথক্‌রূপে দেখিয়াছিলাম) সর্বং ভোক্তা চ ভোগ্যং চ (সেই-সকল ভোক্তা ও ভোগ্য) স্বয়ম্ এব (আমি নিজেই)। ৪৯৫

আমিই সাক্ষিরূপে সকল স্থলে সকল অবস্থায় সর্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে বিরাজমান। (শুধু তাহাই কেন ?) পূর্বে (অজ্ঞান-অবস্থায়) যে সব-

কিছুকে আমা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তিরূপে দেখিতাম, সে-সকল ভোক্তা এবং ভোগ্য আমিই। ৪৯৫

ময্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুতবিভ্রমাৎ ॥ ৪৯৬

অখণ্ড-সুখ-অম্ভোধৌ ময়ি (অখণ্ড সুখসমুদ্রস্বরূপ আমাতে) মায়ামারুত-বিভ্রমাৎ (মায়ারূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে) বিশ্ববীচয়ঃ (ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গসমূহ) বহুধা (নানারূপে) উৎপদ্যন্তে (উৎপন্ন হয়), বিলীয়ন্তে (বিলীন হয়)। ৪৯৬

অখণ্ড সুখসমুদ্রস্বরূপ-আমাতে মায়ারূপ বায়ুপ্রবাহের ফলে নানারূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, সে সকল ব্রহ্মাণ্ড আবার আমাতেই বিলীন হয়। (শুদ্ধ-আত্মা আমি সর্বদা একরূপে বিরাজমান থাকি, মায়িক সৃষ্টি ও প্রলয় আমাতে কোন ক্ষোভ উৎপন্ন করিতে পারে না)। ৪৯৬

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমাদারোপিতা
নু স্ফুরণেন লোকৈঃ।
কালে যথা কল্পক-বৎসরায়ণর্ত্বাদয়ো নিষ্কলনির্বিকল্পে ॥ ৪৯৭

যথা (যেমন) কালে (ভেদরহিত অনন্তকালে) কল্পক-বৎসর-অয়ন-ঋতু-আদয়ঃ (কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু [এবং মাস, দিন, দণ্ড] প্রভৃতি) লোকৈঃ (অজ্ঞ লোকেদের দ্বারা) নু স্ফুরণেন (প্রতীতিবশতঃ) আরোপিতাঃ (আরোপিত হয়) [সেই প্রকারে] নিষ্কল-নির্বিকল্পে ময়ি (নিষ্কল নির্বিকল্প চিদাত্মা আমাতে) স্থূলাদিভাবাঃ (দেহেন্দ্রিয়াদি) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ) কল্পিতাঃ (আরোপিত হয়)। ৪৯৭

ভেদরহিত অনন্তকালে যেমন কল্প, বৎসর, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, ঋতু, (মাস, দিন) প্রভৃতি বাহ্যপ্রতীতিবশতঃ অজ্ঞব্যক্তিদের দ্বারা

আরোপিত হয়। (বস্তুতঃ কালের মধ্যে সে প্রকার কোন ভেদ নাই) সেই প্রকারে ভ্রমবশতঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহরূপ উপাধিসমূহ শুদ্ধ-আত্মা-আমাতে কল্পিত হয়। ৪৯৭

বিচারের ফলে স্থূল-সূক্ষ্মাদি দেহের কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মূঢ়ৈরতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৪৯৮

অতিদোষ-দূষিতৈঃ মূঢ়ৈঃ (অত্যন্তদোষযুক্ত মূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা) আরোপিতং (অজ্ঞানবশতঃ আরোপিত দোষ গুণ প্রভৃতি) আশ্রয়দূষকং ন ভবতি (অধিষ্ঠানকে যাহা নয় তাহা করিতে পারে না)। মরীচিকাবারি-মহাপ্রবাহঃ (মরীচিকায় দৃষ্ট জলের প্রবল স্রোত) উষরভূমিভাগং ন আর্দ্রীকরোতি (উষরভূমিকে আর্দ্র করিতে পারে না)। ৪৯৮

অবিদ্যা, কাম, লোভ প্রভৃতি বিশেষদোষযুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞানবশতঃ কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতে যে সকল দোষ বা গুণের আরোপ করিয়া থাকে, সেই সকল দোষ-গুণ সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে লিপ্ত করিতে পারে না। যেমন, মরীচিকায় দৃষ্ট প্রবল জলস্রোত মরুভূমিকে সিক্ত করিতে পার না। ৪৯৮

আকাশবল্লেপবিদূরগোঽহ-
মাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।
অহার্যবন্নিত্যবিনিশ্চলোঽহ-
মম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতোঽহম্ ॥ ৪৯৯

অহম্ আকাশবৎ-লেপবিদূরগঃ (আমি আকাশের ন্যায় মলিনতাবর্জিত) অহম্ আদিত্যবৎ-ভাস্যবিলক্ষণঃ (আমি আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ্য বস্তুসমূহ হইতে পৃথক্) অহম্ অহার্যবৎ বিনিশ্চলঃ (আমি পর্বতের ন্যায় নিশ্চল), অহম্ অম্ভোধিবৎ পারবিবর্জিতঃ (আমি সমুদ্রের ন্যায় অপার)। ৪৯৯

আকাশ যেমন মেঘ, ধূম, ধূলি প্রভৃতির দ্বারা লিপ্ত হয় না, আমিও সেইরূপে কিছুর দ্বারা লিপ্ত হইয়া মলিন হই না। সকল কিছুর প্রকাশক সূর্য যেমন সকল বস্তু হইতে পৃথক্, আমিও সেইরূপ অহংকার প্রভৃতি বিকারশীল বস্তুসমূহ হইতে পৃথক্। আমি পর্বতের ন্যায় নিশ্চল, আমি সমুদ্রের ন্যায় অপার। ৪৯৯

সমুদ্রের পার থাকিলেও লোক-দৃষ্টিতে ইহাকে অপার অনন্ত বলা হয়।

আত্মা স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন।

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ॥ ৫০০

বিহায়সঃ (আকাশের সহিত) মেঘেন ইব (মেঘের ন্যায়) মে দেহেন ন সম্বন্ধঃ (আমার দেহের সহিত সম্বন্ধ নাই)। অতঃ (অতএব) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তয়ঃ তৎ-ধর্মাঃ (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ [দেহের] ধর্মসকল) মে কুতঃ (আমার কোথা হইতে আসিবে)? ৫০০

মেঘের সহিত আকাশের যেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না, আমারও সেইরূপ দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অতএব জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ সূক্ষ্মদেহের ধর্মসমূহ আমাতে কোথা হইতে আসিবে? ৫০০

আত্মা সূক্ষ্মদেহ হইতেও পৃথক্।

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি
স এব কর্মাণি করোতি ভুংক্তে।

স এব জীর্যন্ ম্রিয়তে সদাহং
কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥ ৫০১

উপাধিঃ (সূক্ষ্মদেহ) আয়াতি (আসে—স্থূলদেহে), সঃ এব গচ্ছতি (সেই সূক্ষ্মদেহই প্রারব্ধভোগাবসানে দেহান্তরে নির্গমন করে), সঃ এব (সেই দেহই) কর্মাণি করোতি ভুংক্তে (ধর্মাধর্ম কর্মসমূহ করে ও তাহাদের ফলভোগ করে), সঃ এব জীর্যন্ ম্রিয়তে (সেই দেহই জরাদুঃখ ভোগ করিয়া মরণদুঃখ প্রাপ্ত হয়)। অহং (আমি) সদা (সর্বদা) কুলাদ্রিবৎ নিশ্চলঃ এব সংস্থিতঃ (আমি সর্বদা মেরুপর্বতের ন্যায় স্থির থাকি)। ৫০১

সূক্ষ্মদেহ জীবের জন্মের পূর্বে স্থূলদেহকে আশ্রয় করে, মরণকালে সেই সূক্ষ্মদেহই স্থূলদেহকে ত্যাগ করিয়া যায় ; সেই সূক্ষ্মদেহই স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম করে এবং কর্মের ফলভোগও করিয়া থাকে। স্থূল শরীরে জরা-দুঃখাদি ভোগকরতঃ সেই সূক্ষ্মশরীরই মরণদুঃখ অনুভব করে। আমি কিন্তু মেরুপর্বতের ন্যায় সর্বদা নিশ্চল। ৫০১

ন মে প্রবৃত্তি র্ন চ মে নিবৃত্তিঃ
সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।
একাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো
ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং নু চেষ্টতে ॥ ৫০২

সদা-একরূপস্য নিরংশকস্য মে (সর্বদা একরূপ নিরবয়ব আমার) প্রবৃত্তিঃ ন (প্রবৃত্তি নাই) নিবৃত্তিঃ চ ন (নিবৃত্তিও নাই)। যঃ ব্যোম-ইব একাত্মকঃ নিবিড়ঃ নিরন্তরঃ পূর্ণঃ (যে আকাশের ন্যায় এক, নিবিড়, নিরন্তর ও পূর্ণ) সঃ নু কথং চেষ্টতে (সে কি প্রকারে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয়) ? ৫০২

সর্বদা-একরূপ নিরবয়ব আমার কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি বা কিছু হইতে নিবৃত্তি হয় না। যে (ব্রহ্মবিৎ) নিজে আকাশের ন্যায় এক, ঘনীভূত,

ব্যবধানরহিত ও পূর্ণ,—সে আবার কি প্রকারে কোন কর্ম করিয়া থাকে ? ৫০২

দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পুণ্য ও পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধ আত্মার পাপপুণ্য কিছুই নাই।

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য
নিশ্চেতসো নির্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।
কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতে-
র্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ॥ ৫০৩

নিরিন্দ্রিয়স্য নিশ্চেতসঃ নির্বিকৃতেঃ নিরাকৃতেঃ অখণ্ডসুখানুভূতেঃ মম (ইন্দ্রিয়রহিত, মনঃরহিত, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্যানন্দস্বরূপ আমার) পুণ্যানি পাপানি কুতঃ (পুণ্য ও পাপসমূহ কোথা হইতে আসিবে)? শ্রুতিঃ অপি হি ব্রূতে (শ্রুতি ও বলেন), 'অনন্বাগতম্' ইতি (অস্পৃষ্ট ইত্যাদি)। ৫০৩

নিরিন্দ্রিয় মনঃরহিত নির্বিকার নিরাকার অখণ্ডসুখানুভবস্বরূপ আমার পুণ্য বা পাপ কোথা হইতে আসিবে? 'অনন্বাগতম্' ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। ৫০৩

"অনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন" বৃ ৪।৩।২২ "(সুষুপ্ত অবস্থায় আত্মা) পুণ্যের সহিত অসংবদ্ধ এবং পাপের সহিত অসংস্পৃষ্ট।"

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুঃষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্॥ ৫০৪

ছায়য়া (পুরুষের দেহের ছায়ার সহিত) স্পৃষ্টং (স্পর্শযুক্ত) যৎকিঞ্চিৎ (যে কিছু) উষ্ণং বা শীতং বা (উষ্ণ পদার্থ বা শীতল পদার্থ) সুষ্ঠু বা দুঃষ্ঠু বা (প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু) তৎবিলক্ষণং পুরুষং (ছায়া হইতে ভিন্ন পুরুষকে) ন স্পৃশতি এব (অবশ্যই স্পর্শ করে না) ৫০৪

কোনো পুরুষের ছায়া উষ্ণ বা শীতল প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর উপর পতিত হইলেও সেই পুরুষ ঐ সকল বস্তুর দ্বারা কখনও স্পৃষ্ট হন না। ৫০৪

পাপ পুণ্যের অনুভূতি চিদাভাস-জীবের হইয়া থাকে। চিদাত্মাকে সে সকল স্পর্শ করে না।

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৫

বিলক্ষণম্ অবিকারম্ উদাসীনং সাক্ষিণং (ভিন্ন, অবিকারী ও উদাসীন সাক্ষীকে) সাক্ষ্যধর্মাঃ (প্রকাশ্য অহংকারাদির দোষগুণ) ন সংস্পৃশন্তি (স্পর্শ করিতে পারে না), প্রদীপবৎ গৃহধর্মাঃ (প্রদীপকে যেমন গৃহের দোষগুণ স্পর্শ করে না।) ৫০৫

গৃহের দোষগুণ যেমন সেই গৃহের প্রকাশক প্রদীপকে স্পর্শ করে না, তেমন দৃষ্ট বস্তুসমূহের দোষগুণ সেই সকল বস্তু হইতে ভিন্ন অবিকারী উদাসীন দ্রষ্টাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৫০৫

রবের্যথা কর্মণি সাক্ষিভাবো বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিত-বস্তু-সঙ্গস্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৬

যথা (যেমন) রবেঃ (সূর্যের) কর্মণি (জগতে অনুষ্ঠিত সকল কর্মের) সাক্ষিভাবঃ (সাক্ষিত্বমাত্র), যথা (যেমন) বহ্নেঃ (অগ্নির) দাহনিয়ামকত্বম্ (দাহ করা মাত্র কাজ), যথা (যেমন) রজ্জোঃ (রজ্জুর) আরোপিত-বস্তু-সঙ্গঃ (আরোপিত বস্তুর সংগে লিপ্ততা), তথা এব (সেই প্রকারই) কূটস্থ-চিদাত্মনঃ মে (কূটস্থ চিদাত্মা আমার [বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ]) ৫০৬

সূর্য যেমন জগতে অনুষ্ঠিত সকল কর্মের সাক্ষিমাত্ররূপে বিরাজমান থাকেন, সে সকল কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না; অগ্নি যেমন অপবিত্র-পবিত্রনির্বিশেষে সকল বস্তুকে দগ্ধ করিয়া নির্বিকার থাকেন; দ্রষ্টার

যথার্থ-দর্শনসামর্থ্যের অভাববশতঃ রজ্জুতে আরোপিত সর্পপ্রভৃতির সহিত রজ্জুর যতটা সংস্রব হয় (বস্তুতঃ কিছুমাত্র হয় না), কূটস্থ-চিদাত্মা আমার বিষয়ের সহিত ততটুকু সম্বন্ধ (অর্থাৎ বিষয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই)। ৫০৬

আত্মা সূর্যের ন্যায় সাক্ষী, অগ্নির ন্যায় নির্বিকার। বুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত কোনও কর্মের সহিত আত্মা লিপ্ত হন না।

কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং
ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং
সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা॥ ৫০৭

অহং (আমি) কর্তা অপি বা কারয়িতা অপি ন (কর্তাও নই, কারয়িতাও নই), অহং ভোক্তা অপি বা ভোজয়িতা অপি ন (আমি ভোক্তাও নই, ভোজয়িতাও নই), অহং দ্রষ্টা অপি বা দর্শয়িতা অপি ন (আমি দ্রষ্টাও নই, দর্শয়িতাও নই), অহং (আমি) অনীদৃক্ (অনির্দ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়ের অগোচর) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশক) সঃ আত্মা (সেই আত্মা)। ৫০৭

আমি কর্তাও নই কারয়িতা ও নই, আমি ভোক্তাও নই ভোজয়িতাও নই, আমি দ্রষ্টাও নই দর্শয়িতাও নই ; কিন্তু আমি অতুলনীয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) স্বয়ংজ্যোতি সেই শুদ্ধ আত্মা। ৫০৭

চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্যমৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্‌বিনিষ্ক্রিয়ং
কর্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি॥ ৫০৮

[যে প্রকারে] মূঢ়ধিয়ঃ (মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ) উপাধৌ চলতি (জলপ্রভৃতি উপাধি চঞ্চল হইলে) ঔপাধিকং প্রতিবিম্বলৌল্যং (উপাধিতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য)

নয়ন্তি (বিম্বভূত সূর্যাদিতে আরোপ করে) [সেই প্রকারে তাহারা বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির গুণ] রবিবৎ বিনিষ্ক্রিয়ং (সূর্যের ন্যায় নিশ্চল) স্ববিম্বভূতং (স্বীয় বিম্বস্বরূপ) [আত্মায় আরোপ করিয়া] কর্তা অস্মি (আমি কর্তা) ভোক্তা অস্মি (আমি ভোক্তা) হা হতঃ অস্মি (হায়, আমি নিহত হইলাম) ইতি (এই প্রকার মনে করে)। ৫০৮

জল-প্রভৃতি-উপাধি চঞ্চল হইলে সেই সকল উপাধিতে প্রতিফলিত সূর্যের প্রতিবিম্বকেও চঞ্চল দেখায়; কিন্তু এই প্রতিবিম্বের চাঞ্চল্য দেখিয়া অজ্ঞব্যক্তিগণ নিশ্চল সূর্যকে চঞ্চল বলিয়া মনে করে। এই প্রকারে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির গুণ আত্মায় আরোপ করিয়া 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, হায় আমি নিহত হইলাম' ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে। ৫০৮

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্মৈর্ঘটধর্মৈর্নভো যথা॥ ৫০৯

এষঃ জড়-আত্মকঃ (এই স্থূল জড় দেহ) জলে বা অপি স্থলে বা অপি (জলে অথবা স্থলে যেখানেই কেননা) লুঠতু (পতিত [মৃত হইয়া] হউক) অহং (শুদ্ধ আত্মা আমি) তৎ-ধর্মৈঃ (দেহের বা বিশেষ বিশেষ জলস্থলের দোষগুণে) ন বিলিপ্যে (লিপ্ত হই না) যথা নভঃ ঘটধর্মৈঃ (যেমন আকাশ ঘটের আকার, দোষ, গুণ ইত্যাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না)। ৫০৯

এই জড়দেহ জলে বা স্থলে যেখানেই পতিত হউক না কেন, সেই সকল স্থানের বা দেহের দোষে বা গুণে শুদ্ধস্বরূপ-আমি লিপ্ত হই না; আকাশ যেমন ঘটের দোষগুণের দ্বারা লিপ্ত হয় না। ৫০৯

দেহাভিমান যখন চলিয়া যায় তখন মরণ গঙ্গাতীরেই হউক বা কোন অপবিত্র স্থানে হউক, কিছু আসে যায় না।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা-জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্বিকল্পা নতু সন্তি বস্তুতঃ স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি
কেবলেঽদ্বয়ে ॥ ৫১০

কেবলে অদ্বয়ে পরে ব্রহ্মণি স্বস্মিন্ (কেবল অদ্বয় পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে) কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-খলত্ব-মত্ততা-জড়ত্ব-বদ্ধত্ব-বিমুক্ততাদয়ঃ (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলতা, মত্ততা, জড়তা, নিজেকে বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া বোধ প্রভৃতি) বুদ্ধেঃ বিকল্পাঃ (বুদ্ধির কল্পনাসমূহ) বস্তুতঃ ন তু সন্তি (যথার্থতঃ অবশ্যই নাই)। ৫১০

কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব খলতা মত্ততা জড়তা, বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া অভিমান, প্রভৃতি বুদ্ধির কল্পনাসমূহ কেবল-অদ্বয়-পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে বস্তুতঃ কখনই নাই। ৫১০

এই সকল অন্তঃকরণধর্ম অজ্ঞানবশতঃ আত্মায় আরোপিত হয়।

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি।
কিং মে অসংগচিতস্তৈর্ন ঘনঃ ক্বচিদম্বরং স্পৃশতি ॥ ৫১১

প্রকৃতেঃ বিকারাঃ (প্রকৃতির বিকারসমূহ) দশধা শতধা সহস্রধা বা অপি সন্তু (দশ প্রকার, শত প্রকার বা সহস্রপ্রকার হউক না কেন), তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) অসংগ-চিতঃ মে (সংগরহিত ও চৈতন্যস্বরূপ আমার) কিং (কী বা আসে যায়)? ঘনঃ (মেঘ) ক্বচিৎ (কখনও) অম্বরং (আকাশকে) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করিয়া মলিন করিতে পারে না)। ৫১১

প্রকৃতির বিকারসমূহ দশ, শত বা সহস্র প্রকারের (অর্থাৎ অসংখ্য) হউক না কেন, সে সকলের দ্বারা সংগরহিত চৈতন্যস্বরূপ আমার কী আসে যায়? মেঘ (যতই গাঢ়, পরিমাণে যতই প্রচুর হউক না কেন) কখনও আকাশকে স্পর্শের দ্বারা মলিন করিতে পারে না। ৫১১

অব্যক্তাদি-স্থূলপর্যন্তমেতদ্ বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৫১২

যত্র (যাহাতে) অব্যক্তাদি-স্থূলপর্যন্তম্ (অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থূল দেহ পর্যন্ত) এতৎ বিশ্বং (এই জগৎ) আভাসমাত্রং প্রতীতম্ (মাত্র মিথ্যাপ্রতীতিরূপে প্রকাশ পায়) যৎ (যাহা) ব্যোমপ্রখ্যং (আকাশ-সদৃশ) সূক্ষ্মম্ আদি-অন্তহীনং অদ্বৈতং ব্রহ্ম (সূক্ষ্ম, আদি-অন্তহীন, অদ্বৈত ব্রহ্ম) অহম্ তৎ এব অস্মি (আমি তাহাই)। ৫১২

যাহাতে অব্যক্তপ্রকৃতি হইতে স্থূলদেহ পর্যন্ত এই বিশ্ব মিথ্যা-প্রতীতিমাত্ররূপে দৃষ্ট হয়, যাহা আকাশসদৃশ, সূক্ষ্ম, আদি-অন্তহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম, তাহা আমিই। ৫১২

জগতের বাস্তব সত্তা নাই, অজ্ঞানবশতঃ ইহার প্রতীতি হয়।

সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি ॥৫১৩

যৎ (যাহা) সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং সর্বাকারং সর্বগং সর্বশূন্যম্ নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিকল্পং অদ্বৈতং ব্রহ্ম (জগতের অধিষ্ঠান, সর্ববস্তু-প্রকাশক, উপাধিভেদে সর্ববস্তুরূপে বিরাজমান, পরিপূর্ণ, সকল দ্বৈতশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প, অদ্বৈত ব্রহ্ম) অহম্ তৎ এব অস্মি (আমি তাহাই)। ৫১৩

জগতের অধিষ্ঠান, সর্ববস্তুপ্রকাশক, উপাধিভেদে সর্ববস্তুরূপে বিরাজমান, সর্বদ্বৈতশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল, নির্বিকল্প অদ্বৈত যে ব্রহ্ম আছেন, আমি তাহা হইতে অভিন্ন। ৫১৩

যৎ প্রত্যস্তাশেষমায়াবিশেষং প্রত্যগ্‌রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্তমানন্দরূপং ব্রহ্মাদ্বৈতং যৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৪

যৎ (যাহা) প্রত্যস্ত-অশেষমায়াবিশেষং (সর্ববিধ মায়াবিকাররহিত) প্রত্যক্-রূপং (সকল জীবে প্রত্যগাত্মারূপে বিরাজমান) প্রত্যয়-অগম্যমানম্ (বুদ্ধিবৃত্তির অবিষয়) সত্য-জ্ঞান-অনন্তম্ আনন্দরূপং (সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দরূপ) যৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম (যাহা অদ্বৈত ব্রহ্ম) অহম্ তৎ এব অস্মি। ৫১৪

যাহা সর্ববিধ মায়াবিকাররহিত, যাহা সকল জীবে আত্মরূপে বিদ্যমান, যাহা বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হয় না, যাহা সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ এবং দেশ কাল বা বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহা আনন্দস্বরূপ-অদ্বৈত-ব্রহ্ম আমি তাহাই। ৫১৪

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। সৃজন-পালন-সংহার-সামর্থ্য প্রভৃতি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ হইতে স্বরূপলক্ষণের পার্থক্য অনুধাবন করিতে হইবে।

নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ।
নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ॥ ৫১৫

[আমি] নিষ্ক্রিয়ঃ অস্মি (ক্রিয়াহীন) অবিকারঃ অস্মি (অবিকারী) নিষ্কলঃ নিরাকৃতিঃ অস্মি (অংশবিহীন ও নিরাকার) নির্বিকল্পঃ অস্মি (সংকল্পরহিত) নিত্যঃ অস্মি (নিত্য) নিরালম্বঃ নির্দ্বয়ঃ অস্মি (নিরাশ্রয় ও দ্বিতীয়রহিত)। ৫১৫

আমি ক্রিয়াহীন, আমি বিকাররহিত, আমি অংশবিহীন ও নিরাকার, আমি সংকল্পরহিত, আমি নিত্য, আমি নিরাশ্রয় ও দ্বিতীয়রহিত। ৫১৫

যে আত্মা সবকিছুর আশ্রয়, তাহা অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষা রাখে না।

সর্বাত্মকোঽহং সর্বোঽহং সর্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরঃ॥ ৫১৬

অহং সর্বাত্মকঃ (আমি সর্বাত্মক) অহং সর্বঃ (আমি সর্ব) অহম্ সর্বাতীতঃ অদ্বয়ঃ (আমি সর্বাতীত ও অদ্বয়) অহম্ কেবল-অখণ্ড-বোধঃ (আমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ), অহং আনন্দঃ নিরন্তরঃ (আমি আনন্দরূপ ও ভেদরহিত)। ৫১৬

আমি সর্বাত্মক, আমি সর্ব (দ্বিতীয়-প্রতীতিরহিত), আমি সর্বাতীত ও অদ্বয়, আমি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, আমি আনন্দরূপ ও ভেদরহিত। ৫১৬

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।
প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে নমো নমোস্তেঽস্তু
পুনর্নমোঽস্তু ॥ ৫১৭

এষা (এই) স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-বিভূতিঃ (ব্রহ্মানন্দরূপ ঐশ্বর্য) ভবৎকৃপা-শ্রীমহিম-প্রসাদাৎ (আপনার অনুগ্রহে) ময়া প্রাপ্তা (আমি পাইয়াছি)। মহাত্মনে শ্রীগুরবে তে (হে মহাত্মা শ্রীগুরু, আপনাকে) নমঃ নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) পুনঃ নমঃ অস্তু (আবার আপনাকে নমস্কার করি)। ৫১৭

আপনার অনুগ্রহে এই ব্রহ্মানন্দরূপ ঐশ্বর্য আমি লাভ করিলাম। হে মহাত্মা শ্রীগুরুদেব, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার, আপনাকে আবার নমস্কার করি। ৫১৭

স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-বিভূতিঃ=স্বীয়রূপে যিনি বিরাজমান থাকেন, তিনিই স্বরাট্। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই স্বরাট্। স্বরাট্ ব্যক্তির ভাব স্বারাজ্য। এই স্বারাজ্য সাম্রাজ্যের সহিত তুলনীয়। ব্রহ্মানন্দই স্বারাজ্য-সাম্রাজ্যের বিভূতি বা ঐশ্বর্য।

ভবৎকৃপা-শ্রীমহিমপ্রসাদাৎ=আপনার কৃপারূপ ঐশ্বর্যের যে মাহাত্ম্য তাহার প্রভাবে।

মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্ মামসি গুরো ॥ ৫১৮

গুরো (হে গুরুদেব) মায়াকৃত-জনি-জরা-মৃত্যু-গহনে (মায়া হইতে উৎপন্ন জন্ম-জরা-মৃত্যুরূপ-অরণ্যে) মহাস্বপ্নে ভ্রমন্তং (মহাস্বপ্নের মধ্যে ভ্রমণশীল) অনুদিনং (দিনের পর

দিন) বহুলতরতাপৈঃ (বহু দুঃখের দ্বারা) ক্লিশ্যন্তং (ক্লিষ্ট) অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতং (অহংকাররূপ ব্যাঘ্রের দ্বারা পীড়িত) ইমম্ মাম্ (এই আমাকে) অত্যন্তকৃপয়া (একান্ত করুণার বশে) পরমপ্রস্বাপাৎ (প্রগাঢ় নিদ্রা হইতে) প্রবোধ্য (জাগরিত করিয়া) অবিতবান্ (রক্ষা করিয়াছেন)। ৫১৮

হে গুরুদেব, আমি মায়াহইতে উৎপন্ন জন্মজরামৃত্যুরূপ-অরণ্যে মহাস্বপ্নের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্বদা বহুদুঃখের দ্বারা ক্লিষ্ট এবং অহংকাররূপ-ব্যাঘ্রের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছিলাম। এইরূপ-আমাকে আপনি একান্ত করুণার বশে প্রগাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। ৫১৮

নমস্তস্মৈ সদৈকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ।
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে॥ ৫১৯

গুরুরাজ (হে গুরুরাজ), যৎ (যাহা—যে তেজঃ) এতৎ বিশ্বরূপেণ রাজতে (এই বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে) কস্মৈচিৎ মহসে (সেই এক অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপ) সদা একস্মৈ (সর্বদা একরূপ) তস্মৈ তে নমঃ (সেই আপনাকে নমস্কার)। ৫১৯

হে গুরুরাজ, যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই এক অনির্বচনীয় তেজঃস্বরূপ সর্বদা-একরূপ আপনাকে নমস্কার করি। ৫১৯

উপদেশের উপসংহার—

ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্যং সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং স দেশিকেন্দ্রঃ পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা॥ ৫২০

সমধিগত-আত্মসুখং (আত্মানন্দপ্রাপ্ত) প্রবুদ্ধতত্ত্বম্ (ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ) প্রমুদিতহৃদয়ং (প্রসন্নচিত্ত) শিষ্যবর্যং (শিষ্যশ্রেষ্ঠকে) ইতি নতম্ অবলোক্য (এই প্রকারে প্রণত দেখিয়া) সঃ দেশিকেন্দ্রঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা সদ্গুরু) পুনঃ ইদং পরং বচঃ আহ (পুনরায় এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন)। ৫২০

আত্মানন্দপ্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ প্রসন্নচিত্ত শিষ্যশ্রেষ্ঠকে এইপ্রকারে প্রণত দেখিয়া সেই মহাত্মা সদ্‌গুরু পুনরায় নিম্নলিখিতরূপ উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন। ৫২০

ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জগদতো ব্রহ্মৈব তৎ সর্বতঃ
পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যদবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে
তদ্‌বদ্‌ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্‌॥ ৫২১

সর্বাসু অবস্থাসু অপি (জাগ্রদাদি সকল অবস্থাতেই) জগৎ ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততিঃ (জগৎ ব্রহ্মপ্রতীতির প্রবাহ), অতঃ (অতএব) সর্বতঃ (সর্বপ্রকারে) তৎ (জগৎ) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মমাত্র); [ইহা] অধ্যাত্মদৃশা (অধ্যাত্মদৃষ্টিসহায়ে) প্রশান্তমনসা (প্রশান্তচিত্তে) পশ্য (দর্শন কর), অভিতঃ (সর্বপ্রকারে) অবেক্ষিতং (দৃষ্ট [অজ্ঞব্যক্তির দ্বারা]) রূপাৎ অন্যৎ কিং (রূপ হইতে ভিন্ন আর কি-ই বা) চক্ষুষ্মতাং (যথার্থ চক্ষুষ্মান্‌ ব্যক্তিদের দ্বারা দৃষ্ট হয়) ? তৎ বৎ (সেইপ্রকারে) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মবিদের নিকট) সতঃ অপরং কিং (সৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কী বস্তু) বুদ্ধেঃ বিহারাস্পদম্‌ (বুদ্ধির বিহারস্থল হইতে পারে) ? ৫২১

সকল অবস্থাতেই এই জগৎ (সত্তানুবিদ্ধ বলিয়া) ব্রহ্মপ্রতীতির প্রবাহমাত্র ; অতএব সর্বপ্রকারে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা অধ্যাত্ম-দৃষ্টিসহায়ে (সর্বত্র আত্মবুদ্ধি-অবলম্বনে) প্রশান্তচিত্তে দর্শন (অনুভব) কর। সর্বত্র যাহা দৃষ্ট হয় তাহা যথার্থ-দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট কেবলমাত্র রূপ-হইতে-ভিন্ন আর কী হইতে পারে ? সেইপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি ব্রহ্মহইতে ভিন্ন অপর কোন্‌ বস্তুতে বিচরণ করিতে পারে ? ৫২১

চক্ষুর ধর্ম রূপদর্শন ; আর মনের স্বভাব সেই রূপে বিশেষ বিশেষ গুণ সংযুক্ত করিয়া দেখা। বস্তুবিশেষের রূপ বিজ্ঞব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত

হইলে তিনি সেই রূপ বা আকার মাত্র দর্শন করেন ; সেই বস্তুর গুণাদির বিষয় চিন্তা করিয়া চঞ্চল এবং বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হন না। কিন্তু মূঢ়ব্যক্তি চক্ষুর দ্বারা কোন বিষয়ের রূপদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অশুদ্ধ মনের প্রভাবে চঞ্চল ও বিষয়ান্তরে চালিত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মব্যতীত বিষয়ান্তরের প্রত্যয়ই অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার নিকট জগৎও নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রহ্মপ্রত্যয়রূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম-ভিন্ন দ্বিতীয় জগতের অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেন না।

কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিমুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং
ক ইচ্ছেৎ ॥ ৫২২

তাং (সেই) পর-আনন্দ-রস-অনুভূতিং (আত্মানন্দরসানুভব) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) কঃ বিদ্বান্ (কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) শূন্যেষু (মিথ্যা বিষয়ে) রমেত (আসক্ত হয়)? মহাহ্লাদিনি চন্দ্রে দীপ্যমানে (পরমানন্দদায়ক চন্দ্র প্রকাশমান হইলে) চিত্র-ইন্দুম্ আলোকয়িতুং (চিত্রে অঙ্কিত চন্দ্র দেখিতে) কঃ ইচ্ছেৎ (কে আর ইচ্ছা করে)? ৫২২

কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মানন্দরসাস্বাদ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা বিষয়ে আসক্ত হইবে? পরমানন্দদায়ক চন্দ্র স্বয়ং আকাশে যখন উদিত থাকে, তখন সেই চন্দ্রকে না দেখিয়া চিত্রে অঙ্কিত চন্দ্র দেখিতে কে আর ইচ্ছা করিবে? ৫২২

অসৎ পদার্থানুভবেন কিঞ্চিন্নহ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৫২৩

অসৎপদার্থ-অনুভবেন (মিথ্যা বিষয়ভোগের দ্বারা) কিঞ্চিৎ তৃপ্তিঃ (কিছুমাত্র তৃপ্তি) নহি অস্তি (অবশ্যই হয় না), দুঃখহানিঃ চ ন (দুঃখহানিও হয় না)। তৎ (অতএব)

অদ্বয়-আনন্দরস-অনুভূত্যা (অদ্বয় ব্রহ্মানন্দরসের অনুভব দ্বারা) তৃপ্তঃ (তৃপ্ত হইয়া) তৎ-আত্মনিষ্ঠয়া (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার জ্ঞানে সমাহিত থাকিয়া) সুখং তিষ্ঠ (সুখে অবস্থান কর)। ৫২৩

মিথ্যা-বিষয়ভোগে কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ হয় না, তাহার দ্বারা দুঃখেরও নাশ হয় না। অতএব অদ্বয়-ব্রহ্মানন্দ-রসানুভূতি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া সৎস্বরূপ আত্মায় সমাহিত হও এবং সুখে (বিক্ষেপশূন্য অবস্থায়) অবস্থান কর। ৫২৩

স্বমেব সর্বথা পশ্যন্ মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে ॥ ৫২৪

মহামতে (হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য) স্বম্ অদ্বয়ম্ মন্যমানঃ (আত্মা অদ্বিতীয় ইহা নিশ্চয় করিয়া) সর্বথা (সর্বপ্রকারে) স্বম্ এব পশ্যন্ (কেবল মাত্র আত্মাকে দর্শন করিয়া) স্ব-আনন্দম্ অনুভুঞ্জানঃ (আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া) কালং নয় (জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন কর)। ৫২৪

হে বুদ্ধিমান্ শিষ্য, 'আমি অদ্বিতীয় আত্মা' এই প্রকার নিশ্চয়ের দ্বারা সর্বপ্রকারে কেবলমাত্র আত্মাকে দর্শন করিয়া এবং আত্মানন্দ উপভোগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন কর। ৫২৪

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্বিকল্পে বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্ ॥ ৫২৫

অখণ্ড-বোধ-আত্মনি নির্বিকল্পে (নির্বিকল্প-অখণ্ড বোধ-স্বরূপ আত্মায়) বিকল্পনং (ভেদকল্পনা) ব্যোম্নি (আকাশে) পুর-প্রকল্পনম্ (নগর কল্পনার সদৃশ)। তৎ (অতএব) সদা (সর্বদা) অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা (অদ্বয় আনন্দময় স্বরূপে) পরাং শান্তিম্ এত্য (পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া) মৌনং ভজস্ব (মৌন অবলম্বন কর)। ৫২৫

নির্বিকল্প ও অখণ্ডবোধস্বরূপ আত্মায় ভেদকল্পনা আকাশে নগর-কল্পনার ন্যায় অলীক। অতএব সর্বদা অদ্বয় আনন্দময় স্বরূপে পরমাশান্তি প্রাপ্ত হইয়া মৌন-অবলম্বনে (দ্রষ্টারূপে) অবস্থান কর। ৫২৫

এখানে মৌন অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইতেছে না। ভেদদৃষ্টির অভাব হইলে চিত্ত স্বতই সমাহিত থাকিবে।

তুষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তির্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্॥ ৫২৬

ব্রহ্মবিদঃ মহাত্মনঃ (ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার) অসৎকল্প-বিকল্প-হেতোঃ বুদ্ধেঃ (মিথ্যা কল্পনার হেতুভূতা বুদ্ধির) ব্রহ্মাত্মনা তুষ্ণীম্ অবস্থা (চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে লয়ের অবস্থা) পরমা উপশান্তিঃ (পরমা শান্তির অবস্থা), যত্র (যে অবস্থায়) নিরন্তরম্ (অনুক্ষণ) অদ্বয়-আনন্দ-সুখম্ (অদ্বয় আনন্দের অনুভূতি [হয়]) ॥ ৫২৬

মিথ্যাকল্পনার হেতুভূত বুদ্ধি যে অবস্থায় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার সেই অবস্থায় পরম-শান্তি প্রাপ্তি হয়। সেই অবস্থায় নিরন্তর অদ্বয় আনন্দের অনুভূতি হয়। ৫২৬

দ্বৈতবিস্মৃতির ফলে বিক্ষেপ দূরে চলিয়া যায়, ভিতরে বা বাহিরে অনাত্মবস্তুর প্রত্যয় আর হয় না।

নাস্তি নির্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ॥ ৫২৭

বিজ্ঞাত-আত্মস্বরূপস্য স্ব-আনন্দরস-পায়িনঃ (যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন, যিনি আত্মানন্দ-রসপানে রত, তাঁহার পক্ষে) নির্বাসনাৎ মৌনাৎ (বাসনারহিত বিষয়বিরতি হইতে) পরং (অন্য) উত্তমম্ সুখকৃৎ ন অস্তি (উত্তম সুখদায়ক কিছু নাই)। ৫২৭

যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন, যিনি আত্মানন্দ-রসপানে রত, তাঁহার পক্ষে বাসনারহিত-মৌন-অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম-সুখদায়ক আর কিছুই নাই। ৫২৭

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫২৮

আত্মারামঃ বিদ্বান্ মুনিঃ (আত্মতৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ মুনি) গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ উপবিশন্ শয়ানঃ বা (কোনও স্থানে গিয়া, যে কোনও স্থলে অবস্থান, উপবেশন বা শয়ন করিয়া) অন্যথা অপি বা (বা অন্য কিছু করিয়া) সদা যথা-ইচ্ছয়া বসেৎ (সর্বদা স্বীয় ইচ্ছানুসারে আচরণ করেন)। ৫২৮

আত্মতৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ মুনি যথা-ইচ্ছা গমন, অবস্থান, উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকেন। অথবা অন্য (বন্দনাদি) কর্মও তিনি সর্বদা স্বীয় ইচ্ছানুরূপ অনুষ্ঠান করেন। ৫২৮

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ লৌকিক সকল বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া যান। তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন, নিরংকুশ।

ন দেশকালাসনদিগ্‌যমাদি-লক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ।
সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যপেক্ষা॥ ৫২৯

প্রতিবদ্ধবৃত্তেঃ (যাঁহার চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়াছে) সংসিদ্ধতত্ত্বস্য (যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন) মহাত্মনঃ (এই রূপ মহাত্মার পক্ষে) দেশ-কাল-আসন-দিক্-যম-আদি-লক্ষ্য-আদি-অপেক্ষা ন (দেশ, কাল, আসন, দিক্, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি বা স্থূল বা সূক্ষ্ম লক্ষ্যে চিত্তের ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি বিষয়ের অপেক্ষা থাকে না)। স্ব-বেদনে (আত্মস্বরূপ অবগতির জন্য) নিয়মাদি-অপেক্ষা কা (নিয়মাদির অপেক্ষা কোথায় থাকে)? ৫২৯

যাঁহার চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়াছে, যিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন, সেইরূপ মহাপুরুষের পক্ষে দেশ কাল আসন দিক্, ইন্দ্রিয়সংযমাদির বা

ধ্যান ধারণা প্রভৃতি বিষয়ের অপেক্ষা থাকে না। স্বস্বরূপ-অবগতির জন্য কোনও নিয়মাদির প্রয়োজন দেখা যায় না। ৫২৯

সাধকের জন্য নানা বিধিনিষেধের প্রয়োজন। সিদ্ধ ব্যক্তি সে সকলের ঊর্ধ্বে চলিয়া যান। ভেদজ্ঞান না থাকায় তাঁহার বিধিনিষেধের কল্পনাও থাকে না।

ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোন্ববেক্ষ্যতে।
বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ॥ ৫৩০

যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ (যাহা থাকিলে পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়) [সেই] প্রমাণ-সুষ্ঠুত্বং বিনা (চক্ষুরাদি প্রমাণের দোষশূন্যতা ব্যতীত) অয়ম্ ঘটঃ ইতি বিজ্ঞাতুং ('এইটি ঘট' ইহা জানার জন্য) কঃ নু নিয়মঃ অবেক্ষ্যতে (অন্য কোন্ নিয়মের অপেক্ষা করিতে হয়)? ৫৩০

যাহা থাকিলে পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়—তাহা হইল চক্ষুরাদি-প্রমাণের দোষশূন্যতা। একটা ঘটকে "ইহা ঘট" এই প্রকারে জানার জন্য প্রমাণের সুষ্ঠুত্ব (দর্শনের ব্যাপারে চক্ষুর পটুতা) ব্যতীত আর কোন্ নিয়মের অপেক্ষা করিতে হয়? ৫৩০

বস্তুর জ্ঞানের জন্য একমাত্র প্রয়োজন প্রমাণের দোষশূন্যতা।

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।
ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে॥ ৫৩১

অয়ম্ নিত্যসিদ্ধঃ আত্মা (এই নিত্যসিদ্ধ আত্মা) প্রমাণে সতি (প্রমাণ উপস্থিত হইলে) ভাসতে (প্রকাশিত হয়), ন দেশং ন অপি বা কালং ন শুদ্ধিং অপি বা অপেক্ষতে (দেশের অথবা কালের কিংবা শুদ্ধির অপেক্ষা করে না)। ৫৩১

[এই প্রকারে] এই নিত্যসিদ্ধ আত্মা প্রকাশিত হওয়ার জন্য পবিত্র স্থান, শুভ মুহূর্ত অথবা গঙ্গাস্নানাদি দেহের শুদ্ধিজনক ক্রিয়ার অপেক্ষা

করেন না; কিন্তু যথাযথ প্রমাণ উপস্থিত হইলে (অপরোক্ষানুভূতি হইলে) প্রকাশিত হন। ৫৩১

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ হইতে মহাবাক্যসমূহের অর্থের যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানই আত্মানুভবের প্রমাণ। এই প্রমাণের সহায়ে আত্মা প্রকাশিত হন।

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্‌বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্‌বদ্‌ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥ ৫৩২

অহম্ দেবদত্তঃ ইতি (আমি দেবদত্ত) এতৎ বিজ্ঞানং (এই জ্ঞান) নিরপেক্ষকম্ (অন্য কিছুর [দেশকালাদির] অপেক্ষা করে না), তৎ বৎ (সেই প্রকার) অস্য ব্রহ্মবিদঃ অপি (এই ব্রহ্মজ্ঞেরও) অহম্ ব্রহ্ম ইতি বেদনম্ ('আমি ব্রহ্ম' এই অনুভব) [অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না]। ৫৩২

"আমি দেবদত্ত" এই বোধ কোনও দেশকালাদির অপেক্ষা করে না। সেই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে 'আমি ব্রহ্ম' এই অনুভবের জন্যও কোন বিশেষ দেশকালাদির প্রয়োজন হয় না। ৫৩২

'আমি অমুক' ইহা প্রত্যেক জাগ্রত ব্যক্তির নিকট স্বতঃসিদ্ধ; ইহা অনুভবের জন্য দেশ কাল নিয়ম আসনাদির প্রয়োজন হয় না।

ভানুনেব জগৎ সর্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসৎ তুচ্ছং কিং নু তস্যাবভাসকম্॥ ৫৩৩

ভানুনা ইব (সূর্যের ন্যায়) যস্য তেজসা (যাঁহার তেজে) অনাত্মকম্ অসৎ তুচ্ছং সর্বং জগৎ ভাসতে (অনাত্মক, অসৎ ও তুচ্ছ সকল জগৎ প্রকাশিত হয়) তস্য অবভাসকং কিং নু (তাহার প্রকাশক আর কী থাকিতে পারে)? ৫৩৩

সূর্যের উদয়ে জগৎ (রূপবান্ সকল বস্তু) যে ভাবে প্রকাশিত হয়, সেই ভাবে যাহার নিত্য-স্ফুরণের ফলে অনাত্মক ও মিথ্যাভূত এই

জগতের প্রতীতি হয়, সে ব্রহ্মবস্তুর প্রকাশক আর কী থাকিতে পারে? ৫৩৩

ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।
যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৩৪

বেদ-শাস্ত্র-পুরাণানি (বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণসমূহ) অপি সকলানি ভূতানি (আর সকল জীব) যেন (যাঁহার দ্বারা) অর্থবন্তি (স্ব স্ব সত্তা প্রাপ্ত হয়) তং বিজ্ঞাতারং (সেই বিজ্ঞাতাকে) কিং নু প্রকাশয়েৎ (কোন্ বস্তু প্রকাশ করিতে পারে)? ৫৩৪

যাঁহার দ্বারা বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণসমূহ স্ব স্ব অর্থপ্রতিপাদনের সামর্থ্য এবং সকল প্রাণী স্ব স্ব সত্তা প্রাপ্ত হয়, সেই বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কোন্ বস্তু প্রকাশ করিতে পারে? ৫৩৪

শাস্ত্রাদি এবং ভূতসমূহ জ্ঞেয়; ইহাদের কিছুই স্বপ্রকাশ নয়, জ্ঞাতার নিকট এ-সকল প্রকাশ পায়। একমাত্র আত্মা জ্ঞাতা, আত্মাই সব কিছুর প্রকাশক।

'যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' বৃ, ২।৪।১৪—'যাঁহার সহায়ে লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?'

এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ ॥ ৫৩৫

অয়ং ব্রহ্মবিৎ-উত্তম-উত্তমঃ (এই ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) যম্ এব বিজ্ঞায় (যাঁহাকে জানিয়া) বিমুক্তবন্ধঃ জয়তি (বন্ধনমুক্ত হইয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হন) এষঃ আত্মা (এই সেই আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ অনন্তশক্তিঃ অপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ (স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্তশক্তি, অপ্রমেয় ও সকলের অনুভবরূপ)। ৫৩৫

ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আত্মাকে অনুভব করিয়া সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হন, জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, সেই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্তশক্তি, অপ্রমেয় এবং সকলের অনুভবের বিষয়। ৫৩৫

ন খিদ্যতে নো বিষয়ৈঃ প্রমোদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ ॥ ৫৩৬

[ব্রহ্মবিৎ] ন খিদ্যতে (খেদ করেন না) বিষয়ৈঃ নো প্রমোদতে (বিষয়সমূহে হৃষ্ট হন না) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না) ন চ অপি বিরজ্যতে (কিছুতে উদ্বিগ্নও হন না), [কিন্তু] নিরন্তর-আনন্দরসেন তৃপ্তঃ (নিরন্তর আত্মানন্দে বিভোর থাকিয়া) সদা স্বস্মিন্ ক্রীড়তি (সর্বদা আত্মাতে ক্রীড়া করেন), স্বয়ং নন্দতি (নিজেই আনন্দ করেন)। ৫৩৬

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিয়োগাদি ঘটিলে খেদ বা শোক করেন না, ভোগ্য-বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইলে হৃষ্ট হন না, ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হন না, কিছুতে বিরক্ত হন না ; কিন্তু সর্বদা আত্মানন্দে তৃপ্ত থাকিয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই সকল ঐশ্বর্যের অনুভব করেন। ৫৩৬

সকল সুখ আত্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্মমো নিরহং সুখী ॥ ৫৩৭

বালঃ (বালক) ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা (ক্ষুধা ও দেহের বেদনা ভুলিয়া) বস্তুনি ক্রীড়তি (খেলার জিনিস লইয়া খেলিতে থাকে)। বিদ্বান্ তথা এব (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও সেই প্রকারে) নির্মমঃ নিরহং সুখী রমতে (মমতা ও অহংকারশূন্য হইয়া সুখে আত্মাতে ক্রীড়া করেন)। ৫৩৭

ক্ষুধা ও দেহের ব্যথা ভুলিয়া বালক খেলনা লইয়া খেলিতে থাকে। বালকের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও মমতা ও অহংকারশূন্য হইয়া আত্মাতে আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ৫৩৭

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেভাবে জীবনযাপন করেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষমশনং পানং সরিদ্‌বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরংকুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালন-শোষণাদিরহিতং দিগ্‌বাস্তু শয্যা মহী
সংচারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥ ৫৩৮

বিদাং (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের) অশনং (ভোজন) চিন্তাশূন্যম্ অদৈন্যভৈক্ষম্ (চিন্তারহিত ও দৈন্যবর্জিত ভিক্ষান্ন) সরিৎ-বারিষু পানং (নদীর জল পান), স্বাতন্ত্র্যেণ নিরংকুশা স্থিতিঃ (স্বচ্ছন্দে বাধাশূন্যভাবে অবস্থান) অভীঃ (ভয়শূন্যতা) শ্মশানে বনে নিদ্রা (শ্মশানে বা বনে নিদ্রা) ক্ষালন-শোষণ-আদি-রহিতং বস্ত্রং (বস্ত্র ধৌত বা শুষ্ক করার প্রয়োজনবোধের অভাব) দিক্ বা অস্তু (শূন্য অর্থাৎ নগ্নতা অথবা বল্কলাদি তাঁহার বস্ত্র হউক), মহী শয্যা (পৃথিবীই শয্যা), নিগম-অন্ত-বীথিষু সংচারঃ (বেদান্তরূপ-পথে ভ্রমণ) পরে ব্রহ্মণি ক্রীড়া (পরব্রহ্মে ক্রীড়া)। ৫৩৮

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভিক্ষালব্ধ অন্ন আনন্দের সহিত নিশ্চিন্তভাবে ভোজন করেন, (কি প্রকার বস্তু, কখন পাইব কি পাইব না, এ বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তা থাকে না, উৎকৃষ্ট বস্তু না পাইলে মনে দীনতাও আসেনা); নদীর জল পান করেন; স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে অবস্থান করেন, (অন্যের পক্ষে ভীতিপ্রদ) শ্মশানে বা বনে শয়ন করেন, বস্ত্র ধৌত বা শুষ্ক করার প্রয়োজন বোধ করেন না, কিংবা নগ্ন থাকেন অথবা যথাপ্রাপ্ত কাষায়বস্ত্র বা বল্কলাদি পরিধান করেন, বেদান্তচিন্তায় রত থাকেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মের বিচারে, তাঁহারই ধ্যানে তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। ৫৩৮

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ ॥ ৫৩৯

যঃ আত্মবেত্তা (যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি) অব্যক্তলিঙ্গঃ অননুষক্তবাহ্যঃ (বর্ণাশ্রমচিহ্নরহিত ও বিষয়নিরপেক্ষ) [তিনি] বিমানম্ এতৎ শরীরম্ আলম্ব্য (অভিমানরহিত দেহকে আশ্রয় করিয়া) অশেষান্ উপস্থিতান্ বিষয়ান্ (বিনা চেষ্টায় উপস্থিত বিষয় সকল) বালবৎ (বালকের ন্যায়) পর-ইচ্ছয়া ভুনক্তি (পরের ইচ্ছায় গ্রহণ করেন)। ৫৩৯

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ তিনি বর্ণাশ্রমচিহ্নরহিত এবং বিষয়নিরপেক্ষ, তিনি অভিমানরহিত-দেহকে আশ্রয় করিয়া বিনা চেষ্টায় উপস্থিত বিষয়সকল বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছায় গ্রহণ করেন। ৫৩৯

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪০

[ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি] দিগম্বরঃ বা অপি (দিগম্বর অথবা) স-অম্বরঃ বা (বস্ত্রাবৃত হইয়া) ত্বক্-অম্বরঃ বা অপি (অথবা বৃক্ষবল্কল পরিধান করিয়া) [কিন্তু সর্বদা] চিৎ-অম্বরস্থঃ (চিৎ-স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত থাকিয়া) উন্মত্তবৎ বা অপি চ বালবৎ বা পিশাচবৎ বা অপি (উন্মত্তের ন্যায় বা বালকের ন্যায় বা পিশাচের ন্যায়) অবন্যাম্ (পৃথিবীতে) চরতি (বিচরণ করেন)। ৫৪০

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি (নিজের ইচ্ছায় বা পরের ইচ্ছায়) কখনও বা উলঙ্গ কখনও বা বস্ত্রাবৃত থাকেন; কখনও বা বৃক্ষবল্কল অথবা মৃগচর্মাদি পরিধান করেন। (কিন্তু তাঁহার বাহ্যপরিধান যাহাই হউক না কেন), তিনি সর্বদা চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া উন্মাদের ন্যায় বা বালকের ন্যায় বা পিশাচের ন্যায় আচরণ-অবলম্বনে (বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে) পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ৫৪০

বালক, উন্মাদ বা পিশাচের যেমন বাহ্য-আচরণ সম্পর্কে কোন কপটতা থাকেনা, স্ব স্ব মানসিক অবস্থায় তাহারা সব কাজ সরলভাবে করিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাহ্য আচরণও সেইরূপ সংকল্পশূন্য ও

সরলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কখনও বা লোকসঙ্গপরিহারের জন্য তাঁহারা ঐরূপ আচরণ করেন। ব্রহ্মবিৎ-সমাগমে কিন্তু তাঁহাদের আচরণ বালকবৎ হয়।

কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।
স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ॥ ৫৪১

একচরঃ (একাকী বিচরণশীল) নিষ্কামরূপী সন্ (ভোগনিরপেক্ষ হইয়া), স্বাত্মনা এব সদা তুষ্টঃ (সর্বদা নিজের আত্মায় পরিতুষ্ট), স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ (স্বয়ং সকলের আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া) মুনিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) কামান্ চরতি (ভোগ্যবিষয়সমূহ গ্রহণ করেন)। ৫৪১

একাকী বিচরণশীল, ভোগনিরপেক্ষ, আত্মানন্দে তুষ্ট, অভেদদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যথাপ্রাপ্ত ভোগ্যবিষয়সমূহ (দেহধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু) নির্বিকারভাবে ভোগ করেন। ৫৪১

এই শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ হইতে পারে।

স্বাত্মনা এব সদা তুষ্টঃ (সর্বদা আত্মাতে তুষ্ট থাকিয়া) স্বয়ং সর্বাত্মনা স্থিতঃ (নিজে সকলের সহিত অভেদভাব অনুভব করিয়া) মুনিঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) কামাৎ (চিরকাল-অভ্যস্ত স্বভাবের বশে) নিষ্কামরূপী সন্ (কামনারহিত থাকিয়া) একচরঃ চরতি (একাকী বিচরণ করেন—কোন বস্তু বা ব্যক্তির অপেক্ষা রাখেন না)॥ ৫৪১

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আত্মরূপে সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজের অভিন্নতা অনুভব করেন।

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্‌ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।

ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ ॥ ৫৪২

ক্বচিৎ (কখনও বা) মূঢ়ঃ (অজ্ঞ), ক্বচিৎ অপি (কখন ও বা) বিদ্বান্ (বিদ্বান্ [ব্যক্তির ন্যায় প্রকাশ পান]), [কখনও বা] মহারাজবিভবঃ ([অন্যের ইচ্ছায় সৎকৃত হইয়া] মহারাজার ন্যায় ঐশ্বর্যসম্পন্নরূপে প্রতিভাত হন), ক্বচিৎ ভ্রান্তঃ (কখনও [দুর্জন-সঙ্গ পরিহারের জন্য] ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করেন), [কখনও] সৌম্যঃ (প্রিয়দর্শনরূপে প্রকাশ পান), ক্বচিৎ অজগর-আচার-কলিতঃ (কখনও অজগরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট [থাকিয়া যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষান্নে তুষ্ট থাকেন]), ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ (কখনও [গুণিগণের দ্বারা] সম্মানিত হন) ক্বচিৎ অবমতঃ (কখনও বা [অজ্ঞব্যক্তিদের দ্বারা] অপমানিত হন) ক্ব অপি অবিদিতঃ (কখনও অন্যের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যান),— প্রাজ্ঞঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) সততপরমানন্দসুখিতঃ (সতত পরমানন্দে মগ্ন থাকিয়া) এবং চরতি (এই প্রকারে দিনপাত করেন)। ৫৪২

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কখনও মূঢ়বৎ, কখনও বিদ্বান্, কখনও মহারাজবিভব-সম্পন্ন, কখনও ভ্রান্তবৎ, কখনও সৌম্য, কখনও অজরগরবৃত্তিসম্পন্ন, কখনও সম্মানিত, কখনও অবমানিত, কখনও বা অন্যের অবিদিতরূপে বর্তমান থাকিয়া সর্বদা পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। ৫৪২

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা জনে নানা ধারণা পোষণ করে; কিন্তু তিনি লোকমত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন।

সাধারণ মানুষ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য।

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৫৪৩

[ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি] নির্ধনঃ অপি সদা তুষ্টঃ (নির্ধন হইলেও সর্বদা তুষ্ট), অসহায়ঃ অপি (সহায়হীন হইলেও) মহাবলঃ (মহাবলসম্পন্ন), অভুঞ্জানঃ অপি (অভুক্ত থাকিলেও)

নিত্যতৃপ্তঃ (সর্বদা সন্তুষ্ট), অসমঃ অপি (নিজে তুলনারহিত হইলেও) সমদর্শনঃ (সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন) [থাকেন]। ৫৪৩

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ধনহীন হইলেও সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন (কিছুর অপেক্ষা রাখেন না বলিয়া তাঁহার মনে দীনতা আসে না) ; সাহায্যকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিলেও তিনি সর্বদা মহাবলসম্পন্ন (ভেদদর্শনের অভাবে তাঁহার ভয় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া) ; বাহ্য ভোগ্যবস্তুর অভাব থাকিলেও (আত্মা অবিকারী, এই নিশ্চয়ের ফলে) তিনি সর্বদা তৃপ্ত থাকেন ; আর সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁহার তুলনা না মিলিলেও তিনি সকলকে সমানভাবে দেখেন। ৫৪৩

অপি কুর্বন্নকুর্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্যপ্যশরীর্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্বগঃ ॥ ৫৪৪

এষঃ (এই ব্যক্তি) কুর্বন্ অপি অকুর্বাণঃ (কাজ করিয়াও ক্রিয়াহীন) চ ফলভোগী অপি অভোক্তা (এবং [অতীত কর্মের] ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা), শরীরী অপি অশরীরী (দেহবান্ হইয়াও দেহাভিমানবর্জিত) পরিচ্ছিন্নঃ অপি সর্বগঃ (দেহদৃষ্টিতে তিনি স্থানবিশেষে বর্তমান থাকিলেও স্বরূপে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান)। ৫৪৪

এইরূপ ব্যক্তিকে কর্মে (ভোজনাদি ব্যাপারে) রত দেখা গেলেও স্বরূপতঃ তিনি কিছু করেন না, সুখদুঃখাদি কর্মফল তাঁহাকে ভোগ করিতে দেখা গেলেও তিনি কিছুই ভোগ করেন না, দেহাভিমানশূন্য হওয়ার ফলে সশরীরে বর্তমান থাকিয়াও নিজেকে অশরীরী বলিয়া অনুভব করেন এবং দেহদৃষ্টিতে তাঁহাকে বিশেষস্থানে ও কালে বর্তমানে দেখা গেলেও আত্মস্বরূপে তিনি সর্বত্র বর্তমান থাকেন। ৫৪৪

অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে ॥ ৫৪৫

সদা অশরীরং সন্তম্ (সর্বদা অশরীরিরূপে বর্তমান) ইমং ব্রহ্মবিদং (এই ব্রহ্মজ্ঞকে) ক্বচিৎ (কোনও, কিছুমাত্রও) প্রিয়-অপ্রিয়ে (প্রিয় এবং অপ্রিয় বিষয়) তথা এব চ (সেই প্রকারে) শুভ-অশুভে (পাপ পুণ্য) ন স্পৃশতঃ (স্পর্শ করিতে পারে না)। ৫৪৫

সর্বদা দেহাভিমানশূন্য এই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কোনও প্রকারের সুখদুঃখ বা পাপপুণ্য কিছুমাত্র কখনও স্পর্শ করে না। ৫৪৫

'অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ॥' ছা, ৮-১২-১

'যিনি স্বীয় অশরীরী স্বরূপ জানিয়া দেহাভিমানরহিত হ'ন, তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না।'

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ সুখং চ দুঃখং চ শুভাশুভে চ।
বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ
কুতঃ শুভং বাঽপ্যশুভং ফলং বা॥ ৫৪৬

স্থূল-আদি-সম্বন্ধবতঃ (স্থূল দেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত) অভিমানিনঃ (অভিমানী ব্যক্তির) শুভাশুভে (পুণ্য ও পাপ-কর্মসমূহ) চ সুখং চ দুঃখং চ (এবং সুখ ও দুঃখ) [হইয়া থাকে])। বিধ্বস্তবন্ধস্য (বন্ধনরহিত) সৎ-আত্মনঃ মুনে (ব্রহ্মজ্ঞ মুনির) শুভং বা অপি অশুভং (পুণ্য বা পাপ কর্ম) ফলং বা (সেই-সকল কর্মের ফল) কুতঃ (কোথা হইতে আসিবে)? ৫৪৬

স্থূলদেহাদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'আমি কর্তা, ভোক্তা' এইপ্রকার অহংকারী ব্যক্তির পাপ ও পুণ্য এবং সে-সকলের ফল সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। দেহাদিতে বন্ধন অর্থাৎ অহংকার-রহিত, সৎস্বরূপ আত্মার সহিত অভেদবোধসম্পন্ন মুনির পুণ্য বা পাপ কর্ম এবং সে-সকলের ফল সুখদুঃখাদি ভোগ কী প্রকারে হইতে পারে? । ৫৪৬

দেহাদিতে 'আমি'-বোধ না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্য-পাপের ও সুখদুঃখের অতীত হইয়া যান।

জ্ঞানী ব্যক্তিকে শরীরধারী বলিয়াই তো সকলে দেখিয়া থাকে। তবু তাঁহাকে অশরীরী বলিলে কি প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলা হয় না? এইরূপ আশংকার উত্তর পরবর্তী দুইটি শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জনৈঃ।
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্॥ ৫৪৭

বস্তুলক্ষণম্ অজ্ঞাত্বা (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানার জন্য) জনৈঃ (অজ্ঞ জনসাধারণের দ্বারা) অগ্রস্তঃ অপি রবিঃ (সূর্য যথার্থতঃ অনাচ্ছাদিত থাকিলেও) গ্রস্তবৎ ভানাৎ (আচ্ছাদিত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ার ফলে) তমসা গ্রস্তঃ (রাহুর দ্বারা গ্রস্ত) ইতি (এই প্রকার) হি ভ্রান্ত্যা উচ্যতে (অবশ্যই অজ্ঞানবশতঃ উক্ত হইয়া থাকে)। ৫৪৭

(সূর্যগ্রহণকালে) সূর্য যথার্থতঃ অন্ধকারের দ্বারা আবৃত না হইলেও আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হওয়ার ফলে অজ্ঞ জনসাধারণ সূর্যের স্বরূপ না জানার জন্য অজ্ঞানবশতই সূর্যকে রাহু গ্রাস করিয়াছে বলিয়া মনে করে। ৫৪৭

তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ॥ ৫৪৮

তৎবৎ (সেই প্রকারে) মূঢ়াঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) শরীর-আভাসদর্শনাৎ ([ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির] অভিমানরহিত আভাসরূপ শরীর দেখিয়া) দেহাদিবন্ধেভ্যঃ বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্ (দেহাদিবন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞবরিষ্ঠকে) দেহবৎ পশ্যন্তি (দেহধারী বলিয়া দেখিয়া থাকে)। ৫৪৮

(অজ্ঞানবশতঃ সর্বদা স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যকে যে প্রকারে রাহুগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়) সেই প্রকারে দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমানরহিত আভাসরূপ-শরীর বর্তমান থাকিতে দেখিয়া দেহাদিবন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠকেও দেহধারী সাধারণ

মানুষ বলিয়া মনে করে। (দেহে 'আমি আমার' বোধ নাই, এমন মানুষ যে থাকিতে পারে তাহা অজ্ঞব্যক্তি কল্পনা করিতে পারে না)। ৫৪৮

দেহাভিমান চলিয়া যাওয়ার পর ব্রহ্মজ্ঞের শরীর কি ভাবে বর্তমান থাকে, তাহার উত্তরে শ্রুতিপ্রমাণ লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে।

অহির্নির্ল্বয়নীং বায়ং মুক্ত্বা দেহং তু তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা॥ ৫৪৯

অয়ং (এই ব্রহ্মজ্ঞ) অহিঃ নির্ল্বয়নীং বা (সর্প যেমন খোলসকে ত্যাগ করিয়া থাকে সেই ভাবে) দেহং মুক্ত্বা তু (দেহ ত্যাগ করিয়া [দেহে অভিমান বর্জন করিয়াই]) প্রাণ-বায়ুনা (প্রাণের শক্তিতে) ইতস্ততঃ (যেখানে সেখানে) যৎ কিঞ্চিৎ (যে কোন ভাবে) চাল্যমানঃ (চালিত হইয়া) তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকেন)। ৫৪৯

খোলস ছাড়িয়া দেওয়ার পর সাপ যেমন সেই খোলসের প্রতি আর আকৃষ্ট হয় না, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও সেই প্রকারে দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া প্রাণের শক্তিতে যেখানে সেখানে যে কোন অবস্থায় চালিত হইয়া (নিশ্চিন্তভাবে) কালাতিপাত করেন। ৫৪৯

'তদ্ যথাঽহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্মৈব তেজ এব।' বৃ, ৪।৭।৫৯

'প্রাণহীন সাপের-খোলস যেমন উই-এর ঢিপিতে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞের শরীরও সেইভাবে থাকে ; অতঃপর ইনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্ম এবং তেজই হইয়া থাকেন।'

ব্রহ্মবিদের প্রাণের চেষ্টাও দৈবাধীন।

স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহো যথাকালোপভুক্তিষু॥ ৫৫০

যথা (যেমন) স্রোতসা (স্রোতের দ্বারা) দারু (কাষ্ঠ) নিম্ন-উন্নত-স্থলম্ নীয়তে (নিম্ন ও উচ্চস্থলে নীত হয়), [সেই প্রকারে] দেহঃ ([ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির] শরীর) দৈবেন (প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা) যথা-কাল-উপভুক্তিষু (যথাকালে উপস্থিত কর্মফলভোগে) নীয়তে (পরিচালিত হয়)। ৫৫০

জলের স্রোতে কাষ্ঠখণ্ড যেমন কখনও নিম্ন কখনও উচ্চস্থানে নীত হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীরও সেই প্রকারে প্রারব্ধকর্মের বশে যথাসময়ে উপস্থিত বিভিন্ন ফলভোগের সম্মুখীন হয়। ৫৫০

স্রোতে পতিত কাষ্ঠখণ্ডের যেমন কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না, দেহাভিমানরহিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও সেই প্রকার প্রারব্ধকর্মের ফলভোগে কোনরূপ ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং অভিমানলেশও থাকে না।

প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিতবাসনাভিঃ
সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র তূষ্ণীং
চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥ ৫৫১

মুক্তদেহঃ (দেহাভিমানরহিত জীবন্মুক্ত) প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিত-বাসনাভিঃ (প্রারব্ধকর্ম-পরিকল্পিত বাসনাসমূহের দ্বারা) ভুক্তিষু (পান-ভোজনাদি বিষয়ে) সংসারিবৎ চরতি (সংসারী ব্যক্তিদের ন্যায় আচরণ করেন); [কিন্তু] সিদ্ধঃ স্বয়ং (সিদ্ধপুরুষ নিজে) চক্রস্য মূলম্ ইব (কুম্ভকারের চক্রের মূলের কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়) কল্পবিকল্পশূন্যঃ (সর্বসংশয়-রহিত ভাবে) অত্র (দেহে) সাক্ষিবৎ তূষ্ণীং বসতি (সাক্ষীর ন্যায় নীরবে অবস্থান করেন)। ৫৫১

[অজ্ঞের দৃষ্টিতে] প্রারব্ধকর্ম হইতে উৎপন্ন বাসনাসমূহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তি পান-ভোজনাদি ব্যাপারে সাধারণ সংসারাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করেন। কিন্তু কুম্ভকারের চাকা

অনবরত ঘুরিলেও তাহার মূলকাষ্ঠখণ্ড যেমন স্থির থাকে, সেই প্রকারে সিদ্ধপুরুষও অচঞ্চল থাকিয়া দেহে দ্রষ্টারূপে নীরবে অবস্থান করেন। ৫৫১

নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্ত এষ
নৈবাপযুঙ্‌ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।
নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স
স্বানন্দসান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ॥ ৫৫২

এষঃ (ইনি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) বিষয়েষু (ভোগ্যবিষয়সমূহে) ন নিযুঙ্‌ক্তে এব (নিযুক্ত করেন না), ন এব উপাযুঙ্‌ক্তে (নিবৃত্তও করেন না). উপদর্শন-লক্ষণস্থঃ (সাক্ষিরূপে অবস্থিত তিনি) ক্রিয়াফলম্ অপি (ক্রিয়াফলেরও) ঈষৎ (অতি অল্প মাত্রায়) ন অবেক্ষতে (অপেক্ষা করেন না)। [কিন্তু] স্ব-আনন্দ-সান্দ্ররসপান-সুমত্তচিত্তঃ (আত্মানন্দের প্রগাঢ়রসপানে সর্বদা বিভোর থাকেন)। ৫৫২

ইনি ইন্দ্রিয়সমূহকে শব্দাদি-বিষয়-গ্রহণে নিযুক্ত করেন না, ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টাও তাঁহার থাকে না; সাক্ষিস্বরূপে বর্তমান এই ব্রহ্মজ্ঞ বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কৃতকর্মসমূহের এবং তাহাদের ফলের প্রতি অণুমাত্রও আকৃষ্ট হন না। কিন্তু তিনি আত্মানন্দের প্রগাঢ় রসাস্বাদনে সর্বদা বিভোর থাকেন। ৫৫২

শ্রুতি বলেন, "রসো বৈ সঃ"—এই আত্মা রসস্বরূপ।

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥ ৫৫৩

লক্ষ্য-অলক্ষ্য-গতিং (লক্ষ্য অর্থাৎ নিদিধ্যাসন এবং অলক্ষ্য অর্থাৎ বিষয়চিন্তন—এই উভয়বিধ চিত্তবৃত্তি) ত্যক্ত্বা (বিরহিত হইয়া) যঃ (যিনি) কেবল-আত্মনা তিষ্ঠেৎ (শুদ্ধ-আত্মারূপে অবস্থান করেন), অয়ং ব্রহ্মবিৎ উত্তমঃ (এইপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ) স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবঃ এব (নিজে সাক্ষাৎ শিবের ন্যায় [বন্দনীয়])। ৫৫৩

'ধ্যান-ধারণা-সমাধি আমার লক্ষ্য এবং বিষয়চিন্তন আমার অলক্ষ্য', এই উভয়বিধ-চিত্তবৃত্তি-বিরহিত হইয়া যে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সর্বদা শুদ্ধ আত্মারূপে অবস্থান করেন তিনি সাক্ষাৎ শিবতুল্য। ৫৫৩

অন্যরূপ অর্থ।—লক্ষ্য বলিতে লৌকিকবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়সমূহ এবং অলক্ষ্য বলিতে সাধারণবুদ্ধির অগোচর কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধির অনুভবগম্য ব্রহ্ম বুঝায়। যিনি লক্ষ্য ও অলক্ষ্য এই উভয়ের গতি অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায় বিষয়চিন্তন এবং নিদিধ্যাসন ত্যাগ করিয়া শুদ্ধাত্মারূপে অবস্থান করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ শিবতুল্য।

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাধিনাশাদ্ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্॥ ৫৫৪

জীবন্ এব (জীবিত থাকিয়াই, দেহেন্দ্রিয়বান্ হইয়াও) ব্রহ্মবিৎ-তমঃ (ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ) সদা মুক্তঃ কৃতার্থঃ (সর্বদা মুক্ত ও কৃতার্থ থাকেন)। ব্রহ্ম এব সন্ (স্বরূপতঃ ব্রহ্মস্বরূপ ইনি) উপাধিনাশাৎ (দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিসমূহের সহিত আত্মা সম্পর্করহিত, এই অনুভবের ফলে) নির্দ্বয়ং ব্রহ্ম অপি এতি (অদ্বয়-ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন)। ৫৫৪

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জীবিত থাকা কালেই সর্বদা মুক্তির আস্বাদ ও কৃতার্থতা অনুভব করেন। তিনি তো চিরকাল স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ছিলেন; জ্ঞানের পর উপাধিনাশের ফলে তিনি অদ্বয়ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হন। ৫৫৪

অকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। বৃ, ৪।৪।৬

—'যিনি কামনাপরতন্ত্র নহেন, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন।'

শৈলূষো বেষসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ ৫৫৫

যথা (যেমন) বেষ-সদ্ভাব-অভাবয়োঃ চ (অন্য বেষ গ্রহণকালে বা সে সকল বেষ ত্যাগ করিয়া ফেলিলে) শৈলূষঃ (অভিনেতা) পুমান্ (সর্বদা যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিই থাকে) তথা এব (সেইপ্রকারে) ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠঃ (ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছেন তিনি) সদা (সকল কালে, সকল অবস্থায় [দেহাভিমান রহিত বলিয়া]) ব্রহ্ম এব (স্বরূপতঃ ব্রহ্মরূপে বিরাজমান থাকেন) ন অপরঃ (আর কিছু নন)। ৫৫৫

কোন অভিনেতা (নারীর, পশুর বা অন্য কিছুর) বেষ যখন ধারণ করেন বা যখন সে সকল পরিত্যাগ করেন, সকল অবস্থায় তিনি যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিই থাকেন। এইপ্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি সম্যক্ প্রকারে অনুভব করিয়াছেন (তাঁহার দেহাভিমান ও বিষয়াভিমান চলিয়া যাওয়ার ফলে জ্ঞানলাভের পর) তিনি দেহাশ্রয়ে যে অবস্থায় থাকুন না কেন সর্বদা ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন, ব্রহ্মভিন্ন তিনি অন্য কিছু নন। (জীবভাব তাঁহার আর আসে না)। ৫৫৫

যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তরোর্বপুঃ পততাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥ ৫৫৬

তরোঃ (বৃক্ষের) বিশীর্ণং সৎ পর্ণম্ ইব (শুষ্ক পত্রের ন্যায়) ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ (ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর) বপুঃ (দেহ) যত্র ক্ব অপি (যে কোন স্থানে) পততাৎ (পতিত হউক)। তৎ (তাঁহার দেহ) প্রাক্ এব ([মরণের] পূর্বেই) চিৎ-অগ্নিনা দগ্ধম্ (জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে)। ৫৫৬

তরুর জীর্ণপত্র যেমন যে কোনও স্থানে পড়িতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর শরীরও সেইরূপ যে কোন স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। তাঁহার

দেহ পূর্বেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। (সুতরাং মরণের পর দেহের সংকার কিভাবে হইবে সে চিন্তাও তাঁহার থাকে না)। ৫৫৬

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিত-প্রতীক্ষা ত্বঙ্‌মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জনায়॥ ৫৫৭

সৎ-আত্মনি ব্রহ্মণি (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে) পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দময়-আত্মনা (পূর্ণ, অদ্বৈত ও আনন্দস্বরূপে) তিষ্ঠতঃ (অবস্থানশীল) মুনেঃ (মুনির) ত্বক্‌-মাংস-বিট্‌-পিণ্ড-বিসর্জনায় (ত্বক্, মাংস ও বিষ্ঠার পিণ্ডরূপ দেহ পরিত্যাগের) দেশ-কাল-আদি-উচিত-প্রতীক্ষা ন (উপযুক্ত স্থান, সময় প্রভৃতির অপেক্ষা থাকে না)। ৫৫৭

যে সন্ন্যাসী সর্বদা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ-অদ্বয়-আনন্দরূপে সর্বদা অবস্থান করেন, তাঁহার পক্ষে ত্বক্‌-মাংস-বিষ্ঠার পিণ্ডরূপ দেহবিসর্জনের জন্য পবিত্র স্থানের বা শুভ সময়ের অপেক্ষা থাকে না। ৫৫৭

মোক্ষের বাস্তব স্বরূপ বলা হইতেছে ঃ—

দেহস্য মোক্ষো নো মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ॥ ৫৫৮

যতঃ (যেহেতু) অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থি-মোক্ষঃ (অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন জড় ও চেতনের তাদাত্ম্যরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিই) মোক্ষঃ (যথার্থ মুক্তি) ততঃ (সেইহেতু) দেহস্য মোক্ষঃ নো (দেহত্যাগ যথার্থ মুক্তি নয়) দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ মোক্ষঃ ন (দণ্ড কমণ্ডলু পরিত্যাগেও মুক্তি হয় না)। ৫৫৮

যেহেতু অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন চিৎ-জড়-গ্রন্থি-নাশের পর মাত্র মুক্তি হয় সেইহেতু (অবিদ্যানাশের পূর্বে) দেহত্যাগে মুক্তি হয় না, দণ্ডকমণ্ডলু ত্যাগ করিলেও মুক্তি হয় না। ৫৫৮

'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' শ্বে, ৩।৮

'আত্মাকে জানিলেই তবে জীব মরণকে অতিক্রম করিতে পারে, পরমার্থলাভের আর কোনও উপায় নাই।'

'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। ছাঃ, ৭।১।৩—'আত্মজ্ঞব্যক্তিই শোক অতিক্রম করিতে পারেন।'

কাশীতে দেহত্যাগে মুক্তি হয়, উত্তরাখণ্ডে দণ্ডকমণ্ডলু ত্যাগপূর্বক মুক্তির জন্য বাস করিলে মুক্তি হয়, ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু যথার্থ মোক্ষ কোন স্থান, কাল, বিষয় বা কর্মের অপেক্ষা করে না। আত্মা নিত্যমুক্ত ; একমাত্র অজ্ঞাননাশের পর উহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। আর, অজ্ঞাননাশ বাহ্য কোন ক্রিয়ার বা সহায়তার উপর নির্ভর করে না। অজ্ঞাননাশের পূর্বে কোনও বাহ্য উপায়ের সহায়তায় মুক্তি হয় না।

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।
পর্ণং পততি চেৎ তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৫৯

পর্ণং (পত্র) কুল্যায়াম্ (নালায়) অথ (অথবা) নদ্যাং ([গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র] নদীতে) বা (অথবা) শিবক্ষেত্রে (কাশীধামে) অপি (অথবা) চত্বরে (চৌমাথা রাস্তায়) চেৎ (যদি) পততি (পড়ে) তেন (তাহার ফলে) তরোঃ (তরুর) শুভাশুভম্ (ভাল বা মন্দ) কিং নু (কীই বা হইয়া থাকে)? ৫৫৯

কোনও তরুর শুষ্কপত্র নালায় বা নদীতে বা কাশীধামে কিংবা চৌমাথা রাস্তায় (পবিত্র বা অপবিত্র যে কোনও স্থানে) ঝরিয়া পড়ুক না কেন, তাহাতে তরুর ভাল-মন্দ কীই বা হইয়া থাকে? (তাহাতে তরুর যেমন কিছুই আসে যায় না, তেমন জ্ঞানীর যে কোন স্থানে দেহনাশ হউক না কেন তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না)। ৫৫৯

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।
নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যানন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬০

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশবৎ (পত্র পুষ্প ও ফলের পতনের ন্যায়) দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-ধিয়াং বিনাশঃ (দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপ উপাধিসমূহের বিনাশ হয়)। স্বস্য সৎ-আত্মকস্য আনন্দাকৃতেঃ আত্মনঃ (সৎ ও আনন্দস্বরূপ স্বীয় আত্মার) ন (বিনাশ হয় না)। চ এষঃ (এই আত্মা) বৃক্ষবৎ (বৃক্ষের ন্যায়) অস্তি (বর্তমান থাকেন)। ৫৬০

পত্র, পুষ্প ও ফলের পতনের ন্যায় জীবের দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধিসমূহের বিনাশ হয়। পত্রাদির নাশে যেমন বৃক্ষের বিনাশ হয় না সেইরূপ (উপাধিসমূহ নষ্ট হইলেও) সৎ ও আনন্দস্বরূপ স্বীয় আত্মার বিনাশ হয় না। কিন্তু ইহা বৃক্ষের ন্যায় অবিচল থাকে। ৫৬০

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অনূদ্যৌপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬১

প্রজ্ঞানঘনঃ ইতি (প্রজ্ঞানঘনঃ ইত্যাদি শ্রুতি) সত্যসূচকম্ (যথার্থ সত্যপ্রকাশক) আত্মলক্ষণম্) আত্মার লক্ষণ) অনূদ্য (বর্ণনা করিয়া) ঔপাধিকস্য এব (উপাধিবিশিষ্ট জীবেরই) বিনাশনম্ কথয়ন্তি (বিনাশের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন)। ৫৬১

'প্রজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্যসূচক আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণনা করিয়া উপাধিবিশিষ্ট জীবেরই বিনাশের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ৫৬১

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, 'অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যন্তি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি'। বৃ, ৪।৫।১৩

'এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য এবং সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন। (আত্মার জীবভাবটি) ভূতসমূহকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, এবং ভূত-সমূহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবভাবও বিলীন হয়। দেহেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলে আর বিশেষ ব্যক্তিত্ববোধ থাকে না।'

অবিদ্যাজনিত কার্যকারণরূপ-উপাধিবশতঃ শুদ্ধ-আত্মার জীবভাব প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে অবিদ্যা নষ্ট হইলে আত্মার দেহেন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কজনিত 'আমি আমার'-রূপ বিশেষ-জ্ঞান নষ্ট হয়, স্বরূপজ্ঞান নষ্ট হয় না।

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।
প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু॥ ৫৬২

'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা' (ওহে, এই আত্মা অবশ্যই অবিনাশী) ইতি শ্রুতিঃ (এই শ্রুতিবাক্য) বিকারিষু বিনশ্যৎসু (বিকারী ও বিনাশশীল দেহাদির মধ্যে) আত্মনঃ অবিনাশিত্বং প্রব্রবীতি (আত্মার অবিনাশিত্বের বিষয় বলিতেছেন)। ৫৬২

'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা' এই শ্রুতিবাক্য বিকারবান্ ও বিনাশশীল দেহেন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বলিতেছেন। ৫৬২

দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া জীবের যে খণ্ড জ্ঞানের প্রকাশ হয়, যে জ্ঞানের সহায়তায় তাহার লোকব্যবহার চলে, ব্রহ্মানুভূতির ফলে সে জ্ঞানের নাশ হয়,—ইহা উপলব্ধি করা কঠিন। তাই যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলিলেন 'ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তি' মৈত্রেয়ী তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন 'আপনি আমাকে মোহমুগ্ধ করিলেন, আমি ইহা একেবারেই ধারণা করিতে পারিতেছি না'। উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা।' (না গো, আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। এই আত্মা অবশ্যই বিকারবিহীন ও উচ্ছেদবিহীন)। বৃ. ৪।৫।১৪

পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-কড়ঙ্করাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।

দেহেন্দ্রিয়াসুমন আদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৩

যথা (যেমন) পাষাণ-বৃক্ষ-তৃণ-ধান্য-কড়ঙ্করাদ্যাঃ (পাথর বৃক্ষ তৃণ ধান্য তুষ প্রভৃতি) দগ্ধাঃ (দগ্ধ হওয়ার পর) মৃৎ-এব ভবন্তি (মৃত্তিকামাত্রে পরিণত হয়) তথা (তেমন) দেহ-ইন্দ্রিয়-অসু-মনঃ-আদি (দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ ইত্যাদি) সমস্তদৃশ্যং (সমস্ত দৃশ্য পদার্থ) জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধং (জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হওয়ার পর) পরাত্মভাবম্ উপযাতি (শুদ্ধ আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়)। ৫৬৩

অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর পাথর গাছ ঘাস ধান তুষ প্রভৃতি যেমন মাটিতে পরিণত হয়, তেমন দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মনঃ প্রভৃতি দৃশ্য-পদার্থ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার পর শুদ্ধ আত্মায় বিলীন হয়। (ব্রহ্মজ্ঞানের পর এ সকলের পৃথক্ অস্তিত্বের আর উপলব্ধি হয় না—'আমি জীব' এই প্রকার বোধ জ্ঞানীর চলিয়া যায়)। ৫৬৩

দৃশ্য জড়বস্তুসমূহ কী প্রকারে চেতন নির্বিকার ব্রহ্মে লয় পাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তর উদাহরণসহ দেওয়া হইতেছে।

বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে॥ ৫৬৪

যথা (যে প্রকারে) ধ্বান্তং (অন্ধকার) বিলক্ষণং (বিজাতীয় বস্তু হইলেও) ভানুতেজসি (সূর্যের তেজে) লীয়তে (বিলীন হইয়া যায়) তথা এব (সেই প্রকারেই) সকলং দৃশ্যং (সকল দৃশ্য পদার্থ) ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে (ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়)। ৫৬৪

অন্ধকার সূর্যতেজঃ হইতে ভিন্ন বস্তু হইলেও (প্রভাতকালে) উহা যে প্রকারে সূর্যের তেজের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রকারে জ্ঞানের উদয়ে সকল দৃশ্যবস্তু ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। ৫৬৪

সাধারণভাবে কোনও বস্তুর নাশ বলিতে বুঝি—তাহার কার্যভাব চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার উপাদান-কারণ বর্তমান রহিল। যেমন, একটা ঘট নষ্ট হইলে উহার নাম ও রূপের নাশ হয়, কিন্তু উহার উপাদান কারণ মৃত্তিকা বর্তমান থাকে। কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে দৃশ্যসমূহ উপাদানসহ লয় পায়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তেজের অপ্রকাশই অন্ধকার। ব্রহ্মভাব যতকাল আমাদের নিকট অপ্রকাশিত থাকে দৃশ্যসমূহ ততকাল প্রকাশ পাইতে থাকে। আসলে, জ্ঞানের উদয়ে নষ্ট কিছুই হয় না; ভ্রমজ্ঞান মাত্র চলিয়া যায়।

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৫৬৫

যথা (যেমন) ঘটে নষ্টে (ঘট নষ্ট হইলে) ব্যোম (ঘটমধ্যস্থ আকাশ) স্ফুটং (নিঃসংশয়ে) ব্যোম এব ভবতি (মহাকাশই হইয়া যায়), তথা এব (সেই ভাবেই) উপাধিবিলয়ে (উপাধির নাশে) ব্রহ্মবিৎ স্বয়ং ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান)। ৫৬৫

কোনও একটা ঘট নষ্ট হইলে সেই ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহাকাশের সঙ্গে এক হইয়া যায়, ঘটাকাশের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিসমূহের নাশের ফলে (জ্ঞানে সে সকলকে বাধিতরূপে উপলব্ধির ফলে) ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ৫৬৫

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ॥ ৫৬৬

যথা (যে প্রকারে) ক্ষীরং ক্ষীরে (দুগ্ধ দুগ্ধে) তৈলং তৈলে (তৈল তৈলে) জলং জলে (জল জলে) ক্ষিপ্তং (নিক্ষিপ্ত হইলে) সংযুক্তং (সংযুক্ত হইয়া) একতাং যাতি (একত্ব প্রাপ্ত হয়) আত্মবিৎ মুনিঃ (আত্মজ্ঞ মুনি) তথা (সেইপ্রকারে) আত্মনি (আত্মাতে) [অভেদভাব প্রাপ্ত হন] । ৫৬৬

যে প্রকারে দুধে দুধ ঢালিয়া দিলে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তৈলের সহিত তৈল, জলের সহিত জল মিলিয়া যায়, সেই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও ব্রহ্মের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হন । ৫৬৬

এক জাতীয় বস্তু, একরূপ বস্তু এবং একই বস্তু বলিয়াই দুগ্ধাদির একত্ব ও অভেদত্ব প্রাপ্তি ঘটে । ঐ সকল কারণেই অধ্যাসনিবৃত্তির পর জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্বানুভূতি হয় ।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি ।
এবং মুনেবির্জানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ক. ২।১।১৫

'হে গৌতম, নির্মল জল যেমন নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই প্রকার নির্মল জলই হইয়া যায়, তেমন একত্বদর্শী মননশীল পুরুষের আত্মাও ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন ।'

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ মু. ৩।২।৮

'প্রবহমাণ-নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও সেইরূপে নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অব্যাকৃত হইতে শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ।'

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্ ।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৭

এবং (উক্ত প্রকারে) অখণ্ডিতং (পরিপূর্ণ) সৎ-মাত্রত্বম্ (সৎস্বরূপ আত্মমাত্রত্ব) ব্রহ্মভাবং (ব্রহ্মাত্মতা) বিদেহকৈবল্যং (বিদেহমুক্তি) প্রপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) এষঃ যতিঃ (এই জ্ঞানী পুরুষ) পুনঃ (পুনরায়) ন আবর্ত্ততে (সংসারে ফিরিয়া আসেন না)। ৫৬৭

এই প্রকারে জ্ঞানী পুরুষ চিরকালের জন্য সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা অনুভব করেন এবং (জীবিতাবস্থায় লোকদৃষ্টিতে প্রারব্ধ কর্মফলের ভোক্তারূপে দৃষ্ট হইলেও) স্থূলশরীর নাশের পর বিদেহমুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না। ৫৬৭

বিদেহকৈবল্য=দেহাদির ও দৃশ্যজগতের মিথ্যাপ্রতীতিবিহীন শুদ্ধ ব্রাহ্মীস্থিতি।

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ॥ ৫৬৮

সৎ-আত্মা-একত্ববিজ্ঞানদগ্ধ-অবিদ্যাদি-বর্ষ্মণঃ (সৎস্বরূপ আত্মার সহিত একত্ববিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ বর্ষ্ম (শরীর) দগ্ধ [অনাত্মত্বহেতু বিস্মৃত] হইয়া গিয়াছে) অমুষ্য (সেই ব্রহ্মজ্ঞের) ব্রহ্মভূতত্বাৎ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যাওয়ার ফলে) [আর জন্ম হয় না]। ব্রহ্মণঃ উদ্ভবঃ (ব্রহ্মের জন্ম) কুতঃ (কোথা হইতে হইবে)? ৫৬৮

সৎস্বরূপ আত্মার সহিত একত্ববিজ্ঞানের ফলে যাঁহার অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরে অভিমান চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ব্রহ্মীভূত সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আর জন্ম হয় না। ব্রহ্মের জন্ম কী প্রকারে হইতে পারে? (অর্থাৎ ইহা কখনও হয় না)। ৫৬৮

স্থূল শরীর অন্নাদি দ্বারা পুষ্ট; দৈহিক স্থূল ভোগাদি এই শরীরে হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর এই শরীরের নাশ হয়।

সূক্ষ্মশরীর পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ উপাদানের সমবায়ে গঠিত। এই সূক্ষ্ম শরীরে স্বর্গাদি ভোগ হইয়া থাকে। কারণশরীর অবিদ্যাসমুৎপন্ন। জ্ঞান না হইলে জীবের কারণশরীর প্রলয়কালেও বর্তমান থাকে এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সংসারে জন্মগ্রহণ করে।

এই ত্রিবিধ শরীরই জীবের অন্নময়াদি পঞ্চকোশ। শুদ্ধ আত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন।

মায়াক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ নস্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ॥ ৫৬৯

বন্ধ-মোক্ষৌ (বন্ধন এবং মুক্তি) মায়াক্লৃপ্তৌ (অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত), বস্তুতঃ (পরমার্থতঃ) স্বাত্মনি (স্বীয় শুদ্ধ আত্মস্বরূপে) ন স্তঃ (এই দুইটি নাই); যথা (যে প্রকারে) নিষ্ক্রিয়ায়াং রজ্জৌ (নিষ্ক্রিয় রজ্জুতে) সর্প-আভাস-বিনির্গমৌ (সর্পের প্রতীতি ও সর্প বুদ্ধির নিবৃত্তি) [হয়]। ৫৬৯

বন্ধন ও মুক্তি দুইই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন অধ্যাসমাত্র। শুদ্ধ আত্মায় এ দুই-এর কোনটিই নাই। যেমন রজ্জুর বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পের অস্তিত্বের প্রতীতি এবং সর্পবুদ্ধির নিবৃত্তিও হইয়া থাকে, সেই প্রকারে শুদ্ধ আত্মার বন্ধন ও মুক্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। ৫৬৯

কোনও অজ্ঞব্যক্তির রজ্জুতে সর্পবোধ যখন থাকে বা যখন সর্পবোধ চলিয়া যায়, উভয় অবস্থায় রজ্জুর কোনও পরিবর্তন হয় না। এইরূপে মায়াচ্ছন্ন জীব নিজেকে বদ্ধ বা মুক্ত যাহাই মনে করুক না কেন শুদ্ধ আত্মা (যে আত্মা জীবের স্বরূপ) সর্বদা একরূপেই থাকে।

৫৭৪ শ্লোকের সহিত তুলনীয়।

আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাদ্দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ॥ ৫৭০

আবৃতেঃ (আবরণের) সৎ-অসত্ত্বাভ্যাং (বর্তমান থাকার বা না থাকার কারণে) বন্ধ-মোক্ষণে বক্তব্যে (বন্ধন ও মুক্তির কথা বলা হইয়া থাকে)। ব্রহ্মণঃ (শুদ্ধব্রহ্মের) কাচিৎ (কোনও) আবৃতিঃ ন (আবরণ নাই); অন্য-অভাবাৎ (দ্বিতীয় বস্তুর অভাব বশতঃ) [ব্রহ্ম] অনাবৃতম্ (আবরণহীন)। যদি অস্তি (যদি [অন্য বস্তু] থাকে) [তাহা হইলে] অদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ (অদ্বৈততত্ত্ব অপ্রমাণিত হইয়া যায়); শ্রুতিঃ দ্বৈতং নো সহতে (শ্রুতি দ্বৈত স্বীকার করেন না)। ৫৭০

জীবের অজ্ঞানাবরণ যতকাল বর্তমান থাকে ততকাল তাহার বন্ধন থাকে, এবং আবরণ অপসৃত হইলে মোক্ষ হয়। এই আবরণের বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতাবশতই বন্ধনের বা মুক্তির কল্পনা হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মের কোনও আবরণ নাই। দ্বিতীয় বস্তুর অভাবশতঃ ব্রহ্ম সকল সময়ে আবরণহীন। দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈত তত্ত্ব অপ্রমাণিত হইয়া যায়। শ্রুতি ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না (এবং দ্বৈত বুদ্ধির নিন্দা করিয়া থাকেন)। ৫৭০

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ, ৬।২।১) এই শ্রুতি ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত সর্ববিধ ভেদ নিষেধ করিতেছেন।

'নেহ নানাস্তি কিংচন' ক, ১।২।১১—'এই ব্রহ্মে অনুমাত্রও ভেদ নাই'।

বন্ধং চ মোক্ষং চ মৃষৈব মূঢ়া বুদ্ধেগুর্ণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।
দৃগাবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ
যতোঽদ্বয়াঽসঙ্গচিদেতদক্ষরম্॥ ৫৭১

মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) বুদ্ধেঃ গুণং (মায়ার কার্য যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির ধর্ম) বন্ধং চ মোক্ষং চ (বন্ধন এবং মুক্তি) মৃষা এব (অযথার্থভাবে আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ) বস্তুনি (আত্মায়) কল্পয়ন্তি (কল্পনা করে)। যথা (যে প্রকারে) মেঘকৃতাং (মেঘের দ্বারা কৃত) দৃক্‌-আবৃতিং (চক্ষুর আবরণ) রবৌ (সূর্যে) [কল্পনা করিয়া থাকে]। যতঃ (যেহেতু) এতৎ অক্ষরম্‌ (এই অবিনাশী আত্মা) অদ্বয়ঃ অসঙ্গ-চিৎ (দ্বিতীয় রহিত, সম্বন্ধশূন্য ও চৈতন্যস্বরূপ)। ৫৭১

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুদ্ধির ধর্ম বন্ধন এবং মুক্তি অযথার্থভাবে শুদ্ধ আত্মায় আরোপ করিয়া থাকে। মেঘের দ্বারা চক্ষু আবৃত হইলে তাহারা যেমন মনে করে সূর্য মেঘের দ্বারা আবৃত হইল, সেইভাবে বুদ্ধির গুণ আত্মায় আরোপ করে। কিন্তু যেহেতু এই অবিনাশী আত্মা দ্বিতীয়রহিত, অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য এবং চৈতন্যস্বরূপ সেই হেতু তাঁহার বন্ধন বা মুক্তি সম্ভব নয়। ৫৭১

বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই যদি মিথ্যা হয় তবে জ্ঞানের পূর্বে আমি বদ্ধ এইরূপ ধারণা থাকে কেন, আর জ্ঞানলাভের পর ঐ ধারণা কেনই বা চলিয়া যায়? এই আশংকার উত্তর :—

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ নতু নিত্যস্য বস্তুনঃ॥ ৫৭২

বস্তুনি (আত্মায়) অস্তি ইতি যঃ চ প্রত্যয়ঃ ([বন্ধন] আছে এই ধারণা) যঃ চ ন অস্তি ইতি (আর 'বন্ধন নাই' এই প্রকারের যে প্রতীতি), এতৌ (এই দুইটিই') বুদ্ধেঃ এব গুণৌ (বুদ্ধিরই পরিণাম) তু (কিন্তু) নিত্যস্য বস্তুনঃ ন (নিত্য আত্মবস্তুর নয়)। ৫৭২

আত্মায় বন্ধন আছে আর বন্ধন নাই, এই উভয় বিকল্প বুদ্ধিরই গুণ, নিত্য আত্মবস্তুর কোনও পরিণাম হয় না। ৫৭২

(নিত্যবস্তুর কোন গুণদোষ থাকে না)।

বন্ধন বা মুক্তি সম্বন্ধীয় ধারণা বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়। আত্মা নিত্যমুক্ত; তাহার বন্ধন কোনকালে হয় নাই, সুতরাং মুক্ত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

অতস্তৌ মায়য়া ক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে॥
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ॥ ৫৭৩

অতঃ (অতএব) তৌ (সেই দুইটি—বন্ধন ও মুক্তি) মায়য়া ক্লৃপ্তৌ (অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত), আত্মনি চ ন (আত্মায় তাহারা থাকে না)। নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে অদ্বিতীয়ে ব্যোমবৎ পরে তত্ত্বে (নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন আকাশের ন্যায় অসঙ্গ আত্মায়) কল্পনা কুতঃ (কী প্রকারে বন্ধমোক্ষের কল্পনা হইতে পারে)? ৫৭৩

অতএব বন্ধন ও মুক্তি এই দুই কল্পনাই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য নিরঞ্জন অদ্বিতীয় আকাশের-ন্যায়-নিরাকার ও অসঙ্গ আত্মবস্তুতে বন্ধনাদি কী প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? (কোনও প্রকারে তাহা সম্ভব হয় না)। ৫৭৩

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৫৭৪

উৎপত্তিঃ ন (উৎপত্তি হয় না) চ নিরোধঃ ন (নাশও হয় না), বদ্ধঃ ন (বদ্ধ কেহ নাই) চ সাধকঃ ন (এবং বন্ধনমুক্তির সাধকও নাই) মুমুক্ষুঃ ন (মুমুক্ষু কেহ নাই), বৈ মুক্তঃ ন (আর মুক্তও কেহ হয় না), ইতি এষা পরমার্থতা (ইহাই পরম সত্য)। ৫৭৪

কোনও বস্তুর উৎপত্তি হয় না [বীজের অভাব বশতঃ], [উৎপত্তি হয় না বলিয়া] কিছুর নাশও হয় না, [আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া] কেহ বদ্ধ হয় না, [বন্ধন না থাকায় বন্ধনমুক্তির] সাধক ও কেহ নাই,

[এই কারণে] মুমুক্ষু কেহ নাই [মুমুক্ষুই সাধনা করে], মুক্তও কেহ হয় না। [কেবল অদ্বয় আত্মা আছেন] ইহাই পরম সত্য। ৫৭৪

এই শ্লোকটি অমৃতবিন্দু উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত (১০ম মন্ত্র)। গৌড়পাদকারিকাতেও এই শ্লোকটি আছে (২।৩১)।

জগৎপ্রপঞ্চ মায়ামূলক, আর মায়া স্বপ্নদৃষ্ট বা মনঃকল্পিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। ব্যবহারিক দৃষ্টি-অবলম্বনে বন্ধন মুক্তি ইত্যাদি কল্পিত হইয়া থাকে, পরমার্থদৃষ্টিতে এ সকল কিছুই নাই। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্বদা আত্মনিষ্ঠ থাকায় তাঁহার নিকট নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। যতকাল অজ্ঞান থাকে ততকাল বন্ধন, মুক্তি ইত্যাদি ভেদবোধ থাকে। অবিদ্যানাশের ফলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট সৃষ্টি, প্রলয়, বন্ধন, মুক্তি সবকিছু মিথ্যা হইয়া যায়।

বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই যদি কল্পিত হয় তাহা হইলে বন্ধননিবৃত্তি এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রে যে সকল উপদেশ আছে সে সকলও তো নিরর্থক হইয়া পড়ে? না, তাহা হয় না। অন্ধকারে বালক ভূত দেখিয়া ভয় পাইলে কোনও ব্যক্তি দীপহস্তে আসিয়া বালকের ভয় দূর করে। ঐ ব্যক্তি ভূত তাড়াইল না, আলোকের সহায়ে বালকের অজ্ঞান দূর করিল মাত্র। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদীপপ্রকাশক শাস্ত্রের সার্থকতা।

সকল নিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং
পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্মুক্তবুদ্ধিং
স্বসুতবদসকৃৎ ত্বাং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্‌॥ ৫৭৫

[হে শিষ্য] অপগত-কলিদোষং (দম্ভ, লোভ প্রভৃতি কলিযুগের দোষরহিত) কামনির্মুক্তবুদ্ধিং (নিষ্কামচিত্ত) ত্বাং (তোমাকে) মুমুক্ষুং ভাবয়িত্বা (মোক্ষাভিলাষী

জানিয়া) স্বসুতবৎ (স্বীয় পুত্রের ন্যায়) ইদম্ পরম্ অতিগুহ্যং (এই উৎকৃষ্ট অতি গোপনীয়) সকল-নিগম-চূড়া-স্বান্ত-সিদ্ধান্তরূপং (সকল বেদের শীর্ষস্বরূপ উপনিষৎসমূহের অভ্যন্তরস্থ সিদ্ধান্ত যাঁহার স্বরূপ, সেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব) অসকৃৎ (বারবার) অদ্য (আজ) ময়া তে দর্শিতং (আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম)। ৫৭৫

[হে বৎস], দম্ভ, লোভ প্রভৃতি কলিকালের দোষশূন্য ও কামনা-রহিত তোমাকে মুমুক্ষু জানিয়া, লোকে স্বীয় পুত্রের নিকট যে প্রকারে গোপন রহস্যসমূহ প্রকাশ করে সেইভাবে আজ পুনঃপুনঃ এই উৎকৃষ্ট এবং অতি গোপনীয় বেদান্তের সারসিদ্ধান্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ৫৭৫

গুরুর উপদেশ এখানে শেষ হইল। গুরু অনধিকারীকে উপদেশ দেন না; বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্বের গভীরতাও বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া লন।

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্মুক্তবন্ধনঃ॥ ৫৭৬

ইতি (এই প্রকার) গুরোঃ বাক্যং শ্রুত্বা (গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া) নির্মুক্তবন্ধনঃ (সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত) সঃ (সেই শিষ্য) প্রশ্রয়েণ (ভক্তির সহিত) কৃতানতিঃ (শ্রীগুরুর চরণে প্রণত হইলেন) তেন (তাঁহার দ্বারা) সমনুজ্ঞাতঃ (আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) যযৌ (চলিয়া গেলেন)। ৫৭৬

এই প্রকার গুরুর উপদেশ শ্রবণের পর সেই জীবন্মুক্ত শিষ্য ভক্তির সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ৫৭৬

গুরুরেব সদানন্দসিন্ধৌ নির্মগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরঃ॥ ৫৭৭

সৎ-আনন্দ-সিন্ধৌ (ব্রহ্মানন্দসাগরে) নির্মগ্নমানসঃ (মগ্নচিত্ত) নিরন্তরঃ এব গুরুঃ (ভেদজ্ঞানরহিত সেই গুরু) সর্বাং বসুধাং (সমগ্র পৃথিবীকে) পাবয়ন্ (পবিত্র করিয়া) বিচচার (বিচরণ করিয়াছিলেন)। ৫৭৭

ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্নচিত্ত অভেদ বুদ্ধি সম্পন্ন গুরু ও সকল পৃথিবীকে (স্বীয় উপস্থিতি ও উপদেশে) পবিত্র করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৫৭৭

ইত্যাচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫৭৮

মুমুক্ষূণাং (মুমুক্ষুব্যক্তিদিগের) সুখ-বোধ-উপপত্তয়ে (সহজে উপলব্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যে) আচার্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেন (গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন অবলম্বনে) ইতি আত্মলক্ষণম্ নিরূপিতং (এই আত্মলক্ষণ নিরূপিত হইল)। ৫৭৮

মুমুক্ষুব্যক্তিদের সহজে উপলব্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যে গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তররীতি অবলম্বনে এই আত্মজ্ঞানশাস্ত্র রচিত হইল। ৫৭৮

কাহারা এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী, তাহা আবার শেষে বলা হইতেছে।

হিতমিদমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং
বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ
শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে ॥ ৫৭৯

যে (যাঁহারা) বিহিত-নিরস্ত-সমস্তচিত্তদোষাঃ (শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদি-বহিরঙ্গ সাধন এবং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি অন্তরঙ্গ-সাধনসমূহের সহায়ে শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন) ভবসুখবিরতাঃ (সংসারসুখে বিরক্ত) প্রশান্তচিত্তাঃ (প্রশান্তচিত্ত) শ্রুতিরসিকাঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রে প্রীতিসম্পন্ন) মুমুক্ষবঃ যতয়ঃ (মুক্তিকামী সাধক) [তাঁহারা] ইদম্ হিতম্ উপদেশম্ আদ্রিয়ন্তাং (এই কল্যাণকর উপদেশের আদর করুন)। ৫৭৯

যে সকল মুক্তিকামী সাধক শ্রুতিবিহিত সাধনসমূহের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, যাঁহারা সংসারসুখে বিরত, শান্তচিত্ত এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রীতিমান্ তাঁহারা এই হিতজনক উপদেশ অন্তরের সহিত গ্রহণ করুন। ৫৭৯

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভূবি ভ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শংকর-ভারতী বিজয়তে নির্বাণসংদায়িনী ॥ ৫৮০

সংসার-অধ্বনি (সংসারপথে) তাপ-ভানু-প্রোদ্ভূত-দাহব্যথা-খিন্নানাং (ত্রিতাপরূপ সূর্য হইতে উৎপন্ন কিরণজ্বালায় কাতর) জলকাংক্ষয়া (শান্তিবারির আকাংক্ষায়) মরুভূবি (মরুভূমিসদৃশ সংসারে) ভ্রান্ত্যা (ভ্রমের বশে) পরিভ্রাম্যতাং (ভ্রমণশীল [জনগণকে]) অতি-আসন্ন-সুখ-অম্বুধিং (অতি সন্নিহিত সুখসমুদ্ররূপ) সুখকরং অদ্বয়ং ব্রহ্ম দর্শয়ন্তী (সুখকর অদ্বয় ব্রহ্মদর্শনকারিণী) এষা (এই) নির্বাণসংদায়িনী (মোক্ষসুখপ্রদা) শংকরভারতী (শংকরের বাণী) বিজয়তে (সর্বোৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রহিয়াছে)। ৫৮০

সংসারপথে ত্রিতাপরূপ সূর্যের কিরণজ্বালায় দগ্ধ এবং মরুভূমিসদৃশ সংসারে ভ্রমের বশে শান্তিবারিপ্রাপ্তির আশায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ জীবকে অতি সন্নিহিত-সুখসমুদ্ররূপ পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয়ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করাইবার শক্তিসম্পন্ন আচার্য শংকরের এই শিক্ষা স্বমহিমায় প্রকাশ পাইতেছে। ৫৮০

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

বিষয়ের পরবর্তী অঙ্কসমূহ গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা নির্দেশক—

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	১৫	সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ	সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ
৩৮	১৮	শিলাদুৎকর্ষণং	শিলাদ্যুৎকর্ষণং
৩৯	১৪	শ্রুতির	শ্রবণাদির
৪২	১০	সতত্ত্বধ্যানং	স্বতত্ত্বধ্যানং
৫০	১৮	পরার্থোঽমুষ্য	পরার্থোঽয়মমুষ্য
৭৫	২	সম্ভাবনা থাকায়	সম্ভাবনা না থাকায়
৭৯	১৪	প্রাতিভাসিক	ব্যাবহারিক
৮৮	১৪	(উত্তরে রাজা) বলিলেন,	(উত্তরে রাজা বলিলেন)
১০০	১৯	ছেত্তং	ছেত্তুং
১০১	৭	অজ্ঞান-অবস্থার	অজ্ঞান-অবস্থায়
১০৫	৫	মুঞ্জাতৃণ হইতে	ধৈর্যসহকারে মুঞ্জাতৃণ হইতে
১১৪	২২	প্রাণবায়ুর	বায়ুর
১১৮	২০	ননেরই	মনেরই
১২৫	৮	দোষমুক্ত	দোষযুক্ত
১৪১	১৬	অনাদিরপি	অনাদেরপি
১৪১	১৯	ৰদ্ধ্যা	ৰুদ্ধ্যা
১৫০	১৪	স্তব্ধ	শুদ্ধ
২০৭	২০	কর্তৃত্বাধীন্	কর্তৃত্বাদীন্
২২৯	১৩	বিদধাত	বিদধীত
২৫২	২১	সঙ্গ	সঙ্গং
২৫৪	১০	…ৰোধ সহিতং	…ৰোধসহিতং
২৫৫	১৬	দ্রস্টা	দ্রষ্টা
২৭৪	৮	ৰহ্ম	ৰ্‌হ্ম
২৮৯	২০	আত্মন	আত্মনঃ
২৯৬	১৬	সঞ্চিতকর্মজ্ঞান দ্বারা	সঞ্চিতকর্ম জ্ঞানদ্বারা
৩১৬	৫	প্রাপ্তবানমখণ্ডহৈবভবা…	প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবা…
৩৪৭	১	ৰহ্মবিদং	ৰ্‌হ্মবিদং